نفس المهموم

শোকার্তের দীর্ঘশ্বাস

(দ্বিতীয় খণ্ড)

(কারবালার মর্মান্তিক ইতিহাস)

শেইখ আব্বাস কুম্মি

نفس المهموم

শোকার্তের দীর্ঘশ্বাস

(দ্বিতীয় খণ্ড)

(কারবালার মর্মান্তিক ইতিহাস)

قال الامام جعفر الصادق عليه السلام:

نفس المهموم لنا، المغتم لظلمنا تسبيح، وهمه لأمرنا عبادة ، وكتمانه لسرنا جهاد فى سبيل الله.

ثم قال عليه السلام: **يجب أن يكتب هذا الحديث بالذهب.**

ইমাম জাফর আস-সাদিক্ব (আ.) বলেছেন,

“আমাদের ওপর যে জুলুম করা হয়েছে তার কারণে যে শোকার্ত, তার দীর্ঘশ্বাস হলো তাসবীহ এবং আমাদের বিষয়ে তার দুশ্চিন্তা হলো ইবাদত এবং আমাদের রহস্যগুলো গোপন রাখা আল্লাহর পথে জিহাদের পুরস্কার বহন করে।”

এরপর তিনি বললেন, “নিশ্চয়ই এ হাদীসটি স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখা উচিত।”

نفس المهموم

শোকার্তের দীর্ঘশ্বাস

(দ্বিতীয় খণ্ড)

(কারবালার মর্মান্তিক ইতিহাস)

লেখক :

আল্লামা আব্বাস বিন মুহাম্মাদ রেযা আল কুম্মি

ইংরেজী অনুবাদ :

এজায আলী ভুজওয়ালা (আল হোসেইনি)

অনুবাদ :

মুহাম্মাদ ইরফানুল হক

সম্পাদনা :

এ. কে. এম. রাশিদুজ্জামান

ফাতিমা মুনাওয়ারা

WP

ওয়াইজম্যান পাবলিকেশনস

শিরোনাম : **শোকার্তের দীর্ঘশ্বাস** (নাফাসুল মাহমুম), দ্বিতীয় খণ্ড
লেখক : আল্লামা আব্বাস বিন মুহাম্মাদ রেযা আল কুম্মি
ইংরেজী অনুবাদ : এজায আলী ভুজওয়ালা (আল হোসেইনি)
অনুবাদ : মুহাম্মাদ ইরফানুল হক
সম্পাদনা : এ. কে. এম. রাশিদুজ্জামান
ফাতিমা মুনাওয়ারা
সহযোগিতায় : কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর
ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান
ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রকাশক : ওয়াইজম্যান পাবলিকেশনস
২৭৯/৫, মাসকান্দা, ময়মনসিংহ

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকাল : ২০ জামাদিউস সানি, ১৪৩১ হি.
২১ জৈষ্ঠ্য, ১৪১৭ বাং.
০৪ জুন, ২০১০ খ্রি.

মূদ্রণ : মাল্টি লিংক
১৪৫/সি, হাজী খালেক মার্কেট, ফকিরাপুল
ঢাকা - ১০০০, ফোন : ৯৩৪৮০৪৭

প্রচ্ছদ ও কম্পোজ : আলতাফ হোসাইন

মূল্য : ২৫০ টাকা

ISBN : 978-984-33-0883-2

Shokarter Dirghoshash (Sigh of the Aggrieved) Vol. 2, Translated from English to Bangla from 'Nafasul Mahmum' by Allama Haj. Shaikh Abbas Bin Mohammad Reza Al-Qummi (a.r.); English translation from original in Arabic by Aejaz Ali Bhajwala (Al-Husainee); Translated to Bangla by Muhammad Irfanul Huq; Edited by A.K.M. Rashiduzzaman and Fatima Munawara; Published by Wiseman Publications, 279/5, Mashkanda, Mymensing, Bangladesh, in Cooperation with Office of the Cultural Counselor, I.R. Iran, Dhaka, Bangladesh.

© Wiseman Publications, 2010
ALL RIGHTS RESERVED FOR THE PUBLISHER

Published in June 2010 (First Edition), Printed in Bangladesh, 212 Pages, Hard cover, Price : Tk. 250 (US$ 3.75 only)

For Contact : wiseman1472313@yahoo.com, (8802) 01552563752

Topics : Historical incidences cf Karbala – Martyrdom of Imam Husain Ibne Ali (a.) – Heartrending Tragedy of Islam – Teachings of Sacrifice in Islam – Love of Ahlul Bayt (a.) – Imamat & Religious Leadership in Islam.

উৎসর্গ...

জান্নাতের যুবকদের সর্দার,
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর
প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র, শহীদদের নেতা ও
মজলুম ইমাম হোসেইন (আ.)-এর জন্য
শোকার্তদের উদ্দেশ্যে . . .

সূচীপত্র

লেখক পরিচিতি
লেখকের ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

পরিচ্ছেদ - ১
শাহাদাতের পরের ঘটনাবলী ০৩

পরিচ্ছেদ - ২
ইমাম হোসেইন (আ.)-এর জিনিসপত্র লুট ও তার আহলুল বাইতের কান্না ও বিলাপ ০৫

পরিচ্ছেদ - ৩
শহীদদের মাথা, নারীদের অলঙ্কার এবং মজলুমদের সর্দারের উট লুট করে নেয় কুফার সেনাবাহিনী ০৭

পরিচ্ছেদ - ৪
আশুরার শেষ বিকেলের ঘটনাবলী ও পবিত্র মাথাগুলোকে উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের কাছে প্রেরণ ১০

পরিচ্ছেদ - ৫
উমর বিন সা'আদের কুফার উদ্দেশ্যে কারবালা ত্যাগ ১৩

পরিচ্ছেদ - ৬
আমাদের অভিভাবক ইমাম হোসেইন (আ.) এবং তার সাথীদের দাফন সম্পর্কে ১৫

পরিচ্ছেদ - ৭
কুফাতে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর আহলুল বাইত (পরিবার)-এর প্রবেশ ১৯

কুফাতে সাইয়েদা যায়নাব বিনতে আলী (আ.)-এর খোতবা ১৯

কুফার জনগণের ভেতর ইমাম আলী বিন হোসেইন (আ.)-এর যুক্তি পেশ এবং তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ ও প্রতারণার জন্য তিরস্কার ২২

কুফাতে সাইয়েদা উম্মে কুলসুম বিনতে আলী (আ.)-এর খোতবা ২৬

পরিচ্ছেদ - ৮
উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের দরবারে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর পরিবারের প্রবেশ ২৯

পরিচ্ছেদ - ৯
আব্দুল্লাহ বিন আফীফ আযদির শাহাদাত ৩৬

পরিচ্ছেদ - ১০
উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ আব্দুল মালিক সালামিকে মদীনায় পাঠালো ইমাম হোসাইন (আ.)-এর শাহাদাতের সংবাদ দিয়ে এবং মক্কায় আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরের খোতবা ৪০

পরিচ্ছেদ - ১১
পবিত্র মাথাগুলোকে এবং পবিত্র পরিবারকে অভিশপ্ত উবায়দুল্লাহ কুফা থেকে সিরিয়া পাঠিয়ে দিলো এবং এরপর যা ঘটেছিলো ৪৫

পরিচ্ছেদ - ১২
সিরিয়া যাওয়ার পথে ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ৫০

পরিচ্ছেদ - ১৩
আহলুল বাইত ও পবিত্র মাথার দামেস্কে প্রবেশ ৫৩
সফর মাসের প্রথম দিন অভিশপ্ত ইয়াযীদের সামনে সাইয়েদা যায়নাব (আ.)-এর খোতবা ৬৬
ইমাম আলী বিন হোসেইন (আ.)-এর খোতবা ৭২
ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কন্যা সাইয়েদা সাকিনাহ (আ.)-এর স্বপ্ন ৭৭
ইয়াযীদের স্ত্রীর স্বপ্ন এবং ইমাম হোসেইন (আ.)-এর জন্য তার কান্না ৭৮
ইমাম হোসেইন (আ.)-এর শিশু কন্যার স্বপ্ন ৭৯
ইয়াযীদের দরবারে রোমের বাদশাহর প্রতিনিধির সাথে ঘটনা ৮১

পরিচ্ছেদ - ১৪
আহলে বাইতকে ইয়াযীদের সিরিয়া থেকে মদীনায় প্রেরণ ৮৬
মদীনায় আহলুল বাইতের প্রবেশ এবং ইমাম হোসেইন (আ.)-এর জন্য তাদের শোক ৮৬
ইমাম আলী যায়নুল আবেদীন (আ.)-এর খোতবা ৯০
আলী বিন হোসেইন (আ.)-এর আহাজারি ৯৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরিচ্ছেদ - ১
ইমাম হোসেইন (আ.)-এর জন্য আকাশগুলো ও জমিন এবং তাদের বাসিন্দাদের শোক ৯৯
ইমাম হোসেইন (আ.)-এর শাহাদাতের বিষয়ে যুহরির বর্ণনা ১০১

পরিচ্ছেদ - ২
ইমাম হোসেইন (আ.)-এর শাহাদাতের বিষয়ে আল্লাহর কাছে ফেরেশতাদের অভিযোগ এবং তার জন্য তাদের আহাজারি ১০৯

পরিচ্ছেদ - ৩
ইমাম হোসেইন (আ.)-এর শাহাদাতের কারণে জ্বীনদের আহাজারি ১১২
'নওরোজ'-এর দিনে ইমাম মূসা আল কাযিম (আ.)-এর সমাবেশের ঘটনা ১১৩

তৃতীয় অধ্যায়

পরিচ্ছেদ - ১
ইমাম হোসেইন (আ.)-এর সন্তান সংখ্যা ও তার স্ত্রীদের বিষয়ে ১১৯
ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কন্যা সাকিনাহ (আ.) সম্পর্কে ১২১

পরিচ্ছেদ - ২
ইমাম হোসাইন (আ.)-এর কবর যিয়ারাতের ফযীলত ১২৪

পরিচ্ছেদ - ৩
ইমাম হোসেইন (আ.)-এর পবিত্র কবরের ওপর খলিফাদের জুলুম ১৩৬

উপসংহার
তাওয়াবীনদের (অনুতপ্তদের) ঘটনা ১৪৩
কুফাতে মুখতারের প্রবেশ ১৪৮
তাওয়াবীনদের প্রস্থান এবং তাদের শাহাদাত ১৫২
কুফায় মুখতারের আন্দোলন ১৬৩
মুখতারের হাতে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর হত্যাকারীদের নিশ্চিহ্ন হওয়া ১৭৭
উমর বিন সা'আদ এবং ইমাম হোসেইন (আ.)-এর অন্যান্য হত্যাকারীদের বিনাশ ১৮৭
উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য ইবরাহীম বিন মালিক আশতারের যাত্রা ১৯০
উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের বিনাশ ১৯১

লেখক পরিচিতি

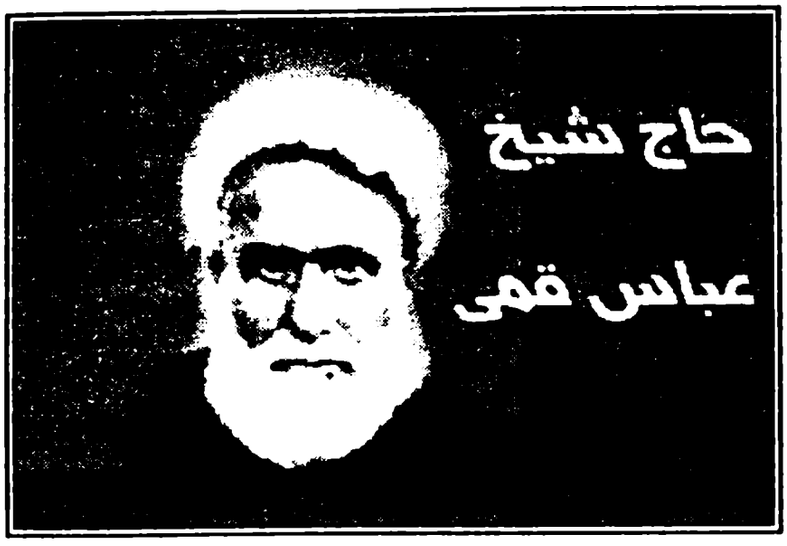

আল্লামা শেইখ আব্বাস বিন মুহাম্মাদ রেযা আল কুম্মি (রা. আ.)

হাদীস বিশেষজ্ঞদের মাঝে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য আল্লামা শেইখ আব্বাস বিন মুহাম্মাদ রেযা আল কুম্মি (আল্লাহ তার কবরকে আরও পবিত্র করুন), ১২৯৬ হিজরিতে ইরানের ক্বোমে জন্মগ্রহণ করেন। শিশুকাল থেকেই তিনি জ্ঞান চর্চায় উৎসাহী ছিলেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন তার সময়কার বিভিন্ন সম্মানিত পণ্ডিতদের কাছে তারই জন্মের শহরে। তার জ্ঞান পিপাসা না মেটার ফলে তিনি তার শিক্ষাকে আরো অগ্রসর করতে ইরাকের নাজাফ শহরে হিজরত করেন। তখন তার বয়স ছিলো একুশ বছর। সেখানে তিনি বিখ্যাত পণ্ডিত ও হাদীসের বিশেষজ্ঞ আয়াতুল্লাহ মির্যা হোসেইন নূরী তাবারসির অধীনে পড়াশোনা করেন এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি তার সবচেয়ে প্রিয় ছাত্রদের একজন হয়ে উঠেন। তিনি তার শিক্ষকের কাছ থেকে যুক্তিবিদ্যা ও প্রচলিত বিষয়সমূহ, ফিকাহ, তাফসির, দর্শন এবং অন্যান্য বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন এবং সেগুলোতে বিশেষজ্ঞ হন। তার শিক্ষকের ইন্তেকালের পর তিনি তার মাতৃভূমি ক্বোমে ফিরে আসেন। এরপর মাশহাদে (ইরানের আরেকটি শহর যেখানে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর ৫ম বংশধর ও আহলুল বাইতের ৮ম ইমাম, ইমাম আলী বিন মূসা আল রিদা (আ.)-এর পবিত্র মাযার রয়েছে) যান এবং আয়াতুল্লাহ উযমা শেইখ আব্দুল কারীম হায়েরি ইয়াযদির পরামর্শে, যিনি সেখানে ধর্মীয়শাস্ত্রের কেন্দ্রকে পুনর্জীবিত করেছিলেন আবার ক্বোমে ফিরে আসেন।

তিনি অত্যন্ত পরহেজগার ব্যক্তি ছিলেন এবং মহানবী (সা.) ও তার বংশধরদের প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণ করতেন। তার বিশ্বাস এত গভীর ছিলো যে, একদিন তার ছেলে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি এক গ্লাস পানি নিয়ে তাতে তার আঙ্গুল ডোবালেন। এরপর সে পানি তার ছেলেকে পান করতে দিয়ে বললেন, "হে আমার সন্তান, পান করো। তুমি শীঘ্রই ভালো হয়ে যাবে, কারণ এ হাত দিয়ে আমি আহলুল বাইত (আ.)-এর অনেক রেওয়ায়েত (হাদীস বা কথা) লিখেছি।" [কারামাত ওয়া হিকায়াতে আশেকানে খোদা, পৃ. ৬১-৬৪]

'আল জারিয়াহ'-এর সম্মানিত লেখক শেখ আক্বা বুযুর্গ তেহরানি (র.) আল্লামা শেইখ আব্বাস কুম্মি (র.) সম্পর্কে বলেন, "আমি তাকে এমন একজন অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে পেয়েছি যার ছিলো অগাধ জ্ঞান। তিনি এমন গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন যে, যে ব্যক্তিই তার নিকটে আসতো সে তার মত হয়ে যেতো। আচরণে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী। তার ব্যক্তিত্ব ছিলো আভিজাত্যপূর্ণ ও সম্মানীয় এবং জ্ঞান, খোদাভীতি এবং পরহেজগারীর এক অনন্য সংমিশ্রণ। আমি তার সাথে অনেকটা সময় কাটিয়েছি এবং আমি তাকে খুবই কাছ থেকে দেখেছি।" তার ছেলে হাজ্ব মির্যা আলী মুহাদ্দিস জাদেহ বর্ণনা করেন, "আমার যতদূর মনে আছে আমার বাবা কখনই তাহাজ্জুদ নামায বাদ দেন নি, এমনকি সফরেও না।" [মুহাদ্দিস কুম্মি, হাদীস-ই ইখলাস, পৃ. ৮৭]

তার ছেলের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি আরবী ও ফারসীতে দোআ, নৈতিকতা, ইতিহাস এবং জীবনী বিষয়ক প্রায় ৬৩টি গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলোর মধ্যে সুবিখ্যাত কয়েকটি গ্রন্থ হচ্ছে:

১. সাফিনাতুল বাহার ওয়া মাদীনাতুল হাকাম ওয়াল আসার
২. মাফাতিহুল জিনান ('জান্নাতের চাবিসমূহ'- একটি বৃহৎ দোআর সংকলন)
৩. বায়তুল আহযান ফি মাসায়েবে সাইয়েদাতুন নিসা
৪. নাফাসুল মাহমুম (শোকার্তের দীর্ঘশ্বাস)
৫. হাদিয়াতুয যায়েরীন

তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অনেক ছাত্রকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তিনি প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তা ছিলেন এবং লিখেছেনও অনেক। একটি সফল জীবন যাপন করে এবং মানবজাতির কল্যাণের জন্য এক বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডার পেছনে রেখে তিনি ৬৩ বছর বয়সে ২৩শে জিলহজ্ব ১৩৫৯ হিজরিতে (১৯৪০ খৃস্টাব্দে) ইন্তেকাল করেন। তিনি সমাহিত আছেন ইরাকের নাজাফ শহরে তার উস্তাদ মির্যা হোসেইন নূরীর কবরের পাশে আমীরুল মুমিনীন ইমাম আলী বিন আবি তালিব (আ.)-এর মাযারের উঠানে।

লেখকের ভূমিকা

আল্লাহর নামে যিনি সর্ব-দয়ালু, সর্ব-করুণাময়। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি বন্য পশুদের গর্জন এবং বান্দাহ্‌র গোপনে করা গুনাহ সম্পর্কে জানেন। যিনি গভীর সমুদ্রে মাছদের এদিক ওদিক চলাচল করান এবং শক্তিশালী বায়ুপ্রবাহের মাধ্যমে পানির ঢেউ সৃষ্টি করেন এবং রহমত ও সালাম বিশ্ব জগতের সর্দার, আকাশ ও পৃথিবীর বাসিন্দাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুহাম্মাদ (সা.)-এর উপর যাকে দেয়া হয়েছে আশ্চর্যজনক মোজেযা এবং তর্কাতীত প্রমাণের নিদর্শনসমূহ এবং (তাঁর রহমত এবং সালাম) তার পবিত্র বংশধরদের (আ.) উপর, যারা নির্যাতিত, যারা অন্ধকারের বাতি এবং বিপদে জাতির আশ্রয়স্থল এবং (রহমত ও সালাম) বিশেষ করে নির্যাতিত শহীদ ইমামের উপর যাকে সফরের পথে হত্যা করা হয়েছে এবং দুঃখের ভিতর বন্দী করা হয়েছে, সেই হোসেইন যিনি "হেদায়েতের বাতি এবং নাজাতের নৌকা"।

নবুয়তের আহলুল বাইত (রক্তজ বংশধর)-এর প্রেমিকদের শেষ সারির অন্তর্ভুক্ত, আর অপরাধী গুনাহগার আব্বাস (লেখক), যে মুহাম্মাদ রেযা আল কুম্মির সন্তান বলে যে, আমার হৃদয়ের অনেক দিনের আশা ছিলো ইমাম হোসেইন (আ.)-এর শাহাদাতের উপর একটি সংক্ষিপ্ত গবেষণা গ্রন্থ লিখবো এবং একত্র করবো নির্ভরযোগ্য সংবাদগুলো, যা আমার কাছে নির্ভরযোগ্য ও ধারাবাহিক বিখ্যাত সূত্রের মাধ্যমে এসেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি মজলুমদের (নির্যাতিতদের) সর্দার আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম হোসেইন)-এর প্রশংসাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবো; হাজার সালাম ও প্রশংসা তার উপর। কিন্তু মাঝখানে বাধা ছিলো। অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকা হস্তক্ষেপ করেছে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি রহমত প্রাপ্ত হলাম আবুল হাসান আলী (আল-রিদা) বিন মূসা বিন জাফর বিন মুহাম্মাদ বিন আলী বিন হোসেইন বিন আলী বিন আবি তালিবের মাযারে (আল্লাহর সালাম তাদের সকলের উপর) যিয়ারাতে যাওয়ার। আমি বরকতপ্রাপ্ত ছিলাম তার মাযারের সম্মানিত চৌকাঠ চুম্বনে। এরপর আমি আমার অভাবী দুটো হাত তার কাছে তুলে ধরলাম এবং তাকে অনুরোধ করলাম আমার আশা পূরণ করতে,[১] যা আমার আশার সর্বোচ্চ শিখর ছিলো এবং মহান আল্লাহর কাছে কল্যাণ ভিক্ষা চাইলাম এবং বইটি দ্রুত শেষ করার জন্য কাজে লেগে গেলাম। আমি নিচের নির্ভরযোগ্য বইগুলো থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি:

১. **'আল ইরশাদ'**, সম্মানিত শেইখ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন নো'মান আল মুফীদ। তিনি ৪১৩ হিজরিতে বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন এবং তাকে দাফন করা হয় ইমাম জাওয়াদ (আ.)-এর পবিত্র পায়ের কাছে কাযেমাইনে।

২. **'মালহুফ (অথবা লাহুফ)'**, সম্মানিত সাইয়েদ রাযিউদ্দীন আবুল ক্বাসিম আলী বিন মূসা বিন জাফর বিন তাউস হোসেইনি। তিনি ৬৬৪ হিজরিতে বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন।

---

[১] আল্লাহর কাছে শাফায়াত বা সুপারিশ করার অনুরোধ-অনুবাদক।

৩. **'তারীখে আলে রাসূল ওয়াল মুলূক'**, মুহাম্মাদ বিন জারীর তাবারি। তিনি ৩১০ হিজরিতে বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন। তাকে 'পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি' হিসেবে অভিহিত করেছিলেন জ্ঞানীদের উস্তাদ মুহাম্মাদ বিন খুযাইমাহ।

৪. **'তারীখে কামিল'**, বংশধারা বিষয়ে পণ্ডিত, ঐতিহাসিক এবং আমানতদার আল্লামা আলী বিন আবিল কারাম, যিনি ইবনে আসীর জাযায়েরি হিসেবে সুপরিচিত। তিনি ৬৩০ হিজরিতে (ইরাকের) মসূলে মৃত্যুবরণ করেন।

৫. **'মাক্বাতিলুত তালিবিঈন'**, ঐতিহাসিক ও বংশধারা বিষয়ে পণ্ডিত, সুদক্ষ লেখক, শেইখ আলী বিন হোসেইন উমাউই, যিনি আবুল ফারাজ ইসফাহানি যায়েদি বলে সুপরিচিত। বাগদাদে ৩৫৬ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

৬. **'মুরুজুয যাহাব ওয়া মা'আদিনুল জাওয়াহির'**, বিশ্বস্ত ঐতিহাসিক, দুই মাযহাবের কাছেই বিশ্বস্ত আদর্শ লেখক আবুল হাসান আলী বিন হোসেইন আল মাসউদি। তিনি ছিলেন আবুল ফারাজ ইসফাহানির সমসাময়িক।

৭. **'তাযকিরাতুল খাওয়াসিল আইম্মাহ ফী মা'রিফাতিল আইম্মাহ',** লিখেছেন বিশিষ্ট পণ্ডিত শেইখ শামসুদ্দিন ইউসুফ, যিনি সিবতে ইবনে জাওযি নামে সুপরিচিত। তিনি ৬৫৪ হিজরিতে দামেস্কে মৃত্যুবরণ করেন এবং তাকে কবর দেয়া হয়েছে ক্বাইসূন পর্বতে।

৮. **'মাতালিবুস সা'উল ফী মানাক্বিবে আলে রাসূল'**, নিখুঁত লেখক মুহাম্মাদ বিন তালহা শাফেয়ি।

৯. **'ফুসুলুল মুহিম্মাহ ফী মা'রেফাতুল আইম্মাহ'**, নুরুদ্দীন আলী বিন মুহাম্মাদ, যিনি ইবনে সাবাগ মালিকি নামে সুপরিচিত। তিনি ৮৫৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

১০. **'কাশফুল গুম্মাহ ফী মা'রিফাতিল আইম্মাহ'**, বাহাউদ্দীন আলী বিন ঈসা ইরবিলি ইমামি। যিনি তা সমাপ্ত করেন ৬৮৭ হিজরিতে। তিনি ৬৯২ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

১১. **'আল ইক্বদুল ফারীদ'**, আবু উমার আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আনদালুসি মালিকি, যিনি ইবনে আবদ রাব্বাহ নামে সুপরিচিত। তিনি ৩৩৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তার এ বই খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু তাতে সবই আছে।

১২. **'আল ইহতিজাজ'**, আবু মানসুর আহমাদ বিন আলী বিন আবি তালিব তাবারসি, যিনি ইবনে শাহর আশোব এর শিক্ষক ছিলেন। তিনি ৬২০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

১৩. **'মানাক্বিবে আলে আবি তালিব'**, আধ্যাত্মিক পণ্ডিত মুহাম্মাদ বিন আলী সারাউই মাযানদারানি, যিনি ইবনে শাহর আশোব নামে সুপরিচিত। তিনি ৫৮৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন এবং হালাবের উপকণ্ঠে জওশান পর্বতে তার কবর রয়েছে।

১৪. **'রওযাতুল ওয়া'য়েযীন'**, শহীদ শেইখ মুহাম্মাদ বিন হাসান বিন আলী ফারসি। ফাত্তাল নিশাপুরি হিসেবে সুপরিচিত। তিনি ইবনে শাহর আশোবের একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি ৫১৪ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

১৫. **'মুসীরুল আহযান'**, জাফর বিন মুহাম্মাদ বিন জাফর হিল্লি, ইবনে নিমা হিসেবে সুপরিচিত। যিনি আল্লামা হিল্লির উস্তাদ ছিলেন। তিনি ৬৪৫ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

১৬. **'কামিলে বাহাই দার সাক্বিফাহ'**, ইমাদুদ্দীন হাসান বিন আলী বিন মুহাম্মাদ তাবারি, যিনি মুহাক্কিক আল হিল্লি এবং আল্লামা হিল্লির সমসাময়িক। তিনি ৬৯৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

১৭. **'রওযাতুস সাফা'**, মুহাম্মাদ বিন খাওইন্দ শাহ। তিনি ৯০৩ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

১৮. **'তাসলিয়াতুল মাজালিস'**, মুহাম্মাদ বিন আবি তালিব মুসাউই হায়েরি। এ বই থেকে আল্লামা মাজলিসি তার 'বিহারুল আনওয়ার'-এর দশম খণ্ডে উল্লেখ করেছেন।

এছাড়াও শাহাদাত সম্পর্কে অন্যান্য বই (মাক্বাতিল) যেমন: সিবতে ইবনে জাওযির 'তাযকিরাহ'র ও 'তারীখে তাবারি'র মাধ্যমে 'মাক্বতালে কালবি', এবং 'মাক্বতালে আবু মাখনাফ আযদি'[২] তাবারির মাধ্যমে।

এ বইতে কিছু অধ্যায়, একটি ভূমিকা ও শেষ কথা আছে আর আমি এর নাম দিয়েছি **'নাফাসুল মাহমুম' (শোকার্তের দীর্ঘশ্বাস)**।

- আব্বাস বিন মুহাম্মাদ রেযা আল কুম্মি

---

[২] আমি আবু মাখনাফকে "আযদি" নামে উল্লেখ করেছি এবং তার কুনিয়া (ডাক নাম) "আবু মাখনাফ" নামে উল্লেখ করি নি (শুধু 'বিহারুল আনওয়ার' অথবা হিশাম বিন মুহাম্মামদ কালবি থেকে উদ্ধৃতি দেয়ার সময় ছাড়া) শুধু এ ভুল ধারণা সৃষ্টি না করার জন্য যে তা 'বিহারুল আনওয়ার'-এর দশম খণ্ডে উল্লেখিত আবু মাখনাফের দেয়া সংবাদ হতে পারে। আমি নিশ্চিত যে 'বিহারুল আনওয়ার'-এ উল্লেখিত সংবাদগুলো আবু মাখনাফের সুবিখ্যাত গ্রন্থ থেকে বর্ণনা করা হয় নি, কারণ আবু মাখনাফ লূত বিন ইয়াহইয়া বিন সাঈদ বিন মাখনাফ আযদি গামাদি কুফি একজন গোত্রপতি ও কুফার একজন স্বীকৃত হাদীসবেত্তা ছিলেন এবং তার সংবাদগুলো নির্ভরযোগ্য হবে। তিনি ইমাম জাফর আস সাদিক্ব (আ.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তার পিতা ছিলেন বিশ্বাসীদের আমীর ইমাম আলী (আ.), ইমাম হাসান (আ.) এবং ইমাম হোসেইন (আ.)-এর সাথীদের একজন। আবু মাখনাফ বেশ কিছু বই লিখে গেছেন। এগুলোর একটি হচ্ছে 'মাক্বতালুল হোসেইন' (ইমাম হোসেইন (আ.)-এর শাহাদাত সম্পর্কে) যেটির উপরে নির্ভর করা হয় এবং যা থেকে বর্ণনা করেছেন প্রাচীন ও বিখ্যাত পণ্ডিতগণ। মুহাম্মাদ বিন জারির তাবারির 'তারীখ' থেকে নিশ্চিত হওয়া যায়, যিনি বিস্তারিত উদ্ধৃতি দিয়েছেন, প্রকৃপক্ষে তিনি আবু মাখনাফের 'মাক্বতাল' (মূল বই) থেকে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর শাহাদাতের পুরো ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন। যদি তাবারির সংবাদগুলো 'বিহারুল আনওয়ার'-এ উল্লেখিত) আবু মাখনাফের 'মাক্বতাল'-এর সংবাদগুলোর সাথে মেলানো হয় তাহলে দেখা যাবে যে এ মাক্বতাল মূল মাক্বতাল নয়, না তা উল্লেখিত হয়েছে নির্ভরযোগ্য কোন ইতিহাসবিদ থেকে। আবু মাখনাফ থেকে 'বিহারুল আনওয়ার'-এ মাজলিসি যা উল্লেখ করেছেন (সম্মান বজায় রেখে) বলতে চাই যে, তা আমার দৃষ্টিতে নির্ভরযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

শাহাদাতের পরের ঘটনাবলী সম্পর্কে

পরিচ্ছেদ - ১

শাহাদাতের পরের ঘটনাবলী

বর্ণনাকারী বলে যে, ইমাম হোসেইন (আ.)-এর শাহাদাতের পর তারা তার পোশাক লুট করে নিয়ে যায়। তার গায়ের জামা নিয়ে যায় ইসহাক বিন হেইওয়াহ হাযরামি, সে তা পরার পর তার কুষ্ঠ রোগ দেখা দিয়েছিলো এবং তার চুল পড়ে গিয়েছিলো।

বর্ণিত আছে যে, তার জামা একশ' বা তার বেশী তীর, বর্শা এবং তরবারির আঘাতের চিহ্ন বহন করছিলো।

ইমাম জাফর সাদিক্ব (আ.) বলেন যে, ইমাম হোসেইন (আ.)-এর দেহে তেত্রিশটি বর্শার আঘাত ও চৌত্রিশটি তরবারির আঘাত ছিলো। তার পাজামা নিয়ে যায় বাহর বিন কা'আব তামিমি এবং বর্ণিত আছে যে সে শয্যাশায়ী হয়ে গিয়েছিলো এবং তার পাগুলো অবশ হয়ে গিয়েছিলো। তার পাগড়ি কেড়ে নেয় আখনাস বিন মুরসিদ হাযরামি যে তা মাথায় পরেছিলো এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। তার স্যান্ডেলগুলো কেড়ে নেয় আসাদ বিন খালিদ এবং তার আংটি নেয় বাজদুল বিন সালীম কালবি যে তার আঙ্গুল কেটে তা নিয়ে গিয়েছিলো (আল্লাহর অভিশাপ তার ওপরে)। যখন মুখতার তাকে (বাজদুলকে) গ্রেফতার করলো সে তার হাত ও পা কেটে ফেলেছিলো, সে তার রক্ত প্রবাহিত হতে দিয়েছিলো যতক্ষণ না তার মৃত্যু হয়। ইমামের গোসলের পর পরার জন্য পশমের তৈরী লম্বা জামা ছিলো যা লুট করে নিয়ে যায় ক্বায়েস বিন আল আশআস। তার বর্ম নিয়ে যায় উমর বিন সা'আদ এবং যখন তাকে হত্যা করা হয় মুখতার তা উপহার দেয় তার হত্যাকারী আবি উমরোহকে। তার তরবারি নিয়ে যায় জামী' বিন খালক আওদী; আবার এও বর্ণিত হয়েছে যে, এক তামিমি ব্যক্তি আসাদ বিন হানযালাহ অথবা ফালাফিস মুনশালি তা নিয়ে যায়। তার বিদ্যুৎগতি তরবারিটি যুলফিক্বার ছিলো না, ছিলো অন্য একটি যা ছিলো নবুয়ত ও ইমামতের একটি আমানত এবং তার বিশেষ আংটিও যা তার পরিবারের নিরাপদ হেফাযতে ছিলো।

শেইখ সাদুক্ব থেকে মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বর্ণনা করেন যে, ইমাম জাফর আস সাদিক্ব (আ.)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিলো ইমাম হোসেইন (আ.)-এর আংটি সম্পর্কে যে, তার পোষাক লুটের সময় কে তা নিয়েছে। ইমাম (আ.) উত্তর দিলেন, **"যে রকম বলা হয় তেমন নয়। ইমাম হোসেইন (আ.) ওসিয়ত করে যান তার সন্তান ইমাম আলী যায়নুল আবেদীন (আ.)-এর কাছে এবং হস্তান্তর করে গিয়েছিলেন তার আংটি এবং ইমামতের জিনিসপত্র যা এসেছিলো আল্লাহর রাসূল (সা.) থেকে আমিরুল মুমিনীন আলী (আ.)-এর কাছে। ইমাম আলী (আ.) তা ইমাম হাসান (আ.)-এর কাছে হস্তান্তর করেন এবং ইমাম হাসান (আ.) তা ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কাছে দিয়ে যান, যা পরবর্তীতে আমার পিতা [ইমাম মুহাম্মাদ আল বাক্বির (আ.)]-এর কাছে আসে এবং তা আমার কাছে পৌছেছে। এটি আমার কাছে আছে এবং আমি জুম'আর দিন পরি এবং তা**

পরে নামাজ পড়ি।" মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বলেন যে, আমি শুক্রবার দিন তার সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলাম এবং তার সাথে নামাজ পড়লাম। যখন তিনি নামাজ শেষ করলেন তিনি তার হাত আমার দিকে লম্বা করলেন এবং আমি আংটিটি দেখলাম তার আঙ্গুলে যাতে খোদাই করে লেখা আছে "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আমি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতে প্রস্তুত।" তখন ইমাম বললেন, **"এটি হলো আমার প্রপিতামহ আবু আব্দুল্লাহ হোসেইন (আ.)-এর আংটি।"**

শেইখ সাদুক্বের 'আমালি' ও 'রাওযাতুল ওয়ায়েযীন'-এ বর্ণিত আছে যে, ইমাম হোসেইন (আ.)-এর ঘোড়া তার কেশর ও কপালকে তার রক্তে রঞ্জিত করে নিলো এবং দৌড়াতে শুরু করলো ও চিৎকার করতে থাকলো। যখন নবীর নাতনীরা তার চিৎকার শুনতে পেলেন তারা তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন এবং ঘোড়াটিকে দেখলেন তার আরোহী ছাড়া, এভাবে তারা জানতে পারলেন ইমাম হোসেইন (আ.) শহীদ হয়ে গেছেন।

ইবনে শাহর আশোব তার 'মানাক্বিব'-এ এবং মুহাম্মাদ বিন আবি তালিব বলেন যে, ইমাম হোসেইন (আ.)-এর ঘোড়া সেনাবাহিনীর ঘেরাও থেকে পালিয়ে এলো এবং তার কপালের চুল রক্তে ভেজালো। সে দ্রুত নারীদের তাঁবুর দিকে ছুটে গেলো এবং চিৎকার করতে লাগলো। এরপর সে তাঁবুর পিছনে গেলো এবং তার মাথাকে মাটিতে আঘাত করতে লাগলো যতক্ষণ না মৃত্যুবরণ করলো। যখন সম্মানিতা নারীরা দেখলেন ঘোড়াটিতে আরোহী নেই তারা বিলাপ শুরু করলেন এবং সাইয়েদা উম্মে কুলসুম (আ.) তার মাথাতে হাত দিয়ে আঘাত করতে লাগলেন এবং উচ্চকণ্ঠে বললেন, "হে মুহাম্মাদ, হে নানা, হে নবী, হে আবুল ক্বাসিম, হে আলী, হে জাফর, হে হামযা, হে হাসান, এ হলো হোসেইন, যে মরুভূমিতে পড়ে গেছে এবং তার মাথা ঘাড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তার পাগড়ী ও পোশাক লুট করে নিয়ে গেছে।" এ কথা বলে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

সুপরিচিত যিয়ারতে নাহিয়াতে আছে, **"এবং আপনার ঘোড়া তাঁবুর দিকে চলে গেলো, ডাক দিতে দিতে এবং কাঁদতে কাঁদতে, এরপর যখন আপনার পরিবারের নারী সদস্যরা আপনার ঘোড়াকে আরোহী ছাড়া দেখলেন এবং ঘোড়ার জিনকে বাঁকা দেখলেন, তারা তাঁবু থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন আগোছালো চুল নিয়ে, তাদের চেহারাতে আঘাত করে মাথার চাদর ছাড়া, বিলাপ করে, কাঁদতে কাঁদতে, সম্মানিত হওয়ার পর হতাশ অবস্থায়, তারা শাহাদাতের জায়গাটিতে দৌড়ে গেলেন এবং শিম্‌র (অভিশপ্ত) আপনার বুকের ওপর বসেছিলো, তার তরবারি চালাচ্ছিলো (আপনার ঘাড়ে) আপনাকে জবাই করার জন্য এবং আপনার চুল তার মুঠিতে ধরা ছিলো, সে আপনাকে জবাই করছিলো তার ভারতীয় তরবারি দিয়ে, আপনার নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেলো এবং আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস থেমে গেলো (আপনার মাথা বিচ্ছিন্ন করা হলো) এবং আপনার মাথা বর্শার আগায় তোলা হল।"**[১]

---

[১] 'মাদিনাতুল মা'আজিয'-এ ইবনে শাহর আশোব থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু মাখনাফ বর্ণনা করেছে জালুদি থেকে যে: যখন ইমাম হোসেইন (আ.) মাটিতে পড়ে গেলেন, তার ঘোড়া তাকে রক্ষা করতে লাগলো। সেটি ঘোড় সওয়ারদের উপর লাফ দিয়ে উঠতে লাগলো এবং তাদেরকে জিন থেকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। সেটি তাদেরকে তার পায়ের তলায় পিষলো এবং চক্কর দিতে থাকলো যতক্ষণ না চল্লিশ জনকে হত্যা করলো। এরপর সে

পরিচ্ছেদ - ২

ইমাম হোসেইন (আ.)-এর জিনিসপত্র লুট ও তার আহলুল বাইতের কান্না ও বিলাপ

সাইয়েদ ইবনে তাউস বর্ণনা করেন যে, একজন নারী গৃহকর্মী ইমাম হোসেইন (আ.)-এর তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো এবং এক ব্যক্তি তাকে বললো, "হে আল্লাহর দাসী, তোমার সর্দারকে হত্যা করা হয়েছে।" সে বলে যে, আমি আমার গৃহকর্তার কাছে দৌড়ে গেলাম এবং কাঁদতে শুরু করলাম, এ দেখে সব নারীরা উঠে দাঁড়ালেন এবং বিলাপ শুরু করলেন। বলা হয়েছে যে, তখন সেনাবাহিনী একত্রে এগিয়ে আসে রাসূলুল্লাহর (সা.) বংশধর ও যাহরা (আ.)-এর চোখের আলো হোসেইন (আ.)-এর তাঁবু লুট করার জন্য এবং নারীদের কাঁধ থেকে চাদর ছিনিয়ে নেয়ার জন্য। রাসূলুল্লাহর (সা.) পরিবারের কন্যারা এবং তার আহলুল বাইত একত্রে বিলাপ শুরু করলেন এবং কাঁদলেন তাদের সাথী ও বন্ধুদের হারিয়ে।

হামীদ বিন মুসলিম বলে যে, বকর বিন ওয়ায়েলের পরিবারের এক নারী, যে তার স্বামীর সাথে ছিলো যে উমর বিন সা'আদের সঙ্গে ছিলো, দেখলো যে, সেনাবাহিনী নারীদের তাঁবুগুলোর দিকে এগিয়েছে এবং তাদের বোরখা ছিনিয়ে নিচ্ছে, তখন সে একটি তরবারি তুলে নিলো এবং তাঁবুগুলোর দিকে ফিরে চিৎকার করে বললো, "হে বকরের পরিবার, তারা রাসূলুল্লাহর (সা.) কন্যাদের লুট করছে, কোন বিচার ও কোন রায় নেই আল্লাহর কাছে ছাড়া, উঠে দাঁড়াও এবং আল্লাহর নবীর রক্তের প্রতিশোধ নাও।" তা শুনে তার স্বামী তাকে ধরে নিয়ে গেলো।

বর্ণিত আছে যে, নারীদের তাঁবু থেকে টেনে বের করে তাঁবুগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়েছিলো। নবী পরিবারের নারীদের মাথার চাদর ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিলো, তারা ছিলেন খালি পায়ে এবং বন্দীদের মত সারি বেঁধে তাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। তারা বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং তারা বলেছিলেন, "আল্লাহর শপথ, আমাদেরকে হোসেইনের শাহাদাতের জায়গাটিতে নিয়ে চলো।" যখন তাদের দৃষ্টি শহীদদের উপর পড়লো তারা বিলাপ করতে শুরু করলেন এবং তাদের চেহারায় আঘাত করতে লাগলেন। বলা হয়েছে, আল্লাহর শপথ আমি আলী (আ.)-এর কন্যা যায়নাব (আ.)-কে ভুলতে পারি না যিনি হোসেইনের (আ.) জন্য কাঁদছিলেন এবং শোকাহত কণ্ঠে বলেছিলেন, **"হে মুহাম্মাদ, আকাশের ফেরেশতাদের সালাম আপনার উপর, এ হলো হোসেইন, যে পড়ে গেছে (নিহত হয়েছে), যার শরীর রক্তে ভিজে গেছে এবং তার শরীরের অঙ্গপ্রতঙ্গ কেটে ফেলা হয়েছে এবং আপনার কন্যারা বন্দী হয়েছে। আমি আল্লাহর কাছে অভিযোগ করি এবং মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা.)-এর কাছে এবং আলী মুরতাযা (আ.) ও ফাতিমা**

নিজেকে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর রক্তে ভিজিয়ে নিলো এবং তাঁবুর দিকে ছুটে গেলো। সে উচ্চকণ্ঠে ডাকতে লাগলো এবং মাটিতে খুর দিয়ে আঘাত করতে লাগলো।

যাহরা (আ.) এবং শহীদদের নেতা হামযার কাছে, হে মুহাম্মাদ (সা.), এ হলো হোসেইন, যে মরুভূমিতে গড়িয়ে পড়েছে এবং বাতাস তার ওপর শ্বাসকষ্ট পাচ্ছে এবং সে নিহত হয়েছে অবৈধ সন্তানদের হাতে, আহ শোক, হায় মুসিবত, আজ আমার নানা রাসূল (সা.) পৃথিবী থেকে চলে গেছেন, হে মুহাম্মাদ (সা.)-এর সাথীরা, আসুন ও দেখুন মুস্তাফা (সা.)-এর বংশকে কিভাবে কয়েদীদের মত বন্দী করা হয়েছে।"

অন্য আরেকটি বর্ণনায় নিচের কথাগুলো এসেছে,

"হে মুহাম্মাদ (সা.), আপনার কন্যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে এবং আপনার বংশকে হত্যা করা হয়েছে। বাতাস তাদের উপর ধুলো ফেলছে। এ হলো হোসেইন, তার মাথা ঘাড় থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে এবং তার পোশাক ও চাদর লুট করা হয়েছে। আমার বাবা কোরবান হোক তার জন্য যার দলকে সোমবার দিন হামলা করা হয়েছে। আমার পিতা তার জন্য কোরবান হোক যার তাঁবুর দড়ি ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। আমার পিতা তার জন্য কোরবান হোক যার সাথে সাক্ষাত এখন আর সম্ভব নয় এবং তার আঘাতগুলো সুস্থ হবার নয়। আমার পিতার জীবন তার জন্য কোরবান হোক যার জন্য আমার জীবন কোরবান। আমার পিতা কোরবান হোক তার জন্য যিনি দুঃখের ভিতর ও তৃষ্ণার্ত অবস্থায় নিহত হয়েছেন। আমার পিতা তার জন্য কোরবান হোক যার দাড়ি থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত পড়েছে। আমার পিতা তার জন্য কোরবান হোক যার নানা মুহাম্মাদ আল মুস্তাফা (সা.), আমার পিতা তার জন্য কোরবান হোক যারা নানা আকাশগুলোর রবের রাসূল। আমার পিতা কোরবান হোক খাদিজাতুল কুবরা (আ.)-এর জন্য। আমার পিতা কোরবান হোক আলী আল মুরতাযা (আ.)-এর জন্য। আমার পিতা কোরবান হোক ফাতিমা যাহরা (আ.)-এর উপর যিনি নারীদের সর্দার। আমার পিতা তার জন্য কোরবান হোক যার জন্য সূর্য ফিরে এসেছিলো যেন তিনি নামাজ পড়তে পারেন।"

বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর শপথ, এ কথাগুলো শুনে প্রত্যেকেই, হোক সে বন্ধু অথবা শত্রু, কেঁদেছিলো। এরপর সাকিনা (আ.) তার পিতার দেহ জড়িয়ে ধরেন এবং বেদুইনরা চারিদিকে জমা হয় এবং তাকে তার কাছ থেকে টেনে সরিয়ে নেয়।

কাফ'আমির 'মিসবাহ'-তে আছে যে, সাকিনা (আ.) বলেছেন যে, যখন হোসেইন (আ.) শহীদ হয়ে যান, আমি তাকে জড়িয়ে ধরেছিলাম এবং জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম এবং আমি তাকে বলতে শুনলাম, **"হে আমার শিয়ারা (অনুসারীরা) আমাকে স্মরণ করো যখন পানি পান করো এবং আমার জন্য কাঁদো যখন ভ্রমণকারী অথবা শহীদের কথা শোন।"** তা শুনে আমি ভয়ে উঠে পড়ি এবং কান্নার কারণে আমার চোখ ব্যথা করছিলো; এরপর আমি আমার মুখে আঘাত করতে থাকি।[২]

---

[২] ইবনে আবদ রাব্বাহ তার 'ইক্দুল ফারীদ'-এ বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ বিন মুসলিমাহ থেকে, তিনি সাবীত থেকে, তিনি বর্ণনা করেছেন আনাস বিন মালিক থেকে যে: যখন আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দাফন করলাম, সাইয়েদা ফাতিমা যাহরা (আ.) আমার কাছে এলেন এবং বললেন, "হে আনাস, কীভাবে তোমার অন্তর সায় দিলো রাসূলুল্লাহ (সা.) চেহারায় মাটি ঢালতে?" এ কথা বলে তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং উচ্চকণ্ঠে বললেন, "হে প্রিয় বাবা, আপনি রাজী হয়েছেন যখন আপনার রব আপনার সাক্ষাত চেয়েছেন, হে আমার প্রিয় বাবা যার নিকটবর্তী হলেন তার রব

পরিচ্ছেদ - ৩

শহীদদের মাথা, নারীদের অলঙ্কার এবং মজলুমদের সর্দারের উট লুট করে নেয় কুফার সেনাবাহিনী

শেইখ মুফীদ বলেন যে, তারা ইমাম হোসেইন (আ.)-এর জিনিসপত্র এবং উটগুলো এবং তার পরিবারের নারী সদস্যদের বোরখাগুলো পর্যন্ত লুট করে নিয়ে গিয়েছিলো।

হামীদ বিন মুসলিম বলে যে, "আল্লাহর শপথ, আমি আমার নিজের চোখে দেখেছি যে, তারা মহিলাদের ও কন্যাদের কাঁধ থেকে বোরখা গায়ের জোরে ছিনিয়ে নিয়েছে।

আযদি বলেন যে, সুলাইমান বিন আবি রাশিদ বর্ণনা করেছে হামীদ বিন মুসলিম থেকে যে, আমি আলী বিন হোসেইন আল আসগার (ইমাম যায়নুল আবেদীন)-এর বিছানার পাশে গেলাম, তিনি অসুস্থ ও শয্যাশায়ী ছিলেন। শিম্‌র বিন যিলজওশান তার সাঙ্গপাঙ্গসহ তার কাছে আক্রমণাত্মকভাবে উপস্থিত হলো এবং বললো, "আমরা কি তাকে হত্যা করবো?" আমি বললাম, "সুবহানাল্লাহ, আমরা কি বাচ্চাদেরও মারবো? এ বাচ্চা ছেলেটি এখনই মৃত্যুর কাছাকাছি চলে গেছে।" আমি তার ওপর লক্ষ্য রাখলাম এবং তাকে রক্ষা করলাম যখনই কেউ তার কাছে আসতে চাইলো, যতক্ষণ না উমর বিন সা'আদ সেখানে এলো। সে বললো, "কেউ যেন নারীদের তাঁবুতে না ঢোকে এবং কেউ যেন এ অসুস্থ বাচ্চাকে বিরক্ত না করে। যারা তাদের জিনিসপত্র লুট করেছে তাদের উচিত সেগুলো তাদেরকে ফেরত দেয়া।" আল্লাহর শপথ, কেউ কিছু ফেরত দেয় নি।

কিরমানির 'আখবারুদ দাওল'-এ বর্ণিত আছে যে, শিম্‌র (তার উপর আল্লাহর গযব বর্ষিত হোক) সিদ্ধান্ত নিলো (ইমাম) আলী আল আসগার (যায়নুল আবেদীন)-কে হত্যা করবে, যিনি অসুস্থ ছিলেন। যায়নাব (আ.) বিনতে আলী বিন আবি তালিব (আ.) এলেন এবং বললেন, **"আল্লাহর শপথ, তোমরা তাকে হত্যা করবে না, যতক্ষণ না আমাকে হত্যা করো।"** তা শুনে শিম্‌র তার উপর থেকে হাত উঠিয়ে নিলো।

'রাওযাতুস সাফা'তে বর্ণিত আছে যে, শিম্‌র অসুস্থ ইমাম (যায়নুল আবেদীন আ.)-এর তাঁবুতে প্রবেশ করলো। সে তাকে দেখলো বালিশের উপর শুয়ে আছেন। শিম্‌র তার তরবারি

... (শেষ পর্যন্ত)।" ফাতিমা (আ.)-এর অবস্থা ছিলো এরকম তার পিতার দাফনের পর, তাহলে কী নেমে এসেছিলো সাকিনা (আ.)-র উপর যখন তিনি তার পিতার রক্তাক্ত লাশ জড়িয়ে ধরেছিলেন, যা ছিলো মাথাবিহীন এবং তার পাগড়ী ও পোশাক লুট হয়ে যাওয়া, হাড়গুলো ভাঙ্গা ও বাঁকা পিঠসম্পন্ন? এরপর তিনি তার অবস্থা এভাবে বর্ণনা করেছেন: "কিভাবে তোমাদের অন্তর সায় দিলো যখন তোমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সন্তানকে হত্যা করলে? কিভাবে তোমরা তার বুকের হাড়গুলো ভেঙ্গে পিষে ফেললে যা ছিলো 'পবিত্র জ্ঞান'-এর ভাণ্ডার?"

বের করলো তাকে হত্যা করবে বলে, তখন হামীদ বিন মুসলিম বললো, "সুবহানাল্লাহ, কিভাবে তুমি এ বাচ্চা ছেলেটিকে মারবে? তাকে হত্যা করো না।" কেউ বলে যে উমর বিন সা'আদ শিমরের হাত ধরে ফেললো এবং বললো, "তুমি কি আল্লাহর সামনে লজ্জিত নও? তুমি এ অসুস্থ ছেলেটিকে মারতে চাও?" শিম্‌র বললো, "সেনাপতি উবায়দুল্লাহ থেকে আমাদের প্রতি আদেশ আছে হোসেইনের প্রত্যেক পুত্রসন্তানকে হত্যা করার জন্য।" উমর তাকে বার বার থামালো এবং শেষে সে পিছু হটলো। এরপর সে আদেশ করলো মুস্তাফা (সা.)-এর বংশধরদের তাঁবু জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য।

ইবনে শাহর আশোবের 'মানাক্বিব'-এ বর্ণিত আছে যে, আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন যে, কারবালায় ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) অসুস্থ হওয়ার কারণ ছিলো এ যে, তিনি একটি লম্বা বর্ম পরেছিলেন এবং তিনি এর অতিরিক্ত অংশ ছিঁড়ে ফেলেন খালি হাতে (এ জন্য তার জ্বর এসে গিয়েছিলো)।

শেইখ মুফীদ বলেন যে, অভিশপ্ত উমর বিন সা'আদ তাঁবুগুলির সামনে এলো এবং নারীরা তার সামনে কাঁদতে এবং বিলাপ করতে শুরু করলেন। সে তার সাঙ্গপাঙ্গদের দিকে ফিরলো এবং বললো, "কেউ যেন নারীদের তাঁবুতে না ঢোকে এবং কেউ যেন অসুস্থ বাচ্চাকে বিরক্ত না করে।" নারীরা তার কাছে চাইলেন যা কিছু তাদের কাছ থেকে লুট করে নেয়া হয়েছে তা যেন ফেরত দেয়া হয় যাতে তারা নিজেদের ঢাকতে পারেন (বোরখাতে)। সে বললো, "এ মহিলাদের কাছ থেকে যা কিছু লুট করা হয়েছে তা তাদের ফেরত দেয়া উচিত।" আল্লাহর শপথ, কেউ কিছু ফেরত দেয় নি। এরপর সে কিছু পাহারাদার নিয়োগ করলো নারীদের তাঁবুগুলির জন্য এবং অসুস্থ ইমামের জন্য এবং বলে, "এদের পাহারা দাও, কেউ যেন এখানে প্রবেশ না করে এবং তাদের হত্যা না করে।" এ কথা বলে সে তার তাঁবুতে ফিরে গেলো এবং তার সাথীদের মাঝে উচ্চকণ্ঠে বললো, "কে আছে স্বেচ্ছায় হোসেইনের উপর ঘোড়া চালাবে?"

তাবারি বলেন যে, সিনান বিন আনাস এলো উমর বিন সা'আদের কাছে এবং তার তাঁবুর দরজায় দাঁড়ালো এবং বললো, "আমার ঘোড়ার জিনের ব্যাগ ভর্তি করে দাও পুরস্কারে, কারণ আমি বাদশাহকে হত্যা করেছি যার দরজায় পাহারা ছিলো। আমি তাকে হত্যা করেছি যে ছিলো শ্রেষ্ঠ তার বাবা ও মায়ের দিক থেকে এবং যখন পূর্বপুরুষের আলোচনা হয়েছে তার ছিলো শ্রেষ্ঠ পূর্বপুরুষ।"[৩] উমর বিন সা'আদ বললো, "তুমি পাগল এবং কখনো তোমার চিন্তার সুস্থতা আসবে না। তাকে আমার কাছে আনো।" তাকে আনা হলো এবং উমর তার বেত দিয়ে তার হাতে আঘাত করলো এবং বললো, "হে পাগল, তুমি যা উচ্চারণ করেছো তা যদি ইবনে যিয়াদ শোনে সে তোমার মাথা উড়িয়ে দিবে।"

---

[৩] তাবারি বলেন যে, সৈন্যবাহিনী সিনান বিন আনাসকে বললো, "তুমি হোসেইনকে হত্যা করেছো, যে ছিলো আলী ও রাসূলুল্লাহর কন্যার সন্তান এবং তুমি হত্যা করেছো সবচেয়ে বিপজ্জনক আরবকে যে বনি উমাইয়া থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিলো। তাই তোমার অধিনায়কদের কাছে যাও এবং প্রচুর পুরস্কার চাও, কারণ যদি তারা তাদের সব সম্পদ তোমাকে দিয়ে দেয় হোসেইনের হত্যার বদলে, তাও হবে কম।"

ইমাম হোসেইন (আ.)-এর স্ত্রী রাবাবের কর্মচারী ও দাস উক্ববাহ বিন সা'মআনকে উমর বিন সা'আদ গ্রেফতার করলো এবং তাকে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কে?" সে বললো, "আমি একজন দাস।" তখন তাকে মুক্ত করে দেয়া হলো এবং আমরা তার ব্যাপারে বর্ণনা করেছি মারক্বা বিন সামামাহ্‌র সাথে, পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে।

বর্ণিত আছে উমর বিন সা'আদ তার সাঙ্গপাঙ্গদের মাঝে উচ্চকণ্ঠে বললো, "তোমাদের মধ্যে কে স্বেচ্ছায় হোসেইনের দেহের উপর ঘোড়া চালাবে?" তাদের মধ্যে দশ জন স্বেচ্ছায় তা করার জন্য এগিয়ে এলো। তাদের মধ্যে ছিলো ইসহাক্ব বিন হেইওয়াহ হাযরামি, যে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর জামা লুটে নিয়েছিলো এবং পরে শয্যাশায়ী হয়ে গিয়েছিলো কুষ্ঠরোগে এবং আহবাশ বিন মা- ৭.দ হাযরামি। তারা এগিয়ে গেলো এবং তাদের ঘোড়া চালালো যতক্ষণ পর্যন্ত না ইমাম হোসেই- (আ.)-এর পিঠ ও বুক ভেঙ্গে পিষে ফেললো। আমাকে জানানো হয়েছে যে এ ঘটনার পর আহবাশ বিন মারসাদ যখন যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ছিলো, তখন একটি অজানা তীর এসে তাকে বিদ্ধ করলো এবং সে মারা গেলো।

সাইয়েদ ইবনে তাউস বলেন যে, উমর বিন সা'আদ তার সাঙ্গপাঙ্গদের মাঝে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলো, "কে চায় স্বেচ্ছায় হোসেইনের পিঠ ও বুকের ওপর ঘোড়া চালাতে?" দশ জন লোক তা করার জন্য স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলো। তাদের মধ্যে ছিলো, ইসহাক বিন হেইওয়াহ হাযরামি, যে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর জামা লুটে নিয়েছিলো, অন্যরা ছিলো আখনাস বিন মুরসিদ, হাকীম বিন তুফাইল সুমবোসি, উমর বিন সাবীহ সাইদাউই, রাজা' বিন মানকায আবাদি, সালীম বিন খাইসামাহ জু'ফী, ওয়াহেয বিন না'য়েম, সালেহ বিন ওয়াহাব জু'ফী, হানি বিন সাবীত হাযরামি এবং উসাইদ বিন মালিক (আল্লাহর অভিশাপ তাদের সবার উপর)। তারা ইমাম হোসেইন (আ.)-এর দেহ ঘোড়ার খুরে পিষ্ট করে যতক্ষণ না তার বুক ও পিঠ পিষে যায়। বর্ণনাকারী বলে যে এ দশ জন উবায়দুল্লাহর কাছে আসে এবং উসাইদ বিন মালিক তাদের মধ্যে থেকে বলে যে, "আমরা শক্তিশালী ঘোড়ার খুর দিয়ে পিঠের ওপরে বুক পিষেছি।" (উবায়দুল্লাহ) ইবনে যিয়াদ বললো, "তোমরা কারা?" তারা বললো, "আমরা হোসেইনের পিঠ ঘোড়ার পায়ের নিচে পিষ্ট করেছি যতক্ষণ পর্যন্ত না তার বুকের হাড়গুলো গুড়ো হয়ে গেছে।" সে (উবায়দুল্লাহ) তাদেরকে কিছু উপহার দিলো।

আবু আমর যাহিদ বলে যে, আমরা ঐ দশ জন সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছি এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, তাদের সবাই ছিলো জারজ। (পরে) মুখতার তাদের সবাইকে গ্রেফতার করেছিলো এবং তাদের হাত ও পা লোহার বেড়িতে বেঁধেছিলো। এরপর সে আদেশ দিয়েছিলো ঘোড়া দিয়ে তাদের পিঠ পিষ্ট করতে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা মারা যায়।

পরিচ্ছেদ - ৪

আশুরার শেষ বিকেলের ঘটনাবলী ও পবিত্র মাথাগুলোকে উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের কাছে প্রেরণ

['মানাক্বিব', 'ইরশাদ' ও 'মালহুফ' গ্রন্থে আছে] এরপর উমর বিন সা'আদ ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথাটি আশুরার দিনই উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের কাছে পাঠালো। তারপর সে ইমামের সাথীদের ও আত্মীয়দের মাথাগুলো জমা করলো যাদের সংখ্যা ছিলো বায়াত্তর। এরপর সে সেগুলো শিম্‌র বিন যিলজাওশন, ক্বায়েস বিন আল-আশ'আস, আমর বিন হাজ্জাজ এবং উযরাহ বিন ক্বায়েসকে দিয়ে পাঠালো, যারা তা উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের কাছে পৌঁছালো।

তাবারি বলেন যে, খাওলি ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথাটি (কুফার) রাজপ্রাসাদে নিয়ে এলো এবং দেখলো যে তার তোরণ বন্ধ আছে। সে মাথাটি তার নিজের বাসায় নিয়ে গেলো এবং তা কাপড় ধোয়ার ড্রামের নিচে রাখলো। তার স্ত্রী ছিলো দুজন। এদের একজন ছিলো বনি আসাদ গোত্রের এবং অন্যজন ছিলো বনি হাযরাম গোত্রের যার নাম ছিলো নাওয়ার, সে ছিলো মালিক বিন আক্বরাবের কন্যা। সেদিন ছিলো নাওয়ারের দিন (স্বামীর সাথে থাকার)।

হিশাম (বিন মুহাম্মাদ কালবি) বলে যে, আমার পিতা নাওয়ার থেকে শুনেছে যে, খাওলি ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথাটি এনে উঠানে কাপড় ধোয়ার একটি ড্রামের নিচে ঢেকে রেখেছিলো। এরপর সে ঘরে প্রবেশ করলো এবং বিছানার ওপর বিশ্রাম নেয়ার জন্য শুয়ে পড়লো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কী খবর এনেছো?" সে জবাব দিলো, "আমি তোমার জন্য প্রচুর সম্পদ নিয়ে এসেছি। এটি হলো হোসেইনের মাথা যা তোমার বাড়ির উঠানে পড়ে আছে।" আমি বললাম, "তোমার ওপর দুর্ভোগ হোক, মানুষ সোনা ও রুপা আনে, আর তুমি এনেছো রাসূলুল্লাহর (সা.) নাতির মাথা? আল্লাহর শপথ, আমি কখনোই বিছানার ওপর তোমার পাশে মাথা রাখবো না।" এরপর আমি বিছানা থেকে দূরে সরে গেলাম এবং বাড়ির উঠানে এলাম। এরপর সে (খাওলি) তার অন্য স্ত্রীকে ডেকে পাঠালো, যে ছিলো বনি আসাদ গোত্রের এবং সে তার বিছানায় উঠলো, আর আমি বসে রইলাম মাথাটির দিকে তাকিয়ে। আল্লাহর শপথ, আমি দেখলাম একটি আলোর স্তম্ভ একটি পাতের মত উঠান থেকে আকাশের দিকে উঠে গেছে আর কিছু সাদা রঙের পাখি তা তাওয়াফ করছে। এরপর যখন সকাল হলো সে তা (উবায়দুল্লাহ) বিন যিয়াদের কাছে নিয়ে গেলো।

'মাতালিবুস সা'উল' ও 'কাশফুল গুম্মাহ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, বাশীর বিন মালিক ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথা নিয়ে এসেছিলো এবং উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের সামনে তা রেখে বললো, "আমার ঘোড়ার ব্যাগ সোনা ও রুপা দিয়ে ভরে দিন, কারণ আমি বাদশাহকে হত্যা করেছি যার দরজায় পাহারা ছিলো এবং যে শিশুকাল থেকে নামাজ পড়েছে দুই ক্বিবলার দিকে ফিরে এবং যখনই পূর্বপুরুষদের নিয়ে আলোচনা হয়েছে তখন তার ছিলো শ্রেষ্ঠ পূর্বপুরুষ, আমি

তাকে হত্যা করেছি যে ছিলো বাবা ও মা-এর দিক থেকে শ্রেষ্ঠ।" তা শুনে উবায়দুল্লাহ প্রচণ্ড রাগান্বিত হলো এবং বললো, "তুমি যদি জানতেই সে এমন ছিলো যে রকম তুমি এইমাত্র বললে, তাহলে কেন তাকে হত্যা করেছো? আল্লাহর শপথ, আমার কাছ থেকে তোমার কাছে কিছুই পৌঁছাবে না, আর আমি তোমাকে তার কাছে পাঠাবো।" এরপর সে তাকে টেনে কাছে আনলো এবং তার মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেললো।

শেইখ আবু জাফর তূসি তার 'মিসবাহুল মুতাহাজ্জিদ'-এ আব্দুল্লাহ বিন সিনান থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি আমার মাওলা (অভিভাবক) ইমাম জাফর আস সাদিক্ব (আ.)-এর কাছে হাজির হলাম, আর সেদিন ছিলো দশই মুহাররম। আমি দেখলাম তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে এবং তার গালে শোকের চিহ্ন স্পষ্ট এবং রাজ মুক্তার মত অশ্রু তার চোখ থেকে ঝরে পড়ছে। তা দেখে আমি বললাম, "হে রাসূলুল্লাহর সন্তান, কেন আপনি কাঁদছেন?" তিনি বললেন, **"তুমি কি বেখেয়াল হয়ে আছো? তুমি কি জানো না কোন দিন হোসেইনকে শহীদ করা হয়েছিলো?"** আমি জিজ্ঞেস করলাম, "হে আমার মাওলা, এ দিনে রোযা রাখা সম্পর্কে আপনার কী অভিমত?" ইমাম জবাব দিলেন, **"অনাহারে থাকো এ দিনে, কোন নিয়ত ছাড়া এবং তা শেষ করো আনন্দ ছাড়া এবং পুরোপুরি অনাহারে থেকো না। এরপর তোমার অনাহার ভাঙ্গো আসরের এক ঘন্টা পর (সূর্য অস্ত যাওয়ার কিছুক্ষণ আগে) কোন পানীয় পান করে। কারণ এটি ঠিক ঐ সময় যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সন্তানের উপর যুদ্ধ শেষ হয়েছিলো এবং তাদের শাহাদাত শেষ হয়েছিলো। আর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরিবারের ত্রিশ জন সদস্য মাটিতে পড়েছিলেন (শহীদ হয়ে) তাদের একদল সাথীর মাঝখানে। আর তাদের শাহাদাত ছিলো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য কষ্টকর এবং তিনি যদি সেদিন বেঁচে থাকতেন তাহলে তাদের বিষয়ে তার প্রতি সমবেদনা জানানো হতো।"** এ কথা বলে ইমাম কাঁদতে লাগলেন এবং তার দাড়ি অশ্রুতে পুরো ভিজে গেলো।

সাইয়্যেদ ইবনে তাউস তার 'ইক্বাল' গ্রন্থে বলেন, জেনে রাখো যে, আশুরার সন্ধ্যায় ইমাম হোসেইন (আ.)-এর পরিবার, কন্যারা ও শিশু সন্তানরা শত্রুদের হাতে বন্দী হন। তারা শোক, দুঃখ ও কান্নার মাঝে ঘেরাও হয়ে পড়লেন। তারা সারা দিন যে অবস্থায় পার করেছেন সে ব্যাথা ও অসম্মান বর্ণনা করা আমার কলমের শক্তির বাইরে। তারা রাত কাটালেন পরিত্যক্ত অবস্থায় এবং কোন সাহায্যকারী ও তাদের পুরুষদের অনুপস্থিতির মাঝে। অন্যদিকে শত্রুরা তাদেরকে চরম ঘৃণা করছিলো এবং তাদেরকে ঘৃণ্য মনে করে ফেলে রেখেছিলো। এর মাধ্যমে তারা মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) উমর বিন সা'আদ-এর নৈকট্য চেয়েছিলো, যে মুহাম্মাদ (সা.)-এর সন্তানদের এতিম করেছিলো এবং যে তাদের হৃদয়কে আহত করেছিলো। আর (নৈকট্য) চেয়েছিলো উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের যে ছিলো নাস্তিক এবং ইয়াযীদ বিন মুয়াবিয়ার (নৈকট্য), যে ছিলো বিদ্রোহী, ধর্মদ্রোহী কথায় ও ঔদ্ধত্যের চুড়ায়। এরপর তিনি বলেন যে, আমি 'মাসাবীহ'-এ একটি হাদীস দেখেছি যা ইমাম জাফর আস সাদিক্ব (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমার পিতা ইমাম মুহাম্মাদ বিন আলী (আল বাক্বির) (আ.) আমাকে বলেছেন যে: আমি আমার পিতা আলী বিন হোসেইন (যায়নুল আবেদীন) (আ.)-কে বহনের জন্য ইয়াযীদ যে বাহন পাঠিয়েছিলো সে সম্পর্কে

জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, **"আমি একটি দুর্বল ও উলঙ্গ উটের পিঠে (হাওদার আসন ছাড়া) চড়েছিলাম, আর ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথাটি একটি বাঁশের মাথায় উঠিয়ে রাখা হয়েছিলো। আর আমার পিছনে নারীদের বসানো হয়েছিলো জিন ছাড়া খচ্চরের ওপর। (আসন) একই সময়ে রক্ষীরা আমাদের মাথার পিছনে এবং চারিদিক থেকে ঘেরাও করেছিলো বর্শা লম্বা করে। যদি আমাদের কারো চোখ থেকে এক ফোঁটা পানি পড়েছে, তাদের মাথায় আঘাত করা হয়েছে বর্শা দিয়ে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা দামেশকে প্রবেশ করলাম, একজন ঘোষক ঘোষণা দিচ্ছিলো, "হে সিরিয়াবাসীরা, এরা হলো অভিশপ্ত পরিবারের বন্দীরা।"** (আউযুবিল্লাহ)

আমি (লেখক) বলি যে, (হে পাঠক) এ ধরনের দু:খ কি কখনো আপনার পিতা-মাতার ওপর পড়েছে অথবা আপনার কোন আত্মীয়-স্বজনের ওপরে? তাহলে কারো উচিত নয় এটিকে তুচ্ছ মনে করা এবং কোন মুসলমানেরও উচিত নয় একে তুচ্ছ (ঘটনা) মনে করা, যে সম্মানিত ব্যক্তিদের সন্তানদের মর্যাদা বুঝতে পারে। আমিও (লেখক) বলি যে, যখন আশুরার সন্ধ্যা এগিয়ে আসে তখন দাঁড়িয়ে যান এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সমবেদনা জানান এ দু:খ-কষ্টের জন্য, হৃদয়ের ব্যথা নিয়ে, অশ্রুপূর্ণ চোখ নিয়ে এবং শোকাহত জিহবা নিয়ে এবং ক্ষমা চান এ শোকে নিজের কমতির কারণে এবং মাফ করে দেয়ার জন্য অনুরোধ করুন। আর এজন্যও যে তা (শোক) সে শোকের মত নয় যখন কোন ব্যক্তি প্রিয়জনকে হারায়। কারণ এ কঠিন শোকের যে দাবী তা পূর্ণভাবে পালন করা কোন ব্যক্তির অনুভূতির অনেক ওপরে।

পরিচ্ছেদ - ৫

উমর বিন সা'আদের কুফার উদ্দেশ্যে কারবালা ত্যাগ

উমর বিন সা'আদ কারবালায় অবস্থান করলো (মুহাররমের) দশ তারিখের যোহর পর্যন্ত।

['মালহুফ' গ্রন্থে আছে] সে তার সঙ্গী ও সাথীদের মৃতদেহ জড়ো করলো এবং তাদের ওপর জানাযার নামাজ পড়লো এবং সেগুলোকে দাফন করলো। কিন্তু একই সময়ে সে ইমাম হোসেইন (আ.) ও তার সাথীদের লাশগুলো মরুভূমিতে ফেলো রাখলো।

[তাবারির গ্রন্থে আছে] সে হামীদ বিন বাকর আহমারিকে আদেশ দিলো লোকজনের মাঝে কুফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করার জন্য ঘোষণা দিতে।

['মালহুফ' গ্রন্থে আছে] সে তার সাথে নিলো ইমাম হোসেইন (আ.)-এর পরিবারকে এবং তার পরিবারের নারীদের বোরখাবিহীন অবস্থায় হাওদার আসন ছাড়া উটের উপরে বসালো। আর সে 'নবুয়তের আমানত'-কে এমনভাবে তাড়িয়ে নিলো যেভাবে তুর্কী ও রোমীয় বন্দীদের নেয়া হতো এবং একই সময়ে তাদেরকে সবচেয়ে কঠিন শোক ও দুঃখে জর্জরিত করে। যথাযথই বলা হয়েছে যে, "সালাম তার ওপরে যাকে বাছাই করা হয়েছিলো হাশেমী পরিবার থেকে, আর কী আশ্চর্য যে তারা তার সন্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।"

['কামিল-ই-বাহাই' গ্রন্থে আছে] উমর বিন সা'আদ সেখানে (কারবালাতে) অবস্থান করলো আশুরার পুরো দিন এবং পর দিন যোহরের সময় পর্যন্ত। এরপর সে কিছু সর্দার ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে নিয়োগ দিলো ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) এবং বিশ্বাসীদের আমির ইমাম আলী (আ.)-এর কন্যাদেরকে এবং অন্যান্য নারীদেরকে পাহারা দেয়ার জন্য, যাদের সংখ্যা ছিলো একুশ জন। অসুস্থ ইমাম ছিলেন বাইশ বছরের এবং ইমাম বাকির (আ.) তখন ছিলেন চার বছরের। তারা দুজনেই কারবালাতে উপস্থিত ছিলেন এবং আল্লাহ তাদের দুজনকেই রক্ষা করেন।

['মানাকিব'-এ বর্ণিত হয়েছে] তারা পুরো পরিবারকে গ্রেফতার করেছিলো শাহরবানু [৪] ছাড়া যিনি ফোরাত নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন।

ইবনে আবদ রাব্বাহ তার 'ইক্বদুল ফারীদ' গ্রন্থে বলেছেন যে, হাশেমী পরিবারের বারো জন শিশুকে বন্দী করা হয়েছিলো, যাদের মধ্যে ছিলেন ইমাম হোসেইন (আ.)-এর সন্তান মুহাম্মাদ এবং আলী এবং তার কন্যা ফাতিমা। আবু সুফিয়ানের বংশধরদের রাজত্বের স্তম্ভ কাঁপতে শুরু করলো এবং তারা কোন শান্তি খুঁজে পেলো না এবং এক পর্যায়ে তাদের রাজত্ব হাতছাড়া হয়ে গেলো এবং আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান লিখলো হাজ্জাজ বিন ইউসূফকে যে, "এ পরিবারের রক্ত থেকে দূরে থাকো, কারণ আমি নিজে দেখেছি যে, যখন বনি হারব (বনি উমাইয়া) ইমাম হোসেইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলো, তখন তাদের সার্বভৌমত্ব ধুলিস্যাৎ হয়ে গেলো।"

---

[৪] এ শাহরবানু ইমাম হোসেইন (আ.)-এর স্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা নেই, কারণ তার স্ত্রী শাহরবানুর বিস্তারিত বর্ণনা পরে এসেছে, যার সাথে এর কোন মিল নেই (অনুবাদক)।

[তাবারির গ্রন্থে আছে] আযদি বলেন যে, আবু যুহাইর আবাসি বর্ণনা করেছে কুররাহ বিন ক্বায়েস তামিমি থেকে যে, সে বলেছে, আমি পাহারায় ছিলাম যখন (ইমাম) পরিবারের নারী ও শিশুদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো ইমাম হোসেইনের শাহাদাতের স্থানটির পাশ দিয়ে। তারা উচ্চকণ্ঠে কাঁদতে লাগলেন এবং নিজেদের চেহারাতে আঘাত করতে লাগলেন। আমি সবই ভুলতে পারি কিন্তু ঐ সময়টিকে ভুলতে পারি না যখন ফাতিমা (আ.)-এর কন্যা যায়নাব তার ভাই হোসেইনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তাকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখলেন। তিনি চিৎকার করে বললেন, "হে মুহাম্মাদ, হে মুহাম্মাদ, আকাশের ফেরেশতাদের সালাম আপনার ওপরে, এ হলো হোসেইন রক্তে ভিজে গেছে এবং কর্তিত অবস্থায় মরুভূমিতে গড়িয়ে পড়েছে, হে মুহাম্মাদ, আপনার কন্যাদের বন্দী করা হয়েছে এবং আপনার বংশ শহীদ হয়ে পড়ে আছে; আর বাতাস তাদের লাশের উপর বালি ছিটিয়ে দিচ্ছে।" সে (কুররাহ) বলে যে, "আল্লাহর শপথ, তার কথাগুলো প্রত্যেক বন্ধু ও শত্রুকে কাঁদিয়েছে।"

যায়েদাহ থেকে একটি সুপরিচিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম আলী যায়নুল আবেদীন (আ.) বলেছেন যে, আমাদের ওপর যা আপতিত হয়েছিলো কারবালার সমতলে, তা যখন ঘটলো, আমার পিতা ও তার সন্তানদের মাঝে তার সাথীরা, ভাইয়েরা এবং অন্যান্যরা শহীদ হয়ে গেলেন এবং তার নারীস্বজনদের এবং পরিবারকে উটগুলোয় উঠানো হলো যেগুলোতে বসার জন্য কোন আসন ছিলো না এবং কুফার দিকে নিয়ে যাওয়া হলো, আমার দৃষ্টি পড়লো শহীদদের ওপর যারা মাটিতে পড়েছিলেন এবং তাদের কেউ দাফন করে নি, আমার হৃদয় চাপে সংকুচিত হয়ে গেলো। তা আমার ওপরে এত মারাত্মক ছিলো যে আমি শোকে প্রায় মৃত্যুর কাছে চলে গিয়েছিলাম। আমার ফুফু যায়নাব (আ.), যিনি ছিলেন আলী (আ.)-এর কন্যা, আমার অবস্থা অনুভব করতে পারলেন এবং বললেন, "হে আমার নানা, বাবা ও ভাইয়ের প্রতিচ্ছবি, কেন তুমি তোমার জীবনকে বিপদাপন্ন করছো?" আমি জবাব দিলাম, **"কেন আমি অস্থির হবো না, কেন আমি আমার জীবনকে বিপদাপন্ন করবো না, যখন আমি দেখছি আমার মাওলা, আমার ভাইয়েরা, চাচারা, চাচাতো ভাইয়েরা এবং আমার পরিবার রক্ত আর ধুলায় মেখে মাটিতে গড়িয়ে পড়েছে, আবরণহীন ও বস্ত্রহীন অবস্থায়, মরুভুমিতে? তাদের কাফনও পরানো হয় নি, দাফনও করা হয় নি, কেউ তাদের পাশে নেই, না কোন মানুষ তাদের চারপাশে ঘুরছে, যেন তারা তুর্কী অথবা দায়লামি বংশ।"** তিনি বললেন, "তুমি যা দেখছো তার কারণে স্থিরতা হারিও না, আল্লাহর শপথ, তোমার বাবা ও তোমার দাদা, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছ থেকে উপদেশ লাভ করেছেন যেন এ মারাত্মক দুর্যোগের তাপ সহ্য করেন। আর আল্লাহ এ উম্মতের একদলের কাছে অঙ্গীকার নিয়েছেন যাদেরকে এ পৃথিবীর ফেরাউনের মত ব্যক্তিরা চেনে না, কিন্তু তারা আকাশের বাসিন্দাদের মাঝে সুপরিচিত যে, তারা এ দেহগুলোর টুকরোগুলোকে জড়ো করবে এবং দাফন করবে। আর তারা তোমার বাবার কবরের মাথার দিকে একটি নিদর্শন প্রতিষ্ঠা করবে কারবালার ভূমিতে, যা চিরদিন থাকবে এবং কখনোই মুছে ফেলা হবে না। আর যদি কুফরের নেতারা এবং পথভ্রষ্টদের সমর্থকরা তা মুছে ফেলতে চায়, এর নিদর্শন না কমে বরং প্রচুর সংখ্যায় বাড়তেই থাকবে এবং এর বিষয়টি দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেতে থাকবে।"

পরিচ্ছেদ - ৬

আমাদের অভিভাবক ইমাম হোসেইন (আ.) এবং তার সাথীদের দাফন সম্পর্কে

['ইরশাদ' গ্রন্থে আছে] যখন উমর বিন সা'আদ চলে গেলো, বনি আসাদের একটি দল এলো, যারা গাযিরিয়াতে বসবাস করতো। তারা ইমাম হোসেইন (আ.) ও তার সাথীদের লাশের জানাযার নামাজ পড়লো এবং তাকে সেখানে দাফন করলো যেখানে তার কবর বর্তমানে অবস্থিত। তারা আলী আকবার (আ.)-কে দাফন করলো ইমাম হোসেইন (আ.)-এর পায়ের কাছে; আর তার পরিবার ও সাথীদের মধ্যে যারা শহীদ হয়েছিলো, যারা তার চারপাশে (প্রাণ হারিয়ে) মাটিতে পড়েছিলেন, তাদের সবাইকে একটি কবরে তার পায়ের পাশে দাফন করা হলো। তারা আব্বাস বিন আলী (আ.)-কে গাযিরিয়ার দিকে যে রাস্তা গেছে তার ওপরে দাফন করলো যেখানে তিনি শহীদ হয়েছিলেন এবং বর্তমানে সেখানেই তার কবর অবস্থিত।

['কামিল-ই-বাহাই'-তে] বর্ণিত হয়েছে যে, আল হুর বিন ইয়াযীদকে তার আত্মীয়রা দাফন করেছিলো তার শাহাদাতের জায়গাটিতে। বলা হয়েছে যে, আরবদের সব গোত্রের মধ্যে বনি আসাদ ইমাম হোসেইন (আ.) এবং তার সাথীদের লাশের জানাযা পড়া ও দাফন করার সম্মান লাভ করেছিলো।

ইবনে শাহর আশোব এবং মাস'উদি বলেন যে, গাযিরিয়ার লোকেরা, যারা বনি আসাদ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলো, ইমাম হোসেইন (আ.) এবং তার সাথীদের দাফন করেছিলো তাদের শাহাদাতের একদিন পর। বলা হয় যে, তাদের বেশীর ভাগের কবরই প্রস্তুত পাওয়া গিয়েছিলো এবং সাদা পাখীদের দেখা গিয়েছিলো তাদেরকে তাওয়াফ করছে।

সিবতে ইবনে জাওযি তার 'তাযকিরাহ'-তে বর্ণনা করেছেন যে, যুহাইর বিন ক্বাইন শহীদ হয়েছিলেন ইমাম হোসেইন (আ.) ও তার সাথীদের সাথে। তার স্ত্রী তার দাসকে পাঠিয়েছিলেন এ কথা বলে, "যাও, তোমার মালিককে কাফন পরিয়ে দাও।" সে গেলো এবং দেখলো ইমামের দেহ বিবস্ত্র পড়ে আছে। সে নিজেকে বললো, "কীভাবে সম্ভব যে আমি আমার মালিককে কাফন পরাবো আর ইমাম হোসেইন (আ.)-এর দেহ বিবস্ত্র থাকবে? না, আল্লাহর শপথ।" একথা বলে সে ইমাম হোসেইন (আ.)-কে কাফন পরিয়ে দিলো এবং অন্য একটি দিয়ে তার মালিককে কাফন পরিয়ে দিলো।

মনে রাখা উচিত যে, এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, একজন নিষ্পাপ ব্যক্তিকে (মা'সুম) কাফন পরানো এবং দাফন করতে পারেন শুধু একজন নিষ্পাপ ব্যক্তি, অন্য কেউ নয়। আর একজন ইমামের লাশকে শুধু একজন ইমামই গোসল দিতে পারেন, অন্য কেউ নয়। যদি কোন ইমাম মৃত্যুবরণ করেন পূর্ব দিকে এবং তার উত্তরাধিকারী (আরেক জন ইমাম) থাকেন পশ্চিমে, আল্লাহ তাদেরকে একত্রিত করবেন।

ইমাম মুহাম্মাদ আল জাওয়াদ (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) ইন্তেকাল করলেন, জিবরাঈল অন্য ফেরেশতাদেরসহ এবং রুহুল কুদ্দুস, যারা ক্বদরের রাতে অবতরণ করেছিলেন, অবতরণ করলেন। আমিরুল মুমিনীন ইমাম আলী (আ.)-এর চোখের উপর থেকে পর্দা উঠিয়ে ফেলা হয়েছিলো, তিনি দেখলেন আকাশগুলো খুলে গেছে। তারা তাকে গোসল দিতে সাহায্য করলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর লাশের জানাযার নামাজ পড়লেন এবং তার কবর প্রস্তুত করলেন। আল্লাহর শপথ, তারা ছাড়া আর কেউ তার কবর খুঁড়ে নি এবং তারা তাকে সাহায্য করেছিলেন দাফন করা পর্যন্ত। যখন তারা তাকে দাফন করছিলেন এ সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের সাথে কথা বলছিলেন। ইমাম আলী (আ.) তাদের কথাবার্তা শুনছিলেন যে রাসূলুল্লাহ (সা.) ফেরেশতাদেরকে তার বিষয়ে আদেশ করছিলেন। ইমাম আলী (আ.) কাঁদলেন এবং ফেরেশতারা জবাব দিলো, "আমরা তার বিষয়ে কৃপণের মত আচরণ করবো না। নিশ্চয়ই তিনি আপনার পরে আমাদের ওপর কর্তৃপক্ষ এবং কেউ এরপরে আমাদের আর দেখবে না।" বিশ্বাসীদের আমির ইমাম আলী (আ.)-এর শাহাদাতের পর ইমাম হাসান (আ.) এবং ইমাম হোসেইন (আ.) একই জিনিস প্রত্যক্ষ করলেন তার দাফনের সময়। তারা দেখলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে ফেরেশতাদের সাহায্য করছেন। আর যখন ইমাম হাসান (আ.)-কে শহীদ করা হলো একই পরিস্থিতি ছিলো এবং দেখা গিয়েছিলো যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং ইমাম আলী (আ.) ফেরেশতাদের সাহায্য করছেন তার দাফন প্রক্রিয়ায়। এরপর যখন ইমাম হোসেইন (আ.)-কে শহীদ করা হলো, ইমাম আলী বিন হোসেইন (আ.) একই জিনিস প্রত্যক্ষ করলেন।

বর্ণিত হয়েছে যে, 'ওয়াক্বিফি'-দের সামনে ইমাম আলী আল রিদা (আ.) তার যুক্তিতর্ক পেশ করার সময় আলী বিন আবি হামযা তার কথার প্রতিবাদ করলো এ বলে যে, "আমরা আপনার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে হাদীস পেয়েছি যে, একজন ইমামের জানাযা ও দাফন করবেন একজন ইমাম, অন্য কেউ নয়।"

যেহেতু ওয়াক্বিফি-রা ইমাম আল রিদা (আ.)-এর ইমামত অস্বীকারকারী ছিলো, তাই তারা বুঝাতে চাচ্ছিলো যে, যখন ইমাম মূসা কাযিম (আ.) শহীদ হলেন, তিনি মদীনায় ছিলেন। আর তার পিতার লাশ ছিলো হারুনের সর্দারদের কাছে যারা তাকে বাগদাদে দাফন করেছিলো। যদি তিনি সত্যিকারভাবেই ইমাম হতেন তাহলে তিনি দাফনের সময় উপস্থিত থাকতেন। যেহেতু তিনি অনুপস্থিত ছিলেন তাই এটি প্রমাণ করে যে তিনি ইমাম ছিলেন না (আউযুবিল্লাহ)। ইমাম আল রিদা (আ.) জবাব দিলেন, **"আমাকে বলো, যেন আমি জানতে পারি, কে ইমাম হোসেইন (আ.)-কে দাফন করেছে? সে কি একজন ইমাম ছিলো নাকি অন্য কেউ?"** তিনি বললেন, "দাফনকারীদের প্রধান ইমাম আলী বিন হোসেইন (যায়নুল আবেদীন) ছাড়া অন্য কেউ ছিলেন না।" ইমাম জিজ্ঞেস করলেন, "আলী বিন হোসেইন কোথায় ছিলেন? তিনি কি কুফাতে উবায়দুল্লাহর অধীনে বন্দী ছিলেন না?" তিনি বললেন, "তিনি তাদের অজান্তে বেরিয়ে এসেছিলেন এবং তার পিতার দাফন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং এরপর ফিরে এসেছিলেন।" এরপর ইমাম আল রিদা (আ.) বললেন:

"যিনি আলী বিন হোসেইন (আ.)-কে ক্ষমতা দিয়েছিলেন কারবালায় যেতে এবং তার পিতার দাফন প্রক্রিয়া সম্পাদন করতে তিনিই দিয়েছিলেন একই ক্ষমতা ইমামকে (তার নিজেকে)

বাগদাদে আসার জন্য (মদীনা থেকে) এবং তার পিতার জানাযা সম্পাদন করতে, যদিও সে বন্দী ছিলো না এবং না ছিলো কারাগারে।"

শেইখ তুসি তার বর্ণনাকারীদের ক্রমধারার মাধ্যমে ইমাম জাফর সাদিক্ব (আ.) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদিন সকালে উম্মু সালামা (আ.) কাঁদতে শুরু করলেন এবং তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি জবাব দিলেন,

"গতরাতে আমার সন্তান হোসেইনকে শহীদ করা হয়েছে। আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে তার ইন্তেকালের পর স্বপ্নে কখনো দেখি নি গতরাতে ছাড়া, আমি তাকে দেখলাম শোকাহত ও দুঃখে বিপর্যস্ত অবস্থায়। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম কেন তাকে এমন নিদারুন শোকাহত ও বিপর্যস্ত অবস্থায় দেখছি; তিনি উত্তর দিলেন যে, তিনি সকাল থেকে হোসেইন (আ.) ও তার সাথীদের কবর খুঁড়ছেন।"

শেইখ সাদূক্ব বর্ণনা করেছেন ইবনে আব্বাস থেকে যে, আমি দুপুর বেলা স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দেখলাম। তিনি ছিলেন বিপর্যস্ত অবস্থায় ও ধুলোয় মাখা এবং তার হাতে একটি রক্তে ভর্তি বোতল। তিনি বললেন, **"এ হলো আমার হোসেইনের রক্ত যা আমি জমা করছিলাম সকাল থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত।"** তিনি ঐ দিনটির তারিখ লিখে রাখলেন এবং পরে তা ইমাম হোসেইন (আ.)-এর শাহাদাতের দিনটির সাথে মিলে গেলো।

ওপরের হাসীসটির মত আরো বেশ কিছু হাদীস আছে। ['মানাক্বিব]-এ বর্ণিত হয়েছে যে, ইবনে আব্বাস স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দেখলেন ইমাম হোসেইন (আ.)-এর শাহাদাতের পর, তার চেহারা ধুলোয় মাখা, খালি পা এবং নিদারুন শোকাহত চোখ এবং তার জামার লম্বা অংশটি গুটিয়ে কোমরে বাঁধা। তিনি কোরআনের এ আয়াতটি তেলাওয়াত করছিলেন:

وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَٰفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّٰلِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ

تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَٰرُ ﴿٤٢﴾

"ভেবো না, জালেমরা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ গাফেল; তিনি তাদেরকে শুধু ঐ দিন পর্যন্ত সময় দেন যে দিন চোখগুলো পলকহীন খোলা থাকবে (আতঙ্কে)।" [সূরা ইবরাহীম: ৪২]

এরপর তিনি বললেন, **"আমি কারবালা গিয়েছিলাম এবং আমার হোসেইনের রক্ত মাটি থেকে জমা করছিলাম যা এখন আমার জামার নিচের অংশে লেগে আছে। আমি এখন আমার রবের কাছে যাবো এবং তাঁর কাছে ফরিয়াদ করবো (ন্যায়বিচারের জন্য)।"**

ইবনে আসীরের 'কামিল-এ বর্ণিত হয়েছে যে, ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে স্বপ্নে দেখলাম ঐ রাতে যেদিন ইমাম হোসেইন (আ.) শহীদ হয়েছিলেন। তিনি তার হাতে একটি বোতল ধরেছিলেন যার ভেতরে ছিলো রক্ত। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "হে রাসূলুল্লাহ, এটি কী?" তিনি জবাব দিলেন, **"এটি হলো হোসেইন ও তার সাথীদের রক্ত যা আমি আল্লাহর কাছে নিয়ে যাচ্ছি।"**

যখন সকাল হলো ইবনে আব্বাস লোকজনের কাছে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর শাহাদাতের কথা জানিয়ে দিলেন এবং তার স্বপ্ন বর্ণনা করলেন। পরে তা প্রতিষ্ঠিত হলো যে, সে দিনটি ছিলো যেদিন ইমাম হোসেইন (আ.) শহীদ হয়েছিলেন।

আমি (লেখক) বলি যে, ইমাম হোসেইন (আ.) ও তার সাথে যারা শহীদ হয়েছিলেন তাদের দাফন সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কর্তৃপক্ষসমূহের বইগুলোতে বিস্তারিত বর্ণিত হয় নি। শেইখ তুসি থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, বনি আসাদ গোত্রের লোকেরা একটি নতুন চাটাই এনে তা ইমাম হোসেইন (আ.)-এর দেহের নিচে বিছিয়ে দিয়েছিলো। দীযাজ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে সে বলেছে, "আমি আমার দাসদের বিশেষ একদলকে নিয়ে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কবর খুঁড়ে উম্মুক্ত করলাম। আমি দেখলাম একটি নতুন চাটাইয়ের ওপর ইমাম হোসেইন (আ.)-এর দেহ শোয়ানো আছে, আর তা থেকে মেশকের সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। আমি ঐ চাটাইটি আগের জায়গাতেই রেখে দিলাম যার ওপরে ইমামের দেহ শোয়ানো ছিলো। এরপর আমি আদেশ দিলাম মাটি দিয়ে ভরে দিতে এবং তার ওপর পানি ছিটিয়ে দিতে।

আবিল জারুদ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রথমে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কবর মাথার দিক থেকে উম্মোচন করা হলো, এরপর পায়ের দিকে। মেশকের সুগন্ধ তা থেকে ছড়িয়ে পড়ছিলো এবং কারো এতে সন্দেহ ছিলো না।

যায়েদাহ থেকে একটি সুপরিচিত হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদের শেষে আমরা উদ্ধৃত করেছি যে, জিবরাঈল রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বললেন, "আপনার এ নাতি", তিনি তা বললেন ইমাম হোসেইন (আ.)-এর দিকে ইশারা করে, "শহীদ হবে আপনার পরিবার, বংশ এবং আপনার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত ধার্মিক একদল মানুষের সাথে ফোরাত নদীর তীরে, জায়গাটির নাম কারবালা।" তিনি আরো বললেন, "যখন তারা লুটিয়ে পড়বে তাদের আরামের জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদের আত্মাগুলোকে নিজের হাতে হরণ করবেন, আর সপ্তম আকাশের ফেরেশতারা আসবে লালমি ও পান্না-এর ট্রে নিয়ে যা পূর্ণ থাকবে চির জীবন লাভের পানি দিয়ে এবং থাকবে জান্নাতের চাদর ও সুগন্ধি, এরপর তারা দলে দলে তার লাশের জানাযার নামাজ পড়বে। এরপর আল্লাহ আপনার উম্মতের মধ্যে একটি দলকে ক্রিয়াশীল করবেন, যাদেরকে মুশরিকদের রাজ্য চিনতে পারবে না, না তারা তার সাথে রক্ত, বক্তব্য, ধারণা ও কার্যক্রমে সম্পৃক্ত থাকবে। তারা তাদেরকে দাফন করবে এবং একটি নিদর্শনকে দাঁড় করাবে শহীদদের সর্দারের জন্য ঐ মরুভূমির বুকে, যা সৎকর্মশীলদের জন্য পথপ্রদর্শক হিসাবে কাজ করবে এবং বিশ্বাসীদের জন্য সম্মৃদ্ধির মাধ্যম হবে এবং প্রতিদিন প্রত্যেক আকাশ থেকে একশ লক্ষ ফেরেশতা একে তাওয়াফ করবে এবং তার প্রতি সালাম পেশ করবে। তারা আল্লাহর তাসবিহ করবে এবং তাঁকে অনুরোধ জানাবে তাদেরকে নাজাত দেয়ার জন্য যারা তার কবর যিয়ারতে গেছে। এরপর তারা যিয়ারাতকারীদের নাম লিখে নিবে।"

পরিচ্ছেদ - ৭

কুফাতে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর আহলুল বাইত (পরিবার)-এর প্রবেশ

(উমর) ইবনে সা'আদ বন্দীদের নিয়ে অগ্রসর হলো এবং যখন তারা কুফার নিকটবর্তী হলো সেখানকার নাগরিকরা জমায়েত হলো মজার দৃশ্য দেখতে। একজন বর্ণনাকারী বলে যে, একজন কুফি মহিলা তার ঝুল বারান্দা থেকে উঁকি দিলো এবং জিজ্ঞেস করলো, "তোমরা কোন জায়গার বন্দী?" তারা উত্তর দিলেন, "আমরা মুহাম্মাদ (সা.)-এর পরিবারের বন্দী সদস্য।" একথা শুনে ঐ মহিলা নিচে নেমে এলো এবং চাদর, ঘাগরা, মাথা ঢাকার ওড়না সংগ্রহ করতে লাগলো এবং তাদের কাছে হস্তান্তর করলো এবং তারা তা পরলেন। (ইমাম) আলী বিন হোসেইন (যায়নুল আবেদীন) (আ.) নারীদের সাথে ছিলেন এবং অসুস্থতা তাকে গুরুতরভাবে বাঁকা করে ফেলেছিলো। হাসান আল মুসান্নাহও ছিলেন, যিনি তার চাচা ও ইমামের সাথে গিয়েছিলেন এবং তরবারি ও বর্শার আঘাত সহ্য করেছেন এবং মারাত্মকভাবে আহত ছিলেন; ইমাম হাসান (আ.)-এর দুই সন্তান যাইদ এবং আমরও তাদের সাথে ছিলেন। কুফার লোকেরা তাদের অবস্থা দেখে কাঁদতে লাগলো ও বিলাপ করতে লাগলো। তখন ইমাম আলী বিন হোসেইন (আ.) বললেন, **"তোমরা আমাদের জন্য কাঁদছো ও বিলাপ করছো তাহলে আমাদের হত্যা করলো কারা (তোমরা ছাড়া)?"**

'কুরাইশদের মাঝে বিচক্ষণ' সাইয়েদা যায়নাব (আ.), যিনি ছিলেন ইমাম আলী (আ.)-এর কন্যা, থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন ইবনে মুলজিম তার পিতাকে আহত করেছিলো এবং তিনি তার শেষ মুহূর্তগুলো দেখলেন, তিনি তার পিতাকে উম্মে আইমানের হাদীসটি বর্ণনা করলেন এবং বললেন, "উম্মে আইমান এটি আমার কাছে বর্ণনা করেছে, আর আমি খুব চাই যে আমি তা আপনার কাছ থেকে শুনি।" ইমাম বললেন, **"হে প্রিয় কন্যা, হাদীসটি প্রায় একই রকম যেমনটি উম্মে আইমান তোমার কাছে বর্ণনা করেছে। আর আমি যেন দেখতে পাচ্ছি তুমি এবং তোমার পরিবারের নারীরা বন্দী অবস্থায় আছো এই শহরে, অসহায় ও ভয়াবহ অবস্থায়, আর আমি ভয় পাচ্ছি - না জানি লোকেরা তোমাদের আঘাত করে। সহ্য করো, সহ্য করো, তাঁর শপথ যিনি বীজ ভেঙ্গে দুভাগ করেন এবং মানুষ সৃষ্টি করেন, ঐদিন এ পৃথিবীর ওপর আল্লাহর আর কোন বন্ধু থাকবে না শুধু তোমরা সবাই, তোমাদের বন্ধুরা এবং তোমাদের শিয়ারা (অনুসারীরা) ছাড়া।"**

কুফাতে সাইয়েদা যায়নাব বিনতে আলী (আ.)-এর খোতবা

আবু মানসূর তাবারসি তার 'ইহতিজাজ'-এ বর্ণনা করেছেন যে, কুফাবাসীদের মধ্যে ইমাম আলী বিন আবি তালিব (আ.)-এর কন্যা যায়নাব (আ.)-এর খোতবা ছিলো তাদের প্রতি তিরস্কার ও দমনমূলক। হিযাম বিন সাতীর আসাদি বর্ণনা করেছে যে, যখন ইমাম আলী বিন হোসেইন (আ.)-কে অসুস্থ অবস্থায় কারবালা থেকে কুফা আনা হলো, কুফার নারীরা নিজেদের জামার

কলার ছেঁড়া শুরু করলো এবং উচ্চ স্বরে কাঁদতে লাগলো এবং পুরুষরাও তাদের আহাজারির সাথে যোগ দিলো। ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.), যিনি অসুস্থ ছিলেন, তাদেরকে ক্ষীণ কণ্ঠে ডেকে বললেন, **"হে যারা কাঁদছো, তোমরা ছাড়া আর কারা আমাদের হত্যা করেছে?"** সাইয়েদা যায়নাব (আ.) বিনতে আলী (আ.) লোকদেরকে ইশারা করলেন চুপ থাকার জন্য। হিযাম আসাদি আরো বলে যে, আল্লাহর শপথ আমি কখনো কোন নম্র নারীকে তার চাইতে বাগ্মী দেখি নি যিনি বিশ্বাসীদের আমির আলী (আ.)-এর কণ্ঠে বলছিলেন, তিনি লোকদেরকে ইশারা করলেন কথা শোনার জন্য। তাদের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলো বুকের ভেতরে এবং তাদের সম্মিলিত কণ্ঠের সুর মিলিয়ে গেলো। এরপর তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর সালাম পেশ করলেন এবং বললেন,

"আম্মা বা'দ, হে কুফাবাসীরা, হে অহংকারী ব্যক্তিরা, হে প্রতারক ব্যক্তিরা, হে পেছনে পলায়নকারীরা, শুনে রাখো, তোমাদের কান্না যেন কখনো না থামে এবং তোমাদের বিলাপ যেন কখনো শেষ না হয়। নিশ্চয়ই তোমাদের উদাহরণ হচ্ছে সেই নারীর মত যে নিজেই তার সুতার প্যাঁচ খুলে ফেলে, তা প্যাঁচানোর পর। তোমরা তোমাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছো প্রতারণার মাধ্যমে এবং তোমাদের মাঝে লোক দেখানো আত্ম-গরিমা, সীমা অতিক্রম এবং অসততা ছাড়া কিছু বাকী নেই। তোমরা দাসীদের প্রতি প্রেমবাক্য এবং শত্রুদের মিষ্টি কথা তোমাদের ঐতিহ্য হিসাবে নিয়েছো। তোমাদের উদাহরণ হলো বিস্তীর্ণ বনের মত অথবা কবরস্থানে মূল্যবান গহনার মত। জেনে রাখো, কী খারাপই না তোমরা নিজেদের জন্য এনেছো যা আল্লাহর ক্রোধ ডেকে এনেছে তোমাদের ওপরে এবং তোমরা আখেরাতে ক্রুদ্ধ আগুনের ভেতরে জায়গা অর্জন করেছো। তোমরা আমার ভাইয়ের জন্য কাঁদছো? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, আল্লাহর শপথ, তোমাদের কাঁদা উচিত, তোমরা এর যোগ্য। প্রচুর কাঁদো, কম হাসো, এভাবেই তোমরা অপমানে আক্রান্ত হয়েছো এবং ঘৃণার ভেতরে বন্দী হয়েছো যা তোমরা কখনোই ধুয়ে ফেলতে পারবে না। কীভাবে তোমরা 'শেষ নবী' (সা.)-এর সন্তান এবং তোমাদের মাঝে 'রিসালাতের খনি'র রক্ত নিজেদের হাত থেকে ধুয়ে ফেলবে, যিনি ছিলেন বেহেশতের যুবকদের সর্দার, যুদ্ধক্ষেত্রের সেনাপতি এবং তোমাদের দলের আশ্রয়। তিনি ছিলেন তোমাদের বিশ্রামের এবং তোমাদের কল্যাণের বাসস্থান। তিনি ক্ষত নিরাময় করতেন এবং তোমাদেরকে রক্ষা করতেন, যেসব খারাপ তোমাদের দিকে আসতো। তোমরা তার কাছে যেতে যখন তোমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করতে। তিনি ছিলেন তোমাদের শ্রেষ্ঠ পরামর্শদাতা, তোমরা তার ওপর নির্ভর করতে এবং তিনি ছিলেন তোমাদের পথ চলার বাতি। জেনে রাখো, কী খারাপই না তোমরা নিজেদের জন্য এনেছো এবং কী বোঝাই না তোমরা তোমাদের ঘাড়ে তুলে নিয়েছো ক্বিয়ামতের দিনের জন্য। আত্মার ধ্বংস! আত্মার ধ্বংস! ধ্বংস! তোমাদের সন্ধান ব্যর্থ হোক এবং তোমাদের হাত অবশ হয়ে যাক, কারণ তোমরা তোমাদের রিযক্ব-এর বিষয়টি প্রবাহ মান বাতাসের কাছে হস্তান্তর করেছো। তোমরা আল্লাহর ক্রোধের ভেতরে জায়গা করে নিয়েছো এবং ঘৃণা ও দুর্ভাগ্যের মোহর তোমাদের কপালে বসিয়ে দেয়া হয়েছে।

দুর্ভোগ হোক তোমাদের, তোমরা কি জানো তোমরা মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রিয় সন্তানের মাথা কেটে বিচ্ছিন্ন করেছো? এবং কী অঙ্গীকার তোমরা তার সাথে ভঙ্গ করেছো? এবং তার কত প্রিয়

পরিবারকে তোমরা রাস্তায় বের করে এনেছো? এবং তাদের মর্যাদার কোন আবরণ (বোরখা) তোমরা তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছো? এবং কোন রক্ত তোমরা তার কাছ থেকে ঝরিয়েছো? কী কুটিল জিনিসই না তোমরা জন্ম দিয়েছো যে, আকাশগুলো যেন ভেঙ্গে পড়বে এবং জমিন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, আর পাহাড়গুলো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়বে পৃথিবী ও আকাশের মাঝের জায়গা পূর্ণ করে।

তোমাদের বিষয়গুলোর বধূ হলো চুলবিহীন, অপরিচিত, নোংরা, অন্ধ, কুৎসিত এবং গম্ভীর। তোমরা আশ্চর্য হচ্ছো কেন আকাশ থেকে রক্ত বৃষ্টি হয়েছে? আখেরাতের শাস্তি আরো অপমানকর এবং তখন কোন সাহায্যকারী থাকবে না। তোমাদের এ অবসর যেন তোমাদেরকে হালকা মনের না করে দেয়, কারণ সর্বশক্তিমান ও পবিত্র আল্লাহ সম্পর্কে কেউ পূর্ব ধারণা করতে পারে না এবং প্রতিশোধ নেয়ার বিষয়ে তিনি ভুলে যান না; না, কখনোই না, তোমাদের রব তোমাদের জন্য ওঁত পেতে আছেন।"

এরপর তিনি নিচের শোকগাঁথাটি আবৃত্তি করলেন,

"কী উত্তর দিবে যখন নবী জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা ছিলে শেষ উম্মত, কেমন আচরণ করেছো তোমরা আমার বংশ ও আমার সন্তানদের সাথে, যারা ছিলো সম্মানিত, যাদের কিছুকে বন্দী করেছিলে এবং তাদের কিছুকে তাদের রক্তে ভিজিয়েছো? এটি তো সেই প্রতিদান নয় যে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলাম যার মাধ্যমে তোমরা আমার 'কুরবা' (রক্তজ)-এর প্রতি আচরণ করেছো; আমি আশঙ্কা করি, যে গযব 'ইরাম'-এর লোকজনের ওপর পড়েছিলো সে রকম একটি গযব তোমাদের ওপর অবতরণ করবে।"

এ কথা বলে তিনি তার মুখ তাদের দিক থেকে ঘুরিয়ে নিলেন।

হিযাম বলে যে, আমি দেখলাম সব পুরুষ এদিক সেদিক চলে গেলো এবং তারা গভীর অনুতপ্ত ছিলো। আমার পাশে দাঁড়ানো একজন বৃদ্ধ মানুষ ভীষণ কাঁদলো এবং তার দাড়ি তার চোখের পানিতে ভিজে গেলো। সে তার হাত দুটো আকাশের দিকে তুলে ধরলো এবং বললো, "আমার বাবা-মা কোরবান হোক তাদের জন্য যাদের বৃদ্ধ, যুবক ও নারীরা সব বৃদ্ধ, যুবক ও নারীদের ওপরে বাছাইকৃত। তাদের পরিবার সম্মানিত এবং তাদের মর্যাদা সুউচ্চ।" এরপর সে বললো, "তাদের পুর্বপুরুষরা এবং তাদের বংশধর শ্রেষ্ঠ। যখন আগামীকাল তাদের বংশধরদের গণনা করা হবে, তখন ধ্বংসপ্রাপ্ত ও অভিশপ্তদের মাঝে তাদের (বংশধর) থাকবে না।"

ইমাম আলী বিন হোসেইন (আ.) বলেছেন, **"হে প্রিয় ফুফু, দয়া করে চুপ থাকুন, যা ঘটে গেছে তা ভবিষ্যতের জন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে। আলহামদুল্লিাহ, আপনি কোন প্রশিক্ষণ ছাড়াই বিচক্ষণ ব্যক্তি এবং জ্ঞানী, যাকে আর বুঝানোর প্রয়োজন নেই। নিশ্চয়ই কান্না ও আহাজারি তাদেরকে ফেরত আনতে পারবে না যারা চলে গেছে।"**

একথা শুনে সাইয়েদা যায়নাব (আ.) চুপ হয়ে গেলেন এবং ইমাম বাহন থেকে নেমে পড়লেন এবং একটি তাঁবু গাড়লেন। এরপর তিনি নারীদের নামালেন এবং ঐ তাঁবুতে নিয়ে এলেন।

কুফার জনগণের ভেতর ইমাম আলী বিন হোসেইন (আ.)-এর যুক্তি পেশ এবং তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ ও প্রতারণার জন্য তিরস্কার

এরপর হিযাম বিন সাতীর বলে যে, ইমাম আলী বিন যায়নুল আবেদীন (আ.) জনতার সামনে এগিয়ে এলেন এবং তাদেরকে ইশারা করলেন চুপ থাকার জন্য। এরপর তিনি বসলেন, আল্লাহর প্রশংসা ও তাসবিহ করলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর সালাম পেশ করলেন। তারপর বললেন,

"হে জনতা, তোমাদের মধ্যে যারা আমাকে চিনো, তারাতো আমাকে চিনোই, আর যারা আমাকে চিনো না - আমি আলী, হোসেইনের সন্তান, যার মাথা বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে ফোরাতের তীরে কোন অপরাধ বা দোষ ছাড়াই। আমি তার সন্তান যার পবিত্রতা লঙ্ঘন করা হয়েছে এবং যার রহমতপূর্ণ জীবনকে কেড়ে নেয়া হয়েছে. তার সম্পদ লুট করা হয়েছে এবং তার নারীদের বন্দী করা হয়েছে। আমি তার সন্তান যাকে হত্যা করেছে একদল সংঘবদ্ধ মানুষ, আর এ (শাহাদাতের) সম্মান আমাদের জন্য যথেষ্ট।

হে জনতা, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর নামে বলছি, তোমরা কি জানো না যে তোমরা আমার পিতাকে একটি চিঠি লিখেছিলে তাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে? তোমরা তাকে ধোঁকা দিয়েছো অঙ্গীকারের মাধ্যমে এবং তাকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং তার কাছে আনুগত্যের শপথ করে। এর পরিবর্তে তোমরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছো এবং তাকে পরিত্যাগ করেছো। তোমরা যেন তার মাধ্যমে ধ্বংস হও যার জন্ম তোমরা দিয়েছো এবং তোমাদের আদর্শ যেন কদর্য হয়ে যায়, তোমরা কিভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে দাঁড়াবে যখন তিনি বলবেন: তোমরা আমার সন্তানকে হত্যা করেছো এবং আমার পবিত্রতার মর্যাদা লঙ্ঘন করেছো, তোমরা আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নও।"

পুরুষদের মাঝে কান্নার রোল উঠলো এবং তারা পরস্পরকে বলতে লাগলো, "তোমরা ধ্বংস হয়ে গেছো এবং তোমরা (তা) জানো না।" এরপর ইমাম (আ.) আরও বললেন,

"তার ওপর আল্লাহর রহমত হোক যে আমার উপদেশ গ্রহণ করে এবং আমার পরামর্শকে হেফাযত করে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা.) এবং তার বংশের পথে যে, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে রক্ত সম্পর্ক রেখে আরো উত্তম হেদায়েতের অধিকারী।"

তারা তাকে বললো, "হে রাসূলুল্লাহর সন্তান, আমরা সবাই কথা শুনি, অনুগত এবং আপনার পবিত্রতার প্রশংসাকারী। আমরা আপনাকে পরিত্যাগ করবো না এবং আপনার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিবো না। তাই আদেশ করুন আমাদের, আপনার রব আপনার ওপর রহমত করুন, আমরা আপনার সাথে আছি যুদ্ধ ও শান্তির সময়ে। এরপর আমরা তার ওপর প্রতিশোধ নিবো যে আপনাদের ওপরে জুলুম করেছে অথবা আমাদের ওপর।" একথা শুনে ইমাম (আ.) বললেন,

"হায় আশ্চর্য, হায় আশ্চর্য, হে প্রতারণাপূর্ণ ধোঁকাবাজের দল, একটি বিরাট বাধা আছে তোমাদের এবং তোমাদের ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষার মাঝে। তোমরা কি আমার সাথে একই আচরণ করতে

চাও যেভাবে তোমরা আমার পূর্বপুরুষদের সাথে আচরণ করেছো? না, কখনোই না। হাজ্বীদের আনন্দিত উটদের রবের শপথ, আমার পিতার ও আমার পরিবারের শাহাদাতের গভীর ক্ষতসমূহ এখনো আরোগ্য লাভ করে নি, যে আঘাতগুলো রাসূলুল্লাহ (সা.), আমার পিতা ও তার সন্তানদের বুকে করা হয়েছে তা এখনো স্মৃতি থেকে মুছে যায় নি। আমার ঘাড়ের হাড়গুলো ভেঙ্গে গেছে দুঃখে এবং এর তিক্ততা আমার কণ্ঠ ও শ্বাসনালীর মাঝখানে উপস্তিত আছে, আমার হৃদয়ের হাড়গুলো আমার শ্বাস রুদ্ধ করে দিচ্ছে। আমি চাই যে তোমরা যেন আমাদের উপকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হও, না আমাদের অনিষ্টকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।"

এরপর তিনি বললেন,

"এটি কোন আশ্চর্যের বিষয় নয় যে হোসেইনকে (আ.) হত্যা করা হয়েছে, তার পিতার মতই, যিনি ছিলেন তার চাইতে উত্তম এবং তার চাইতে শ্রেষ্ঠ। হে কুফাবাসীরা, উল্লসিত হয়ো না আমাদের দুর্দশায়, যা একটি বিরাট দুর্যোগ, যিনি শহীদ হয়ে পড়ে আছেন ফোরাতের তীরে, আমার জীবন তার জন্য কোরবান হোক, আর তার হত্যার শাস্তি হবে জাহান্নামের আগুন।"

এছাড়া কুফাবাসীদের প্রতি ফাতেমা সুগরা (আ.)-এর যুক্তি তর্ক পেশ উল্লেখিত হয়েছে। যাইদ বিন মূসা বিন জাফর তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছে, যে তার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে ফাতেমা সুগরা (আ.)-এর খোতবা বর্ণনা করেছে, যা তিনি কারবালা থেকে ফেরার পর দিয়েছিলেন:

আল্লাহর প্রশংসা করছি সব বালুকণার সংখ্যায় এবং পৃথিবী পর্যন্ত আকাশগুলোর ওজনের সমান। আমরা তার প্রশংসা করি এবং তাকে বিশ্বাস করি এবং শুধু তারই ওপর নির্ভর করি এবং আমরা বলি যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন খোদা নেই, তিনি অদ্বিতীয় ও তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর দাস ও রাসূল। কোন দোষ ছাড়াই তার সন্তানদের মাথা বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে ফোরাত নদীর তীরে। হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই যদি আমি আপনার বিষয়ে কোন মিথ্যা বলি অথবা আমি যদি কোন ভুল ধারণা পোষণ করি আলী বিন আবি তালিব (আ.)-এর খিলাফতের বিষয়ে, যার অধিকার অন্যায়ভাবে দখল করা হয়েছিলো এবং তাকেও কোন অপরাধ ছাড়াই হত্যা করা হয়েছে আল্লাহর ঘরগুলোর একটিতে, যেভাবে তার সন্তানদের হত্যা করা হয়েছে গতকাল। সেখানে ছিলো একদল লোক যারা নিজেদের মুসলমান দাবী করেছিলো, তাদের মাথা যেন তাদের ঘাড়ের ওপর না থাকে, তিনি পিপাসার্ত ছিলেন যতক্ষণ না তার সত্তাকে আপনার কাছে তুলে নেয়া হয়েছিলো। তার ছিলো প্রশংসনীয় চরিত্র, ধার্মিক বংশধর এবং সুবিখ্যাত গুণাবলী এবং প্রশংসনীয় ধর্ম এবং তিনি আপনার পথে কোন তিরস্কার ও ধমককে ভয় করতেন না। হে আল্লাহ, আপনি তাকে আপনার ইসলামের দিকে পথ দেখিয়েছেন শৈশব থেকেই এবং আপনি তার বালেগ বয়সের গুণাবলীকে প্রশংসা করেছেন। তিনি সার্বক্ষণিকভাবে আপনার রাসূলের প্রতি আন্তরিক ছিলেন এবং আপনার দরুদ তার ওপর বর্ষিত হয়েছে ঐ সময় পর্যন্ত যখন আপনি তাকে আপনার নিজের কাছে ডেকে নিলেন। তিনি বিরত ছিলেন এ পৃথিবীর বিষয়ে এবং তিনি সম্পদলোভী ছিলেন না এবং তিনি ছিলেন আখেরাতের বিষয়ে আশাবাদী। এরপর তিনি আপনার পথে সংগ্রাম করেছেন এবং আপনি তাকে ভালোবেসেছেন এবং তাকে

অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং তাকে সিরাতাল মুসতাক্বিমের পথ দেখিয়েছেন। আম্মা বা'দ, হে কুফাবাসীরা, হে ধোঁকাবাজ, প্রতারক এবং অহংকারী ব্যক্তিরা, আমরা এক পরিবার যাদেরকে আল্লাহ পরীক্ষা করেছেন তোমাদের বিষয়ে এবং তিনি তোমাদের পরীক্ষা করেছেন আমাদের বিষয়ে। তিনি এ পরীক্ষাগুলোকে আমাদের জন্য ঐশী প্রশান্তি লাভের কারণ করেছেন এবং এ বিষয়ে আমাদের জানিয়েছেন। আমরা তাঁর জ্ঞানের হেফাযতকারী অভিভাবক এবং তাঁর বুদ্ধির ভাণ্ডার। আমরা তাঁর প্রজ্ঞাকে স্বীকৃতি দেই এবং তার পৃথিবীতে তাঁর দাসদের ওপর আমরা তাঁর প্রমাণ। তিনি আমাদের অত্যন্ত ভালোবাসেন তার দয়ার মাধ্যমে এবং আমাদেরকে তাঁর সৃষ্টিকূলের ওপর মর্যাদা দিয়েছেন তার নবীর মাধ্যমে। তোমরা আমাদেরকে মিথ্যা বলেছো এবং কুফুরী করেছো আমাদের (ওপর অত্যাচারের) মাধ্যমে। তোমরা মনে করেছো আমাদের হত্যা করা বৈধ এবং আমাদের জিনিসপত্র লুট করেছো যেন আমরা তুরস্ক ও কাবুলের কাফের। এই গতকাল ছিলো যখন তোমরা আমাদের দাদাকে হত্যা করেছো এবং তোমাদের তরবারিগুলো আমাদের, আহলুল বায়েত (নবী পরিবার)-এর রক্ত ছিটিয়েছে। তোমরা তোমাদের চোখকে শীতল করেছো প্রাচীন শত্রুতার কারণে এবং উল্লাস করেছো আল্লাহর বিরুদ্ধে উদ্ধত হয়ে এবং যে ধোঁকার জন্ম দিয়েছো তার কারণে। আমাদের রক্ত ঝরানোতে ও আমাদের জিনিসপত্র লুট করে উল্লসিত হয়ো না কারণ এ মহাদুর্যোগের এবং বিরাট জবাইয়ের মাধ্যমে আমাদের কাছে যা পৌঁছেছে তা কোরআনের এ আয়াতের সাথে একমত:

سَابِقُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا كَعَرۡضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ
أُعِدَّتۡ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦۚ ذَٰلِكَ فَضۡلُ ٱللَّهِ يُؤۡتِيهِ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ
ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ ﴿٢١﴾ مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ
إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مِّن قَبۡلِ أَن نَّبۡرَأَهَآۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٞ ﴿٢٢﴾

"প্রতিযোগিতা করো দ্রুত এগোবার জন্য তোমাদের রবের ক্ষমা এবং এক জান্নাতের দিকে, যার বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতির মত, প্রস্তুত করা হয়েছে তাদের জন্য যারা বিশ্বাস করে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলে; এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি তা দান করেন যাকে তাঁর ইচ্ছা এবং আল্লাহ বিরাট অনুগ্রহের প্রভু। কোন দুর্যোগ ঘটে না পৃথিবীতে অথবা তোমাদের নিজেদের ভেতরে, যা একটি কিতাবে নেই, আমরা ঘটতে দেই, তা আল্লাহর জন্য সহজ।"

[সূরা হাদীদ: ২১:২২]

তোমরা যেন বহিস্কৃত হও, অপেক্ষা করো সে অভিশাপের জন্য যা শীঘ্রই তোমাদের ওপর অবতরণ করবে। আকাশগুলোর প্রতিশোধ তোমাদের ওপর অবতরণ করবে একের পর এক এবং ক্ষয়ে যেতে থাকবে,

أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ

"অথবা তিনি তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে পরিণত করবেন এবং তোমাদের মধ্যে কিছুকে অন্যের যুদ্ধের স্বাদ গ্রহণ করাবেন।" [সূরা আন'আম: ৬৫]

এরপর আমাদের ওপর তোমরা যে জুলুম করেছো, (সে জন্য) তোমরা কিয়ামতের দিনে থাকবে চিরস্থায়ী ভয়ানক আযাবের ভেতর। জেনে রাখো, জালেমদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ, তোমাদের দুর্ভোগ হোক, তোমরা কি জানো এবং তোমরা কি বুঝো? তোমরা কেমন হাত দিয়ে আমাদের দিকে বর্শা তাক করেছিলে? কেমন সত্তা নিয়ে তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে এসেছিলে? কেমন পা নিয়ে আমাদের সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে এগিয়ে এসেছিলে? তোমাদের অন্তরগুলো শক্ত হয়ে গেছে, তোমাদের কলিজা লোহায় পরিণত হয়েছে এবং তোমাদের হৃদয় অন্ধ হয়ে গেছে এবং তোমাদের কান ও চোখের ওপর মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। শয়তান তোমাদের উস্কানি দিয়েছে এবং তোমাদের আদেশ দিয়েছে এবং তোমাদের চোখগুলোকে অন্ধ করে দিয়েছে, আর তোমরা কখনোই হেদায়াত খুঁজে পাবে না। তোমরা যেন ধ্বংস হয়ে যাও হে কুফাবাসীরা, রাসূল (সা.)-এর কত রক্তের দায় তোমাদের ওপর? এবং কী পরিমাণ (প্রতিশোধ) তোমাদের ঘাড়ের ওপর? এরপর তোমরা তার ভাই আলী বিন আবি তালিবের সাথে প্রতারণা করেছো এবং তার সন্তানদের সাথেও, যারা নবীর বংশ এবং তারা ছিলো পবিত্র ও ধার্মিকদের অন্তর্ভুক্ত। তোমাদের মাঝে একজন দম্ভ করে বলেছিলো: আমরাই তারা যারা আলী এবং তার সন্তানদেরকে হত্যা করেছি ভারতীয় তরবারি ও বর্শা দিয়ে এবং আমরা তাদের নারীদের বন্দী করেছি তুরস্কের বন্দীদের মত এবং আমরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি এবং তা একটি যুদ্ধই ছিলো। তার মুখের মধ্যে কাদা যে তা বলেছে। তোমরা গর্ব করেছো তাদের হত্যা করে যাদের আল্লাহ প্রশংসা করেছেন এবং পবিত্র করেছেন এবং তাদের কাছ থেকে অপবিত্রতা দূরে সরিয়ে রেখেছেন? নিশ্বাস বন্ধ করো, এরপর বসো যেভাবে একটি কুকুর তার লেজের আগায় বসে, যেভাবে তোমাদের পিতা বসতো। প্রত্যেক ব্যক্তি তাই লাভ করবে যা সে আগে পাঠিয়েছে। দুর্ভোগ হোক তোমাদের, তোমরা আমাদের হিংসা করতে আল্লাহ যে অনুগ্রহ আমাদের ওপর করেছেন তার কারণে। আমাদের এতে কী দোষ যদি আমাদের নদী প্রচুর পানিতে পূর্ণ থাকে, আর তোমাদের নদী শুকিয়ে যায়, যা একটি কেঁচোকে লুকাতে পারে না?

ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٢١﴾

"এ হলো আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি তা দান করেন যাকে তাঁর ইচ্ছ এবং আল্লাহ বিরাট অনুহের প্রভু।" [সূরা হাদীদ: ২১]

وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورًا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ ﴿٤٠﴾

"যাকে আল্লাহ নূর দেন না, তার জন্য নূর থেকে কিছু নেই।" [সূরা নূর: ৪০]

বলা হয়েছে যে এ কথা শুনে কান্নার কণ্ঠগুলো উচ্চকিত হলো এবং জনতা বললো, "যথেষ্ট হয়েছে হে পবিত্রদের কন্যা, আপনি আমাদের হৃদয় পুড়িয়ে ফেলেছেন এবং আমাদের ঘাড় নিচু করে দিয়েছেন এবং আমাদের বিবেকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন।" এরপর তিনি চুপ করে গেলেন। তার ও তার পিতা ও তার নানার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

কুফাতে সাইয়েদা উম্মে কুলসুম বিনতে আলী (আ.)-এর খোতবা

সাইয়েদ ইবনে তাউস তার 'মালহুফ'-এ খোতবাগুলো উদ্ধৃত করেছেন এবং এরপর বলেছেন যে, সেদিন ইমাম আলী (আ.)-এর কন্যা উম্মে কুলসুম (আ.) পর্দার পেছন থেকে কেঁদে উঠলেন এবং বললেন,

"হে কুফাবাসীরা, তোমরা যেন খারাপের সম্মুখীন হও, কেন তোমরা ইমাম হোসেইন (আ.)-কে সাহায্য করা থেকে বিরত রইলে? কেন তাকে হত্যা করলে? কেন তোমরা তার জিনিসপত্র লুট করলে এবং এগুলোর মালিক বনে গেলে? কেন তার নারী স্বজনদের বন্দী করেছো এবং তাকে নিশ্চুপ করে দিয়েছো? তোমরা যেন ধ্বংস হয়ে যাও এবং শিকড় শুদ্ধ উৎপাটিত হয়ে যাও। দুর্ভোগ হোক তোমাদের, তোমরা কি জানো তোমরা কিসের জন্ম দিয়েছো? তোমরা কি জানো কী গুনাহের বোঝা তোমরা তোমাদের পিঠের ওপর তুলে নিয়েছো? এবং কী রক্ত তোমরা ঝরিয়েছো? এবং কোন নারীদের তোমরা বন্দী করেছো? এবং কোন শিশুদের লুট করতে চাও? এবং কোন জিনিসপত্র তোমরা লুটতরাজ করেছো? তোমরা রাসূল (সা.)-এর পরে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষকে হত্যা করেছো। আর তোমাদের হৃদয় থেকে দয়া বিদায় নিয়েছে।

أُو۟لَٰٓئِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

"জেনে রাখো, একমাত্র হিযবুল্লাহ-ই (আল্লাহর দল) সফলতা লাভ করবে" [সূরা মুজাদালাহ: ২২]

এবং

أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَٰنِ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿١٩﴾

"অবশ্যই শয়তানের দল ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" [সূরা মুজাদালাহ: ১৯]

এরপর তিনি বললেন,

"তোমরা আমার ভাইকে হত্যা করেছো, অভিশাপ তোমাদের ওপর। তোমরা অবশ্যই এর পুরস্কার হিসাবে পাবে আগুন যাতে চিরকাল পুড়বে। তোমরা তার রক্ত ঝরিয়েছো যার রক্ত ঝরানোকে

হারাম ঘোষণা করেছেন আল্লাহ কোরআন ও মুহাম্মাদ (সা.)-এর মাধ্যমে; তোমরা যেন আগুনের সংবাদ পাও যেখানে তোমরা আগামীকাল প্রবেশ করবে এবং চিরস্থায়ীভাবে সেখানে যাবে। আমি আমার ভাইয়ের জন্য সারা জীবন কাঁদবো, যিনি জন্ম নিয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে, আমার অশ্রু বইছে আমার গালে বন্যার মত এবং বৃষ্টির মত, যা কখনো শুকোবে না।"

বলা হয়েছে, জনতা কাঁদতে লাগলো এবং উচ্চকণ্ঠে আহাজারি করতে লাগলো। নারীরা তাদের নিজেদের চুল ছিঁড়লো এবং মাথায় বালি মাখলো। তারা তাদের চেহারায় খামচি দিলো এবং তাতে আঘাত করতে শুরু করলো এবং বললো, "হায়, হায়।" পুরুষরা কাঁদতে শুরু করলো এবং নিজেদের দাড়ি ধরে টানলো। কোনদিন পুরুষ ও নারীদের এমন বিলাপ দেখা যায় নি।

আল্লামা মাজলিসি তার 'বিহারুল আনওয়ার'-এ উল্লেখ করেছেন নির্ভরযোগ্য কিতাবগুলো থেকে, বর্ণনাকারীদের ক্রমধারা উল্লেখ না করে, রাজমিস্ত্রী মুসলিম থেকে যে, সে বলেছে, (উবায়দুল্লাহ) ইবনে যিয়াদ আমাকে কুফাতে ডেকে পাঠিয়েছিলো রাজ প্রাসাদকে মেরামত করার জন্য। আমি যখন দরজাগুলোতে আস্তর লাগাচ্ছিলাম, হঠাৎ কুফার উপকণ্ঠ থেকে বিলাপের আওয়াজ উঠলো। একজন চাকর এলো, যে আমাদের কাজ তদারকি করছিলো, এবং আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "কী খবর, আমি কুফাতে হইচই ও চিৎকার শুনতে পাচ্ছি কেন?" সে জবাবে বললো, "একজন বিদ্রোহীর কাটা মাথা আনা হয়েছে যে ইয়াযীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলো।" আমি জিজ্ঞেস করলাম ব্যক্তিটি কে, সে উত্তর দিলো যে তিনি হোসেইন বিন আলী (আ.)। আমি ঐ চাকর চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। এরপর আমি আমার চেহারায় আমার কব্জি দিয়ে (এত জোরে) আঘাত করলাম যে ভয় পেলাম না জানি আমার চোখ দুটো খুলে বেরিয়ে আসে। আমি আমার হাত ধুয়ে ফেললাম এবং প্রাসাদের পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে এলাম এবং কুফার খোলা ময়দানে পৌঁছলাম। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম যেখানে পুরুষরা অপেক্ষা করছিলো বন্দীদের ও কাটা মাথাগুলোর আগমনের অপেক্ষায়। হঠাৎ প্রায় চল্লিশটি উট পিঠে প্রায় চল্লিশটি ছাতা নিয়ে এগিয়ে এলো সেখানে ছিলো ফাতেমা (আ.)-এর নারী স্বজন, পরিবার ও শিশু সন্তানরা, আর ইমাম আলী (যায়নুল আবেদীন-আ.) কোন আসন ছাড়াই একটি উটের ওপর বসেছিলেন, তার পা বেয়ে রক্ত বেয়ে পড়ছিলো এবং তিনি এ অবস্থায় কাঁদছিলেন; তিনি বললেন, **"হে খারাপ জাতি, তোমাদের যেন কখনো পিপাসা না মেটে, হে সেই জাতি যারা আমাদের প্রপিতামহ (রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কথা চিন্তা করেও আমাদের সম্মান করো নি। তোমরা আমাদের আসন ছাড়া উটের ওপর বসিয়েছো যেন আমরা তারা নই যারা ধর্মের ভিত্তিকে শক্তিশালী করেছে। হে বনি উমাইয়া, কতদিন পর্যন্ত তোমরা আমাদের ওপর অত্যাচার করবে অথবা আমাদের আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিতে অস্বীকার করবে? হে তারা, যারা আমাদের দুর্দশায় হাত তালি দাও এবং জমিনের ওপর আমাদের ওপর অপবাদ দাও। আমার প্রপিতামহ কি আল্লাহর রাসূল ছিলেন না? দুর্ভোগ হোক তোমাদের, কে উদারভাবে পথ দেখায় পথভ্রষ্টের পথের চাইতে? হে তাফ (কারবালা)-এর ঘটনা, তুমি আমাকে শোক ও দুঃখের উত্তরাধিকারী করেছো। আল্লাহর শপথ, তাদের চেহারার আবরণ টেনে খুলে ফেলা হবে যারা আমাদের সাথে দুর্ব্যবহার করেছে।"**

কুফার লোকেরা উটের ওপরে বসা বন্দী শিশুদের মাঝে, খেজুর, রুটি এবং বাদাম বিতরণ করতে শুরু করলো। তা দেখে উম্মে কুলসুম (আ.) উচ্চকণ্ঠে বললেন, **"হে কুফাবাসীরা, আমাদের জন্য দান গ্রহণ করা হারাম।"** তিনি শিশুদের হাত ও মুখ থেকে সেসব বের করে নিলেন এবং মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। বলা হয়েছে যে, যখন তিনি একথা উচ্চারণ করলেন, লোকজন কাঁদলো এ অপ্রীতিকর ঘটনায়।

উম্মে কুলসুম (আ.) হাওদা থেকে উঁকি দিয়ে বললেন, **"চুপ করো, হে কুফাবাসীরা, তোমাদের পুরুষরা আমাদেরকে হত্যা করবে আর তোমাদের নারীরা আমাদের জন্য কাঁদবে? আল্লাহ বিচারদিনে বিচার করবেন তোমাদের ও আমাদের মাঝে।"** যখন তিনি একথা বললেন, কান্নার আওয়াজ বৃদ্ধি পেলো এবং কাটা মাথাগুলো আনা হলো। ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথা ছিলো একদম সামনে, তা দেখতে বৃহস্পতি গ্রহ বা চাঁদের মত দেখাতে লাগলো এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চেহারার সাথে সবচেয়ে মিল দেখালো। অন্য সবার চাইতে তার দাড়িতে কলপের চিহ্ন ছিলো। আর চেহারা পূর্ণ চাঁদের মত জ্বল জ্বল করছিলো এবং বাতাস একে (দাড়িকে) বাম ও ডানদিকে নাড়াচ্ছিলো। সাইয়েদা যায়নাব (আ.) মাথা ওঠালেন এবং তার ভাইয়ের চেহারা দেখতে পেলেন এবং হাওদার কাঠের খুঁটিতে মাথা দিয়ে আঘাত করলেন। আমরা নিজেদের চোখেই দেখলাম যে তার মাথার চাদরের নিচ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগলো এবং তিনি ভগ্ন হৃদয়ে বলতে লাগলেন,

"হে চাঁদ, যে তখনও ওঠে নি যখন তা ঢেকে গেলো এবং অস্ত গেলো, হে আমার অন্তরের টুকরো, আমি ভাবতেও পারি নি ভাগ্যের কলম এরকম লিখবে। হে ভাই, কচি মেয়ে ফাতেমার সাথে একটু কথা বলুন যেন তার হৃদয় সান্ত্বনা পায়। হে ভাই, সে হৃদয়ের কী হলো যা ছিলো আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল ও দয়ালু, তা কি কঠিন হয়ে গেলো? হে ভাই, আমি চেয়েছিলাম যে আপনি আলীর (যায়নুল আবেদীনের) দিকে তাকান যখন তাকে বন্দী করা হয়েছে এবং একই সময়ে এতিম হয়ে গেছে। তার কোন শক্তি ছিলো না প্রত্যাঘাত করার; যখন তাকে চাবুক দিয়ে আঘাত করা হচ্ছিলো, সে তখন আপনাকে অসহায়ভাবে ডাকছিলো, আর তার চোখের পানি বইছিলো। হে ভাই, তাকে আপনার বুকে জড়িয়ে ধরুন এবং আপনার কাছে টেনে নিন এবং তার ভীত অন্তরকে সান্ত্বনা দিন, হায় একজন ইয়াতীমের জন্য কী অপমানকর যে, যখন সে তার পিতাকে উচ্চ স্বরে ডাক দেয়, কিন্তু তার কাছ থেকে কোন জবাব পায় না।"

পরিচ্ছেদ - ৮

উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের দরবারে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর পরিবারের প্রবেশ

বিশ্বস্ত কর্তৃপক্ষসমূহের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে যে, উমর বিন সা'আদ 'নবুয়তের আমানত (আহলুল বায়েত)'-কে বোরখাবিহীন অবস্থায় আসনবিহীন উটের হাওদায় চড়িয়ে পাঠালো এবং তাদের সাথে এমন আচরণ করলো যে তারা যেন অপরাধী বন্দী ছিলো। তারা যখন কুফার নিকটবর্তী হলেন, উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ আদেশ দিলো যে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথা তাদের সামনে আনতে। তারা শহীদদের মাথাগুলোকে বর্শার আগায় রেখে সারিবদ্ধ করলো এবং তাদের পিছনে বন্দীদের হিঁচড়ে আনা হলো কুফায় প্রবেশ করা পর্যন্ত। এরপর তাদেরকে সারিবদ্ধভাবে প্রদর্শন করা হলো রাস্তা ও বাজারগুলোতে।

একই রকম বর্ণনা এসেছে ইবনে আ'সাম-এর 'ফুতুহ' গ্রন্থে। আসিম বর্ণনা করেছে যার থেকে যে, ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথা ছিলো ইসলামে প্রথম যা বর্শার আগায় তোলা হয়েছিলো, আর এত সংখ্যক পুরুষ ও নারীকে এর আগে কখনো একত্রে কাঁদতে দেখা যায় নি।

(ইবনে আসীর) জাযারেরি বলেন যে, ইসলামে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথাকেই প্রথম একটি কাঠের লাঠির (বর্শা) আগায় তোলা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের মধ্যে প্রথম যার মাথা বর্শার আগায় তোলা হয় তা ছিলো আমর বিন হুমাকের।

জ্ঞানী উস্তাদ শেইখ সুলাইমান কুনদুযি তার 'ইয়ানাবিউল মাওয়াদ্দা'-এ বর্ণনা করেছেন যে, হিশাম বিন মুহাম্মাদ (কালবি) বর্ণনা করেছে ক্বাসিম (বিন আল আসবাগ বিন নাবাতাহ) মাজাশেই থেকে যে, যখন কাটা মাথাগুলো কুফার ভেতরে প্রবেশ করলো, একজন ঘোড়সওয়ার, যে অন্যদের চাইতে সুন্দর ও সুঠাম ছিলো, আব্বাস বিন আলী (আ.)-এর মাথাটি তার ঘোড়ার ঘাড় থেকে ঝুলিয়ে রেখেছিলো। (পরে) তার চেহারা আলকাতরার মত কালো হয়ে গিয়েছিলো এবং সে বলেছিলো, "প্রত্যেক রাতে দুজন দূত আমাকে (জাহান্নামের) আগুনে নিক্ষেপ করে।" এরপর সে এ ঘৃণ্য অবস্থাতেই মারা গিয়েছিলো।

শেইখ মুফীদ বর্ণনা করেন যে, ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথা কুফাতে আগে আনা হলো এবং বন্দীদের আনা হলো পরের দিন। উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ তার প্রাসাদে আসীন ছিলো এবং একটি সাধারণ সমাবেশ করার আদেশ দিলো। পবিত্র মাথাটি ভেতরে আনা হলো এবং সামনে রাখা হলো। যখন তার দৃষ্টি এর ওপর পড়লো সে মুচকি হাসলো এবং তার হাতে থাকা বেত দিয়ে (ইমামের) সামনের দাতগুলোতে খোঁচালো।

ইবনে হাজারের 'সাওয়ায়েক্বে মুহরিক্বা'-এ বর্ণিত হয়েছে যে, যখন ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথা ইবনে যিয়াদের বাড়িতে আনা হলো, দেয়ালগুলো থেকে রক্ত বেয়ে পড়তে লাগলো।

'শারহে হামাযিয়া' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, সে (উবায়দুল্লাহ) আদেশ দিলো যেন মাথাটি একটি বর্মের ওপর রাখা হয় যা তার ডান পাশে রাখা ছিলো। আর তার কাছেই দুই সারিতে লোকজন দাঁড়িয়ে ছিলো।

'মুসীরুল আহযান'-গ্রন্থে আছে যে, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মালিক বিন আনাস বলেছে যে, আমি দেখেছি উবায়দুল্লাহ তার বেত দিয়ে হোসেইন (আ.)-এর দাঁতগুলোতে আঘাত করছে এবং বলছে, "কত ভালো দাঁতগুলো তোমার হে হোসেইন!" আমি বললাম, "আল্লাহর শপথ, আমি মনে করি এর পরিণতি অত্যন্ত খারাপ। আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দেখেছি ঐ জায়গায় চুমু দিতে যে জায়গায় তুমি তোমার বেত দিয়ে আঘাত করেছো।" সাঈদ বিন মা'আয এবং উমর বিন সাহলও উপস্থিত ছিলো যখন উবায়দুল্লাহ আঘাত করছিলো হোসেইন (আ.)-এর চোখগুলোতে ও নাকে এবং তা (বেতটি) তার পবিত্র মুখে ঢুকিয়ে দিচ্ছিলো।

আযদি বলেন যে, সুলাইমান বিন রাশীদ বর্ণনা করেছে হামীদ বিন মুসলিম থেকে যে, উমর বিন সা'আদ আমাকে ডাকলো এবং আমাকে তার পরিবারের কাছে পাঠালো তার বিজয় ও নিরাপদ থাকার সুসংবাদ দিয়ে। আমি তার পরিবারের কাছে গেলাম এবং তার সংবাদ পৌঁছে দিলাম। এরপর আমি বেরিয়ে এলাম এবং রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে দেখলাম (উবায়দুল্লাহ) বিন যিয়াদ একটি সমাবেশ ডেকেছে। বিভিন্ন দল তার সাথে দেখা করতে শুরু করলো এবং সে তাদের কথা শুনলো। সে লোকজনকে অনুমতি দিয়েছিলো তার সাথে দেখা করার এবং আমিও অন্যদের সাথে ভেতরে প্রবেশ করলাম। আমি দেখলাম ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথা তার কাছেই রাখা আছে। আর সে তার দাঁতগুলোতে আঘাত করছে তার হাতের বেত দিয়ে। একঘন্টা ধরে। যখন যাইদ বিন আরক্বাম দেখলেন যে সে তার হাতকে নিবৃত্ত করছে না, তিনি উচ্চকণ্ঠে বললেন, "তোমার বেত সরিয়ে নাও এ দাঁতগুলো থেকে, কারণ আল্লাহর শপথ, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দুটো ঠোঁটকেই দেখেছি সেগুলোর ওপর চুমু দিতে।" এ কথা বলার পর বৃদ্ধের দুঃখ বিস্ফোরিত হলো এবং তিনি কাঁদতে লাগলেন। ইবনে যিয়াদ বললো, "তোমার রব তোমাকে কাঁদাক। আল্লাহর শপথ, যদি তুমি বৃদ্ধ না হতে অথবা নির্বোধে পরিণত না হতে এবং তোমার বুদ্ধি চলে না যেতো, আমি তোমার মাথা উড়িয়ে দিতাম।" এরপর সে উঠে দাঁড়ালো ও চলে গেলো। আমি যখন রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলাম, দেখলাম লোকজন পরস্পরকে বলছে, "আল্লাহর শপথ, যাইদ বিন আরক্বাম এমন কথা উচ্চারণ করেছে যে যদি যিয়াদের সন্তান তা শুনতো, সে তাকে হত্যা করে ফেলতো।" আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম সে কী বলেছে। তারা বললো, "সে বলেছে: একজন দাস একজন দাস লাভ করেছে এবং সে মনে করছে সব মানুষ তার দাসের সন্তান (আরবী প্রবাদ)। হে আরবরা, আজ থেকে তোমরা দাসে পরিণত হয়েছো। তোমরা ফাতেমা (আ.)-এর সন্তানকে হত্যা করেছো এবং মারজানাহর সন্তানকে তোমাদের অধিনায়ক বানিয়েছো। সে তোমাদের মাঝে ধার্মিকদের হত্যা করে এবং জেনে রাখো, সে তোমাদেরকে তার দাস বানিয়েছে। তোমরা নিজেদেরকে অপমানের ভেতরে প্রবেশ করিয়েছো এবং মৃত্যু হোক তাদের যারা নিজেদের অপমানের ভেতর প্রবেশ করিয়েছে।"

সিবতে ইবনে জাওযির 'তাযকিরাতুল খাওয়াস'-এ, এবং 'সাওয়ায়েক্বে মুহরিক্বা'-তে, 'তাবারুল মাযাব'-এও বর্ণিত হয়েছে যে, যাইদ বিন আরক্বাম উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, "হে

জনতা, আজ থেকে তোমরা দাসে পরিণত হয়েছো। তোমরা ফাতেমা (আ.)-এর সন্তানকে হত্যা করেছো এবং মারজানাহর সন্তানকে তোমাদের অধিনায়ক বানিয়েছো। আল্লাহর শপথ, সে তোমাদের মাঝে ধার্মিকদের হত্যা করে এবং তোমরা জেনে রাখো যে, সে তোমাদেরকে তার দাস বানিয়েছে। মৃত্যু হোক সে ব্যক্তির যে নিজেকে অপমান ও লাঞ্ছনার ভেতর প্রবেশ করিয়েছে।" এরপর তিনি ইবনে যিয়াদকে বললেন, "আমি তোমার কাছে একটি হাদীস বর্ণনা করবো যা তোমার জন্য অপ্রীতিকর হবে। আমি নিজে দেখেছি রাসূলুল্লাহ (সা.) ইমাম হাসান (আ.)-কে তার ডান উরুর ওপর এবং ইমাম হোসেইন (আ.)-কে তার বাম উরুর ওপর বসিয়ে তার হাত তাদের মাথার ওপর রেখেছেন এবং বলছেন, **"হে আল্লাহ, আমি দুজনকেই এবং তাদের সাথে যোগ্য বিশ্বাসীদের তোমার নিরাপত্তায় তুলে দিচ্ছি।'** হে যিয়াদের সন্তান, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আমানতকে নিয়ে তুমি কী করেছো?"

সিবতে ইবনে জাওযির 'তাযকিরাহ'-এ বর্ণিত হয়েছে যে, 'মুফাররিদাতি বুখারি'-এ ইবনে সিরীনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথাটি ইবনে যিয়াদের কাছে একটি ট্রেতে রাখা ছিলো। সে তার হাতের বেত দিয়ে সামনের দাঁতগুলোতে আঘাত করছিলো এবং এর প্রশংসাও করছিলো। আনাস বিন মালিকও সেখানে বসে ছিলো। যখন তিনি তা দেখলেন, তিনি কাঁদতে শুরু করলেন এবং বললেন, "তার চেহারা অন্য সবার চাইতে বেশী রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মত ছিলো।" ওয়াসমাহ বা কালো কলপের দাগ তার চেহারায় দেখা যাচ্ছিলো। কেউ কেউ বলে যে, সূর্যের আলো তার চেহারার রঙ বদলে দিয়েছিলো এবং তা অন্য কিছু (রং) ছিলো না।

হিশাম বিন মুহাম্মাদ (কালবি) বলে যে, যখন (ইমাম হোসেইন (আ.)-এর) মাথাটি ইবনে যিয়াদের কাছে রাখা হলো, তার ভবিষ্যদ্বক্তা তাকে বললো, "উঠুন এবং আপনার শত্রুর মুখে আপনার পা রাখুন" (আল্লাহর অভিশাপ তার ওপরে)। এরপরে যা উদ্ধৃত আছে তা হৃদয়ের জন্য আরো কষ্টকর। কত ভালোই না মাহইয়ার বলেছে যে, "আপনার মিম্বর সম্মানিত হয়েছে আপনার জন্য কিন্তু আপনার বংশকে রাখা হয়েছে পায়ের নিচে।"[৫]

আল্লাহ মুখতারকে যথাযথ পুরস্কার দিন যে ইবনে যিয়াদের ওপর প্রতিশোধ নিয়েছিলো। শেইখ আবু জাফর এবং শেইখ ইবনে নিমা বর্ণনা করেছেন যে, যখন ইবনে যিয়াদের মাথা মুখতারের কাছে আনা হয়েছিলো তখন সে খাবার খাচ্ছিলো। সে আল্লাহর প্রশংসা করলো বিজয়ের জন্য এবং বললো, "যখন ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথা ইবনে যিয়াদের কাছে নেয়া হয়েছিলো, সে খাবার খাচ্ছিলো, আর আমিও খাবার খাচ্ছি যখন ইবনে যিয়াদের মাথা আমার কাছে আনা হয়েছে।" এরপর যখন সে তার খাওয়া শেষ করলো, সে উঠলো এবং উবায়দুল্লাহর

---

[৫] 'হাবিবুস সিয়ার'-গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথা ইবনে যিয়াদের কাছে আনা হলো, সে এগিয়ে এলো তার চেহারা ও চুল দেখতে। হঠাৎ তার অকল্যাণের হাত কেঁপে উঠলো। এরপর সে পবিত্র মাথাটি তার উরুর ওপরে রাখলো। তা থেকে এক ফোঁটা রক্ত পড়লো এবং তার কাপড় ভেদ করলো এবং তা ছিদ্র করে উরুর অনেক গভীরে প্রবেশ করলো এবং তা একটি ক্ষতে পরিণত হলো এবং তা থেকে দুর্গন্ধ ছড়াতে লাগলো। চিকিৎসকরা যতই তা সুস্থ করতে চাইলো, ব্যর্থ হলো। তাই ইবনে যিয়াদ সব সময় তার কাছে মেশকের সুগন্ধ রাখতো যেন দুর্গন্ধ প্রকাশ না পায়।

মুখের উপর তার জুতা ঘষলো। এরপর সে তার জুতাটি তার দাসকে দিয়ে বললো, "এটা ধুয়ে ফেলো, কারণ আমি তা এক নাপাকি চরিত্রের কাফেরের চেহারার উপর রেখেছি।"

এরপর বলা হয়েছে যে, ক্বায়েস বিন ইবাদ ইবনে যিয়াদের কাছেই ছিলো। ইবনে যিয়াদ তাকে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি আমার ও হোসেইনের বিষয়ে কী মত পোষণ কর?" সে উত্তর দিলো, "কিয়ামতের দিনে হোসেইনের নানা, বাবা ও মা তোমার জন্যে সুপারিশ করবে।" একথা শুনে ইবনে যিয়াদ ক্রোধান্বিত হলো এবং তাকে দরবার থেকে বের করে দিলো।

মাদায়েনি বলে যে, বাকর বিন ওয়ারেল থেকে যে জাবির অথবা জুবাইর নামে এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিলো। যখন সে দেখলো ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথার সাথে ইবনে যিয়াদ কী করছে, সে প্রতিজ্ঞা করলো যদি দশ জন মানুষও কখনো ইবনে যিয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাহলে সে তাদের সাথে থাকবে। তাই যখন মুখতার উঠে দাঁড়ালো ইমাম হোসেইন (আ.)-এর হত্যার প্রতিশোধ নিতে এবং যখন দুই সেনাবাহিনী পরস্পর মুখোমুখি হলো, সে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করলো একথা বলতে বলতে, "আমি মনে করি আমার দৃষ্টি যা কিছুর উপরে পড়ে তা মূল্যহীন, শুধু ঘোড়ার ছায়ার নিচে বর্শাটি ছাড়া।" এরপর সে ইবনে যিয়াদের সারিবদ্ধ সেনাদের আক্রমণ করলো এবং উচ্চকণ্ঠে বললো, "হে অভিশপ্ত ব্যক্তি, হে অভিশপ্তের উত্তরাধিকারী।" ইবনে যিয়াদকে ছেড়ে তার বাহিনী চলে গেলো এবং সে তার সাথে বর্শার আঘাত বিনিময় করলো এবং তারা দুজনেই প্রাণ হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলো। অবশ্য কেউ কেউ বলে যে ইবরাহীম বিন মালিক আশতার তাকে হত্যা করেছিলো এবং আমরা তা যথাযথ জায়গায় উদ্ধৃত করবো।

ইবনে সা'আদের 'তাবাক্বাত' থেকে 'তাযকিরাহ' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে ইবনে যিয়াদের মা, মারজানাহ তাকে বলেছিলো, "হে বদমাশ, তুই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সন্তানকে হত্যা করেছিস? আল্লাহর শপথ, তুই কোনদিন বেহেশতের মুখ দেখবি না।" কুফাতে ইবনে যিয়াদ সব মাথাগুলোকে, যা ছিলো মোট সত্তরটি, কাঠের বর্শার ওপরে উঠিয়েছিলো। আর মুসলিম বিন আক্বিলের মাথার পর ইসলামী বিশ্বে এ মাথাগুলো ছিলো প্রথম যা কাঠের বর্শার আগায় তোলা হয়েছিলো।

শেইখ মুফীদ বলেন যে, ইমাম হোসেইন (আ.)-এর পরিবারকে ইবনে যিয়াদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। সাইয়েদা যায়নাব (আ.)ও তাদের সাথে ছিলেন ছদ্মবেশের মধ্যে এবং খুব সাধারণ পোশাক পরেছিলেন। তাবারি বর্ণনা করেন যে, যায়নাব (আ.) খুব সাধারণ একটি পোশাক পরেছিলেন এবং নিজেকে তার দাসীদের মাঝে লুকিয়ে রেখেছিলেন।

শেইখ মুফীদ বলেন যে, যায়নাব (আ.) পাশ দিয়ে চলে গেলেন এবং প্রাসাদের এক কোণায় বসে পড়লেন, আর তার দাসীরা তার চারদিকে থাকলো। ইবনে যিয়াদ জিজ্ঞেস করলো, 'এ নারীটি কে যে অন্যান্য নারীদের সাথে কোণায় বসে আছে?" হযরত যায়নাব (আ.) তাকে কোন জবাব দিলেন না। সে তার প্রশ্নটি দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বার করলো। তখন দাসীদের মাঝে একজন বললো, "তিনি যায়নাব (আ.), ফাতেমার কন্যা যিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কন্যা।" ইবনে যিয়াদ তার দিকে ফিরলো এবং বললো, "সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি তোমাদেরকে অপমানিত করেছেন, হত্যা করেছেন এবং তোমাদের চেহারার মিথ্যাকে প্রকাশ করে দিয়েছেন।" যায়নাব

(আ.) বললেন, **"প্রশংসা আল্লাহর প্রাপ্য যিনি তাঁর রাসূলের মাধ্যমে আমাদেরকে ভালোবেসেছেন এবং আমাদের কাছ থেকে সব অপবিত্রতা দূর করেছেন। নিশ্চয়ই উদ্ধত ব্যক্তি অপমানিত হয় এবং বিকৃতমনা মিথ্যা বলছে, আর এগুলো আমাদের কাছ থেকে বহু দূরে এবং সব প্রশংসা আল্লাহর।"** ইবনে যিয়াদ বললো, "আল্লাহ তোমাদের পরিবারকে কী করেছে?" তিনি বললেন, **"তিনি তাদের জন্য শাহাদাত পছন্দ করেছেন এবং তারা দ্রুত তাদের বিশ্রামের জায়গার দিকে এগিয়ে গেছে, এরপর আল্লাহ তোমাকে মুখোমুখি একত্র করবেন এবং তারা তোমার বিচার করবে এবং তাঁর সামনে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে।"**

সাইয়েদ (ইবনে তাউস) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (যায়নাব আ.) বলেছিলেন, **"আমি এতে সদয় আচরণ ছাড়া কিছু দেখি না। তারা ছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরুষ এবং শাহাদাতকে বেছে নিয়েছিলেন এবং তারা প্রস্তুতি নিয়েছিলেন তাদের বিশ্রামের জায়গায় চলে যাওয়ার জন্য। আল্লাহ তোমাদের সবাইকে একত্র করবেন এবং তোমাদের বিচার করা হবে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তখন দেখো সেদিন কে সফলতা লাভ করে, হে মারজানের সন্তান, তোমার মা তোমার জন্য শোক পালন করুক।"** বর্ণনাকারী বলে যে একথা শুনে উবায়দুল্লাহ ক্রুদ্ধ হলো এবং তার বিরুদ্ধে চিন্তা করলো (তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে)।

'ইরশাদ' গ্রন্থে আছে যে, ইবনে যিয়াদ ক্রুদ্ধ হলো এবং তার প্রতি ফুঁসতে লাগলো। আমর বিন হুরেইস বললো, "হে সেনাপতি, সে একজন নারী এবং একজন নারীকে তার বক্তব্যের জন্য ধরা যায় না এবং তার দোষের জন্য তাকে বকাঝকা করা উচিত নয়।" ইবনে যিয়াদ বললো, "আল্লাহ তোমাদের ও তোমাদের পরিবারের বিদ্রোহের বিষয়ে এখন আমার হৃদয়কে আরোগ্য দিয়েছেন।" একথা শুনে যায়নাব (আ.) আবেগাপ্লুত হলেন এবং কাঁদতে শুরু করলেন। এরপর তিনি বললেন, **"আমার জীবনের শপথ, তুমি আমার বড়কে এবং আমার ছোটকে হত্যা করেছো এবং আমার পরিবারকে ধ্বংস করেছো এবং আমার শাখাকে কেটে ফেলেছো এবং আমার আদি উৎসকে উপড়ে ফেলেছো, যদি এতে তোমার হৃদয় আরোগ্য লাভ করে।"** তা শুনে ইবনে যিয়াদ বললো, "এ নারী ছন্দে কথা বলে, আর তার বাবাও একইভাবে কথা বলতো এবং একজন কবি ছিলো।" তিনি জবাব দিলেন, **"একজন নারীর ছন্দের কী প্রয়োজন? আমি আমার চেহারাকে ছন্দ থেকে ফিরিয়ে নেই, কিন্তু একথাগুলো বেরিয়ে এসেছে একটি ক্ষতবিক্ষত হৃদয় থেকে।"**

তারা আলী বিন হোসেইন (আ.)-কে উবায়দুল্লাহর কাছে নিয়ে এলো। সে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কে?" তিনি বললেন, **"আমি আলী বিন হোসেইন।"** উবায়দুল্লাহ বললো, "আল্লাহ কি আলী বিন হোসেইনকে হত্যা করে নি?" ইমাম যায়নুল আবেদীন উত্তরে বললেন, **"আমার একটি ভাই ছিলো আলী নামে, যাকে লোকেরা হত্যা করেছে।"** ইবনে যিয়াদ বললো, "বরং আল্লাহ তাকে হত্যা করেছে।" ইমাম বললেন,

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا

"আল্লাহ আত্মাগুলোকে নেন মৃত্যুর সময় এবং তাদেরও, যারা মৃত্যুবরণ করে না ঘুমের ভেতরে।"
[সূরা যুমার: ৪২]

একথা শুনে ইবনে যিয়াদ ক্ষেপে উঠলো এবং বললো, "তোমার এত সাহস যে তুমি আমাকে উত্তর দাও এবং সাহস রাখো আমার কথার বিরুদ্ধে যুক্তি দেয়ার? তাই একে নিয়ে যাও এবং তার মাথা কেটে ফেলো।" একথা শুনে যায়নাব (আ.) তাকে (ইমামকে) আঁকড়ে ধরলেন এবং বললেন, **"হে যিয়াদের সন্তান, তুমি আমাদের যথেষ্ট রক্ত ঝরিয়েছো।"** এরপর তিনি তাকে তার দুহাতের ভেতর নিলেন এবং বললেন, **"আল্লাহর শপথ, আমি তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবো না। যদি তুমি তাকে হত্যা করতে চাও, তাহলে তার সাথে আমাকেও হত্যা করো।"** ইবনে যিয়াদ তাদের দুজনের দিকে কিছুক্ষণের জন্য তাকিয়ে থাকলো, এরপর বললো, "দয়ার কী আশ্চর্য রহস্যই না আছে। আল্লাহর শপথ, আমি অনুভব করছি যে সে চাচ্ছে আমি তাকে তার (ভাইয়ের) সাথে হত্যা করি। তাদের ছেড়ে দাও, কারণ আমি দেখছি তারা তাদের নিজেদের শোকের ফাঁদে আটকে পড়েছে।"[৬]

সিবতে ইবনে জাওযির 'তাযকিরাহ' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমরুল ক্বায়েসের কন্যা ইমাম হোসেইন (আ.)-এর স্ত্রী রাবাব পবিত্র মাথাটি তুলে নিলেন এবং নিজের কোলে রাখলেন, এতে চুমু দিলেন এবং বললেন, **"হায় হোসেইন, আমি হোসেইনকে কখনো ভুলবো না, ঐ বর্শাগুলো তার দিকে এগিয়েছিলো, কারবালায় যার কোন পূর্বপুরুষ (উপস্থিত) ছিলো না অথবা তার পিতা ছিলো না, তারা তাকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, আল্লাহ যেন কারবালার দুই দিকেই কখনো পানি না দেন।"**

সাইয়েদ ইবনে তাউস বলেন যে, যখন সাইয়েদা যায়নাব (আ.) উবায়দুল্লাহকে বললেন, **"তুমি আমাদের কাউকে বাদ দাও নি, এরপরে যদি একেও হত্যা করতে চাও, আমাকে তার সাথে হত্যা করো।"** ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) তাকে বললেন, **"হে প্রিয় ফুফু, দয়া করে অপেক্ষা করুন, আমাকে তার সাথে কথা বলতে দিন।"** এরপর তিনি ইবনে যিয়াদের দিকে ফিরে বললেন, **"তুমি কি আমাকে মৃত্যুর ভয় দেখাচ্ছো? তুমি কি জানো না, যে শাহাদাত হলো আমাদের ঐতিহ্য এবং এতে নিহিত আছে আমাদের মর্যাদা?"** এরপরে ইবনে যিয়াদ ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) ও তার পরিবারকে বন্দী করে রাখলো কুফার বড় মসজিদের দক্ষিণ দিকের বাড়িগুলোর একটিতে। তখন সাইয়েদা যায়নাব (আ.) ঘোষণা দিলেন, **"আরব নারীদের কোন অধিকার নেই আমাদের সাক্ষাতে আসার। শুধু নারী গৃহকর্মী এবং দাসীরা আমাদের সাক্ষাতে আসতে পারবে যারা আমাদের মত বন্দীত্বের স্বাদ পেয়েছে।"**

এরপর উবায়দুল্লাহ আদেশ দিলো ইমাম হোসেইন (আ.)-এ মাথাটি কুফার রাস্তাগুলোতে প্রদর্শন করতে।

আমাদের শেইখ সাদূক্ব তার 'আমালি' গ্রন্থে এবং ফাত্তাল নিশাপুরি তার 'রাওযাতুল ওয়ায়েযীন' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন উবায়দুল্লাহর এক খাদেমের কাছ থেকে যে, সে বলেছে, যখন

---

[৬] তাবারি বর্ণনা করেছেন ইমাম মুহাম্মাদ আল বাক্বির (আ.) থেকে যে, ইমাম হোসেইন (আ.)-এর পরিবার থেকে কোন পুরুষ বেঁচে ছিলো না একজন নবীন যুবক ছাড়া (ইমাম যায়নুল আবেদীন আ.), যাকে নারীদের সাথে বন্দী করা হয়েছিলো। উবায়দুল্লাহ আদেশ দিলো তাকে হত্যা করতে। যায়নাব (আ.) তাকে রক্ষা করতে দাঁড়িয়ে বললেন, "তাকে হত্যা করা যাবে না যতক্ষণ না তুমি আমাকে হত্যা কর।" উবায়দুল্লাহ দমে গেলো এবং তাদের ছেড়ে দিলো।

ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথাটি উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের কাছে আনা হলো সে এটিকে একটি সোনালী ট্রেতে রাখতে আদেশ দিলো। এরপর সে তার বেত দিয়ে এর সামনের দাঁতগুলোতে আঘাত করতে লাগলো এবং বললো, "হে আবা আবদিল্লাহ, তুমি খুব তাড়াতাড়িই বৃদ্ধ হয়ে গেছো।" উপস্থিতদের মধ্যে একজন বললো, "আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দেখেছি সেখানে চুমু দিতে যেখানে তুমি তোমার বেত দিয়ে আঘাত করছো।" সে বললো, "এ দিনটি হলো বদরের দিনের বদলা।" এরপর সে আদেশ দিলো আলী বিন হোসেইন (আ.)-কে শেকলে বাঁধতে এবং তার পরিবারের নারী ও অন্যান্য বন্দীদের সাথে কারাগারে পাঠাতে। আমি তাদের সাথে ছিলাম এবং দেখলাম সবগুলো রাস্তা পুরুষ ও নারীতে পূর্ণ ছিলো এবং তারা নিজেদের চেহারায় আঘাত করছিলো এবং কাঁদছিলো। তারা তাদেরকে কারাগারে ঢুকালো এবং দরজায় তালা মেরে দিলো। এরপরে সে আলী বিন হোসেইন (আ.) এবং নারীদের সাথে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথা আনতে বললো, তাদের সাথে সাইয়েদা যায়নাব (আ.)ও ছিলেন। ইবনে যিয়াদ বললো, "সব প্রশংসা আল্লাহর যে তিনি তোমাদেরকে অপমান করেছেন এবং হত্যা করেছেন।" এরপর উবায়দুল্লাহ তাদেরকে কারাগারে ফেরত পাঠানোর আদেশ করলো এবং সব জায়গায় ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মৃত্যুর সংবাদ পাঠালো ও ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথাসহ বন্দীদেরকে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে পাঠালো।

পরিচ্ছেদ - ৯

আব্দুল্লাহ বিন আফীফ আযদির শাহাদাত

সাইয়েদ ইবনে তাউস বর্ণনা করেছেন যে, (উবায়দুল্লাহ) ইবনে যিয়াদ মিম্বরে উঠলো এবং আল্লাহর প্রশংসা ও তাসবিহ করার পর বললো, "সব প্রশংসা আল্লাহর যে, তিনি সত্য ও সত্যবাদীদের আধিপত্য দিয়েছেন এবং আমিরুল মুমিনীনকে ও তার অনুসারীদেরকে বিজয় দান করেছেন এবং মিথ্যাবাদী ও মিথ্যাবাদীর সন্তানকে হত্যা করেছেন" (আউযুবিল্লাহ)। ঐ মুহূর্তে আব্দুল্লাহ বিন আফীফ আযদি যিনি ছিলেন ধার্মিক ও পৃথিবীর বাসনা থেকে বিরত থাকা শিয়া, যার এক চোখ জামালের যুদ্ধে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলো এবং অপরটি সিফফীনের যুদ্ধে এবং যিনি কুফার বড় মসজিদে খেদমত করতেন এবং রাত পর্যন্ত সেখানে ইবাদাতে ডুবে থাকতেন, উঠে দাঁড়ালেন ও বললেন, "হে মারজানাহর সন্তান, তুমি একজন মিথ্যাবাদী এবং একজন মিথ্যাবাদীর সন্তান এবং যে তোমাকে নিয়োগ দিয়েছে সেও এবং তার পিতাও। হে আল্লাহর শত্রু, তুমি নবীর সন্তানদেরকে হত্যা করেছো এবং এরপরে এ ধরনের কথা উচ্চারণ করছো বিশ্বাসীদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে?" বর্ণনাকারী বলে যে, একথা শুনে ইবনে যিয়াদ রাগে আগুন হয়ে গেলো এবং বললো, "এটি কে কথা বলছে?" তিনি বললেন, "হে আল্লাহর শত্রু, আমি (নবীর) পবিত্র বংশধরদের প্রশংসাকারী, যাদের কাছ থেকে আল্লাহ সব অপবিত্রতা দূরে সরিয়ে রেখেছেন এবং তুমি যাদেরকে হত্যা করেছো, এরপরেও তুমি ভাবছো তুমি একজন মুসলমান? হায়, মুহাজির ও আনসারদের সন্তানরা কোথায় যে তারা প্রতিশোধ নিচ্ছে না তোমাদের বিদ্রোহী ইয়াযীদের ওপর, যে অভিশপ্ত এবং অভিশপ্তের সন্তান, (অভিশপ্ত) হয়েছে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের রাসূলের জিহ্বার মাধ্যমে?" বর্ণনাকারী বলে যে, একথা শুনে ইবনে যিয়াদ আরো ক্রুদ্ধ হলো এবং তার ঘাড়ের ধমনী ফুলে উঠলো ও বললো, "ওকে আমার কাছে আনো।" সৈন্যরা সব দিক থেকে তার দিকে দৌড়ে গেলো, কিন্তু আযদ গোত্রের সর্দাররা, যারা তার চাচাতো ভাই ছিলো, তাকে রক্ষা করলো সৈনিকদের হাত থেকে। তারা তাকে মসজিদ থেকে বের করে নিলো এবং তার বাড়িতে পৌঁছে দিলো। ইবনে যিয়াদ বললো, "বাইরে যাও এবং আযদ গোত্রের ঐ ব্যক্তিকে আমার কাছে আনো যার হৃদয়কে আল্লাহ অন্ধ করে দিয়েছেন তার চোখগুলোর মতই।" তারা তার বাড়ির দিকে অগ্রসর হলো। যখন আযদ গোত্রের লোকেরা তা জানতে পারলো তারা ইয়ামানের গোত্রগুলোর সাথে জড়ো হলো তাকে রক্ষা করার জন্য। যখন এ সংবাদ উবায়দুল্লাহর কাছে পৌঁছলো, সে মুযার গোত্রের লোকজনকে জড়ো করলো এবং তাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠালো মুহাম্মাদ বিন আল আশ'আসকে অধিনায়কের দায়িত্ব দিয়ে।

বর্ণনাকারী বলে যে, তারা ভয়ানক যুদ্ধ করলো এবং বেশ কিছু আরব নিহত হলো। ইবনে যিয়াদের সৈন্যরা আব্দুল্লাহর দরজার দিকে অগ্রসর হলো এবং তা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করলো। তা দেখে তার কন্যা চিৎকার করে বললো, "আপনি যা এড়িয়ে চলছিলেন তা এসে গেছে এবং সেনাবাহিনী এসে গেছে।" তিনি বললেন, "ভয় পেয়ো না, আমার তরবারিটি আমাকে দাও।"

তরবারিটি তাকে দেয়া হলো এবং তিনি নিজেকে রক্ষা করতে লাগলেন এ বলে, "আমি দ্বিগুণ সম্মানের অধিকারী পবিত্র চরিত্রের অধিকারী আফীফের সন্তান, আফীফ আমার অভিভাবক এবং আমার মা হলেন উম্মে আমির, কত বর্ম ও আলখাল্লা পরিহিত ব্যক্তিই তোমাদের ছিলো যাদের আমি হত্যা করেছি এবং তাদেরকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি।" তার কন্যা বললো, "হে বাবা, আফসোস যদি আমি একজন পুরুষ হতাম, তাহলে আজ আমি এই অপদার্থ পুরুষগুলো এবং পবিত্র বংশের হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারতাম আপনার সামনেই।" সেনাবাহিনী তাকে সবদিক থেকে ঘেরাও করে ফেললো এবং তিনি নিজেকে রক্ষা করতে লাগলেন এবং কেউ তার গায়ে হাত দিতে পারছিলো না। তারা যেদিক থেকেই তাকে আক্রমণ করছিলো, তার কন্যা তাকে জানিয়ে দিচ্ছিলো। এরপর তারা সংখ্যায় বৃদ্ধি পেলো এবং তাকে কোনঠাসা করে ফেললো। তার কন্যা চিৎকার করে বললো, "হায় অপমান, তারা আমার বাবাকে ঘেরাও করে ফেলেছে, আর তার কোন সাহায্যকারী নেই।" তিনি তার তরবারি ঘোরাতে লাগলেন এ বলে, "আমি শপথ করে বলছি যদি আমার দৃষ্টি ফেরত আসতো আমাকে আটক করা তোমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে যেতো।"

বর্ণনাকারী বলে যে, আবার তারা তাকে আক্রমণ করলো ও তাকে গ্রেফতার করলো এবং উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের কাছে নিয়ে গেলো। সে বললো, "সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি তোমাকে অপমানিত করেছেন।" আব্দুল্লাহ বিন আফীফ জবাব দিলেন, "হে আল্লাহর শত্রু, আমি কিভাবে অপমানিত হলাম? কারণ আল্লাহর শপথ, যদি আমার দৃষ্টি ফেরত আসতো, আমাকে আটক করা তোমাদের জন্য কঠিন হতো।" ইবনে যিয়াদ বললো, "হে আল্লাহর শত্রু, তুমি উসমান (বিন আফফান) সম্পর্কে কী অভিমত পোষণ কর? তিনি বললেন, "হে আল্লাহর বান্দাহর সন্তান, হে মারজানাহর সন্তান", একথা বলে তিনি তাকে গালি দিলেন এবং বললেন, "উসমান বিন আফফান ভালো অথবা খারাপ কাজ করেছে তার সাথে তোমার কী সম্পর্ক? অথবা সে শান্তি স্থাপন করেছে অথবা ধ্বংস করেছে? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর সৃষ্টির ওপরে কর্তৃপক্ষ এবং তিনি তাদের ও উসমান বিন আফফানের মাঝে ন্যায় ও সুবিচার করে দেবেন। কিন্তু তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো তোমার সম্পর্কে এবং তোমার বাবা সম্পর্কে অথবা ইয়াযীদ এবং তার বাবা সম্পর্কে।" উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ বললো, "আল্লাহর শপথ, আমি তোমাকে প্রশ্ন করবো না যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি শোকে মৃত্যুবরণ কর।" আব্দুল্লাহ বিন আফীফ বললেন, "সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। তোমার মা তোমাকে জন্ম দেয়ার বহু আগে আমি আল্লাহর কাছে শাহাদাত চেয়েছিলাম, আর আমি তা চেয়েছিলাম তাঁর নিকৃষ্টতম সৃষ্টির হাতে এবং যে তাদের মধ্যে তাঁর কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য। কিন্তু যখন আমার চোখগুলো অন্ধ হয়ে গেলো, আমি আশা হারিয়ে ফেলেছিলাম, কিন্তু এখন, আল্লাহরই প্রশংসা, হতাশ হওয়ার পর তা আমার কাছে আবার প্রকাশ পেয়েছে এবং আমি অনুভব করছি আমার প্রাচীন আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়েছে।" ইবনে যিয়াদ আদেশ করলো, "তার মাথা কেটে ফেলো।" তারা তার মাথা কেটে ফেললো এবং তার মাথা ঝুলিয়ে রাখা হলো লবণের জলাশয়ের পাশে (আল্লাহর রহমত ও বরকত তার ওপরে বর্ষিত হোক)।

শেইখ মুফীদ বলেন যে, যখন সৈনিকরা তাকে গ্রেফতার করলো তিনি আযদ গোত্রের শ্লোগান দিলেন এবং সাতশত আযদি তার পাশে জমায়েত হলো এবং তাকে সৈনিকদের কাছ থেকে মুক্ত করে নিলো। ইবনে যিয়াদ তার লোকদের পাঠালো মধ্য রাতে এবং তাকে ঘর থেকে বের করে এনে মাথা কেটে ফেললো এবং তা ঝুলিয়ে রাখলো লবণের জলাশয়ের পাশে। এরপর যখন সকাল হলো, ইবনে যিয়াদ ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথাটি আনতে বললো এবং আদেশ করলো তা যেন কুফার রাস্তাগুলোতে সব গোত্রের মাঝে প্রদর্শন করা হয়। যাইদ বিন আরক্বাম বলেন যে, আমি আমার বারান্দায় ছিলাম যখন মাথাটি আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো একটি বর্শার মাথায়। যখন তা আমার কাছে এসে গেলো, আমি একে তেলাওয়াত করতে শুনলাম:

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَٰبَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُوا۟ مِنْ ءَايَٰتِنَا عَجَبًا ﴿٩﴾

"অথবা তুমি কি মনে কর গুহাবাসীরা এবং লেখাগুলো আমাদের নিদর্শনগুলোর অন্তর্ভুক্ত, অবাক করা?" [সূরা কাহাফ: ৯]

আমার চামড়ার লোম দাঁড়িয়ে গেলো এবং আমি বললাম, "হে রাসূলুল্লাহর সন্তান, আপনার রহস্য এবং আপনার কাজও সবচেয়ে বিস্ময়কর এবং হ্যাঁ সবচেয়ে বিস্ময়কর।" তা কুফা শহরে প্রদর্শন করার পর রাজপ্রাসাদে ফেরত আনা হলো। এরপর ইবনে যিয়াদ যাহর বিন ক্বায়েসের কাছে তা হস্তান্তর করলো তার সাথীদেরগুলোসহ এবং পাঠিয়ে দিলো ইয়াযীদ বিন মুয়াবিয়ার কাছে।

সাইয়েদ ইবনে তাউস বলেন যে, ইবনে যিয়াদ ইয়াযীদকে একটি চিঠি লিখলো, যাতে সে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর নিহত হওয়ার খবর ও তার পরিবারের অবস্থা জানালো। সে একই ধরনের একটি চিঠি মদীনার গভর্নর সাঈদ বিন আসের কাছে পাঠালো।

তাবারি বর্ণনা করেছেন হিশাম (বিন মুহাম্মাদ কালবি) থেকে, সে বর্ণনা করেছে আওয়ানা বিন হাকীম কালবি থেকে যে, যখন ইমাম হোসেইন (আ.) শহীদ হলেন এবং তার জিনিসপত্র এবং বন্দীদেরকে কুফাতে উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের কাছে আনা হলো এবং তাদেরকে বন্দী করে রাখা হলো। যখন বন্দীরা কারাগারে ছিলেন, একটি পাথর ভেতরে ছুঁড়ে মারা হলো, যাতে একটি চিটি বাঁধা ছিলো। চিঠির বিষয়বস্তু ছিলো এরকম, "অমুক দিন তোমাদের বিষয়ে সংবাদ পাঠানো হয়েছে ইয়াযীদের কাছে। তারপর তা এতদিন লাগবে যেতে ও আসতে। অমুক দিন তা ফেরত আসবে এবং যদি 'আল্লাহু আকবার' আওয়াজ তোমাদের কানে পৌছায়, তাহলে জেনে রাখো যে সবাইকে হত্যা করা হবে, কিন্তু যদি তা না শোন, তাহলে তোমরা শান্তিতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ"। সংবাদ ফেরত আসার দু তিন দিন আগে আরেকটি চিঠি ও একটি ব্লেড পাথরের সাথে ছুঁড়ে দেয়া হলো, যাতে লেখা ছিলো: "তোমাদের অসিয়ত তৈরী করো এবং নিজেদের মধ্যে অঙ্গীকার করো, সংবাদ অমুক দিন এসে পৌছাবে।" শেষপর্যন্ত সংবাদ পৌছালো এবং 'আল্লাহু আকবার' কণ্ঠ শোনা গেলো না; সংবাদটি ছিলো, "বন্দীদেরকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।"

উবায়দুল্লাহ মাখফার বিন সা'লাবাহ এবং শিম্‌র বিন যিলজাওশনকে ডেকে বললো, "তোমরা বন্দীদেরকে এবং হোসেইনের মাথা নিয়ে ইয়াযীদের কাছে যাও।" তারা তার কাছে চলে গেলো।

ইবনে আসীরের 'কামিল' গ্রন্থে আছে যে, ইমাম হোসেইন (আ.)-এর শাহাদাতের পর যখন উমর বিন সা'আদ ফিরলো, ইবনে যিয়াদ তাকে বললো, "হে উমর, আমাকে ঐ চিঠিটি ফেরত দাও যেখানে আমি তোমাকে আদেশ করেছি হোসেইনকে হত্যা করতে।" সে বললো, "আমি আপনার আদেশগুলো বাস্তবায়ন করেছি, আর চিঠিটি হারিয়ে গেছে।" ইবনে যিয়াদ বললো, "তোমার উচিত তা আমার কাছে ফেরত দেয়া।" উমর জবাব দিলো, "তা হারিয়ে গেছে।" ইবনে যিয়াদ বললো, "তাহলে তোমার উচিত তা খুঁজে বের করা।" উমর বললো, "আমি তা আমার কাছে রেখেছি, যেন আল্লাহর শপথ, আমি তা পড়তে পারি মদীনার কুরাইশ বংশের বৃদ্ধাদের সামনে আমার জন্য তা কৈফিয়ত হিসাবে। সাবধান, আমি হোসেইনের বিষয়ে আপনাকে উপদেশ দিয়েছিলাম যে, যদি আমি আমার বাবা সা'আদ বিন আবি ওয়াক্কাসের প্রতি একই কাজ করতাম, তাহলে বাবার যে অধিকার তা পুরণ করতাম।" তা শুনে উবায়দুল্লাহর ভাই উসমান বিন যিয়াদ বললো, "সে সত্য কথা বলেছে, আল্লাহর শপথ, আমি কতই না পছন্দ করি যে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যিয়াদের সব সন্তানের নাকে লাগাম পরানো থাকবে এবং হোসেইনকে হত্যা করা হবে না।" উবায়দুল্লাহ তা অস্বীকার করলো না।

সিবতে ইবনে জাওযীর 'তাযকিরাহ' গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, এরপর উমর বিন সা'আদ ইবনে যিয়াদের সমাবেশ থেকে উঠলো তার বাসায় ফেরত যেতে। পথিমধ্যে সে বললো, "কেউ আমার চেয়ে খারাপ অবস্থায় যুদ্ধ থেকে ফেরত আসে নি, আমি যিয়াদের সন্তানের আদেশ মেনেছি, যে জুলুমকারী এবং যে চরিত্রহীন মহিলার সন্তান এবং ন্যায়পরায়ণ আল্লাহর অবাধ্য। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরিবারের সাথে আমার যে আত্মীয়তার মর্যাদা রাখতাম তা ছিন্ন করেছি।" লোকজন তার কাছ থেকে দূরে সরে গেলো এবং যখনই সে কারও মুখোমুখি হতো তারা তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিতো। যখন সে মসজিদে প্রবেশ করতো সেখানকার লোকজন বেরিয়ে চলে যেত। যে তাকে দেখতো তাকে গালি দিতো। সে তার বাড়িতে নি:সঙ্গ হয়ে থাকলো তাকে হত্যা করা পর্যন্ত (আল্লাহ তাকে ও তার সাথীদেরকে অভিশাপ দিন)।

আবু হানিফা দায়নূরী বলেন যে, হামীদ বিন মুসলিম বর্ণনা করেছে যে, উমর বিন সা'আদ ছিলো আমার সাথী। ইমাম হোসেইন (আ.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ফেরত আসার পর আমি তার খোঁজখবর নিতে প্রশ্ন করলাম। সে বললো, "আমাকে আমার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না, কেউ তার বাসা থেকে বেরোয় নি এবং এর চেয়ে খারাপ জিনিস ফেরত আনে নি যা আমি আমার বাড়িতে ফেরত এনেছি। আমি সবচেয়ে দয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করেছি এবং অত্যন্ত গুরুতর একটি কাজ করেছি।"

পরিচ্ছেদ - ১০

উবায়দুল্লাহ্ বিন যিয়াদ আব্দুল মালিক সালামিকে মদীনায় পাঠালো ইমাম হোসেইন (আ.)-এর শাহাদাতের সংবাদ দিয়ে এবং মক্কায় আব্দুল্লাহ্ বিন যুবাইরের খোতবা

তাবারি বর্ণনা করেছেন হিশাম (বিন মুহাম্মাদ কালবি) থেকে, সে বর্ণনা করেছে আওয়ালা বিন হাশিম কালবি থেকে যে, যখন উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ ইমাম হোসেইন (আ.)-কে হত্যা করলো এবং তার মাথা তার কাছে নিয়ে আসা হলো, সে আব্দুল মালিক বিন হুরেইস সালামিকে ডেকে পাঠালো এবং বললো, "মদীনায় যাও এবং হুসাইনের মৃত্যুর সংবাদ দাও আমর বিন সাঈদ বিন আসকে।" সে সময় আমর বিন সাঈদ মদীনার গভর্নর ছিলো। সে (আব্দুল মালিক) নিজেকে সরিয়ে নিতে চাইলো কিন্তু উবায়দুল্লাহ তাকে সতর্ক করলো এবং তাকে সময় না দিয়ে বললো, "এখনই মদীনায় যাও সংবাদ নিয়ে অন্য কোন মহল থেকে এ সংবাদ তাদের কাছে পৌছানোর আগেই।" সে তাকে কিছু দিনার দিলো এবং বললো, "বাহানা খুঁজো না , আর যদি তোমার বাহন ক্লান্ত হয়ে যায়, আর একটি কিনো।" আব্দুল মালিক বলে যে, আমি মদীনায় পৌছলাম এবং কুরাইশের এক ব্যক্তি আমার সাথে সাক্ষাত করলো এবং জিজ্ঞেস করলো, "কী সংবাদ এনেছো?" আমি বললাম, "খবরটি আধিনায়কের জন্য।" সে বললো, "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। হোসেইনকে শহীদ করা হয়েছে।" আমি আমর বিন সাঈদ এর কাছে গেলাম। সে জিজ্ঞেস করলো, "কী ঘটেছে?" আমি জবাব দিলাম, "তাই ঘটেছে যা আধিনায়ককে খুশী করবে, হোসেইনকে হত্যা করা হয়েছে।" সে বললো, "জনগণের কাছে তা ঘোষণা করে দাও," আমি হত্যার খবর ঘোষণা করে দিলাম। আর বনি হাশিমের নারীদের মধ্যে এমন বিলাপ উঠলো যে তা আর কখনো শোনা যায় নি। তা শুনে আমর (বিন সাঈদ) অট্টহাসি দিলো এবং বললো, "বনি যিয়াদের নারীরা বিলাপ করে ও কাঁদে, যেভাবে আমাদের নারীরা বিলাপ করেছে ও কেঁদেছে আরনাব এর প্রভাতে।" এ কবিতাটি আমর বিন মা'দিকারিব লিখেছিলো বনি যিয়াদের বিরুদ্ধে বনি যুবাইদের অভিযানের সময়; যে ঘটনায় বনি যিয়াদ তছনছ হয়ে গিয়েছিলো। বনি যিয়াদ ছিলো বনি হুরেইস বিন কা'আব এর একটি শাখা এবং আবদুল মাদানের একটি দল। এরপর আমর বললো, "এ বিলাপ উসমান বিন আফফানের জন্য বিলাপের প্রতিশোধ।" এরপর সে মিম্বারে উঠলো এবং হত্যার খবর ঘোষণা করলো।

ইবনে আবিল হাদীদ তার শারহে নাহজুল বালাগাতে বর্ণনা করেছেন হাকাম বিন আস এবং তার সন্তান মারওয়ান সম্পর্কে যে, তার সন্তান (মারওয়ান) ছিলো আরও নীচু মানসিকতা সম্পন্ন ও বিপথগামিতায় তার চাইতে বড়। তার ধর্ম ত্যাগ ছিল তার চেয়ে বড় যখন ইমাম হোসেইন (আ.) এর মাথা মদীনায় পৌছালো, মারওয়ান ছিলো মদীনার গভর্নর। সে মাথাটি তার দুহাতে

তুলে নিলো এবং বললো, "কী আনন্দই না প্রকাশিত হয়েছে আমার দুহাতের মাঝে, লাল গালগুলো বেগুনী হয়ে গেছে।" এরপর সে মাথাটি রাসুলুল্লাহ (সা.) এর কবরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, "হে মুহাম্মাদ, এ দিনটি বদরের বদলা।" এ কথাগুলো হয়তো নেয়া হয়েছে ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়ার উদাহরণমূলক কবিতা থেকে যেদিন ইমাম হোসেইন (আ.) এর মাথাটি তার কাছে আনা হয়েছিলো, আর কবিতাটি রচনা করেছিলো ইবনে যাব'আরি।

আমাদের অভিভাবক, শেইখ আবু জাফর (তুসি) ওপরের বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন (যা একটি ত্রুটি), আর সঠিক বিষয়টি হচ্ছে যে, সে সময়ে মারওয়ান মদীনায় গভর্নর ছিলো না, তখন ছিলো আমর বিন সা'ঈদ। ইমাম হোসেইন (আ.) এর মাথা মদীনায় নেয়া হয় নি, বরং উবায়দুল্লাহ একটি চিঠি পাঠিয়েছিলো মদীনায় এবং তাকে ইমাম হোসেইন (আ.) এর সংবাদ জানিয়েছিলো। আমর মিম্বারে বসে চিঠিটি পড়লো এবং উপরে উল্লেখিত কবিতাটি আবৃত্তি করলো এবং এর পর সে তার হাত দিয়ে (রাসূল (সা.)-এর) পবিত্র কবরের দিকে ইঙ্গিত করে বললো, "এ দিনটি বদরের বদলা।" একদল আনসার তার কথায় ঘৃণাবোধ করলো, যে বিষয়ে আবু উবাইদা তার 'মাসালিব' গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। ইবনে আবিল হাদীদ যা উদ্ধৃত করেছেন তা এখানেই শেষ হলো।

তাবারি বর্ণনা করেছেন আবি মাখনাফ থেকে, যিনি বর্ণনা করেছেন সুলাইমান বিন আবি রাশিদ থেকে যে, আবদুর রহমান বিন উবাইদ আবিল কানূদ বলেছেন যে, যখন আব্দুল্লাহ বিন জাফরের কাছে সংবাদ পৌঁছলো যে তার দুসন্তানকে ইমাম হোসেইন (আ.) এর সাথে শহীদ করা হয়েছে, জনতা তার কাছে এলো সমবেদনা জানাতে। তার একজন দাস, আমার মনে হয় সে ছিলো আবুল লিসলাস, তার কাছে এসে বললো, "এ দুর্যোগ আমরা হোসেইন থেকে পেয়েছি।" আব্দুল্লাহ ক্রুদ্ধ হয়ে তার দিকে একটি স্যান্ডেল ছুঁড়ে বললেন, "হে ব্যভিচারী নারীর সন্তান, তোর কত সাহস তুই হোসেইন (আ.) সম্পর্কে এমন কথা বলিস? আল্লাহর শপথ, যদি আমি তার সাথে থাকতাম, আমি তাকে ছেড়ে যাওয়া পছন্দ করতাম না বরং তাকে রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হওয়া ভালোবাসতাম। আমি আমার অন্তরে তাদের দুজনকে (আমার দুসন্তানকে) ইমাম হোসেইন (আ.)-কে দান করেছি, তাদের বিচ্ছেদ আমাকে সান্ত্বনা দেয়, কারণ দুজনেই শহীদ হয়েছে তাকে রক্ষা করতে গিয়ে, (সাথে শহীদ হয়েছে) আমার ভাই ও চাচাতো ভাইয়েরাও।" এরপর তিনি উপস্থিত লোকদের দিকে ফিরলেন এবং বললেন, "সব প্রশংসা আল্লাহর, যা ইমাম হোসেইন (আ.)-এর শাহাদাতের বিষয়ে আমাকে সান্ত্বনা দেয়, তা হলো যদিও আমি তাকে আমার জীবন দিয়ে রক্ষা করতে পারলাম না, আমার দুসন্তানই তা করেছে।"

যখন ইমাম হোসেইন (আ.) এর শাহাদাতের সংবাদ মদীনায় পৌঁছলো, আক্বীল বিন আবি তালিবের একজন কন্যা নিজেকে বোরখায় ঢেকে তার পরিবারের একদল নারীর সাথে বেরিয়ে এসে বললেন, "তোমরা রাসুলুল্লাহ (স.) এর কাছে কী জবাব দিবে যখন তিনি জিজ্ঞেস করবেন আমার মৃত্যুর পরে আমার সন্তানদের এবং আমার বংশধরের সাথে কী আচরণ করেছো অথচ

তোমরা ছিলে শেষ উম্মত, যখন তাদের কিছুকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো এবং অন্যরা নিজেদের রক্তে ভিজে গিয়েছিলো?"

শেইখ তুসী বর্ণনা করেছেন যে, যখন ইমাম হোসেইন (আ.) এর শাহাদাতের সংবাদ মদীনায় পৌঁছলো, আক্বীল বিন আবি তালিবের কন্যা আসমা একদল নারীর সাথে বেরিয়ে এলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কবরের দিকে গেলেন ও চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। এরপর তিনি মুহাজির ও আনসারদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে কী উত্তর দেবেন যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) আপনাদের জিজ্ঞেস করবেন কিয়ামত ও হিসাব দেয়ার দিনে, যেদিন সত্য টিকে থাকবে; যে তোমরা আমার বংশধরকে পরিত্যাগ করেছিলে ও অনুপস্থিত ছিলে এবং তাদেরকে জুলুমকারিদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলে; এখন কেউ নেই যে তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে শাফায়াত করবে; যখন কারবালার মরুভূমিতে মৃত্যু তার দিকে এসেছিলো, তার কোন সাহায্যকারী ছিলো না, না ছিলো কোন সাথী যারা বলবে আমরা তার প্রতিরক্ষা করবো- অন্যের হাতে নিহত হওয়া থেকে।" বর্ণনাকারী বলেছে যে, আমরা এর আগে নারী-পুরুষদের এভাবে কাদঁতে দেখি নি।

হিশাম (মুহাম্মাদ বিন কালবি) বলেছে যে, আমার একদল সাথী আমার কাছে আমর বিন আবিল মিকদাদের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছে, যে বর্ণনা করেছে আমর বিন ইকরিমাহ থেকে যে, যেদিন ইমাম হোসেইন (আ.) শহীদ হয়েছিলেন সেদিন সকালে মদীনায় আমাদের একজন দাস বলেছিলো যে, আমি গতরাতে একটি কণ্ঠকে উচ্চকণ্ঠে বলতে শুনেছি, **"হে হোসাইনের হত্যাকারীরা, যারা তাকে মুর্খতাবশে হত্যা করেছো, তোমরা ক্রোধ ও শাস্তির সংবাদ গ্রহণ করো, আর তোমরা নবীদের, ফেরেশতাদের এবং গোত্রগুলোর অভিশাপে ধ্বংস হয়েছো এবং তোমরা অভিশপ্ত হয়েছো ইবনে দাউদ (সুলাইমান), মূসা ও ইনজীল বহনকারীর (ঈসা নবীর) জিহ্বার মাধ্যমে।"**

হিশাম (বিন মুহাম্মাদ কালবি) বলেছে যে, আমর বিন হায়যূম কালবি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছে, যে বলেছে, আমি নিজেও এ কণ্ঠ শুনেছি। ইবনে আসীরের 'কামিল'-এ এবং অন্যান্য কিছু বইতে আছে যে, দুই অথবা তিন মাস সূর্যাস্তের সময় লোকেরা দেয়ালগুলোকে রক্তে ভেজা দেখতে পেতো।

সিবতে ইবনে জাওযী বলেন যে, যখন ইমাম হোসেইন (আ.) এর শাহাদাতের খবর মক্কায় আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরের কাছে পৌঁছলো, সে বললো, আম্মা বা'দ, ইরাকীদের বিষয়ে সাবধান হও; হে ধোঁকাবাজ ও সীমালঙ্ঘনকারীদের দল, সাবধান হে কুফাবাসীরা যারা সবার মাঝে নিকৃষ্ট তারা হোসেইনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলো তাদেরকে সাহায্য করার জন্য, তাদের সমস্যার সমাধান করার জন্য, শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের সহায়তা করার জন্য এবং ইসলামের প্রকৃত নিয়মনীতিকে ফিরিয়ে আনার জন্য। আর যখন তিনি তাদের কাছে এলেন, তারা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো এবং তাকে হত্যা করলো। তারা তাকে বলেছিলো বায়াত করতে যিয়াদের ব্যভিচারী এবং অভিশপ্ত

পুত্রের কাছে এবং তার আদর্শের কাছে আত্মসমর্পণ করতে। কিন্তু তিনি অপমানের জীবনের ওপর সম্মানের মৃত্যুকে উচ্চতা দিয়েছেন। আল্লাহ হোসেইনকে রহমত করুন এবং তার হত্যাকারীকে বেইযযত করুন এবং তাদের অভিশাপ দিন যারা তার (ইয়াযীদ) আদেশকে পালন করেছে এবং তাদেরও যারা এতে সন্তুষ্ট ছিলো। তারা আবু আব্দুল্লাহ (আ.)-এর প্রতি যা করেছে তারপরও কি তোমরা তাদের উপর সামান্যও নির্ভর করবে এবং ধোঁকাবাজ ব্যভিচারীর প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করবে? সাবধান, আল্লাহর শপথ, তিনি (ইমাম হোসেইন-আ.) ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি দিনগুলোতে রোযা রাখতেন এবং রাতে (ইবাদাতে) জেগে থাকতেন এবং রাসূলুল্লাহর নিকটবর্তী ছিলেন ব্যভিচারীদের সন্তানদের চাইতে। আল্লাহর শপথ, তারা কোরআন শুনতে অস্বীকার করে এবং এর বদলে গান শুনে, আল্লাহর ভয়ে কান্নার বদলে গান গায়, রোযা রাখার বদলে মদ খায়, রাতে ইবাদাতের জন্য জেগে না থেকে বাঁশী বাজায়, শিকারের (পশু পাখীর) পেছনে দৌড়ায় আল্লাহর স্মরণে জমায়েত হওয়া ফেলে এবং বাঁদর নিয়ে খেলা করে। খুব শীঘ্রই তারা জাহান্নামের ভেতরে 'ধংসের উপত্যকায়' পড়বে। **"সাবধান, নিশ্চয়ই আল্লাহর অভিশাপ জালেমদের ওপরে।"**

এ খোতবাটি (ইবনে আসীর) জাযায়েরী তার 'কামিল' গ্রন্থে সামান্য পার্থক্যে উল্লেখ করেছেন। ইবনে সা'আদ- এর 'তাবাকাত' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন ইমাম হোসেইন (আ.) এর শাহাদাতের সংবাদ উম্মু সালমাহ (আ.) এর কাছে পৌঁছলো, তিনি বললেন, "তারা কি সত্যিই তা করেছে? আল্লাহ যেন তাদের ঘরগুলো এবং কবরগুলো আগুন দিয়ে পূর্ণ করে দেন।" এরপর তিনি কাদঁতে লাগলেন এবং অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

ইবনে আবিল হাদীদ বলেন যে, রাবি' বিন খাসীম বিশ বছরে একটি শব্দও উচ্চারণ করে নি, ইমাম হোসেইন (আ.)-এর শাহাদাত পর্যন্ত। তিনি শুধু একটি বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন, "তারা এটি করেছে?" এরপর বললেন,

قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ عَٰلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِى مَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٦﴾

"বলো (হে রাসূল): হে আল্লাহ , আকাশ ও পৃথিবী আরম্ভকারী, অদৃশ্য ও প্রকাশের জ্ঞানী, আপনি আপনার দাসদের মধ্যে (একমাত্র) ফয়সালাকারী, যে বিষয়ে তারা মতভেদ করেছিলো।"

[সূরা যুমার: ৪৬]

এরপর তিনি চুপ হয়ে গেলেন এবং সে অবস্থাতেই থাকলেন তার ইন্তেকাল পর্যন্ত।

সা'লাবির তাফসীর-থেকে 'মানাকিব'-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে রাবি' বিন খাসীম ইমাম হোসেইন (আ.) এর শাহাদাতের সময় উপস্থিত ছিলো এমন একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলো যে, "তোমরা মাথাটি এনেছো এবং (বর্শার) ওপরে উঠিয়েছো?" এরপর তিনি বললেন, "আল্লাহর

শপথ, তোমরা (আল্লাহর) বাছাইকৃতকে হত্যা করেছো, যাদের সামনে রাসূলুল্লাহ (সা.) গেলে তাদের ঠোঁটে চুমু দিতেন এবং তার কোলে বসাতেন," এরপর তিনি এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন,

قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ عَٰلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِى مَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٦﴾

"বলো (হে রাসূল) : হে আল্লাহ, আকাশগুলো ও পৃথিবীর আরম্ভকারী, অদৃশ্য ও প্রকাশ্যের জ্ঞানী, আপনি আপনার দাসদের মাঝে (একমাত্র) ফয়সালাকারি যে বিষয়ে তারা মতভেদ করেছিলো।"

[সূরা যুমার: ৪৬]

পরিচ্ছেদ - ১১

পবিত্র মাথাগুলোকে এবং পবিত্র পরিবারকে অভিশপ্ত উবায়দুল্লাহ কুফা থেকে সিরিয়া পাঠিয়ে দিলো এবং এরপর যা ঘটেছিলো

'ইরশাদ' গ্রন্থে আছে যে, পবিত্র মাথাটি কুফার রাস্তায় প্রদর্শন করার পর তারা তা প্রাসাদে নিয়ে আসে। ইবনে যিয়াদ তা সাথীদের মাথাগুলোসহ যাহর বিন ক্বায়েসকে হস্তান্তর করে এবং আবু বুরদাহ বিন আউন আযদি, তারিক বিন যাবিয়ান এবং কুফার কিছু লোকের সাথে তাকে ইয়াযীদের কাছে পাঠিয়ে দেয় এবং তারা অভিশপ্ত ইয়াযীদের কাছে পৌঁছায়।

এখানে আমি (ইমামের জন্য) পাঠকের শোক বৃদ্ধি করার ইচ্ছায় 'বিশ্বাসীদের আমির' এবং 'উত্তরাধিকারদের সর্দার' ইমাম আলী (আ.)-এর কথা উদ্ধৃত করতে চাই তুলনা হিসাবে-

"কোথায় তারা যারা একত্রে অঙ্গীকার করেছিলো জীবন দেয়ার জন্য, আর তাদের মাথাগুলো নিয়ে যাওয়া হয়েছে শয়তান প্রকৃতির মানুষদের কাছে।"

আমি এ শোকগাঁথাগুলো উল্লেখ করছি তুলনা হিসাবে, "সে মাথাগুলোর জন্য আমার জীবন কোরবান হোক যেগুলো বর্শার মাথায় তোলা হয়েছিলো এবং সিরিয়াতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো উপহার হিসাবে, আমার জীবন কোরবান হোক সেই প্রিয় গালগুলোর জন্য যেগুলোকে নিষ্ঠুরভাবে রক্ত ও ধুলায় মাখা হয়েছিলো, আমি যেন কোরবান হই ঐ বিবস্ত্র দেহগুলোর জন্য যাদেরকে মাটির উপরে ফেলে রাখা হয়েছিলো, যেগুলোকে হত্যা করা হয়েছিলো শোকের মাতম সৃষ্টির জন্য, কাঁদো মুহাম্মাদ (সা.)-এর এতিম বংশধরদের জন্য, যাদের কাছ থেকে কোরআন ছড়িয়ে পড়েছিলো, যারা ছিলো ধর্মের উস্তাদ এবং হেদায়েতের প্রশাসক, (মক্কায়) কোরবানী এবং হজ্জ যথার্থ নয় তাদের মাধ্যমে ছাড়া।"

আবদুল্লাহ বিন আবি রাবি'য়াহ হুমায়রি বর্ণনা করেছে যে, আমি দামেস্কে ছিলাম ইয়াযীদের সাথে যখন যাহর বিন ক্বায়েস সেখানে প্রবেশ করলো। ইয়াযীদ বললো, "আক্ষেপ তোমার জন্য, তুমি কী খবর এনেছো? এবং সাথে করে কী এনেছো?" সে উত্তর দিলো, "আল্লাহর বিজয়ের সুসংবাদ গ্রহণ করুন। হোসেইন এবং তার পরিবারের আঠারো জন পুরুষ এবং তার অনুসারীদের মধ্য থেকে ষাট জন আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলো। তাই আমরা তাদের মুখোমুখি হলাম এবং তাদেরকে প্রস্তাব দিলাম সেনাপতি উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের আদেশের কাছে আত্মসমর্পণের অথবা আমাদের সাথে যুদ্ধের জন্য। তারা আত্মসমর্পণের চেয়ে যুদ্ধ করাকে বেছে নিলো। সূর্য ওঠার সাথে সাথে আমরা তাদের উপর আঘাত করলাম এবং তাদেরকে ঘেরাও করে ফেললাম। যখন আমাদের তরবারিগুলো তাদের মাথার উপর নেমে এলো, তারা পালিয়ে গেলো ও আশ্রয়ের কোন স্থান পেলো না। যখন আমরা তাদেরকে আক্রমণ করলাম, তারা প্রত্যেক নিচু ও উঁচু

জায়গায় আশ্রয় খুঁজলো ঠিক যেভাবে একটি কবুতর বাজপাখি থেকে বাঁচার জন্য আশ্রয় খুঁজে। হে বিশ্বাসীদের আমির, (আউযুবিল্লাহ) আল্লাহর শপথ, একটি উট জবাই করতে যে সময় লাগে অথবা দিনের বেলা তন্দ্রা যাওয়ার সময়ও পার হয় নি, আমরা তাদের সর্বশেষ জনকে হত্যা করেছি। আমরা তাদের দেহগুলোকে ফেলে এসেছি নগ্ন অবস্থায়, রক্তে মাখা কাপড়ে, মাটিতে উপুড় অবস্থায়, আর সূর্য তাদেরকে পুড়ছে এবং বাতাস তাদের ওপরে বালি ছড়িয়ে দিচ্ছে এবং মারাত্মক মরুভূমির বন্য পাখিরা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।" একথা শুনে ইয়াযীদ কিছুক্ষণের জন্য তার মাথা নিচু করে থাকলো, এরপর মাথা তুলে বললো, "আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্টই থাকতাম যদি তোমরা হোসেইনকে নাও হত্যা করতে। সাবধান, আমি যদি তার সাথে থাকতাম, আমি তাকে চলে যেতে দিতাম। আল্লাহ তার উপর রহমত করুন।" এরপর সে তাকে কোন উপহার দিলো না।

সাইয়্যেদ শিবলানজি তার 'নুরুল আবসার' গ্রন্থে এবং সিবতে ইবনে জাওযি তার 'তাযকিরাহ'-তে বলেছেন যে, ইয়াযীদ তাকে (যাহর বনি ক্বায়েস) তার সামনে থেকে সরিয়ে দিলো এবং তাকে কিছু দিলো না।

আমরা (লেখক) বলি যে, তার (যাহর বিন ক্বায়েস) সমাপ্তি সম্পর্কে আগেই ভবিষ্যদ্বাণী ছিলো। যুহাইর বিন ক্বায়েস এর বর্ণনায় আছে যে, যখন আমি ইমাম হোসেইন (আ.)-এর সাথে যোগদান করলাম তিনি বললেন,

"হে যুহাইর, জেনে রাখো যে, আমার যিয়ারতের এ জায়গাটির মর্যাদা উচুঁতে উঠানো হবে এবং আমার মাথাকে পুরস্কারের লোভে ইয়াযীদের কাছে নিয়ে যাবে যাহর বিন ক্বায়েস, কিন্তু সে কিছুই পাবে না।"

ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথা পাঠিয়ে দেয়ার পর উবায়দুল্লাহ শিশুদের এবং নারীদের প্রস্তুত করলো এবং ইমাম আলী বিন হোসেইন (আ.) এর গলায় একটি লোহার বেষ্টনি পরালো এবং তাদেরকে মাথার পিছনে রওয়ানা করিয়ে দিলো মাখফার বিন সা'লাবাহ আ'য়েযী এবং শিম্‌র বিন যিলজাওশানকে দিয়ে এবং তারা একসময়ে মাথাগুলো বহনকারী কাফেলার সাথে যুক্ত হলো। ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) পথে তাদের সাথে কোন কথা বললেন না সিরিয়া পৌঁছা পর্যন্ত।

সাইয়্যেদ হায়দার হিল্লি তার শোক-গাঁথায় বলেছেন, "কে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সংবাদ দিবে যে, হযরত সাজ্জাদকে বন্দী করা হয়েছে? কে যাহরা (আ.)-কে খবর জানাবে এবং তার কাছে বলবে যায়নাবের দগ্ধ অন্তরের কথা? তাদের শত্রুরা তাদেরকে প্রদর্শন করিয়ে বেড়িয়েছে এক শহর থেকে আরেক শহরে, আর হৃদয়গুলো ছিলো ব্যথিত ও শোকাভিভূত।"

শিয়া ও সুন্নি বইগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন ইমাম হোসেইন (আ.)-এর পবিত্র মাথা বহনকারী দলটি তাদের প্রথম বিশ্রামস্থলে থামলো, তারা মদপান করতে শুরু করলো ও পবিত্র মাথাটি নিয়ে খেলাধুলা করতে শুরু করলো, তখন হঠাৎ একটি হাত দেয়াল থেকে বেরিয়ে

এলো একটি লোহার কলম ধরা অবস্থায় এবং রক্ত দিয়ে লিখলো এ কথাগুলো, "যে উম্মত হোসেইনকে হত্যা করেছে, তারা এরপরও আশা করে যে কিয়ামতের দিনে তার নানা তাদের জন্য সুপারিশ করবে?" এ দেখে তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়লো এবং ঐ স্থান ত্যাগ করলো।

সিবতে ইবনে জাওযীর 'তাযকিরাহ'-গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, ইবনে সিরীন বলেছে, 'নবুয়ত ঘোষণা'র একশত পঞ্চাশ বছর আগে, একটি পাথর পাওয়া গিয়েছিলো যার ওপরে সিরিয়ার ভাষায় লেখা ছিলো এবং তা আরবী ভাষায় অনুবাদ করার পর অর্থ দাঁড়িয়েছিলো: "যে উম্মত হোসেইনকে হত্যা করেছে তারা এরপরও আশা করে যে কিয়ামতের দিন তার নানা তাদের জন্য সুপারিশ করবে?"

সুলাইমান বিন ইয়াসার বলেছে যে, একটি পাথর পাওয়া গিয়েছিলো যার ওপর লেখা ছিলো: "এ থেকে পালানোর কোন উপায় নেই যে, কিয়ামতের দিনে, ফাতেমা (আ.) আসবেন তার জামা হোসেইনের রক্তে মাখা অবস্থায়; অভিশাপ তাদের ওপর যারা তাদের নিজেদের সুপারিশকারীদের ক্রোধ অর্জন করেছে সেদিন, যখন ইসরাফিল শিঙ্গায় ফুঁ দিবেন।"

'তারীখুল খামীস' গ্রন্থ থেকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা (মাথা বহনকারীরা) এগিয়ে যেতে থাকলো একটি গির্জাতে পৌঁছানো পর্যন্ত এবং সেখানে তারা দুপুর পর্যন্ত বিশ্রাম নেয়ার জন্য প্রবেশ করলো। সেখানে তারা দেখলো দেয়ালে লেখা আছে, "যে উম্মত হোসেইনকে হত্যা করেছে, এরপরও তারা আশা করে যে কিয়ামতের দিন তার নানা তাদের জন্য সুপারিশ করবে?" তারা একজন পাদ্রীকে জিজ্ঞেস করলো, "কে এ বাক্যগুলো লিখেছে?" সে বললো, "এগুলো নবুওত ঘোষণার একশত পঞ্চাশ বছর আগে এখানে লেখা হয়েছিলো।"

সিবতে ইবনে জাওযী তার ধারাবাহিক বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন আবু মুহাম্মাদ আব্দুল মালিক বিন হিশাম নাহউই মিসরি থেকে, একটি হাদীসের মধ্যে আছে যে, তারা (মাথা বহনকারীরা) যখনই তাদের জিনিসপত্র নামাতো প্রতিবারই তারা ট্রাংক থেকে পবিত্র মাথাটি বের করে বর্শার ওপরে ওঠাতো। তারা সারা রাত পাহারা দিত সকাল পর্যন্ত এবং যাত্রা শুরুর আগে তা আবার ট্রাংকে ঢুকিয়ে রাখতো এবং সামনে অগ্রসর হতো। তাদের কোন এক যাত্রা বিরতির সময় তারা এক পাদ্রীর গির্জার কাছে এলো। বরাবরের মত তারা মাথাটি বর্শার ওপরে ওঠালো এবং একে পাহারা দিলো, আর বর্শাটিকে গির্জার দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখলো। মধ্যরাতে পাদ্রী দেখলো একটি আলোর রশ্মি মাথা থেকে বেরিয়ে আসছে এবং আকাশে পৌঁছে গেছে। সে গির্জার ওপর থেকে তাদের দিকে তাকিয়ে বললো, "তোমরা কারা?" তারা উত্তর দিলো, "আমরা ইবনে যিয়াদের সাথী"। সে বললো, "এটি কার মাথা?" তারা বললো, "এটি হোসেইনের, আলী বিন আবি তালিব ও আল্লাহর নবীর কন্যা ফাতেমার সন্তান।" সে বললো, "তোমরা বলতে চাও তোমাদের নবী?" তারা হ্যাঁ-সূচক উত্তর দিলো। একথা শুনে সে বললো, "তোমরা মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট। যদি মসীহর (ঈসা-আ.) কোন পুত্র সন্তান থাকতো আমরা তাকে আমাদের চোখের ওপর রাখতাম (আমরা তাকে অনেক সম্মান দিতাম)"। আরও বললো, "তোমরা কি কিছু চাও, আমাকে কি একটা উপকার করতে পারো?" তারা জিজ্ঞেস করলো তা কী? সে বললো, "আমার দশ

হাজার আশরাফী আছে, তোমরা তা নিতে পারো যদি মাথাটি আমাকে দাও। সকাল পর্যন্ত তা আমার কাছে রাখতে দিবে এবং যখন তোমরা আবার যাত্রা করবে তখন তা আমার কাছ থেকে ফেরত নিয়ে নিও।" তারা বললো, "এতে আমাদের কোন ক্ষতি নেই"। একথা বলে তারা মাথাটি তার কাছে হস্তান্তর করলো এবং সে বিনিময়ে তাদের আশরাফীগুলো দিলো। পাদ্রী মাথাটি পানি দিয়ে ধুলো। এতে সুগন্ধি মাখালো এবং তা তার উরুর ওপর রেখে সকাল পর্যন্ত অনেক কাঁদলো। যখন সকাল হলো সে বললো, "হে মাথা, আমার নিজের ওপরে ছাড়া আমার আর কোন ক্ষমতা নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং আপনার নানা আল্লাহর রাসূল। আপনি সাক্ষী থাকুন যে আমি আপনার বন্ধু ও গোলাম।" এরপর সে গির্জা ও এর ভেতরে যা ছিলো সব পরিত্যাগ করলো এবং আহলুল বাইত (আ.)-এর গোলামদের সারিতে প্রবেশ করলো।

ইবনে হিশাম তার 'সীরাহ'-তে বলেছেন যে, তারা মাথাটি নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হলো এবং যখন দামেস্কের কাছে পৌঁছলো, তারা পরস্পরকে বলতে শুরু করলো যে, "আসো আমরা আশরাফীগুলো আমাদের মাঝে ভাগ করে নেই। হয়তো ইয়াযীদ সেগুলো দেখলে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে যাবে।" থলেটি আনা হলো এবং খোলা হলো। তারা দেখলো তা মাটিকে পরিণত হয়েছে এবং এর এক পাশে লেখা,

وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَٰفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّٰلِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَٰرُ ﴿٤٢﴾

"এবং ভেবো না যালেমরা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ গাফেল। তিনি তাদের শুধু ঐ দিন পর্যন্ত রেহাই দেন যেদিন চোখগুলো পলকহীন তাকিয়ে থাকবে (আতঙ্কে)।" [সূরা ইবরাহীম: ৪২]

এবং অন্য পাশে লেখা:

وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ أَىَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴿٢٢٧﴾

"এবং শীঘ্রই যালেমরা জানতে পারবে কী খারাপ ফেরার দিকেই না তারা ফিরে আসবে।"

[সূরা আশ শুআরা: ২২৭]

এ দেখে তারা সেগুলোকে বুরদা নদীতে নিক্ষেপ করলো।

সম্মানিত শেইখ সাঈদ বিন হিবাতুল্লাহ (কুতুবুদ্দীন) রাওয়ানদি তার গ্রন্থ 'খারায়েজ' গ্রন্থে এ ঘটনাটি বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন এবং এ বিষয়ে বলেছেন যে, পাদ্রী মাথাটি তাদের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে গির্জা থেকে নেমে এলো এবং একটি পাহাড়ে প্রার্থনায় ডুবে গেলো। তাদের (মাথা বহনকারীদের) নেতা উমর বিন সা'আদ ছাড়া অন্য কেউ ছিল না, যে পাদ্রী থেকে আশরাফী

নিয়েছিলো। কিন্তু যখন সে দেখলো তা মাটিতে পরিণত হয়েছে, সে তার দাসদের বললো সেগুলোকে নদীতে নিক্ষেপ করতে।

আমি (লেখক) বলি যে, ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী উমর বিন সা'আদ সিরিয়ায় গমনকারী দলটির সাথে যায় নি, তাই সম্ভাবনা কম যে সে তাদের সাথে ছিলো। সম্ভাবনা আরও কম যে, যেভাবে তিনি তার সংবাদের শেষে বলেছেন, উমর বিন সা'আদ রেই শহরে ফিরে গিয়েছিলো এবং যখন সে তার রাজ্যের কাছাকাছি পৌঁছলো আল্লাহ তার জীবনকে সংক্ষিপ্ত করে দিলেন এবং সে পথে মারা গেলো। কারণ এটি নিশ্চিতভাবে জানা গেছে যে মুখতার তাকে তার কুফার বাড়িতে হত্যা করেছে এবং এভাবে তার বিষয়ে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর দোয়া পূর্ণতা পেয়েছিলো যে, **"আল্লাহ যেন একজনকে তোমার ওপর বিজয়ী করেন যে তোমাকে তোমার বিছানায় হত্যা করবে।"** আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন।

সাইয়্যেদ ইবনে তাউস বলেন যে ইবনে লাহী'আহ এবং অন্যরা এ সংবাদটি দিয়েছে, যা থেকে আমরা একটি অংশ উল্লেখ করছি যতটুকু আমাদের প্রয়োজন: আমি কা'বা তাওয়াফ করছিলাম। তখন এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলাম, "হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করো। কিন্তু আমি জানি তুমি তা কখনো করবে না।" আমি বললাম, "হে আল্লাহর বান্দাহ, আল্লাহকে ভয় করো এবং এ কথা উচ্চারণ করো না। এমনও যদি হয় যে তোমার গুনাহ বৃষ্টির ফোটাগুলোর অথবা গাছগুলোর পাতার সংখ্যার সমান, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও, নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমা করে দেবেন। কারণ আল্লাহতো পরম ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময়।" সে বললো, "আসো, যেন তোমাকে আমি আমার সম্পর্কে বলতে পারি।" সে বললো, "আমরা ছিলাম পঞ্চাশ জন যারা হোসেইনের মাথা নিয়ে সিরিয়া যাচ্ছিলাম। প্রতি রাতে আমরা হোসেইনের মাথাকে একটি ট্রাঙ্কে ঢুকিয়ে রাখতাম এবং একে ঘিরে থেকে মদপান করতাম। এক রাতে আমার বন্ধুরা মদপান করলো এবং মাতাল হলো এবং বেহুশ হলো, কিন্তু আমি মদ পান করি নি। যখন রাত্রির এক অংশ পার হয়ে গেলো, আমি একটি বজ্রপাতের শব্দ পেলাম এবং বিদ্যুৎ চমকাতে দেখলাম। হঠাৎ আকাশের দরজাগুলো খুলে গেলো এবং নবী আদম (আ.), নূহ (আ.), ইবরাহীম (আ.), ইসমাইল (আ.), ইসহাক্ব (আ.) এবং আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ (সা.), সাথে জিবরাঈল এবং অন্যান্য ফেরেশতারা, নেমে এলেন। জিবরাঈল ট্রাঙ্কের কাছে এলেন এবং পবিত্র মাথাটি তা থেকে তুলে জড়িয়ে ধরলেন এবং চুমু দিতে লাগলেন। এরপর প্রত্যেক নবী তাকে অনুসরণ করে একই কাজ করলেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তা শেষ নবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছালো। রাসূলুল্লাহ কাঁদতে শুরু করলেন এবং অন্য নবীরা তাকে সমবেদনা জানাতে লাগলেন। তখন জিবরাঈল বললেন, **"হে মুহাম্মাদ (সা.) আমি আপনার উম্মত সম্পর্কে আপনার অনুগত। আপনি যদি আমাকে আদেশ করেন আমি তাদের ওপর জমিন উল্টিয়ে দিবো যেভাবে আমি দিয়েছি নবী লূতের (আ.) জাতিকে।"** রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, **"হে জিবরাঈল, নিশ্চয়ই আল্লাহর সামনে তাদের বিরুদ্ধে হিসাব চাইবো।"** এরপর ফেরেশতারা আমাদের হত্যা করতে অগ্রসর হলো। আমি বললাম, আশ্রয় দিন, আশ্রয় দিন, হে আল্লাহর রাসূল। আর তিনি (সা.) বললেন, **"দূর হও, আল্লাহ যেন কখনো তোমাদের ক্ষমা না করেন।"**

পরিচ্ছেদ - ১২

সিরিয়া যাওয়ার পথে ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

মনে রাখা দরকার যে, (নবী পরিবার) কোথায় থেমেছেন এবং আবার রওয়ানা হয়েছেন সে জায়গাগুলোর নাম ধারাবাহিকভাবে জানা নেই, আর না তা নির্ভরযোগ্য গ্রন্থগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার অনেক বইতে আহলুল বাইত (আ.)-এর সিরিয়াতে যাওয়ার কোন বর্ণনাও উল্লেখ করা হয় নি। আবার কিছু গ্রন্থে সিরিয়া যাওয়ার পথে কিছু ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, যা ইনশাআল্লাহ আমরা এ গ্রন্থে উল্লেখ করবো।

ইবনে শাহর আশোব তার 'মানাক্বিব' গ্রন্থে বলেছেন যে, ইমাম হোসেইন (আ.)-এর উচ্চ মর্যাদার একটি হলো যে, সব অলৌকিক ঘটনাগুলো ঘটেছে যে জায়গায় তার মাথা রাখা হয়েছিলো, কারবালা থেকে আসক্বালান পর্যন্ত এবং এ দুয়ের মাঝে মসূল, নাসীবাইন, হামাহ্, হুমস, দামেস্ক এবং অন্যান্য জায়গাগুলোতে।

আমরা (লেখক) বলি যে, ওপরের সংবাদ থেকে এটি স্পষ্ট যে, পবিত্র ও সম্মানিত মাথা এ জায়গাগুলোতে থেমেছে। দামেস্কে যে জায়গায় মাথাটি রাখা হয়েছিলো (রা'স আল হোসেইন), তা বিখ্যাত এবং তা উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না। আর আমি নিজেও সে জায়গায় যিয়ারতে যাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছি।

আর মসূলে যে মাথা রাখার জায়গাটি, "রওযাতুশ শুহাদা" গ্রন্থে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন ম'থা বহনকারীরা মসূলে পৌছলো, তারা সে জায়গার গভর্নরকে সংবাদ পাঠালো যেন তারা উপহার ও খাবার জমা করে তাদের জন্য এবং শহরকে সাজায়। মসূলের জনগণ জমায়েত হলো এবং একমত হলো যে তারা যা চায় তা তাদের দিয়ে দেয়া উচিত কিন্তু তাদেরকে অনুরোধ করতে হবে যেন তারা শহরে প্রবেশ না করে। বরং তারা শহরের বাইরেই অবস্থান করুক। এরপর তারা যেন সেখান থেকেই চলে যায় ভেতরে না এসে। তারা শহর থেকে এক ফারসাখ দূরে থামলো এবং মাথাটি একটি পাথরের ওপর রাখলো। মাথা থেকে এক ফোঁটা রক্ত পাথরের ওপর পড়লো এবং তা থেকে রক্তের একটি স্রোত লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলো। সবদিক থেকে জনগণ সেখানে জমায়েত হলো এবং শোকানুষ্ঠান শুরু করলো এবং কাঁদতে লাগলো। এ ঘটনা ঘটে চললো আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের শাসনকাল পর্যন্ত, যে আদেশ করেছিলো পাথরটিকে ঐ জায়গা থেকে সরিয়ে অন্য জায়গায় নিতে। এরপরে আর তার কোন চিহ্ন দেখা যায় নি, কিন্তু একটি গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছিলো এবং এর নাম রাখা হয়েছিলো "মাশহাদুন নুক্বতা" (ফোঁটার স্থান)।

নাসীবাইনে যে ঘটনা ঘটেছিলো, যা "কামিলে বাহাই" গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে তাহলো, যখন তারা নাসীবাইনে পৌছলো মানসূর বিন ইলইয়াস শহরকে রাজকীয়ভাবে সাজানোর আদেশ

দিলো। যখন অভিশপ্ত (মনসূর), যে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথা হাতে নিয়েছিলো, সেখানে প্রবেশ করতে চাইলো তার ঘোড়া তার আদেশ মানতে অস্বীকার করলো। তা দেখে সে ঘোড়া পরিবর্তন করলো, কিন্তু এটিও আদেশ মানতে অস্বীকার করলো। সে ঘোড়া বদলাতে থাকলো এবং একসময় মাথাটি বর্শা থেকে মাটিতে পড়ে গেলো। ইবরাহীম মসূলি মাথাটি তুললো এবং চিনতে পারলো যে তা ইমাম হোসেইন (আ.)-এর। তাই সে তাদের তিরস্কার ও গালিগালাজ করলো। সিরিয়ার লোকেরা তাকে হত্যা করলো। কিন্তু মাথাটি শহরের বাইরেই রাখলো এবং সেখানে (শহরে) তারা প্রবেশ করলো না। সম্ভবত (নাসীবাইনে) ঐ জায়গাটিকে যিয়ারাতগাহ বানানো হয়েছে।

হামাহ্‌তে যিয়ারতের স্থান সম্পর্কে কিছু বইতে উল্লেখ আছে। শাহাদাতের সংবাদদাতাদের একজন থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, "আমি হামাহ্‌তে পৌঁছলাম হজ্ব থেকে ফেরার পথে। বাগানগুলোর মধ্যে আমি একটি মসজিদে পৌঁছলাম যার নাম ছিলো "মাসজিদ আল হোসেইন"। আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম এবং এর একটি দেয়ালে একটি পর্দা দেখতে পেলাম। আমি পর্দাটি তুললাম এবং দেখলাম সেখানে একটি কোনাকৃতির পাথর গাঁথা। পাথরটিতে একটি ঘাড়ের ছাপ ছিলো এবং শুকনো রক্ত এর ওপরে স্পষ্ট ছিলো। আমি খাদেমদের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, "এ পাথরটি কিসের? আর এতে কিসের রক্তের দাগ?" সে বললো, "এটি হলো সেই পাথর যার ওপরে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথা রেখেছিলো এর বহনকারীরা সিরিয়া যাওয়ার পথে। আর তার চিহ্ন আবির্ভূত হয়েছে এর ওপরে।"[৭]

হুমস-এর স্থানটি সম্পর্কে, আমি এ বিষয়ে কোন তথ্য পাই নি এবং কারবালা থেকে আসক্বালান পর্যন্তও। কিন্তু ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাযারের চত্বরের উত্তর গেটের কাছে একটি মসজিদ আছে যার নাম হলো 'মসজিদে রা'স আল হোসেইন' (হোসেইনের মাথার মসজিদ) এবং কুফার পেছনেও একটি মসজিদ আছে ক্বাইমুল গারিঈ-এর কাছে যাকে বলা হয় 'মাসজিদে হান্নানাহ', যেখানে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর প্রতি সালাম পেশ করার জন্য বলা হয়েছে। কারণ সেখানে তার মাথা রাখা হয়েছিলো।

শেইখ মুফীদ, সাইয়্যেদ ইবনে তাউস এবং শহীদ আল আউয়াল বর্ণনা করেছেন আমিরুল মুমিনীন (আ.)-এর যিয়ারাতের অধ্যায়ে যে, যখন তুমি হান্নানাহ নামের স্থানে পৌঁছবে তখন দুরাকাত নামাজ পড়বে।

মুহাম্মাদ বিন আবি উমাইর বর্ণনা করেছে মুফাযযাল বিন উমর থেকে যে, সে বলেছে যে, যখন ইমাম জা'ফর আস সাদিক্ব (আ.) গারিঈ (নাজাফ-এর পুরাতন নাম) যাওয়ার পথে বাঁকা

[৭] 'কামিলে বাহাই' গ্রন্থে আছে যে, ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথা বহনকারীরা ভয় পেলো হয়তো আরব গোত্রগুলো বিদ্রোহ করবে এবং ইমামের মাথা তাদের কাছ থেকে নিয়ে যাবে। অতএব তারা ভিন্ন পথ ধরলো এবং যখনই তারা কোন গোত্রের কাছে পৌঁছলো এবং তাদের কাছে খাবার চাইলো, তারা বললো যে এ মাথাটি একজন বিদ্রোহীর।

স্তম্ভের কাছে পৌঁছলেন, তিনি সেখানে দুরাকাত নামাজ পড়লেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "এটি কিসের নামাজ?" তিনি বললেন,

"এটি হলো সে জায়গা যেখানে আমার প্রপিতামহ ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথা রাখা হয়েছিলো। যখন তারা কারবালা থেকে এসেছিলো তারা এখানে এটিকে রেখেছিলো এবং এরপর তারা এখান থেকে তা অভিশপ্ত উবায়দুল্লাহর কাছে নিয়ে গিয়েছিলো।"

বিখ্যাত ফক্বীহদের উস্তাদ, "জাওয়াহেরুল কালাম"-এর লেখক (শেইখ মুহাম্মাদ হাসান নাজাফি) বলেন যে, হতে পারে এ জায়গায় ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথাটি দাফন করা হয়েছে..." তার আলোচনার শেষ পর্যন্ত যা আমি এখানে উদ্ধৃত করতে চাই না। আমি বিস্মিত যে তিনি এটি কোত্থেকে বর্ণনা করলেন। 'আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন।'

আসক্বালানে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথার স্থানটি সুবিখ্যাত, যেরকম কিছু বইতে উল্লেখ আছে।

মনে রাখা প্রয়োজন যে হালাবের কাছে জাওশান পর্বতে 'মাশহাদুস সিক্বত' নামে একটি যিয়ারাতগাহ আছে। এটি হালাবের পশ্চিমে একটি সম্মানিত পর্বত, যেখানে আছে একটি কবরস্থান এবং শিয়াদের একটি যিয়ারাতগাহ। সেখানে আছে 'মানাক্বিব'-এর লেখক ইবনে শাহর আশোব এবং আহমাদ বিন মুনীর আমেলির কবর। যার (আহমাদ বিন মুনীর আমেলি) বিষয়ে 'আমালুল আমিল'-এ উল্লেখ করা হয়েছে এবং আমিও আমার 'ফাওয়ায়েদুর রাযাউইয়াহ'-গ্রন্থে উল্লেখ করেছি।

হামুউই তার 'মু'জামুল বুলদান' গ্রন্থে বলেছেন যে, জাওশান হলো হালাবের পশ্চিমে একটি পর্বত যাতে আছে লাল তামার একটি খনি। বলা হয় যে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর বন্দী পরিবারকে যখন এখানে রাখা হয়েছিলো তখন থেকে তা ব্যর্থ হয়ে পড়েছে। ইমাম হোসেইন (আ.)-এর নারীস্বজনদের একজনের সেখানে প্রসব বেদনা উঠেছিলো এবং তার গর্ভপাত ঘটেছিলো। তিনি পর্বতের শ্রমিকদের কাছে রুটি ও পানি চেয়েছিলেন, কিন্তু তারা তাকে গালি দিয়েছিলো এবং কিছু দিতে অস্বীকার করেছিলো। তিনি তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছিলেন এবং আজ পর্যন্ত কেউ সেখানে কাজ করে কিছু পায় নি। এ পর্বতের পশ্চিম দিকে যিয়ারাতগাহটি 'মাশহাদুস সিক্বত' (গর্ভপাতের জায়গা) নামে পরিচিত এবং এটিকে 'মাশহাদ আল দিক্কাহ'-ও (বসার বেঞ্চের জায়গা) বলা হয়। গর্ভপাতে যে শিশুটি মৃত্যুবরণ করেছিলো তার নাম রাখা হয়েছিলো 'মুহসীন বিন হোসেইন।"

পরিচ্ছেদ - ১৩

আহলুল বাইত ও পবিত্র মাথার দামেস্কে প্রবেশ

শেইখ কাফ'আমি, শেইখ বাহাই এবং মুহাদ্দিস কাশানি বর্ণনা করেছেন যে, সফর মাসের প্রথম দিনে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথা দামেস্কে আনা হয়। ঐ দিনটি বনি উমাইয়ার জন্য আনন্দ উল্লাসের দিন, অথচ তা হলো একটি শোকের দিন। "এ দিনটি ইরাকীদের জন্য ছিলো শোকের দিন কিন্তু সিরিয়াতে বনি উমাইয়ারা এ দিনটিতে আনন্দ উদযাপন করতো।"

আবু রায়হান (আল বিরুনী) তার 'আসারুল বাক্বিয়াহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, সফর মাসের প্রথম দিন ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথা দামেস্কে আনা হলো। ইয়াযীদ এটি তার সামনে রাখলো এবং এর দাঁতগুলোতে হাতের লাঠি দিয়ে খোঁচা দিয়ে বলছিলো, "আহ, কতইনা ভালো হতো আমার গোত্রের মধ্য থেকে যারা বদরে নিহত হয়েছিলো এবং যারা (ওহুদের যুদ্ধে) খাযরাজ গোত্রকে দুমাথা ওয়ালা বর্শার আঘাতে আহত হয়ে চিৎকার করতে দেখেছিলো যদি তারা আজ এখানে উপস্থিত থাকতো। তারা আমাকে উচ্চকণ্ঠে অভিনন্দন জানাতো এবং বলতো, "হে ইয়াযীদ, তোমার হাত যেন অলস না হয়ে যায়, কারণ আমরা তার (রাসূলুল্লাহ সা.) গোত্রের সর্দারকে হত্যা করেছি। আমি তা করেছি বদরের প্রতিশোধ হিসাবে, তা এখন পরিপূর্ণ হয়েছে। বনি হাশিম সার্বভৌমত্ব নিয়ে একটি খেলা খেলেছে। কোন রিসালাহ (আল্লাহর কাছ থেকে সংবাদ) আসে নি, না এসেছে কোন ওহী। আমি খন্দক পরিবারের একজন থাকতাম না যদি আহমাদ-এর বংশধরের ওপর প্রতিশোধ না নিতাম তাদের কৃতকর্মের জন্য।"

আবি মাখনাফ এর 'মানাক্বিব' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথা ইয়াযীদের কাছে আনা হলো, এ থেকে একটি সুবাস ছড়িয়ে পড়লো এবং অন্য সব সুবাসকে শুষে ফেললো।

সাইয়েদ ইবনে তাউস বর্ণনা করেছেন যে, যখন ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথা এবং বন্দীরা দামেস্কের নিকটবর্তী হলো, সাইয়েদা উম্মে কুলসুম (আ.) শিম্‌রকে বললেন, **"আমি তোমার কাছে একটি জিনিস চাই।"** শিম্‌র জিজ্ঞেস করলো তা কী। তখন তিনি বললেন, **"আমাদেরকে শহরে প্রবেশ করাও এমন একটি দরজা দিয়ে যেখানে ভীড় কম। একই সাথে মাথার বাহকদের আদেশ করো যেন তারা উটগুলোর মাঝ থেকে দূরে সরে যায়। যেন খুব কম পুরুষই আমাদেরকে এ অবস্থায় দেখতে পায়।"** এ শয়তান প্রকৃতির মানুষটি তার অনুরোধের উত্তরে আদেশ দিলো যেন মাথাগুলো উটগুলোর মাঝে রাখা হয়। এরপর সে তাদেরকে (বন্দী নারীদের) সে অবস্থায়ই নিয়ে গেলো জনতার ভেতর দিয়ে যারা তামাশা দেখার জন্য জমা হয়েছিলো। এরপর তারা তাদেরকে ঐ অবস্থায় নিয়ে গেলো দামেস্কের সবচেয়ে বড় মসজিদের একটি দরজায় যেখানে বন্দীদেরকে রাখা হলো।

বর্ণিত হয়েছে যে, একজন পরহেজগার তাবেঈন ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথাটি বর্শার মাথায় দেখলো, সে তার সাথীদের মাঝ থেকে গোপনে উধাও হয়ে গেলো এক মাসের জন্য। যখন তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিলো সে জবাব দিয়েছিলো, "তোমরা কি দেখছো না কী ব্যথা আমাদের ওপর নেমে এসেছে?" এরপর সে নিচের শোক গাঁথাটি আবৃত্তি করেছিলো, "তারা আপনার মাথা এনেছে হে মুহাম্মাদ (সা.)-এর নাতি, যা রক্তে ভিজে আছে, তা যেন এমন যে তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে আপনার বদলে নবীকেই হত্যা করেছে দিনের আলোতে, তারা আপনাকে পিপাসার্ত অবস্থায় হত্যা করেছে এবং তারা আপনার বিষয়ে ওহী ও এর তাফসীরকে সম্মান করে নি, তারা আপনাকে হত্যা করার পর তাকবীর দিচ্ছে। অথচ তারা তাকবীর ও তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)-কে হত্যা করেছে।"

'বিহার' এবং 'মানাক্বিব'-এও বর্ণিত হয়েছে ধারাবাহিক বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে যাইদ থেকে, যে বর্ণনা করেছে তার পূর্বপুরুষ থেকে যে, সাহল বিন সা'আদ বলেছে, আমি আমার বাড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলাম, যখন সিরিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলে প্রবেশ করলাম তখন আমি একটি শহরে প্রবেশ করলাম যেখানে বেশ কিছু পানির স্রোতধারা বইছিলো এবং সবুজ গাছ গাছালি ছিলো। আমি দেখলাম শহরটিকে সাজানো হয়েছে এবং চারিদিকে আনন্দ-উল্লাস চলছে। নারীরা তাম্বুরীন ও ঢাক বাজাচ্ছিলো এবং আনন্দ-ফুর্তিতে ব্যস্ত ছিলো। আমি নিজেকে বললাম সিরিয়াবাসীদের উৎসব সম্পর্কে আমি ভালোভাবেই অবগত, অথচ এ দিনটি কোন উৎসবের দিন নয়। আমি একদল লোককে দেখলাম পরস্পর কথা বলছে। আমি তাদের কাছে গেলাম এবং বললাম, "আপনারা সিরিয়াতে উৎসব করছেন অথচ এ সম্পর্কে আমি জানি না।" তারা বললো, "যেন তুমি মরুভূমি থেকে এসেছো?" আমি বললাম, "আমি সাহল বিন সা'আদ, মুহাম্মাদ (সা.)-এর একজন সাহাবী। তারা বললো, "হে সাহল, খুবই আশ্চর্য যে আকাশগুলোর রক্ত বৃষ্টি ঝরছে না, না পৃথিবী এর অধিবাসীদের গিলে ফেলছে।" আমি তাদেরকে বললাম তারা কেন একথা বলছে, তারা বললো, "কী আশ্চর্য! হোসেইনের মাথা ইরাক থেকে উপহার হিসেবে আনা হয়েছে, আর এ লোকেরা উল্লাস করছে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তাদের কোন তোরণ দিয়ে প্রবেশ করানো হয়েছে?" তারা একটি তোরণের দিকে ইশারা করলো যার নাম ছিলো 'বাব আস সা'আত'।

হঠাৎ দেখলাম একটির পর একটি সামরিক পতাকা প্রবেশ করছে এবং একজন ঘোড়সওয়ার একটি লম্বা ফলাবিহীন বর্শা বহন করছে যার আগায় একটি মানুষের মাথা বসানো আছে। যার গালগুলোর সাথে, আর যে কোন ব্যক্তির চাইতে সবচেয়ে বেশী মিল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে। মাথার পেছনে আসছিলো নারীরা, গদীবিহীন উটের ওপরে। আমি তাদের কাছে গেলাম এবং তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, "কার কন্যা তুমি?" সে বললো, **"আমি সাকিনাহ, হোসেইনের কন্যা।"** আমি বললাম, "তুমি কি কিছু চাও? আমি সাহল বিন সা'আদ তোমার প্রপিতামহ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একজন সাহাবী।" সে উত্তর দিলো, **"মাথা বহনকারীদের বলুন যেন তারা আমাদের মাঝ থেকে সরে যায়, যেন জনতা সেদিকে তাকিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরিবার তাদের দৃষ্টি থেকে মুক্তি পায়।"** আমি মাথা বহনকারীর কাছে গেলাম এবং বললাম, "তুমি কি আমার আশা পূরণ করার পরিবর্তে চারশ আশরাফী নিতে চাও?"

সে জিজ্ঞেস করলো তা কী? আমি বললাম, "এ মাথাটি এই নারীদের মাঝ থেকে দূরে সরিয়ে নাও।" সে রাজী হলো এবং আশরাফীগুলো নিলো। তখন তারা মাথাটিকে একটি ট্রাঙ্কে ভরলো এবং ইয়াযীদের কাছে নিয়ে গেলো এবং আমিও তাদের সাথে সাথে গেলাম। ইয়াযীদ সিংহাসনে বসা ছিলো একটি মুকুট পরে যা ছিলো মুক্তা ও লালমনি পাথরে সজ্জিত। আর একদল গণ্যমান্য কুরাইশ ব্যক্তি তার কাছে বসা ছিলো। মাথা বহনকারী সেখানে প্রবেশ করলো এবং বললো, "আমার ঘোড়ার ব্যাগ ভরে দিন সোনা ও রূপা দিয়ে। কারণ আমি হত্যা করেছি হেফাজতে থাকা ব্যক্তিদের সর্দারকে। পিতা-মাতার দিক বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে আমি হত্যা করেছি, যার বংশধারা শ্রেষ্ঠ যখন বংশধারা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।" একথা শুনে ইয়াযীদ বললো, "তুমি যদি জানতেই যে সে ছিলো মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাহলে কেন তাকে হত্যা করেছো?" সে জবাব দিলো, "আপনার কাছ থেকে একটি পুরস্কারের লোভে।" ইয়াযীদ আদেশ দিলো তার মাথা বিচ্ছিন্ন করতে এবং তা করা হলো। এরপর সে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথা নিজের সামনে রাখলো এবং বললো, "এসব কেমন দেখছো, হে হোসেইন?"

'কামিলে বাহাই'-এর লেখক সাহল বিন সা'আদ-এর বর্ণনাটি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি দেখলাম মাথাগুলো বর্শাগুলোর আগায় তোলা হয়েছে এবং আব্বাস বিন আলী (আ.)-এর মাথা ছিলো সবার সামনে। ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথা সবার পেছনে ছিলো এবং নবী পরিবারের নারীরা মাথার পেছনে ছিলেন। মাথাটি অতি উচ্চ মর্যাদা প্রকাশ করছিলো এবং তা থেকে নূর ছড়িয়ে পড়ছিলো। গোল দাড়ি, তাতে ছিলো দু একটি সাদা চুল এবং ওয়াসমাহতে রাঙানো ছিলো, খুব আকর্ষণীয় দেখাচ্ছিলো। তার চোখগুলো ছিলো বড় এবং কালো এবং ভ্রুদুটো জোড়া লাগানো ছিলো। তার কপাল ছিলো প্রশস্ত, লম্বা নাক, আর তার ঠোঁট দুটো মুচকি হাসছিলো, আকাশের দিকে ওঠানো এবং তার চোখগুলো দিগন্তের দিকে নিবদ্ধ ছিলো। বাতাস তার দাড়িকে ডান ও বাম দিকে নাড়াচ্ছিলো এবং দেখতে মনে হচ্ছিলো তিনি যেন আমিরুল মুমিনীন (আলী)।

একই বইতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী পরিবারকে সিরিয়ার প্রবেশদ্বারে অপেক্ষায় রাখা হয়েছিলো তিন দিন। আর এ সময় শহরকে এমনভাবে সাজানো হচ্ছিলো যে তা আগে আর কখনো দেখা যায় নি। পাঁচ লক্ষ সিরিয় পুরুষ ও মহিলা নতুন পোশাক পরেছিলো, সাথে ছিলো তাম্বুরীন, করতাল এবং ঢাক; তারা নিজেদের প্রস্তুত করলো এবং তাদের দিকে এগিয়ে গেলো। সেদিন ছিলো বৃহস্পতিবার এবং রবিউল আউয়াল মাসের ষোলতম দিন, শহরের ভেতরে ছিলো পুনরুত্থান দিবসের মত (ভীড়) এবং সেখানে জনগণ আনন্দ-উল্লাস করছিলো। যখন দিবস অগ্রসর হলো, মাথাগুলোকে শহরে প্রবেশ করানো হলো। অনেক মানুষের ভীড়ের কারণে, অনেক কষ্টে দিনের শেষে তারা ইয়াযীদ বিন মুয়াবিয়ার প্রাসাদের দরজায় পৌঁছাতে পারলো। মূল্যবান পাথরে সজ্জিত একটি সিংহাসন ইয়াযীদের জন্য রাখা হয়েছিলো এবং তার বাড়ি সাজানো হয়েছিলো এবং সোনালী ও রূপালী চেয়ারগুলো তার সিংহাসনকে ঘিরে রাখা হয়েছিলো। ইয়াযীদের সেবকরা মাথাবহনকারীদের প্রবেশ করতে বললো, আর তারা তা পালন করলো। তারা বললো, "অধিনায়কের ইযযতের শপথ, আমরা আবু তুরাব (আলী)-এর সন্তানকে হত্যা করেছি

এবং তাদের বংশধারা বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছি।" এরপর তারা পুরো ঘটনা বর্ণনা করলো এবং তার সামনে মাথাগুলো রাখলো। আহলে বাইত (আ.)-কে দীর্ঘ সময়ের জন্য বন্দী করে রাখা হয়েছিলো, ছেষট্টিদিন যাবৎ এবং এ সময়ে কেউ তাদের সালাম জানাতে পারে নি। সেদিন এক বৃদ্ধ ব্যক্তি ইমাম আলী বিন হোসেইন (আ.)-এর কাছে গেলো এবং বললো, "সব প্রশংসা আল্লাহর যে তিনি তোমাদের হত্যা করেছেন ও ধ্বংস করেছেন এবং বিদ্রোহের আগুন নিভিয়ে দিয়েছেন।"

শেইখ মুফীদ বলেন যে, যখন তারা ইয়াযীদের প্রাসাদের দরজায় পৌঁছলো তখন মাখফার বিন সা'লাবাহ উচ্চকণ্ঠে বললো, "আমি মাখফার বিন সা'লাবাহ, আমি এ নোংরা সীমালঙ্ঘণকারীদের (আউযুবিল্লাহ) এনেছি ইয়াযীদের কাছে।"

একথা শুনে ইমাম আলী বিন হোসেইন (আ.) বললেন, **"মাখফারের মায়ের সন্তান হলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং সবচেয়ে নীচ।"** কেউ বলে ইয়াযীদ নিজে তাকে এ উত্তর দিয়েছিলো।

শেইখ সাদূক্ব তার 'আমালি' গ্রন্থে (উবায়দুল্লাহ) বিন যিয়াদের দপ্তরের এক কর্মচারী থেকে একটি সংবাদ দিয়েছেন যা আমরা ইবনে যিয়াদের প্রাসাদ সম্পর্কিত অধ্যায়ে ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছি। বলা হয়েছে যে, এরপর সে তার সব দূতদের বিভিন্ন জেলায় পাঠালো ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মৃত্যু সংবাদ দিয়ে। এরপর সে বন্দীদের ও মাথাগুলোকে সিরিয়ায় প্রেরণ করলো।

তাদের সাথে পথ চলেছিলো এমন কিছু লোক আমাকে বলেছে যে, আমরা ইমাম হোসেইন (আ.)-এর জন্য জিনদের কান্না ও শোক পালনের শব্দ শুনেছি রাত থেকে সকাল পর্যন্ত। আমরা যখন দামেস্কে পৌঁছলাম, নারী ও বন্দীদেরকে আমরা দিনের আলোতে শহরে প্রবেশ করালাম। অত্যাচারী সিরিয়ার নাগরিকরা বললো, "আমরা কখনো এত সুন্দর বন্দী দেখি নি। তোমরা কারা?" ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কন্যা সাইয়েদা সাকিনাহ (আ.) উত্তর দিলেন, **"আমরা মুহাম্মাদ (সা.)-এর বন্দী পরিবার।"** তাদেরকে এবং ইমাম আলী বিন হোসেইন (আ.)-কে আটকে রাখা হলো মসজিদের সিঁড়িঘরে। তিনি তখন অল্পবয়সী যুবক ছিলেন। সিরিয়াবাসীদের মধ্যে এক বৃদ্ধ এগিয়ে এলো এবং বললো, "সব প্রশংসা আল্লাহর যে তিনি তোমাদেরকে হত্যা করেছেন ও ধ্বংস করেছেন এবং বিদ্রোহের আগুনকে নিভিয়ে দিয়েছেন।" এরপর সে যা ইচ্ছা বলতে থাকলো এবং যখন সে চুপ হলো, ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) তাকে বললেন, **"তুমি কি আল্লাহর কুরআন পড়েছো?"** সে হ্যাঁ বললো। তিনি বললেন, **"তুমি কি এ আয়াত পড়েছো:**

قُل لَّآ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ أَجۡرًا إِلَّا ٱلۡمَوَدَّةَ فِي ٱلۡقُرۡبَىٰ

"বলো (হে আমার রাসূল): আমি তোমাদের কাছে কিছু দাবী করি না (নবুয়তের পরিশ্রমের জন্য) শুধু আমার রক্তের আত্মীয়দের প্রতি ভালোবাসা ছাড়া।" [সূরা শুরা: ২৩]

সে বললো, "হ্যাঁ, আমি পড়েছি।" ইমাম (আ.) বললেন, **"আমরাই সেই পরিবার থেকে। এছাড়া এ আয়াত তুমি কি পড়ো নিঃ**

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ

"এবং দিয়ে দাও তোমার রক্তের আত্মীয়দের অধিকার।" [সূরা বনি ইসরাইল: ২৬]

সে বললো সে তা পড়েছে। ইমাম সাজ্জাদ (আ.) বললেন, **"আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত।"** এরপর তিনি বললেন, **"তুমি কি এ আয়াত পড়ো নিঃ**

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

"আল্লাহতো শুধু চান তোমাদের কাছ থেকে অপবিত্রতা দূরে রাখতে হে আহলে বাইত এবং তোমাদের পবিত্র করতে চান পুতঃ পবিত্রের মত।" [সূরা আহযাব: ৩৩]

সে বললো, "কেন নয়?" ইমাম বললেন, **"আমরাই তারা যাদের কথা এখানে বলা হয়েছে।"** একথা শুনে সিরিয় ব্যক্তি তার দুহাত আকাশের দিকে তুলে বললো, "হে আল্লাহ, আমি আপনার সামনে নিজেকে মুহম্মাদ (সা.)-এর সন্তানদের শত্রু ও হত্যাকারীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করছি। আমি সব সময় কোরআন পড়েছি কিন্তু আজকে পর্যন্ত এর ওপরে আমি গভীরভাবে ভাবি নি।"

শেইখ তূসি বর্ণনা করেছেন ইমাম জাফর আস সাদিক্ব (আ.) থেকে যে, যখন ইমাম আলী বিন হোসেইন (আ.) তার পিতার শাহাদাতের পর ফিরে এলেন, তখন ইবরাহীম বিন তালহা বিন আব্দুল্লাহ (অথবা উবায়দুল্লাহ) তাকে সাদরে গ্রহণ করতে এগিয়ে এলো এবং বললো, "হে আলী বিন হোসেইন, কে বিজয়ী হলো?" ইমাম ছিলেন (উটের) হাওদাগুলোর ভেতরে এবং তার মাথা ঢেকে রেখেছিলেন, বললেন, **"হে তুমি, যে জানতে চায় কে বিজয়ী হয়েছে, আযান ও ইক্বামাহ দাও নামাযের সময়গুলোতে।"**

দায়নূরীর 'আখবারুদ দওল' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবনে যিয়াদ ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) ও নারীদেরকে প্রস্তুত করলো এবং তাদেরকে যাহর বিন ক্বায়েস, মাখফার বিন সা'লাবাহ এবং শিম্‌র বিন যিলজাওশানের সাথে ইয়াযীদের কাছে পাঠালো। তারা পথ চললো সিরিয়া পর্যন্ত এবং দামেস্কে প্রবেশ করলো ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথাসহ এবং তা ইয়াযীদের কাছে উপস্থাপন করলো। এরপর শিম্‌র তার বক্তব্য শুরু করলো এবং বললো, "হে আমিরুল মুমিনীন, এ ব্যক্তি, সাথে তার পরিবারের আঠারো জন এবং তার অনুসারীদের ষাট জন আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলো। তাই আমরা তাদের মুখোমুখি হলাম এবং তাদেরকে প্রস্তাব দিলাম সেনাপতি উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের আদেশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে অথবা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

করতে। আর তারা আত্মসমর্পণের ওপরে যুদ্ধকে বেছে নিলো। আমরা তাদের ওপরে আঘাত করলাম সূর্য ওঠার সাথে সাথে--- (শেষ পর্যন্ত)। কিন্তু বিখ্যাত ঐতিহাসিকরা বলেছেন এ কথাগুলো যাহর বিন ক্বায়েস বলেছিলো। আর আমরা এটি উল্লেখ করেছি পরিচ্ছেদ-১১-তে, "পবিত্র মাথাগুলোকে এবং পবিত্র পরিবারকে অভিশপ্ত উবায়দুল্লাহ কুফা থেকে সিরিয়ায় পাঠিয়ে দিলো এবং এরপর যা ঘটেছিলো" শিরোনামের অধীনে।

এরপর বন্দীদেরকে ইয়াযীদের কাছে আনা হলো এবং তার পরিবার, তার কন্যারা এবং আত্মীয়রা তখন কাঁদছিলো ও আহাজারি করছিলো। ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথাটি ইয়াযীদের কাছে রাখা হলো, সাইয়েদা সাকিনাহ (আ.) বললেন, **"আমি ইয়াযীদের চাইতে কর্কশ কোন ব্যক্তিকে দেখি নি, না কোন কাফের এবং মুশরিক এর চেয়ে নিকৃষ্ট এবং তার চেয়ে বেশী অত্যাচারী।"** সে (ইয়াযীদ) মাথাটির দিকে তাকিয়ে বললো, "আহ, যদি বদরে নিহত আমার পূর্বপুরুষরা দেখতো, তরবারির কৃতকর্মের ওপর খাযরাজদের কান্না।" এরপর সে আদেশ করলো যেন ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথাটি দামেস্কের মসজিদের দরজার ওপর ঝুলিয়ে রাখা হয়।

সিবতে ইবনে জাওযি তার তাযকিরাহ' গ্রন্থে বলেছেন যে, বেশ কিছু সংবাদ সুপরিচিত যে, যখন ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথা ইয়াযীদের কাছে আনা হলো, সে সিরিয়ার সব বাসিন্দাদের ডাকলো। সে মাথাটিকে তার বাঁশের লাঠি দিয়ে আঘাত করলো এবং ইবনে যাবআ'রির কবিতা আবৃত্তি করলো। তিনি আরো বলেছেন যে, যুহরি বলেছেন যে, যখন ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথা আনা হলো তখন ইয়াযীদ জীরূন-এ দাঁড়িয়েছিলো প্রদর্শনীর দিকে এক নজর দেখার জন্য এবং নিচের এ কবিতাটি অনুচ্চস্বরে আবৃত্তি করছিলো: "যখন হাওদাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠলো এবং সূর্য তার ছায়া জীরূন-এর টিলার ওপর বিছিয়ে দিলো, তখন কাক মৃত্যুর ঘোষণা দিলো এবং আমি বললাম তুমি ঘোষণা কর বা না কর, আমি ঋণ গ্রহীতার কাছ থেকে আমার পাওনা নিয়ে নিয়েছি।"

ইবনে আবুদ দুনিয়া বর্ণনা করেছে যে, যখন সে (ইয়াযীদ) তার লাঠিটি ইমাম হোসেইন (আ.)-এর পেছনের দাঁতগুলোর ভেতর ঢুকিয়ে দিলো, সে হাসীন বিন হামাম মুররির কবিতা আবৃত্তি করলো: "আমরা সহ্য করেছিলাম, আর সহ্য করা আমাদের শৌখিনতা, আমরা আমাদের বন্ধুদের মাথা তরবারি দিয়ে দুভাগ করি, যা বিচ্ছিন্ন করে মাথা এবং কবজিগুলো, কারণ তারা ছিলো বেশী অবাধ্য এবং অত্যাচারী।" মুজাহিদ বলেছেন যে, আল্লাহর শপথ, এমন কেউ ছিলো না যে ইয়াযীদকে গালি দেয় নি অথবা তিরস্কার করে নি অথবা তার কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেয় নি। ইবনে আবুদ দুনিয়া বলেছে যে, আবু বারযাহ আসলামি ইয়াযীদের পাশে বসা ছিলো, সে বললো, "হে ইয়াযীদ, তোমার লাঠিটি এ মাথা থেকে সরিয়ে নাও। আল্লাহর শপথ, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দিনগুলোতে আমি তাকে দেখেছি তার (ইমাম হোসেইনের) পেছনের দাঁতগুলোতে চুমু দিতে।"

(সিবতে) ইবনে জাওযী তার 'রাদ বার মুতাআসসিব আনীদ' গ্রন্থে বলেছেন যে, কোন ব্যক্তি উমর বিন সা'আদ এবং উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের কাজ দেখে আশ্চর্য হয় না, কিন্তু সে অবাক হয় ইয়াযীদের নিকৃষ্টতা দেখে যে, সে তার লাঠি দিয়ে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর ঠোঁটগুলো ও দাঁতগুলোতে আঘাত করেছে এবং মদীনা লুট করেছে, তাহলে কি বিদ্রোহীদের সাথে এভাবে আচরণ করার অনুমতি আছে? এটি কি ইসলামী আইনে বর্ণিত নেই যে ইসলামে বিদ্রোহীদের দাফন করতে হবে? এরপর তার এ উক্তি যে, "আমার অধিকার আছে তাদেরকে কারাগারে বন্দী রাখার", যাদের কাছে এসব মনপুতঃ নয় তারা তাকে অভিশাপ দেয়াকে সঠিক মনে করে। আমার অভিমত যখন ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথা তার কাছে আনা হয় তখন তার উচিত ছিলো একে সম্মান করা এবং এর জানাযার নামাজ পড়া এবং তা কোন ট্রেতে না রাখা এবং এতে তার লাঠি দিয়ে আঘাত না করা, যখন সে যা চেয়েছিলো তা ইতোমধ্যেই অর্জন করেছে তার মৃত্যুর মাধ্যমে। কিন্তু জাহালাতের দিনগুলোর বিদ্বেষ তার ভেতরে জ্বলে উঠেছিলো এবং এর প্রমাণ হলো সে যে কবিতাটি আবৃত্তি করেছে।[৮]

ইবনে আবদে রাব্বাহ আন্দালুসি তার 'ইক্বদুল ফারীদ' গ্রন্থে রায়াআশি থেকে এবং তিনি তার ধারাবাহিক বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে মুহাম্মাদ বিন আলী বিন হোসেইন (আল বাক্বির-আ.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, ইমাম হোসেইন (আ.)-এর শাহাদাতের পর, আমরা বারো জন সন্তান ছিলাম যাদেরকে ইয়াযীদের কাছে আনা হলো। আর আমাদের মাঝে বয়সে সবচেয়ে বড় ছিলেন আলী বিন হোসেইন (যায়নুল আবেদীন-আ.)। আমাদের গলায় ছিলো বেড়ি এবং মাথা থেকে পা পর্যন্ত শেকলে বাঁধা। সে (ইয়াযীদ) আমাদের বললো, "ইরাকের দাসরা তোমাদের ঘেরাও করেছিলো, আর আমি আবু আব্দুল্লাহর (ইমাম হোসেইনের) বিদ্রোহ ও মৃত্যু সম্পর্কে জানতাম না।"

শেইখ ইবনে নিমা বলেন যে, (ইমাম) আলী বিন হোসেইন (আ.) বলেছেন যে, আমরা বারো জন সন্তান ছিলাম যাদেরকে ইয়াযীদের সামনে নিয়ে যাওয়া হলো গলায় বেড়ি ও শেকলে বেঁধে। আমরা যখন তার দিকে ফিরে দাঁড়িয়েছিলাম, আমি বললাম, **"আমি আল্লাহর নামে তোমাকে বলছি, হে ইয়াযীদ, তোমার মতে যদি রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে এ অবস্থায় দেখতেন তাহলে তার মনের অবস্থা কী হতো?"** একথা শুনে সে সিরিয়দের দিকে ফিরে বললো, "এদের বিষয়ে তোমাদের কী মত?" অভিশপ্তদের একজন এমন খারাপ কথা উচ্চারণ করলো যে আমি তা বলতে

[৮] সিবতে ইবনে জাওযি বলেছেন যে, আমার পিতামহ বলেছেন যে, এটি আশ্চর্যের বিষয় নয় যে উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ ইমাম হোসেইন (আ.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং উমর বিন সা'আদ এবং শিম্‌রকে নিয়োগ দিয়েছে তাকে হত্যা করার জন্য এবং তারা তার মাথা তার কাছে নিয়ে গেলো, কিন্তু আশ্চর্য হতে হয় ইয়াযীদের বিষয়ে, যে নিজেকে হতভাগ্য বলে অথচ তার হাতের বেত দিয়ে তার (ইমামের) দাঁতগুলোতে আঘাত করে এবং রাসূল (সা.)-এর বংশকে বন্দী করে। এরপর সে তাদেরকে উটে চড়িয়েছে যাতে কোন বসার আসন ছিলো না এবং ফাতেমা বিনতে হোসেইন (আ.)-কে উপহার হিসাবে দিতে চেয়েছিলো সে ব্যক্তিকে যে তার কাছে তাকে চেয়েছিলো এবং এটিও আশ্চর্য যে, সে ইবনে যাব'আরির কবিতা আবৃত্তি করেছিলো।

চাই না। তখন নোমান বিন বাশীর বললো, "তাদের সাথে সেভাবেই আচরণ করুন যেভাবে তাদেরকে এ দুরাবস্থায় দেখলে রাসূলুল্লাহ করতেন।"

ফাতেমা বিনতে হোসেইন (আ.) বললেন, **"হে ইয়াযীদ, এরা নবীর কন্যারা, যাদেরকে বন্দী করা হয়েছে।"** এ কথা শুনে পুরুষরা কাঁদতে লাগলো আর ইয়াযীদের পরিবার উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগলো। ইমাম আলী যায়নুল আবেদীন (আ.) বলেছেন যে, আমি শেকলে বাঁধা ছিলাম, বললাম, **"তুমি কি আমাকে কিছু বলার অনুমতি দিচ্ছো?"** ইয়াযীদ বললো, "বলতে পারো, তবে অভদ্রভাবে কথা বলো না।" আমি বললাম, **"আমি এমন এক অবস্থায় আছি যে আমি অভদ্রভাবে কথা বলবো না। আর আমার কথার মর্মার্থ হলো যে তোমার মতে রাসূলুল্লাহ (সা.) কী রকম অনুভব করতেন এবং তিনি কী করতেন যদি তিনি আমাকে শেকলে বাঁধা অবস্থায় দেখতেন?"** একথা শুনে সে তার নিকটবর্তী লোকদের দিকে ফিরে বললো, "তাকে মুক্ত করো।"

মাসউদীর 'ইসবাত আল ওয়াসিয়াহ' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যখন ইমাম হোসেইন (আ.)-কে শহীদ করা হলো, ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)-কে তার পরিবারসহ ইয়াযীদের সামনে আনা হলো, আর তার সন্তান আবু জাফর (ইমাম মোহাম্মাদ আল বাক্বির-আ.) তার সাথে ছিলেন যার বয়স তখন দু বছর কয়েক মাস, যখন ইয়াযীদ তার দিকে তাকালো এবং বললো, "হে আলী, তুমি কী দেখছো?" ইমাম (আ.) জবাব দিলেন, **"তাই যা সর্বশক্তিমান ও সর্বপবিত্র আল্লাহ নির্ধারণ করেছিলেন আকাশগুলো ও পৃথিবী সৃষ্টির আগে।"** এরপর ইয়াযীদ, তার কাছে যারা উপস্থিত ছিলো, তাদের মতামত জিজ্ঞেস করলো এবং তাদের সবাই তাকে হত্যা করার ব্যাপারে মতামত দিলো এবং এমন সব ফালতু কথা বললো যে তা আমি উল্লেখ করতে চাই না। এরপর ইমাম মুহাম্মাদ আল বাক্বির (আ.) তার বক্তব্য শুরু করলেন। তিনি আল্লাহর হামদ ও তাসবিহ করার পর বললেন, **"তারা তোমাকে মতামত দিয়েছে ফেরাউনের পরিষদবর্গের মতামতের উল্টোটা। যখন সে নবী মূসা (আ.) ও নবী হারুন (আ.) সম্পর্কে মতামত জানতে চেয়েছিলো, তারা বলেছিলো, "তাকে ও তার ভাইকে ছেড়ে দিন। অথচ এ লোকগুলো মতামত দিয়েছে যে তোমার উচিত আমাদেরকে হত্যা করা, আর এর একটি কারণ আছে।"** ইয়াযীদ জিজ্ঞেস করলো. "কী কারণ?" ইমাম (আ.) উত্তর দিলেন, **"তারা ছিলো ভদ্র নারীর সন্তান, আর এরা হলো অনৈতিক চরিত্রের নারীদের সন্তান। কারণ একমাত্র জারজ সন্তানরা ছাড়া কেউ নবীদের ও তাদের বংশধরদের হত্যা করে না।"** এ কথা শুনে ইয়াযীদ তার মাথা নিচু করলো।

সিবতে ইবনে জাওযীর 'তাযকিরাহ'-তে উল্লেখ আছে যে, ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) এবং আহলে বাইতের নারীরা দড়িতে বাঁধা ছিলেন, যখন তিনি উচ্চকণ্ঠে বলছিলেন, **"হে ইয়াযীদ, তোমার মতে যদি নবী আমাদের এ বন্দী অবস্থায় এবং বসার আসন ছাড়া অনাবৃত উটের ওপর বসানো দেখতে পেতেন তাহলে কী হতো তার মনের অবস্থা?"** এমন কেউ ছিলো না যে তখন কাঁদে নি।

শেইখ মুফীদ এবং ইবনে শাহর অশোব বলেন যে, যখন শহীদদের এবং সাথে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথা ইয়াযীদের সামনে রাখা হলো, সে দাঁতগুলো তার লাঠি দিয়ে আঘাত করলো এবং বললো, "এ দিনটি হলো বদরের দিনের বদলা। আমরা সম্মানিত লোকদের মাথার খুলি দুভাগ করি, কারণ তারা বেয়াদব ও অত্যাচারীতে পরিণত হয়েছে।" ইয়াহইয়া বিন হাকাম, যে মারওয়ানের ভাই ছিলো, ইয়াযীদের পাশে বসেছিলো, বললো, "যাকে তাফ (কারবালা)-এ হত্যা করা হয়েছে সে যিয়াদের চরিত্রহীন সন্তানের চেয়ে নিকটবর্তী; উমাইয়ার বংশধর বালির কণার মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে আর নবী কন্যার সন্তান হলো খুবই অল্প সংখ্যক।" ইয়াযীদ ইয়াহইয়া বিন হাকামের বুকে আঘাত করলো এবং বললো, "চুপ থাক, তোর মা যেন বেঁচে না থাকে।"

আবুল ফারাজ ইসফাহানি বর্ণনা করেছেন কালবি থেকে যে, হাকাম বিন আস-এর সন্তান আবদুর রহমান ইয়াযীদের সাথে বসেছিলো যখন উবায়দুল্লাহ ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথা তার কাছে পাঠালো। যখন ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথাসহ ট্রে-টি ইয়াযীদের সামনে রাখা হলো, আবদুর রহমান কেঁদে বললো, "অধিনায়কের কাছে সংবাদ পাঠাও যে, তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না যারা ধনুক (এর তার) ধরে টানে এতে কোন তীর ছাড়াই, যাকে কারবালায় হত্যা করা হয়েছে..."(শেষ পর্যন্ত)।

বর্ণিত আছে যে, যখন হাসান বিন হাকাম দেখলো ইয়াযীদ ঐ জায়গায় আঘাত করেছে যেখানে নবী চুমু দিয়েছেন, সে বললো, "হায় লজ্জা, উমাইয়ার সন্তানরা বালির কনার মত ছড়িয়ে আছে আর নবী কন্যার সন্তানদের সংখ্যা খুবই অল্প।"

আমাদের উস্তাদ শেইখ সাদূক বর্ণনা করেছেন ফযল বিন শাযান থেকে যিনি বলেছেন যে, আমি ইমাম আলী আল রিদা (আ.)-কে বলতে শুনেছি যে, **"যখন ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথা সিরিয়াতে নেয়া হলো, ইয়াযীদ আদেশ দিলো তা মাটিতে রাখার জন্য এবং একটি দস্তরখান এর সামনে বিছানো হলো। সে এরপর তার সাথীদেরসহ এর দিকে ফিরে খাবার খাচ্ছিলো এবং মদ পান করেছিলো। যখন তারা শেষ করলো, সে ট্রে-টিকে তার সিংহাসনের নিচে রাখতে আদেশ দিলো। এরপর সে সিংহাসনের ওপরেই পাশা খেলার বোর্ড বিছালো এবং খেলা শুরু করলো। সে টিটকারী করতে লাগলো ইমাম হোসেইন (আ.), তার পিতা (আ.) এবং তার নানার (সা.) নাম উল্লেখ করে এবং সে জিতলো। সে এর জন্য মদ পান করলো। তিনবার সে মদ পান করলো এবং এরপর কিছুটা ট্রের কাছে ছুঁড়ে মারলো। অতএব যে আমাদের শিয়া (অনুসারী), যখন তার দৃষ্টি পড়বে মদ ও পাশার দিকে, সে ইমাম হোসেইন (আ.)-কে স্মরণ করবে আর ইয়াযীদ ও তার বংশকে অভিশাপ দিবে, আল্লাহ তার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিবেন যদি তা তারাগুলোর সংখ্যার সমানও হয়।"**

ইমাম আলী আল রিদা (আ.) থেকে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, ইসলামে প্রথম যে ব্যক্তি সিরিয়াতে মদ পান করেছিলো সে ছিলো অভিশপ্ত ইয়াযীদ। যখন দস্তরখান বিছানো হয়েছিলো

ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথার দিকে মুখ করে, তা আনা হয়েছিলো তার জন্য। সে তা থেকে পান করলো এবং কিছুটা দিলো তার সাথীদেরকে এবং বললো, "পান করো, কারণ তা সৌভাগ্যের ও কল্যাণের পানীয়। আর এর একটি কল্যাণ হলো পানের শুরুতে, কারণ আমাদের শত্রু হোসেইনের মাথা আমাদের সামনে রয়েছে যখন আমাদের দস্তরখান বিছানো হয়েছে এর দিকে মুখ করে, আমরা খাচ্ছি আনন্দিত মনে এবং হৃদয়ে শান্তি নিয়ে।" অতএব যে আমাদের শিয়াদের অন্তর্ভুক্ত সে যেন মদ না পান করে কারণ তা আমাদের শত্রুদের পানীয়।

'কামিলে বাহাই' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে 'কিতাবে হাউইয়াহ' থেকে যে, ইয়াযীদ মদ পান করলো এবং এর কিছুটা পবিত্র মাথায় ছিটিয়ে দিলো (আউযুবিল্লাহ)। তার স্ত্রী তা তুলে নিয়ে পানিতে ধুয়েছিলো এবং এতে গোলাপের সুগন্ধি লাগিয়ে দিয়েছিলো। এরপর রাতে সে 'নারীদের সর্দার' সাইয়েদা ফাতেমা যাহরা (আ.)-কে স্বপ্নে দেখেছিলো এবং তার কাছে ক্ষমা চেয়েছিলো।

শেইখ মূফীদ বলেন যে, ইয়াযীদ এরপর ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)-এর দিকে ফিরে বললো, "তোমার বাবা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলো এবং আমার অধিকারকে স্বীকৃতি দেয় নি এবং সে রাজ্য নিয়ে আমার সাথে তর্কে লিপ্ত হয়েছিলো। এরপর তুমি দেখেছো আল্লাহ তাকে কী করেছে।" ইমাম বললেন, **"কোন দুর্যোগ নেমে আসে না পৃথিবীতে অথবা তোমাদের ভেতরে, যা একটি কিতাবে নেই, আমরা তা ঘটতে দেই, নিশ্চয়ই তা আল্লাহর জন্য সহজ।"** ইয়াযীদ তার সন্তান খালেদের দিকে ফিরে বললো, "তাকে উত্তর দাও।" কিন্তু খালেদ বুঝতে পারলো না কী বলবে। ইয়াযীদ নিজেই বললো, "বলো: যে দুর্যোগ তোমাদের স্পর্শ করে, তা তোমাদের হাতের অর্জন।"

এরপর সে নারী ও শিশুদের আনতে বললো, যাদেরকে বাধ্য করা হলো তার দিকে ফিরে বসতে। সে তাদের দুর্দশাপূর্ণ অবস্থার দিকে তাকিয়ে বললো, "আল্লাহ যেন মারজানাহর সন্তানকে ঘৃণা করেন, যদি তোমাদের সাথে সম্পর্ক রাখতো অথবা তোমাদের প্রতি করুণা করতো তাহলে তোমাদের সাথে সে এ আচরণ করতো না এবং এরকম দুরবস্থায় তোমাদের পাঠাতো না।"

আলী বিন ইবরাহীম কুম্মী বর্ণনা করেছেন ইমাম জাফর আস সাদিক্ব (আ.) থেকে যে, যখন ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথা এবং আমিরুল মুমিনীন আলী (আ.)-এর কন্যাদের ইয়াযীদের সামনে আনা হলো, ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) গলায় বেল্ট দিয়ে বন্দী ছিলেন। ইয়াযীদ বললো, "হে আলী বিন হোসেইন, সব প্রশংসা আল্লাহর যে তিনি তোমার পিতাকে হত্যা করেছেন।" ইমাম (আ.) উত্তর দিলেন, **"আল্লাহর অভিশাপ পড়ুক তার ওপরে যে আমার পিতাকে হত্যা করেছে।"** ইয়াযীদ রাগে আগুন হয়ে গেলো এবং আদেশ করলো তার মাথা কেটে ফেলতে। ইমাম সাজ্জাদ (আ.) বললেন, **"যদি তুমি আমাকে হত্যা কর, তাহলে কে আছে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কন্যাদেরকে তাদের ঠিকানায় পৌছে দিবে? এবং আমি ছাড়া তাদের ঘনিষ্ট কোন পুরুষ নেই।"** ইয়াযীদ বললো, "তুমি তাদেরকে তাদের ঠিকানায় পৌছে দিতে পারো। এ কথা বলে তৎক্ষণাৎ একটি ধারালো ফলা চাইলো। সে গলার বেল্টটি তার নিজের হাতে ধারালো ফলা দিয়ে

কেটে ফেললো এবং বললো, "তুমি কি অনুমান করতে পারছো আমি কি করতে চাচ্ছি? ইমাম (আ.) জবাব দিলেন, **"তুমি চাও যে তুমি ছাড়া আর কেউ যেন আমাকে কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ না করে।"** ইয়াযীদ বললো, "আল্লাহর শপথ, আমি তাই-ই চাই।" এরপর সে বললো, "হে আলী বিন হোসেইন,

وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ

"এবং যে দুর্যোগ তোমাদের ওপর নেমে আসে, তা তোমাদের নিজেদের হাতের অর্জন।"

[সূরা আশশুরা: ৩০]

ইমাম (আ.) বললেন, **"না এ আয়াত আমাদের বিষয়ে নাযিল হয় নি। নিশ্চয়ই আমাদের বিষয়ে যে আয়াত নাযিল হয়েছিলো তাহলো যে,**

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ لِّكَيْلَا تَأْسَوْا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا۟ بِمَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾

"কোন দুর্যোগ তোমাদের ওপর নেমে আসে না পৃথিবীতে ও তোমাদের ভেতরে, যা একটি কিতাবে নেই, আর আমরা তা ঘটতে দেই, তা আল্লাহর জন্য সহজ। পাছে তোমরা দুঃখ পাও যা তোমাদের আয়ত্ত থেকে হারিয়ে গেছে তার জন্য, এবং অতিরিক্ত আনন্দিত হও সে জন্য যা তোমাদেরকে আল্লাহ দান করেছেন এবং আল্লাহ আস্ফালনকারী দাম্ভিককে ভালোবাসেন না।"

[সূরা হাদীদ: ২২-২৩]

আমরা তারা যারা দুঃখ করে না সে জন্য যা আমাদের হাত থেকে চলে গেছে, না আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা আনন্দ উল্লাস করে সেজন্য যা আমাদের হাতে আসে।"

'ইক্বদুল ফারীদ' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, ইমাম হোসেইন (আ.) ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন ইয়াযীদ বিন মুয়াবিয়ার সার্বভৌমত্বের কারণে এবং এ কারণে কুফার দিকে যাত্রা করেছিলেন। ইয়াযীদ উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে, যে ইরাকের গভর্নর ছিলো, লিখলো, "আমার কাছে সংবাদ এসেছে যে, হোসেইন কুফার পথে আছে, আর তোমার বয়স এবং তোমার শহর তার সাথে পেঁচিয়ে গেছে অন্য যে কোন বয়স ও শহরের চাইতে এবং গভর্নরদের মধ্যে তুমি তার সাথে পেঁচিয়ে গেছো। অতএব তুমি বেছে নিতে পারো স্বাধীন একটি জীবন অথবা একজন দাসে পরিণত হতে পারো

তার কারণে।" উবায়দুল্লাহ তাকে হত্যা করলো এবং তার মাথাকে তার পরিবারের সাথে পাঠিয়ে দিলো ইয়াযীদের কাছে। যখন মাথাটি ইয়াযীদের সামনে উপস্থাপন করা হলো, সে হাসীন বিন জামাজিম মাযনী-এর একটি কবিতা, যা ছিলো একটি প্রবাদ, আবৃত্তি করলো, "আমরা সম্মানিতদের মাথার খুলি দুভাগ করি, কারণ তারা বেয়াদব ও অত্যাচারীতে পরিণত হয়েছে।" ইমাম আলী বিন হোসেইন (আ.), যিনি বন্দীদের একজন ছিলেন, তাকে বললেন, **"সর্বশক্তিমান আল্লাহর কিতাব এ কবিতা থেকে আরো সম্মানিত। আল্লাহ বলেছেন,**

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ لِّكَيْلَا تَأْسَوْا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا۟ بِمَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾

"কোন দুর্যোগ তোমাদের ওপর নেমে আসে না পৃথিবীতে ও তোমাদের ভেতরে, যা একটি কিতাবে নেই, আর আমরা তা ঘটতে দেই, তা আল্লাহর জন্য সহজ। পাছে তোমরা দুঃখ পাও যা তোমাদের আয়ত্ত থেকে হারিয়ে গেছে তার জন্য, এবং অতিরিক্ত আনন্দিত হও সে জন্য যা তোমাদেরকে আল্লাহ দান করেছেন এবং আল্লাহ আস্ফালনকারী দাম্ভিককে ভালোবাসেন না।"

[সূরা হাদীদ: ২২-২৩]

ইয়াযীদ রাগে আগুন হয়ে গেলো এবং নিজের দাড়ি হাত দিয়ে নাড়তে লাগলো, এরপর বললো, "কোরআনের আরেকটি আয়াত তোমার ও তোমার বাবার কথা বলে এবং যে দুর্যোগ তোমাদের ওপর নেমে আসে, তা তোমাদের হাতের অর্জন ...। হে সিরিয়ার নাগরিকেরা, তাদের বিষয়ে তোমাদের মতামত কী?" একজন অভিশপ্ত ব্যক্তি এমন কথা উচ্চারণ করলো যে আমরা তা উল্লেখ করতে পারছি না। নু'মান বিন বাশীর আনসারি বললো, "যদি রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে এ অবস্থায় দেখতেন তাহলে তিনি যা করতেন, তাদের সাথে সেরকম ব্যবহারই করো।" ইয়াযীদ উত্তর দিলো, "তুমি সত্য বলেছো, তাদেরকে মুক্ত করে দাও এবং তাদের (নারীদের) জন্য বোরখা এনে দাও।" এরপর সে তাদের জন্য খাবার তৈরী করতে বললো এবং তাদেরকে পোশাক দিলো। সে তাদেরকে অনেক উপহার দিলো এবং বললো, "যদি মারজানাহর সন্তান তাদের সাথে আত্মীয়তা রাখতো তাহলে তাদেরকে হত্যা করতো না।" এরপর সে তাদেরকে মদীনায় পাঠিয়ে দিলো।

'মানাক্বিব' ও অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে উল্লেখ আছে যে, ইয়াযীদ সাইয়েদা যায়নাব (আ.)-এর দিকে তাকালো যেন তিনি কথা বলেন, কিন্তু তিনি ইমাম আলী বিন হোসেইন (আ.)-এর দিকে ইশারা করলেন এ বলে, **"সে আমাদের অভিভাবক এবং আমাদের ক্বওমের বক্তা।"**

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) বললেন, **"আমাদের জন্য সম্পদের লোভ এবং লালসা তোমার হৃদয়ে রেখো না যেন তুমি আমাদের পুরস্কৃত করো এবং যেন এতে আমরা তোমাকে সম্মান করি এবং যেন তুমি আমাদের ওপর অত্যাচার করো আর আমরা তোমার প্রতি অত্যাচারকে দূরে সরিয়ে দেই। আল্লাহ সাক্ষী যে আমরা তোমাকে পছন্দ করি না, না আমরা ঘৃণা করি যে তুমি আমাদের পছন্দ করো না।"** ইয়াযীদ বললো, "হে বৎস, তুমি সত্যি বলেছো, বরং তোমার বাবা ও দাদা সার্বভৌমত্ব চেয়েছিলো। সব প্রশংসা আল্লাহর যে তিনি তাদেরকে হত্যা করেছেন এবং তাদের রক্ত ঝরিয়েছেন, ইমাম (আ.) উত্তর দিলেন, **"নবুয়ত ও ইমামত সবসময়ই আমার পিতাদের ও পূর্বপুরুষদের জন্য নির্ধারিত ছিলো তোমার জন্মেরও বহু আগে থেকে।"** এ বিষয়ে সাইয়েদা সাকিনাহ (আ.) বলেছিলেন, **"আমি ইয়াযীদের চাইতে কর্কশ কোন ব্যক্তিকে দেখি নি, না দেখেছি কোন অবিশ্বাসী ও মুশরিক তার চাইতে নিকৃষ্ট ও অত্যাচারী।"**

'মানাক্বিব' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে ইয়াহইয়া বিন হাসান থেকে যে, ইয়াযীদ ইমাম যাইনুল আবেদীন (আ.)-কে বললো, "আমি আশ্চর্য হই তোমার বাবাকে নিয়ে যে তার সব ছেলের নাম রেখেছে আলী।" ইমাম (আ.) উত্তর দিলেন, **"আমার পিতা তার পিতাকে খুব বেশী ভালোবাসতেন, আর তাই তিনি তার ছেলেদের নাম রেখেছেন আলী।"**

সাইয়েদ ইবনে তাউস বলেন যে, ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথা রাখা হয়েছিলো ইয়াযীদের দিকে মুখ করে, আর নারীদের বসানো হয়েছিলো তার সিংহাসনের পেছনে, যেন তারা তা না দেখে। ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) মাথার দিকে তাকালেন এবং এরপরে কখনো তিনি কোন মাথার গোশতো খান নি। যখন সাইয়েদা যায়নাব (আ.)-এর দৃষ্টি এর ওপর পড়লো, তিনি নিজের জামার কলার ছিঁড়ে মর্মভেদী চিৎকার দিয়ে উঠলেন, **"হে হোসেইন, হে রাসূলুল্লাহর হাবীব, হে মক্কা ও মিনার সন্তান, হে নারীদের সর্দার ফাতেমাতুয যাহরার সন্তান, হে মুস্তাফা (সা.)-এর কন্যার সন্তান।"** বর্ণনাকারী বলেছে যে, যারা ইয়াযীদের কাছে উপস্থিত ছিলো তারা সবাই কাঁদতে শুরু করলো, কিন্তু ইয়াযীদ নিজে ছিলো চুপ। বনি হাশিমের এক নারী, যিনি ইয়াযীদের বাড়িতে ছিলেন, বিলাপ করতে শুরু করলেন ইমাম হোসেইন (আ.)-এর জন্য এবং উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগলেন, "হে প্রিয়, হে নবী পরিবারের অভিভাবক, হে মুহাম্মাদ (সা.)-এর সন্তান, হে বিধবা ও এতিমদের আশ্রয়, হে যাকে অবৈধ সন্তানেরা হত্যা করেছে।" বর্ণনাকারী বলেছে যে-ই তার কথা শুনতে পেলো কাঁদতে শুরু করলো।

যে ঘটনাটি হৃদয়কে এর দৃঢ় অবস্থান থেকে সরিয়ে দেয় এবং হৃদয়কে রাগ ও আক্রোশের আগুনে পুড়িয়ে দেয় তা হলো যে, তাদের মুক্ত জনের সামনে ওহীর কন্যাদেরকে এমনভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা যে, এমনকি তাদের শত্রুরাও তাদের জন্য কাঁদে।

ইয়াযীদ একটি বাঁশের কঞ্চি চেয়ে নিলো এবং তা দিয়ে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর দাঁতগুলোতে আঘাত করলো। তা দেখে, আবু বারযাহ আসলামি বললো, "তোমার জন্য আক্ষেপ হে ইয়াযীদ, তুমি হোসেইনের দাঁতে আঘাত করছো তোমার লাঠি দিয়ে? আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে

আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দেখেছি তার দাঁতগুলোতে চুমু দিতে এবং তার ভাই হাসানেরও।" এরপর সে বলতে শুরু করলো, "আপনারা দুজনই ছিলেন জান্নাতের যুবকদের সর্দার, আল্লাহ যেন আপনাদের হত্যাকারীদের হত্যা করেন এবং তাঁর গযব তাদের ওপর নেমে আসে এবং আল্লাহ যেন তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করেন এবং কী খারাপ পরিণতিই না তা হবে।" বর্ণনাকারী বলেছে একথা শুনে ইয়াযীদ ক্রোধে ফেটে পড়লো এবং বললো, "তাকে এখান থেকে বের করে দাও।" তাকে টেনে হিঁচড়ে বাইরে নিক্ষেপ করা হলো। এরপর ইয়াযীদ ইবনে যাব'আরির কবিতা আবৃত্তি করলো: "আহ আমার গোত্রের ব্যক্তিরা, যাদেরকে বদরে হত্যা করা হয়েছিলো এবং যারা খাযরাজ গোত্রকে আর্তনাদ করতে দেখেছিলো (ওহুদের যুদ্ধে) বর্শার আঘাতে আহত হয়ে, আজ যদি এখানে থাকতো, তারা আমাকে উচ্চ ধ্বনি দিয়ে অভিনন্দন জানাতো এবং বলতো, হে ইয়াযীদ, তোমার হাত যেন কখনো অলস না হয়ে যায়, কারণ আমরা তার (রাসূলুল্লাহর) গোত্রের সর্দারদের হত্যা করেছি, আমি তা বদরের প্রতিশোধ হিসাবে করেছি, যা এখন সম্পূর্ণ হয়েছে। বনি হাশিম শুধু সার্বভৌমত্ব নিয়ে একটি খেলা খেলেছে। কোন সংবাদ (রিসালাত) আসে নি, না কোন ওহী নাযিল হয়েছে। আমি খন্দকের পরিবারের একজন থাকতাম না, আমি আহমাদের বংশধরদের ওপরে যদি প্রতিশোধ না নিতাম তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য।"

সফর মাসের প্রথম দিন অভিশপ্ত ইয়াযীদের সামনে সাইয়েদা যায়নাব (আ.)-এর খোতবা

বর্ণনাকারী বলেছে যে, ইমাম আলী বিন আবি তালিব (আ.)-এর কন্যা সাইয়েদা যায়নাব (আ.) উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন,

সব প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালকের জন্য এবং শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর রাসূল এবং তার বংশধরদের সবার ওপর। কত সত্যই না আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেছেন:

ثُمَّ كَانَ عَٰقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَٰٓـُٔوا۟ ٱلسُّوٓأَىٰٓ أَن كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَكَانُوا۟ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١٠﴾

"অতএব অত্যন্ত খারাপ পরিণতি হলো তাদের যারা অত্যন্ত খারাপ কাজ করেছে, কারণ তারা আল্লাহর নিদর্শনগুলোকে মেনে দিতে অস্বীকার করেছে এবং তাদের প্রতি তারা টিটকারী করতো।" [সূরা রূম: ১০]

হে ইয়াযীদ, এখন যেহেতু তুমি পৃথিবীর পথ ও আকাশের দিগন্তকে আমাদের ওপর বন্ধ করে দিয়েছো এবং আমাদেরকে কয়েদীদের মত তাড়িয়ে এনেছো। তুমি কি মনে করো যে তুমি আমাদের আল্লাহর কাছে বেইযযতি করেছো এবং তোমাকে প্রিয় করেছো? আর তুমি এর কারণে

আল্লাহর কাছে সম্মান ও উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছো? আর তাই তুমি আমাদেরকে নীচু মনে করে তাকাচ্ছো এবং অহংকারী, আনন্দিত ও উচ্ছসিত হচ্ছো যে পৃথিবী তোমার দিকে ফিরে এসেছে? তুমি মনে করেছো যে তোমার কাজ গোছানো, আর সার্বভৌমত্ব ও রাজ্য তোমার জন্য প্রীতিকর? মনে হচ্ছে তুমি ধীরে ধীরে সর্বশক্তিমান ও পবিত্র আল্লাহর কথাগুলো ভুলে গেছো, "যারা অবিশ্বাসী তারা যেন মনে না করে যে তাদেরকে আমরা যে সময় দিচ্ছি তা তাদের জন্য কল্যাণকর; আমরা তাদের শুধু সময় দেই এজন্যে যে তারা যেন গুনাহতে বৃদ্ধি পায়, আর তাদের জন্য আছে অপমানকর শাস্তি।" এটিই কি ন্যায়বিচারের সংস্কৃতি যে তুমি তোমার পরিবারের নারীদের এবং নারী গৃহকর্মীদের পর্দার আড়ালে বসাবে আর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কন্যাদের বন্দী করবে, তাদেরকে প্রদর্শনী বানাবে? তুমি তাদের বোরখা ছিনিয়ে নিবে আর তাদেরকে বেআব্রু করে রাখবে, আর তাদের শত্রুরা তাদেরকে অন্যদের সামনে প্রদর্শন করে বেড়াবে এক শহর থেকে আরেক শহরে এবং প্রত্যেক নদী ও শহরের অধিবাসীরা তাদেরকে এক নজর দেখবে? এবং তাদের দিকে তাকাবে প্রত্যেক ঘনিষ্ঠ ও অঘনিষ্ঠ মানুষ, নীচ ও সম্মানিত লোকেরাও, যখন তাদের সাথে থাকবে না পুরুষ অথবা নির্ভরযোগ্য কোন ব্যক্তি? কী তাক্বওয়া আমরা তাদের কাছ থেকে আশা করতে পারি যারা পরহেযগারদের (মুত্তাকীদের) কলিজা খেয়েছে এবং যাদের গায়ে মাংস গজিয়েছে শহীদদের রক্ত (পান) থেকে? কীভাবে সে আমাদের প্রতি তার ঈর্ষা কমাবে, যে আমাদের আহলুল বাইতের দিকে তাকায় দাম্ভিকতা, শত্রুতা এবং ঘৃণার দৃষ্টিতে? এবং সে বীরত্বের সাথে ঘোষণা করে যে, তারা আমাকে উচ্চকণ্ঠে অভিনন্দন জানাতো এবং বলতো: হে ইয়াযীদ, তোমার হাত দুটো যেন অলস না হয়ে যায়, এরপর তুমি আবু আব্দুল্লাহ (আ.), যিনি জান্নাতের সর্দার, তার দাঁতের দিকে মনোযোগ দিয়েছো এবং এতে আঘাত করেছো তোমার হাতের কঞ্চি দিয়ে? তাই এরকম কেনইবা তুমি বলবে না? তুমি আঘাতকে এর গভীরতম তলায় পৌঁছে দিয়েছো এবং আদি উৎসকে উপড়ে ফেলেছো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সন্তান ও আব্দুল মোত্তালিবের বংশ থেকে পৃথিবীর নক্ষত্রদের একজনের রক্ত ঝরানোর মাধ্যমে। এরপর তুমি উচ্চকণ্ঠে তোমার পূর্বপুরুষদের সম্বোধন করেছো এবং তোমার অনুমানে তাদেরকে ডেকে আনছো? খুব শীঘ্রই তুমিও তাদের শেষ পরিণতির সম্মুখীন হবে। আর তখন তুমি বলবে হায় যদি তুমি অবশ হতে এবং বোবা হতে তাহলেতো একথাগুলো বলতে হতো না এবং এমন চরিত্র তোমার হতো না।

হে আল্লাহ, আমাদের অধিকারকে তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিন এবং আমাদের ওপর যারা অত্যাচার করেছে তাদের ওপর প্রতিশোধ নিন এবং আপনার গযব পাঠান তাদের ওপরে যারা আমাদের রক্ত ঝরিয়েছে এবং আমাদের সাহায্যকারীদের হত্যা করেছে। আল্লাহর শপথ, তুমি তোমার নিজের চামড়া ছিঁড়েছো এবং তোমার নিজের মাংস টেনে ছিঁড়েছো এবং তুমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সন্তানের রক্ত ঝরানোর এবং তার পরিবার ও অনুসারীদের পবিত্রতা লঙ্ঘনের বিরাট বোঝা নিয়ে তার সামনে যাবে, এমন জায়গায় যেখানে আল্লাহ জড়ো করবেন তাদের ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়াদের এবং সংখ্যা বৃদ্ধি করবেন তাদের মধ্যে যারা ছড়িয়ে পড়েছিল, আর তাদের কাছে তাদের অধিকার উপহার দিবেন,

وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

"এবং ভেবো না যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তারা মৃত, তারা জীবিত, তাদের রবের সাথে আছে, রিযক্ব লাভ করছে।" [আল ইমরান: ১৬৯]

আল্লাহ তোমার ওপরে বিচারক হিসাবে যথেষ্ট এবং রাসূল হবেন তোমার শত্রু এবং তিনি জীবরাঈলের সমর্থন পাবেন। খুব শীঘ্রই তোমার বাবা, যে তোমাকে রাজ্য প্রস্তুত করে দিয়ে গেছে এবং তোমাকে মুসলমানদের ঘাড়ে বসিয়ে গেছে, বুঝতে পারবে অত্যাচারীদের জন্য কত খারাপ এক জায়গা অপেক্ষা করছে।

কী খারাপ স্থানই না তুমি অর্জন করেছো এবং কী দুর্বল সামরিক বাহিনীইনা তোমার। যা হোক, অপ্রীতিকর পরিস্থিতি আমাকে বাধ্য করেছে তোমার সাথে কথা বলতে, যখন আমি মনে করি তোমার স্থান অত্যন্ত নিচে এবং তোমার তিরস্কার খুবই বড় এবং এও চাই যে তোমাকে অনেক তাচ্ছিল্য করি। কিন্তু চোখগুলো ফুলে উঠেছে এবং হৃদয়গুলো ছিটকে বেরিয়ে যেতে চায়। সাবধান, এটি আশ্চর্য যে আল্লাহর কাছে মর্যাদাবান ব্যক্তিদের দলটিকে হত্যা করবে মুক্তদের সেনাবাহিনী, যারা শয়তান। এ হাতগুলোই আমাদের রক্ত মুঠোয় চেপে ধরেছে এবং এ চোয়ালগুলোই আমাদের মাংস গোগ্রাসে খেয়েছে। আর এগুলো হলো পবিত্র ও জ্যোতির্ময় লাশসমূহ যেগুলোকে এখন পাহারা দিচ্ছে নেকড়েরা এবং হায়েনাগুলো বার বার বালি ছিটিয়ে দিচ্ছে তাদের দেহের ওপর। আর এখন তুমি মনে করছো আমরা তোমার গনিমত,

ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿١٠﴾

"এটি হচ্ছে সে কারণে যা তোমাদের হাত সামনে পাঠিয়েছিলো (যা তোমরা তোমাদের জীবনে করেছিলে) এবং আল্লাহ তার দাসদের প্রতি কখনো জুলুম করেন না।" [সূরা হাজ্ব: ১০]

আমি আল্লাহর কাছে অভিযোগ করি এবং শুধু তাঁর ওপরেই নির্ভর করি। এরপর তুমি তোমার যে কোন ফাঁদ পাততে পারো এবং তোমার ইচ্ছানুযায়ী যে কোন পদক্ষেপ নিতে পারো এবং চেষ্টা করে যাও যত চাও। আল্লাহর শপথ, তুমি কখনোই আমাদের কথা মুছে ফেলতে পারবে না এবং ওহীকে আমাদের মাঝ থেকে উৎখাত করতে পারবে না, না তুমি এ ঘটনার লজ্জাকে মুছে ফেলতে পারবে। তোমার অভিমত ভ্রান্তিপূর্ণ এবং তোমার দিনগুলো কম। আর তোমার দল ছত্রভঙ্গ থাকবে যেদিন আহ্বানকারী আহ্বান করবে: জেনে রাখো,

أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٨﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহর অভিশাপ জালিমদের ওপরে।" [সূরা হুদ: ১৮]

সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি জগতসমূহের সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক, যিনি আমাদের শুরুতে শান্তি বর্ষণ করেছেন এবং যিনি শাহাদাতকে বরকতসহ আমাদের পরিণতি হিসাবে নির্ধারন করেছেন। আমি আল্লাহর কাছে চাই যেন তিনি তাঁর পুরস্কারকে তাদের জন্য পূর্ণ করেন এবং তা আরও বৃদ্ধি করে দেন এবং তাদের উত্তরাধিকার হিসেবে আমাদের ওপর সদয় হয়ে ফেরেন, কারণ তিনি ক্ষমাশীল ও একজন বন্ধু।

حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾

"আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি হলেন শ্রেষ্ঠ নিরাপত্তাদানকারী।"

[সূরা আল ইমরান: ১৭৩]

সাইয়েদা যায়নাব (আ.)-এর এ দীর্ঘ ও গুরুভার বক্তব্যের উত্তরে ইয়াযীদ বললো, "শোকার্ত নারীর বিলাপ প্রশংসনীয়, কিন্তু মৃত্যু বিলাপরত নারীর জন্য আরও সহজ।" ইয়াযীদের প্রতি ইবনে আব্বাসের চিঠিতে, সবচেয়ে কঠোর তিরস্কার ছিলো এই যে, "তুমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নারী-স্বজন ও সন্তানদের বন্দী করে নিয়ে গেছো ইরাক থেকে সিরিয়াতে এবং তাদের মালামাল লুট করেছো এবং তোমার শক্তি প্রদর্শন করেছো আমাদের ওপর যেন জনগণ তা তাকিয়ে দেখে? তুমি আমাদের শক্তি প্রয়োগে দমন করেছো এবং রাসূলুল্লাহর বংশের ওপর অধিপত্য দেখিয়েছো। এরপর তোমার মতে তুমি বদরে নিহত তোমার পরিবারের কাফের ও শয়তান স্বভাবের লোকদের রক্তের প্রতিশোধ নিয়েছো। এরপর তোমার লুকোন প্রতিশোধ স্পৃহা প্রকাশ করেছো এবং চকমকি পাথরের ভেতরে লুকানো আগুনের মত তোমার হিংসাকে প্রকাশ করেছো। তুমি এবং তোমার বাবা উসমানের রক্তের প্রতিশোধ নেয়ার বাহানা ধরেছো। কিয়ামতের দিনের বিচারকের অভিশাপ তোমার ওপর পড়ুক। আল্লাহর শপথ, যদি তুমি আমার তরবারীর আঘাত থেকে নিরাপদও থাকো তুমি আমার জিহবার তরবারিতে পিষে যাবে। তোমার মুখে বালি প্রবেশ করুক, হে পাপাচারী, হে অকল্যাণ বহনকারী, তুমি পাথর বর্ষণ ও তিরস্কারের জন্য যোগ্য। যদি তুমি আজ আমাদের ওপর বিজয় লাভ করে থাকো, প্রতারিত হয়ো না, কারণ আগামীকাল আমরা সফলতা লাভ করবো ন্যায়পরায়ণ শাসকের সামনে, যার বিচারিক রায় (সত্যের) পরস্পর বিরোধী নয়। খুব শীঘ্রই তিনি তোমাকে মারাত্মক অবস্থায় ঢেকে ফেলবেন এবং তোমাকে এ পৃথিবী ছেড়ে যেতে বাধ্য করবেন একজন প্রকৃত পাপাচারী, বঞ্চিত এবং অপরাধী হিসাবে। তোমার বাবা যেন কখনো না বাঁচে। যত ইচ্ছা খেয়ে নাও, যেন তোমার গুনাহ আল্লাহর সামনে বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।"

وَٱلسَّلَٰمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰ ﴿١٧٧﴾

"এবং তার ওপর সালাম যে হেদায়েত অনুসরণ করে।" [সূরা তা-হা: ৪৭]

শেইখ মুফীদ বর্ণনা করেছেন সাইয়েদা ফাতেমা বিনতে হোসেইন (আ.) থেকে যে, যখন আমরা ইয়াযীদের সামনে বসেছিলাম, সে আমাদের অবস্থা দেখে করুণা প্রকাশ করলো। সিরিয়াবাসীদের মধ্যে লাল চেহারার একজন উঠে দাঁড়িয়ে বললো, "হে বিশ্বাসীদের আমির (আউযুবিল্লাহ) আমাকে এ মেয়েটি উপহার দিন", এবং 'এ' বলার মাধ্যমে সে আমাকে বুঝাচ্ছিলো। আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলাম এবং অনুমান করলাম যে একাজ তাদের জন্য সহজ। আমি আমার ফুফু যায়নাব (আ.)-এর কোলে সেঁটে রইলাম, যিনি অবশ্য জানতেন তা কখনো ঘটবে না। আমার ফুফু সিরিয় ব্যক্তিকে বললেন, **"আল্লাহর শপথ, তুমি মিথ্যা বলছো, আর তুমি তোমার নীচ প্রকৃতির প্রকাশ ঘটিয়েছো। তোমার এবং তার কোন ক্ষমতা নেই তা করার।"** ইয়াযীদ ক্রুদ্ধ হয়ে বললো, "তুমি মিথ্যা কথা বলছো, আল্লাহর শপথ, আমার একাজ করার অধিকার আছে।" সাইয়েদা যায়নাব (আ.) উত্তর দিলেন, **"না, আল্লাহর শপথ, আল্লাহ তোমাকে এ ক্ষমতা দেন নি, যদি না তুমি আমাদের উম্মত পরিত্যাগ করো এবং অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করো।"** এ কথা শুনে ইয়াযীদের রাগ দ্বিগুণ হলো এবং চিৎকার করে বললো, "তুমি আমার সাথে এভাবে কথা বলো? অবশ্যই তোমার বাবা ও তোমার ভাই-ই ধর্ম ত্যাগ করেছিলো (আউযুবিল্লাহ)।" সাইয়েদা যায়নাব (আ.) বললেন, **"তুমি যদি মুসলমান হয়ে থাকো, এবং তোমার দাদা ও বাবা, তাহলে আল্লাহর ধর্মের সঠিক পথ পেয়েছো, যা আমার বাবা ও আমার ভাইয়ের ধর্ম।"** একথা শুনে ইয়াযীদ বললো, "হে আল্লাহর শত্রু (আউযুবিল্লাহ), তুমি মিথ্যা বলছো।" সাইয়েদা যায়নাব বললেন, **"সার্বভৌমত্ব এখন তোমার, আর তুমি জুলুমের মাধ্যমে গালি দিচ্ছো এবং তুমি যেকোন ব্যক্তিকে তিরস্কার করছো তোমার শাসন ক্ষমতার শক্তি দিয়ে।"** ইয়াযীদ এ কথা শুনে লজ্জা পেলো এবং চুপ করে রইলো। তখন সিরিয় ব্যক্তিটি আবার অনুরোধ করলো তাকে মেয়েটি উপহার দেয়ার জন্য। ইয়াযীদ চিৎকার করে বললো, "বের হ, তোকে যেন আল্লাহ হত্যা করে।"[৯] সিবতে ইবনে জাওযি তার 'তাযকিরাতুল খাওয়াস' গ্রন্থে, হিশাম বিন মুহাম্মাদ (কালবি) থেকে এবং শেইখ শাদূক তার 'আমালি' গ্রন্থে, এবং ইবনে আসীর তার 'কামিল' গ্রন্থে সংক্ষেপে এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন, তবে তাদের দুজনই (সাদূক ও ইবনে আসীর) বলেছেন তা ছিলো ফাতিমা বিনতে আলীর বিষয়ে। ফাতেমা বিনতে হোসেইনের জায়গায়।

---

[৯] ইবনে নিমার 'মাক্বতাল' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, সিরিয়রা এলো ইয়াযীদের কাছে বিজয়ের জন্য তাকে অভিনন্দন জানাতে। তাদের মাঝে নীল চোখ বিশিষ্ট এক লাল চেহারার ব্যক্তি ফাতেমা বিনতে হোসেইন (আ.)-এর দিকে তাকালো, যার আলোকিত চেহারা ছিলো, এবং এরপর বললো, "হে বিশ্বাসীদের আমির (আউযুবিল্লাহ), এ মেয়েটিকে আমার কাছে উপহার দিন।" ফাতেমা (আ.) তার ফুফুর দিকে তাকালেন এবং বললেন, "আমি ইয়াতিম হয়েছি, এখন কি আমাকে দাসীও হতে হবে?" সাইয়েদা যায়নাব (আ.) বললেন, "না, আল্লাহর শপথ, হে সিরিয়, এটি তোমার বা ইয়াযীদ কারো জন্যে সম্ভব নয়, যদি না তোমরা আমাদের ধর্ম ত্যাগ কর।" সিরিয় ব্যক্তি আবার অনুরোধ করলো এবং ইয়াযীদ বললো, "আল্লাহ তোকে হত্যা করুক।" এরপর সে ইবনে যাব'আরির কবিতা আবৃত্তি করলো। এরপরে ইমাম আলী (আ.)-এর কন্যা উঠে দাঁড়ালেন এবং খোতবা দিলেন। এরপর ইয়াযীদ একজন বাগ্মী বক্তাকে ডেকে পাঠালো, এবং তাকে মিম্বরে ওঠার হুকুম দিলো। এখানে তিনি সাইয়েদ ইবনে তাউসের বর্ণনাটি পুনরোল্লেখ করেছেন, যা আমরা এরপরে উল্লেখ করবো।

'মালহুফ' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, সিরিয় ব্যক্তি ফাতেমা বিনতে হোসেইন (আ.)-এর দিকে তাকালো এবং বললো, "হে বিশ্বাসীদের আমির (আউযুবিল্লাহ), আমাকে এ মেয়েটি উপহার দিন।" ফাতেমা তার ফুফুর দিকে ফিরলেন এবং বললেন, **"হে ফুফু, আমাকে দ্রুত সাহায্য করুন। আমি এতিম হয়েছি, আমাকে কি এখন একজন দাসীও হতে হবে?"** তিনি (আ.) বললেন, **"এ খবীস ব্যক্তির কোন ক্ষমতা নেই।"**

সিরিয় ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, "সে কার কন্যা?" ইয়াযীদ উত্তর দিলো, "সে ফাতেমা, হোসেইনের কন্যা, আর সে হচ্ছে যায়নাব, আলীর কন্যা।" সিরিয় ব্যক্তিটি বললো, "হোসেইন, যে ফাতেমা ও আলী বিন আবি তালিবের সন্তান?" ইয়াযীদ বললো, "হ্যাঁ"। তা শুনে সিরিয় ব্যক্তি বললো, "আল্লাহর অভিশাপ পড়ুক তোমার ওপরে ইয়াযীদ। তুমি রাসূলের সন্তানকে হত্যা করেছো এবং তার পরিবারকে বন্দী করেছো? আমি ভেবেছিলাম এরা রোমীয় বন্দী।" ইয়াযীদ বললো, "আমি তোমাকে তাদের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।" একথা বলে সে তার মাথা কেটে ফেলার জন্য আদেশ করলো।

শেইখ সাদূক্বের 'আমালি' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, ইয়াযীদ আদেশ দিলো ইমাম হোসেইন (আ.)-এর পরিবারকে এবং ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)-কে একটি কারাকক্ষে আটকে রাখতে যেখানে তারা নিজেদেরকে গরম ও ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা করতে পারবে না। তারা সেখানে রইলেন সে সময় পর্যন্ত যখন তাদের চেহারার মাংস ফেটে গিয়েছিলো এবং উঠে আসছিলো।

'মালহুফ' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, ইয়াযীদ একজন বক্তাকে ডেকে পাঠালো এবং তাকে মিম্বরে উঠে ইমাম হোসেইন (আ.) ও তার পিতা (আ.)-কে গালিগালাজ করতে বললো। সে মিম্বরে উঠলো এবং বিশ্বাসীদের আমির ইমাম আলী (আ.) এবং ইমাম হোসেইন (আ.)-কে গালি-গালাজ করতে শুরু করলো এবং মুয়াবিয়া ও ইয়াযীদের প্রশংসা করতে লাগলো। (ইমাম) আলী বিন হোসেইন (আ.) উচ্চকণ্ঠে তাকে বললেন, **"হে তুমি যে ওয়াজ করছো, তুমি সৃষ্টিকর্তার ক্রোধ ডেকেছো সৃষ্টিকে খুশী করতে গিয়ে, আর তোমার স্থান হলো জাহান্নামে।"**

ইবনে সিনান খাফাজি কত সুন্দর করেই না বিশ্বাসীদের আমির (আলী) (আ.)- এর প্রশংসা করেছে, "তোমরা মিম্বরে উঠে তাকে গালিগালাজ দিচ্ছো, যার তরবারির মাধ্যমে মিম্বর পেয়েছো?"

আমরা (লেখক) বলি যে, খাফাজি ছিলেন আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন সিনান, যিনি ইবনে সিনান হিসাবে সুপরিচিত। সে বনি আমিরের খাজাফাহ গোত্রের একজন, আর নিচের কবিতাটিও সে আবৃত্তি করেছে, "হে উম্মত যারা অবিশ্বাসীতে পরিণত হয়েছে, যদিও তারা কোরআন তেলাওয়াত করে, যার ভেতরে আছে তাদের জন্য তিরস্কার ও হেদায়াত, তোমরা মিম্বরে উঠে তাকে গালিগালাজ করছো যার তরবারির মাধ্যমে মিম্বর পেয়েছো, তোমরা তোমাদের হৃদয় হিংসায় পূর্ণ করে নিয়েছো বদরের (যুদ্ধের) দিনগুলো থেকে, আর হোসেইন (আ.)-এর শাহাদাত হলো লুকোন অনেক ধরনের বিদ্বেষের ফলাফল।"

ইমাম আলী বিন হোসেইন (আ.)-এর খোতবা

'বিহার আল আনওয়ার' গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে এবং 'মানাক্বিব'-এর লেখক এবং অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াযীদ একটি মিম্বর তৈরী করতে বললো এবং এরপর একজন বক্তাকে ডেকে পাঠালো। সে তাকে আদেশ করলো ইমাম হোসেইন (আ.) ও ইমাম আলী (আ.)-কে তিরস্কার করার জন্য এবং তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে জনতার সামনে বলার জন্য। বক্তা মিম্বরে উঠলো এবং আল্লাহর হামদ ও তাসবিহ করলো এবং ইমাম আলী (আ.) ও ইমাম হোসেইন (আ.)-কে প্রচুর গালিগালাজ করলো। এরপর দীর্ঘ সময় ধরে মুয়াবিয়া ও ইয়াযীদের প্রশংসা করলো এবং তারা অনেক ভালো কাজ করেছে বলে উল্লেখ করলো। তখন ইমাম আলী বিন হোসেইন (আ.) তাকে উচ্চকণ্ঠে বললেন,

"হে তুমি, যে ওয়াজ করছো, দুর্ভোগ হোক তোমার, তুমি সৃষ্টিকর্তার ক্রোধ ডেকেছো সৃষ্টিকে খুশী করতে গিয়ে, আর তোমার স্থান হলো জাহান্নামে।" এরপর তিনি ইয়াযীদের দিকে ফিরলেন এবং বললেন, **"তুমি কি আমাকে অনুমতি দিচ্ছো কিছু বলার জন্য যা আল্লাহর জন্য সন্তুষ্টির এবং যারা উপস্থিত আছে তাদের জন্য হবে পুরস্কার?"** ইয়াযীদ তা প্রত্যাখ্যান করলো, কিন্তু জনতা বললো, "তাকে অনুমতি দিন মিম্বরে ওঠার জন্য, হয়তোবা আমরা তার কাছ থেকে (মূল্যবান) কিছু শুনতে পাবো।" ইয়াযীদ বললো, "যদি আমি তাকে অনুমতি দিই মিম্বরে ওঠার জন্য সে তা থেকে নামবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আমাকে ও আবু সুফিয়ানের বংশকে অপমানিত করবে।" তারা বললো, "কিভাবে এ অসুস্থ যুবক তা করবে?" ইয়াযীদ বললো, "সে এমন এক পরিবার থেকে এসেছে যারা শিশুকালেই দুধের সাথে প্রজ্ঞা পান করেছে।" তারা তাকে চাপ দিতে থাকলো যতক্ষণ না সে তাতে রাজী হলো। ইমাম (আ.) মিম্বরে উঠলেন, তিনি আল্লাহর হামদ ও তাসবিহ করলেন এবং একটি খোতবা দিলেন যা চোখগুলোকে কাঁদালো এবং হৃদয়গুলোকে কাঁপিয়ে দিলো। এরপর তিনি বললেন,

"হে জনতা, আমাদেরকে ছয়টি গুণাবলী ও সাতটি মর্যাদা দেয়া হয়েছে (আল্লাহর পক্ষ থেকে)। জ্ঞান, সহনশীলতা, উদারতা, বাগ্মিতা, সাহস ও বিশ্বাসীদের অন্তরে আমাদের জন্য ভালোবাসা - যা আমাদের মাঝে উপস্থিত। আর আমাদের মর্যাদাগুলো হলো যে, যে রাসূল দায়িত্বে আছেন তিনি আমাদের মাঝ থেকে; সত্যবাদী (ইমাম আলী) আমাদের মাঝ থেকে; যিনি ওড়েন (জাফর আত তাইয়ার) তিনি আমাদের মাঝ থেকে, আল্লাহর সিংহ এবং তাঁর রাসূলেরও - আমাদের মাঝ থেকে; আর উম্মতের দুই সিবত আমাদের মাঝ থেকে। যারা আমাকে জানে তারাতো আমাকে জানেই; যারা আমাকে চেনে না, আমি তাদের জন্য আমার বংশধারা ও পূর্বপুরুষদের পরিচয় প্রকাশ করছি যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা আমাকে চিনতে পারে। হে জনতা, আমি মক্কা ও মিনার সন্তান, আমি যমযম ও সাফা-এর সন্তান। আমি তার সন্তান যিনি কালো পাথরকে (হাজর আল আসওয়াদ) তুলেছিলেন তার কম্বলের প্রান্ত ধরে। আমি সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সন্তান যিনি সুন্দর করে পাজামা ও আলখাল্লা পড়তেন। আমি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সন্তান যিনি কাবা

তাওয়াফ করেছেন, সাঈ করেছেন। আমি সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সন্তান যিনি হজ্ব করেছেন এবং তালবিয়া উচ্চারণ করেছেন। আমি তার সন্তান যাকে রাতের বেলা মাসজিদুল আকসাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো (মেরাজের সময়), আমি তার সন্তান যাকে সিদরাতুল মুনতাহাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো, আমি তার সন্তান যে-

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ﴿٨﴾

"এরপর নিকটবর্তী হলো এবং স্থির ঝুলে রইলো (সৃষ্টি ও সৃষ্টির) মাঝে।" [সূরা নাজম: ৮]

আমি তার সন্তান যে ছিলো-

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴿٩﴾

"দুই ধনুক পরিমাণ (পরস্পর মুখোমুখি) অথবা তার চাইতেও কাছে।" [সূরা নাজম: ৯]

আমি তার সন্তান যাকে সর্বশক্তিমান ওহী দান করেছিলেন, যা তিনি প্রকাশ করেছিলেন। আমি হোসেইন (আ.)-এর সন্তান, যাকে কারবালায় হত্যা করা হয়েছে; আমি আলীর সন্তান, যিনি মুর্তাযা (অনুমোদনপ্রাপ্ত); আমি মুহাম্মাদের সন্তান, যাকে বাছাই করা হয়েছিলো; আমি ফাতেমাতুয যাহরা (আ.)-এর সন্তান, আমি সিদরাতুল মুনতাহার সন্তান, আমি শাজারাতুল মুবারাকাহ (বরকতময় গাছ)-এর সন্তান, আমি তার সন্তান যার শোকে রাতের অন্ধকারে জিনরা বিলাপ করেছিলো, আমি তার সন্তান যার জন্য পাখিরা শোক পালন করেছিলো।"

'কামিলে বাহাঈ' গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে যে, ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) ইয়াযীদকে বলেছিলেন যে সে যেন তাকে জুম'আর দিন খোতবা দিতে দেয়। এতে সে রাজী হয়েছিলো। জুম'আর দিন ইয়াযীদ এক অভিশপ্তকে আদেশ করলো মিম্বরে উঠতে এবং ইমাম আলী (আ.) ও ইমাম হোসেইন (আ.)-কে যত পারে তত গালি দিতে এবং খলিফা উমর ও খলিফা আবু বকরের প্রশংসা করতে। অভিশপ্ত ব্যক্তিটি মিম্বরে উঠলো এবং তার যা ইচ্ছা বললো। তখন ইমাম (আ.) বললেন, **"আমাকে অনুমতি দাও খোতবা দেয়ার জন্য।"** ইয়াযীদ তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে অস্বীকার করলো এবং তাকে অনুমতি দিলো না। জনতা চাপ প্রয়োগ করলো, কিন্তু সে অনুমতি দিলো না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার নাবালক সন্তান মুয়াবিয়া বললো, "হে বাবা, তার খোতবা কোন দিকে নিয়ে যেতে পারে? তাকে খোতবা দেয়ার জন্য অনুমতি দিন।" ইয়াযীদ বললো, "তুমি তাদের কাজ সম্পর্কে জানো না, তারা প্রজ্ঞা ও বাগ্মীতা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। আর আমি আশঙ্কা করি তার খোতবা হয়তো বিদ্রোহের সৃষ্টি করতে পারে এবং আমাদের মাথার ওপরে ঘুরতে পারে।" এরপর সে তাকে অনুমতি দিলো। ইমাম (আ.) মিম্বরে উঠলেন এবং বললেন,

"প্রশংসা আল্লাহর যার কোন শুরু নেই এবং যিনি চিরস্থায়ী যার কোন শেষ নেই, তিনি সবার প্রথমে যাঁর কোন শুরু নেই এবং তিনি সবার শেষে যার শেষের কোন শেষ নেই, সবকিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে শুধু তাঁর সত্তা ছাড়া, তিনি দিন ও রাতের পরিমাপ নির্ধারণ করেন, পরিণতি প্রস্তুত করেন এবং বরকতময় আল্লাহ্, তিনিই একমাত্র বাদশাহ্, সর্বজ্ঞানী।"

এরপর বললেন,

"আল্লাহ্ আমাদেরকে দান করেছেন জ্ঞান, সহনশীলতা, উদারতা, বাগ্মীতা, সাহস এবং বিশ্বাসীদের অন্তরে ভালোবাসা। আর আমাদের মর্যাদা হলো, যে রাসূল দায়িত্বে আছেন তিনি আমাদের মাঝ থেকে, এ ছাড়াও শহীদদের সর্দার (হামযা) এবং জাফর, যিনি বেহেশতে ওড়েন এবং এ উম্মতের দুই সিব্‌ত (ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেইন-আ.) আমাদের মাঝ থেকে এবং মাহদী (আ.)-ও যিনি 'দাজ্জাল'-কে হত্যা করবেন। হে জনতা, যারা আমাকে চিনে তারাতো চিনেই, আর যারা আমাকে চিনো না, তাদের জন্য আমার বংশবৃক্ষ ও পূর্বপুরুষের পরিচয় দিচ্ছি যতক্ষণ না তারা আমাকে চিনতে পারে। হে জনতা, আমি মক্কা ও মিনার সন্তান, আমি যমযম ও সাফা-এর সন্তান, আমি তার সন্তান যিনি তার কম্বলের পাশ ধরে হাজর আল আসওয়াদ (কালো পাথর) তুলেছিলেন। আমি সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সন্তান যার কারণে পাজামা ও আলখাল্লা সৌন্দর্য পেয়েছিলো। আমি সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সন্তান যারা (কা'বা) তাওয়াফ করেছিলো এবং সাঈ করেছিলো। আমি সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সন্তান যারা হজ্ব সম্পাদন করেছিলো এবং তালবিয়াহ উচ্চারণ করেছিলো। আমি তার সন্তান যাকে রাতে মসজিদ আল আক্বসাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো (মেরাজে)। আমি তার সন্তান যাকে সিদরাতুল মুনতাহাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। আমি তার সন্তান যে নিকটবর্তী হলো এবং স্থির হয়ে রইলো (সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টির মাঝে মেরাজের রাতে), আমি তার সন্তান, যে ছিলো নিকটে, দুই ধনুক পরিমাণ দূরত্বে অথবা তারও কাছে (সামনা সামনি)। আমি তার সন্তান যাকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ ওহী পাঠিয়েছিলেন, যা তিনি প্রকাশ করেছিলেন। আমি সন্তান হোসেইন (আ.)-এর, যাকে কারবালায় হত্যা করা হয়েছে, আমি সন্তান আলীর, যাকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে (মুরতাযা), আমি সন্তান মুহাম্মাদ (সা.)-এর, যিনি ছিলেন নির্বাচিত, আমি সন্তান ফাতেমা যাহরা (জোতির্ময়) (আ.)-এর, আমি সন্তান সিদরাতুল মুনতাহার, আমি সন্তান শাজারাতুল মুবারাকাহর (পবিত্র বৃক্ষের), আমি সন্তান তার যাকে রক্তে ও বালিতে মাখা হয়েছে, আমি সন্তান তার যার জন্যে জিনরা বিলাপ করেছে রাতের অন্ধকারে, আমি সন্তান তার যার জন্যে পাখিরা শোক পালন করেছে।" যখন খোতবা এ পর্যায়ে পৌছলো জনতা কাঁদতে ও বিলাপ করতে শুরু করলো এবং ইয়াযীদ আশঙ্কা করলো এতে বিদ্রোহ শুরু হয়ে যেতে পারে। সে মুয়ায্‌যিনকে ডেকে বললো, "নামাযের ঘোষণা দাও।" মুয়ায্‌যিন উঠলো এবং বললো, "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।" ইমাম বললেন, **"আল্লাহ শ্রেষ্ঠতর এবং সর্বোচ্চ, সবচেয়ে সম্মানিত এবং সবচেয়ে দয়ালু তার চাইতে যা আমি ভয় করি এবং যা আমি এড়িয়ে যাই।"** এরপর সে বললো, "আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।" ইমাম বললেন, **"নিশ্চয়ই আমিও স্বাক্ষী দিচ্ছি অন্যদের সাথে যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং তিনি ছাড়া কোন মালিক নেই, আর আমি প্রত্যেক অস্বীকারকারীকে প্রত্যাখ্যান করি।"** যখন সে বললো, "আমি স্বাক্ষী দিচ্ছি মুহাম্মাদ

(সা.) আল্লাহর রাসূল," ইমাম নিজের মাথা থেকে পাগড়ী নামিয়ে নিলেন এবং মুয়ায্যিনের দিকে ফিরে বললেন, **"আমি এ মুহাম্মাদের (সা.) নামে অনুরোধ করছি, এক মুহূর্ত নীরব থাকার জন্য।"** এরপর তিনি ইয়াযীদের দিকে ফিরে বললেন, **"হে ইয়াযীদ, এ সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ রাসূল কি আমার প্রপিতামহ নাকি তোমার? যদি তুমি বলো যে তোমার প্রপিতামহ, তাহলে গোটা পৃথিবী জানে তুমি মিথ্যা বলছো। আর যদি তুমি বল যে তিনি আমার প্রপিতামহ, তাহলে কেন তুমি আমার পিতাকে জুলমের মাধ্যমে হত্যা করেছো এবং তার মালপত্র লুট করেছো এবং তার নারী-স্বজনদের বন্দী করেছো?** এ কথা বলে ইমাম (আ.) নিজের জামার কলার ছিঁড়ে ফেললেন ও কাঁদলেন। এরপর বললেন, **"আল্লাহর শপথ, এ পৃথিবীর ওপরে আমি ছাড়া কেউ নেই যার প্রপিতামহ হলেন রাসূলুল্লাহ (সা.), কেন এ লোকগুলো আমার পিতাকে জুলুমের মাধ্যমে হত্যা করেছে এবং আমাদেরকে রোমানদের মত বন্দী করেছে?"** এরপর বললেন, **"হে ইয়াযীদ, তুমি এটা করে আবার বলছো যে মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল এবং তুমি ক্বিবলার দিকে মুখ ফিরাও, অভিশাপ তোমার ওপর ঐদিন যেদিন আমার প্রপিতামহ এবং পিতা তোমার ওপর ক্রোধান্বিত হবেন।"** এ কথা শুনে ইয়াযীদ মুয়ায্যিনকে নামাযের ইক্বামাহ দিতে বললো। লোকজনের ভেতর গুঞ্জন উঠলো এবং তাদের ভেতর একটি তোলপাড় শুরু হলো। এরপর একটি দল তার সাথে নামাজ পড়লো এবং অন্যরা পড়লো না এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে চলে গেলো।

এরপর সাইয়েদা যায়নাব (আ.) ইয়াযীদের কাছে একটি সংবাদ পাঠালেন যে তার উচিত তাদেরকে অনুমতি দেয়া যেন তারা ইমাম হোসেইন (আ.)-এর ওপরে শোক পালন করতে পারেন। সে তাদেরকে অনুমতি দিলো এবং তাদেরকে 'দার আল হিজারাহ'-তে থাকতে দিলো। তারা সেখানে শোক সবাবেশ পালন করলেন সাত দিন ব্যাপী। প্রত্যেক দিন সকালে বিপুল সংখ্যক সিরিয় নারী শোক অনুষ্ঠানে তাদের সাথে যোগ দিলো। পুরুষরা জমায়েত হলো এবং সিদ্ধান্ত নিলো যে তারা ইয়াযীদের প্রাসাদে ঝড়ের গতিতে ঢুকে পড়বে এবং তাকে হত্যা করবে। মারওয়ান (বিন হাকাম) এ পরিকল্পনা সম্পর্কে জেনে ফেললো এবং ইয়াযীদকে বললো, "এটি তোমার স্বার্থের অনুকূল নয় যে তুমি হোসেইনের পরিবারকে সিরিয়ায় রাখো। তাদেরকে হিজাযে ফেরত পাঠিয়ে দাও।" ইয়াযীদ তাদের সফরের জন্য রসদপত্র জমা করার আদেশ দিলো এবং তাদেরকে মদীনায় পাঠিয়ে দিলো।

মাদায়েনির 'মানাক্বিব'-এ বর্ণিত হয়েছে যে, যখন ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) তার পরিচয় জনতার কাছে তুলে ধরলেন তখন তারা বুঝতে পারলো যে তারা হলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বংশধর, ইয়াযীদ তার একজন জল্লাদকে আদেশ দিলো তাকে (ইমামকে) ছোট একটি বাগানে নিয়ে হত্যা করতে এবং সেখানেই দাফন করতে। জল্লাদ ইমাম (আ.)-কে বাগানে নিয়ে গেলো এবং একটি কবর খুঁড়তে শুরু করলো। ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) দোয়া পড়তে শুরু করলেন এবং যখন সে তাকে হত্যা করতে চেষ্টা করলো একটি হাত আবির্ভূত হলো এবং তাকে পাকড়াও করলো এবং তাকে মুখ নিচু করে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। সে চিৎকার করতে শুরু করলো এবং চেতনা হারালো। ইয়াযীদের সন্তান খালিদ তার কণ্ঠ শুনতে পেলো এবং তাকে উদ্ধার করতে

গেলো, কিন্তু দেখতে পেলো তার মৃত্যু হয়েছে। সে তার বাবা ইয়াযীদকে সংবাদ দিলো। সে আদেশ দিলো জল্লাদকে ঐ কবরেই কবর দিতে এবং ইমাম (আ.)-কে স্বাধীন করে দিলো।

যে কারাগারে ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)-কে বন্দী করে রাখা হয়েছিলো সেটি আজ মসজিদে পরিণত হয়েছে। 'বাসায়ের' গ্রন্থের লেখক বলেছেন যে, যখন ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)-কে অন্যান্য বন্দীদের সাথে ইয়াযীদের কাছে আনা হলো, সে তাদেরকে একটি জরাজীর্ণ বাড়িতে থাকতে দিলো। তাদের একজন বললেন যে, "আমাদেরকে ঐ বাড়িতে রাখা হয়েছিলো যেন তা আমাদের মাথার ওপর ভেঙ্গে পড়ে এবং যেন আমরা মারা যাই।" প্রহরীরা রোমান ভাষায় পরস্পরকে বললো, "দেখো তাদেরকে, তারা ভয় পাচ্ছে বাড়িটি তাদের ওপর ভেঙ্গে পড়বে। অথচ আগামীকাল তাদের সবাইকে হত্যা করা হবে।" ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) বলেছেন যে, **"তাদের মধ্যে আমি ছাড়া কেউই তাদের রোমীয় ভাষা বুঝতে পারে নি।"** আমাদের অভিভাবক মুহাদ্দিস নূরী এবং আল্লামা মাজলিসি উল্লেখ করেছেন কুতুবুদ্দীন রাওয়ানদির 'দাওয়াত' গ্রন্থ থেকে যে, তিনি বলেছেন, বর্ণিত আছে যে, যখন ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)-কে ইয়াযীদের কাছে আনা হলো সে চাইলো তাকেও হত্যা করতে। সে তাকে তার সামনে দাঁড় করালো এবং তাকে প্রশ্ন করতে লাগলো তার কাছ থেকে একটি উত্তর পাওয়ার জন্য যেন এর বাহানায় তাকে হত্যা করতে পারে। ইমাম (আ.) তার সাথে সাবধানতার সাথে কথা বললেন এবং হাতে তাসবিহ রেখেছিলেন এবং এতে তিনি আঙ্গুল নাড়ছিলেন তার সাথে কথা বলার সময়। ইয়াযীদ বললো, "আমি তোমার সাথে কথা বলায় ডুবে আছি আর তুমি তাসবিহ পড়ছো? এ কাজ কীভাবে অনুমোদন যোগ্য?" ইমাম (আ.) উত্তর দিলেন, **"আমার পিতা আমার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) ফজরের নামাজ শেষ করতেন, তিনি কারো সাথে কথা বলতেন না তাসবিহ হাতে না নিয়ে। এরপর বলতেন, 'হে আল্লাহ, আমি সকালে পৌঁছেছি এবং আপনার তাসবিহ করছি, আপনার প্রশংসা করছি এবং 'তাহলীল' (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) এবং তাকবীর (আল্লাহু আকবার) আবৃত্তি করছি এবং আপনার মর্যাদা ঘোষণা করছি তাসবিহর গোটা ঘোরানোর সমপরিমাণে।' এরপর তিনি হাতে তাসবিহর গোটা সরাতেন এবং যার সাথে ইচ্ছা কথা বলতেন এবং আল্লাহর প্রশংসাও করতে থাকতেন। এরপর তিনি বলতেন, 'তাসবিহর পুরস্কার ব্যক্তির প্রাপ্য এবং তার জন্য নিরাপত্তা হিসাবে কাজ করে বিছানায় ঘুমানো পর্যন্ত।' এবং তিনি যখন বিছানায় যেতেন তখনও তিনি তা আবৃত্তি করতেন এবং তাসবিহকে মাথার নিচে রাখতেন এবং পুরস্কার তার জন্য গণনা হবে সকাল পর্যন্ত, আর আমি আমার পিতামহের অনুকরণ করছি।"** ইয়াযীদ বার বার বললো, "তোমাদের মধ্যে আমি যাকেই যা বলি তোমরা উত্তরে বিজয়ী হিসাবে আবির্ভূত হও।" একথা বলার পর সে তার ওপর থেকে হাত উঠিয়ে নিলো এবং তাকে কিছু উপহার দিয়ে মুক্ত করে দিলো। পিতামহ বলতে তিনি বিশ্বাসীদের আমির ইমাম আলী (আ.)-এর কথা বুঝিয়েছেন অথবা রাসূল (সা.)-এর কথা বুঝিয়েছেন, যেহেতু যার সাথে তিনি কথা বলছিলেন সে ইমাম আলী (আ.)-এর প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলো না।

'মালহুফ' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, সেদিন ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)-এর কাছে ইয়াযীদ ওয়াদা করলো যে সে তার তিনটি আশা পূরণ করবে। এরপর সে আদেশ দিলো তাদেরকে একটি

বাড়িতে থাকতে দিতে যেখানে তারা ঠাণ্ডা ও গরমে নিরাপদ থাকবে না। তারা সেখানেই থাকলেন তাদের চেহারার চামড়া ফেটে যাওয়া পর্যন্ত এবং যতদিন তারা সিরিয়াতে ছিলেন তারা ইমাম হোসেইন (আ.)-এর জন্য কাঁদলেন ও বিলাপ করলেন।

ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কন্যা সাইয়েদা সাকিনাহ (আ.)-এর স্বপ্ন

সাইয়েদা সাকিনাহ (আ.) বর্ণনা করেছেন যে, "সিরিয়াতে এক বৃহস্পতিবার স্বপ্ন দেখলাম", এরপর তিনি একটি দীর্ঘ স্বপ্ন বর্ণনা করলেন এবং এর শেষে বলেন যে, আমি স্বপ্নে একজন নারীকে দেখলাম উটের ওপর আসনে বসে আছেন তার হাত মাথার ওপর রেখে। আমি জিজ্ঞেস করলাম তিনি কে এবং আমাকে বলা হলো, "তিনি ফাতিমা (আ.), মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কন্যা, তোমার প্রপিতামহী।" আমি নিজেকে বললাম, "আল্লাহর শপথ, আমার উচিত তার কাছে যাওয়া এবং তার কাছে সব বর্ণনা করা যা তারা আমাদের সাথে করেছে।" এ কথা বলে আমি তার দিকে দৌড়ে গেলাম। আমি তার সামনে বসে পড়লাম এবং কাঁদতে শুরু করলাম; এবং এরপর বললাম, "হে প্রিয় মা, তারা আমাদের অধিকার দেয় নি; হে প্রিয় মা; তারা আমাদের দলকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে; হে প্রিয় মা, তারা আমাদের মর্যাদা লঙ্ঘন করেছে; হে প্রিয় মা, আল্লাহর শপথ, তারা আমার পিতা হোসেইন (আ.)-কে হত্যা করেছে।" তিনি উত্তর দিলেন, **"হে প্রিয় সাকিনাহ, চুপ করো, কারণ তা আমার হৃদপিণ্ডের ধমণী কেটে দিচ্ছে, এ হলো তোমার বাবার জামা যা আমি সংরক্ষণ করেছি যতক্ষণ না আমি এটি নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করি।"**

শেইখ ইবনে নিমা বর্ণনা করেছেন যে, সাইয়েদা সাকিনাহ (আ.) দামেস্কে স্বপ্নে দেখেছেন যে, পাঁচটি আলোকিত ঘোড়া সামনে এগিয়ে এলো এবং প্রত্যেকটির ওপর একজন সম্মানিত ব্যক্তি বসে আছেন এবং ফেরেশতারা তাদেরকে সব দিক থেকে ঘেরাও করে আছে এবং বেহেশতের একজন নারী কর্মীও তাদের সাথে আছে। যারা ঘোড়ায় বসে আছেন তারা আরও এগিয়ে গেলেন, আর নারী কর্মীটি আমার দিকে এলেন এবং বললেন, "নিশ্চয়ই তোমার প্রপিতামহ তোমাকে সালাম পাঠিয়েছেন।" আমি উত্তর দিলাম, "রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপরও সালাম, আপনি কে?" তিনি বললেন, "বেহেশতের নারী কর্মীদের একজন।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তারা কারা যারা সম্মানিত ঘোড়াগুলোর পিঠে বসে এখানে এসেছেন?" তিনি জবাব দিলেন, "তারা হলেন আদম সিফওয়াতুল্লাহ (বাছাইকৃত) (আ.), দ্বিতীয় জন হলেন ইবরাহীম খলিলুল্লাহ (আল্লাহর বন্ধু) (আ.), তৃতীয় জন হলেন মূসা কালিমুল্লাহ (যিনি আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন) (আ.) এবং চতুর্থ জন ঈসা রুহুল্লাহ (যার রুহ আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত)।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ইনি কে যিনি নিজের দাড়ি ধরে আছেন এবং পড়ে যাচ্ছেন (শোকে) এবং আবার উঠছেন?" তিনি বললেন, "তিনি তোমার দাদা, রাসূলুল্লাহ (সা.)।" আমি বললাম, "তারা কোথায় যাচ্ছেন?" তিনি উত্তর দিলেন, "তারা তোমার পিতা হোসেইনের (আ.) দিকে যাচ্ছেন।" আমি তার দিকে দৌড়ে গেলাম, এটি জানানোর জন্য যে অত্যাচারীরা আমাদের সাথে কী ব্যবহার করেছে তার মৃত্যুর পর। ঐ মুহূর্তে পাঁচটি উটের হাওদা এলো এবং এদের প্রত্যেকটিতে একজন নারী বসেছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এ নারীরা কারা যারা এই মাত্র এলেন?" তারা বললো,

"প্রথম জন হাওয়া, যিনি মানবজাতির মা, দ্বিতীয় জন আসিয়াহ, যিনি মাযাহিম-এর কন্যা (ফেরাউনের স্ত্রী), তৃতীয় জন মারইয়াম, যিনি ইমরানের কন্যা (ঈসা (আ.)-এর মা), চতুর্থ জন খাদিজা (আ.), যিনি খুয়াইলিদের কন্যা (রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রথম স্ত্রী ও মা ফাতেমা (আ.)-এর মা) এবং পঞ্চম জন যার হাত তার মাথায় রাখা এবং যিনি পড়ে যাচ্ছেন এবং আবার উঠছেন তিনি আপনার দাদী ফাতেমা (আ.), যিনি রাসূলুল্লাহ (আ.)-এর কন্যা, আপনার পিতার মা।" আমি বললাম, "আল্লাহর শপথ, আমার উচিত তার কাছে বর্ণনা করা তারা আমাদের সাথে কী ব্যবহার করেছে।" এ কথা বলে আমি তার সামনে বসলাম এবং বললাম, "হে প্রিয় মা, তারা আমাদের অধিকার দেয় নি; হে প্রিয় মা, তারা আমাদের দলকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে; হে প্রিয় মা, তারা আমাদের মর্যাদা লঙ্ঘন করেছে; হে প্রিয় মা, আল্লাহর শপথ, তারা আমার পিতা হোসেইন (আ.)-কে হত্যা করেছে।" তিনি (আ.) জবাব দিলেন, **"হে সাকিনাহ, চুপ করো, তুমি আমার কলিজা পুড়ে ফেলেছো এবং আমার হৃদপিণ্ডের সংযোগ কেটে ফেলেছো। এ হলো তোমার বাবা হোসেইন (আ.)-এর জামা যা আমি সংরক্ষণ করছি যতক্ষণ না আমি এটি নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করি।"** এরপর আমি ঘুম থেকে উঠে গেলাম এবং তা গোপন রাখতে চাইলাম, কিন্তু তা আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের কাছে বলে ফেললাম। এবং তা জনগণের মাঝে প্রচার হয়ে গেলো।

ইয়াযীদের স্ত্রীর স্বপ্ন এবং ইমাম হোসেইন (আ.)-এর জন্য তার কান্না

'বিহার আল আনওয়ার' গ্রন্থে ইয়াযীদের স্ত্রী হিনদ থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি বিছানায় শুয়ে ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম যে বেহেশতের দরজাগুলো খুলে গেলো এবং ফেরেশতারা একজনের পর একজন অবতরণ করলো ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথার কাছে এবং তাকে অভিবাদন জানালো। সে মুহূর্তে একটি মেঘ হাজির হলো যার ওপরে কিছু মানুষ বসে ছিলেন এবং এদের মাঝে একজনের চেহারা ছিলো আলোকিত। তিনি ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথার দিকে দৌড়ে গেলেন এবং তার দাঁতগুলোতে চুমু দিয়ে বললেন, **"হে আমার সন্তান, তারা তোমাকে হত্যা করেছে, আর তুমি কি মনে করো তারা তা করেছে তোমাকে না চিনেই? এছাড়া তারা পানির কাছে যাওয়ার পথকে তোমার জন্য বন্ধ করে দিয়েছিলো। হে প্রিয় সন্তান, আমি তোমার নানা, রাসূলুল্লাহ (সা.), এ হলো তোমার পিতা আলী আল মুরতাযা (আ.)। এ হলো তোমার ভাই হাসান (আ.), এরা হলো তোমার দু চাচা জাফর (আ.) ও আক্বীল (আ.), আর ওরা হলো হামযা ও আব্বাস (নবীর চাচা)। একথা বলে তিনি তার পরিবারের প্রত্যেকের নাম বললেন।"**

হিনদ বলেছে যে, আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম ভয় নিয়ে এবং দেখলাম ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথার চারপাশে আলো ছড়িয়ে পড়েছে। এরপর আমি উঠে পড়লাম ইয়াযীদকে খুঁজতে এবং তাকে একটি অন্ধকার ঘরে দেয়ালের দিকে মুখ করে বসে থাকতে দেখলাম এবং বলতে শুনলাম, "আমার হোসেইনের সাথে কী দরকার ছিলো?" এবং মনে হলো পৃথিবীর সব দুঃখ তাকে ঘিরে ধরেছে। আমি তাকে স্বপ্নটি বর্ণনা করলাম, আর সে তার মাথা নিচু করলো। যখন সকাল হলো, সে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর পরিবারকে ডেকে পাঠালো এবং বললো, "তোমরা কি আমার সাথে থেকে যেতে চাও নাকি মদীনায় ফেরত যেতে চাও এবং অনেক পুরস্কার নিতে

চাও?" তারা বললেন, "প্রথমে আমরা চাই ইমাম হোসেইন (আ.)-এর ওপর শোক পালন করতে ও কাঁদতে।" সে উত্তর দিলো, "তোমরা চাইলে তা করতে পারো।" তখন কিছু বাড়িঘর তাদের জন্য খালি করা হলো এবং বনি হাশিম ও কুরাইশ-এর নারীরা কালো পোশাক পড়লেন এবং ইমাম হোসেইন (আ.)-এর জন্য সাতদিন শোক পালন করলেন।

শেইখ ইবনে নিমা বলেন যে, যতদিন নবী পরিবারের নারীরা দামেস্কে রইলেন ততদিন তারা ইমাম হোসেইন (আ.)-এর জন্য শোক পালন করলেন দুঃখ ও বিলাপের মাধ্যমে। বন্দীদের দুঃখ ছিলো অপরিসীম এবং তাদের পুরুষদের এত শীঘ্র মৃত্যুতে তাদের শোকও ছিলো অনেক। তাদেরকে এমন একটি বাড়িতে থাকতে দেয়া হয়েছিলো যেখানে তাপ ও ঠাণ্ডায় নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব ছিলো না, যতক্ষণ না তাদের পর্দার আড়ালে বেড়ে ওঠা নরম দেহের চামড়া ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসছিলো। সহ্য করার ক্ষমতা তাদের কাছ থেকে চলে গিয়েছিলো এবং তীব্র বেদনা তাদেরকে পরাস্ত করেছিলো এবং দুঃখ ছিলো তাদের সাথী।

ইমাম হোসেইন (আ.)-এর শিশু কন্যার স্বপ্ন

'কামিলে বাহাই' গ্রন্থে 'কিতাব আল হাউইয়াহ' থেকে উদ্ধৃত হয়েছে যে, নবুয়তের পরিবার শিশুদের কাছে তাদের পিতাদের শাহাদাতের সংবাদ গোপন রেখেছিলেন। তারা তাদেরকে বলেছিলেন তাদের পিতারা সফরে গিয়েছেন, ঐ সময় পর্যন্ত যখন ইয়াযীদ তাদেরকে তার বাড়িতে ডেকে পাঠালো। ইমাম হোসেইন (আ.)-এর চার বছরের এক শিশু কন্যা একদিন ঘুম থেকে উঠে বললেন, "আমার বাবা কোথায় ছিলেন? আমি এখন তাকে স্বপ্নে দেখলাম যে তিনি অস্থির এবং বিপর্যস্ত।" এ কথা শুনে নারীরা এবং শিশুরাও কাঁদতে শুরু করলেন এবং তাদের শোকের কণ্ঠ উচ্চকিত হলো। ইয়াযীদ তার ঘুম থেকে উঠলো এবং জিজ্ঞেস করলো, "কী হয়েছে?" তারা বিষয়টি জানলো এবং তাকে জানালো, আর এ অভিশপ্ত আদেশ দিলো তার বাবার (ইমাম হোসেইন আ.-এর) মাথাটি ঐ কন্যার কাছে পাঠিয়ে দিতে। মাথাটি আনা হলো এবং তার কোলে রাখা হলো। শিশু কন্যাটি জিজ্ঞেস করলো, "এটি কী?" তারা উত্তর দিলো এটি তোমার বাবার মাথা।" এ কথা শুনে বাচ্চাটি অস্থির হয়ে উঠলো এবং চিৎকার করতে শুরু করলো, সে অসুস্থ হয়ে পড়লো এবং দামেস্কে মৃত্যুবরণ করলো।

এ ঘটনাটি অন্যান্য কিছু সংবাদেও উল্লেখ করা হয়েছে: একটি পাতলা সিল্কের রুমাল দিয়ে (ইমাম হোসেইন আ.-এর) মাথা ঢাকা ছিলো এবং যে ট্রেতে তা রাখা ছিলো তা এ শিশুটির সামনে রাখা হলো। শিশুটি রুমালটি তুলে বললো, "এটি কার মাথা?" তারা বললো, "তোমার বাবার মাথা।" সে তা তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরলো এবং বললো, "হে প্রিয় বাবা, কে তোমাকে তোমার রক্ত দিয়ে রাঙিয়ে দিয়েছে? কে তোমার গলার ধমনী ছিন্ন করেছে? কে আমাকে শিশু অবস্থায় ইয়াতীম করেছে? হে প্রিয় বাবা, আমি কার ওপর নির্ভর করবো আপনার মৃত্যুর পর? হে প্রিয় বাবা? কে এ ইয়াতীমকে দেখাশোনা করবে বড় হওয়ার আগে?" সে এ ধরনের কথা বললো এবং তার নিজের ঠোঁটকে তার (বাবার) ঠোঁটে রাখলো এবং কাঁদতে কাঁদতে জ্ঞান হারালো। তারা

তাকে ঝাঁকালো কিন্তু বুঝতে পারলো তার আত্মা চলে গেছে। যখন আহলে বাইত (নবী পরিবার) তা দেখলেন, তারা তার অবস্থা দেখে কাঁদতে লাগলেন এবং তাদের ও দামেস্কের লোকজনের শোক নতুন করে শুরু হলো। সেদিন প্রত্যেক পুরুষ ও নারী কেঁদেছিলো।

একই গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, ইয়াযীদ আদেশ দিয়েছিলো যেন ইমাম হোসেইনের (আ.) মাথা এবং তার পরিবারের অন্যান্যদের এবং তার সাথীদের মাথাগুলো শহরের প্রধান ফটকে ঝুলিয়ে রাখা হয়।

একই গ্রন্থে এও বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথাটি দামেস্কের সবচেয়ে বড় মসজিদের মিনারে চল্লিশ দিন ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিলো, আর অন্যান্য মাথাগুলো অন্যান্য মসজিদ ও শহরগুলোর দরজায় ঝোলানো হয়েছিলো এবং ইয়াযীদের বাড়ির দরজায় ঝোলানো হয়েছিলো একদিনের জন্য।

শেইখ রাওয়ানদি বর্ণনা করেছেন মিনহাল বিন আমর থেকে যে, আল্লাহর শপথ, আমি এক ব্যক্তিকে দেখেছি এর দিকে ফিরে সূরা কাহফ তেলাওয়াত করতে। যখন সে এ আয়াতে পৌঁছলো:

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَٰبَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُوا۟ مِنْ ءَايَٰتِنَا عَجَبًا ﴿٩﴾

"অথবা তুমি কি মনে করো গুহার বাসিন্দারা এবং লেখা কাগজ আমাদের বিস্ময়কর নির্দশনগুলো?" [সূরা কাহাফ: ৯]

মাথাটি সুস্পষ্ট ও সুন্দর কণ্ঠে বললো, **"আমার শাহাদাত এবং উদাহরণ গুহার বাসিন্দাদের চাইতেও বিস্ময়কর।"**

আল্লামা মাজলিসি তার 'বিহার আল আনওয়ার' গ্রন্থে সিরিয়ার মিম্বর থেকে ইমাম আলী যায়নুল আবেদীন (আ.)-এর খোতবা উল্লেখ করার পর বলেন যে, সে সময় এক ইহুদী রাব্বি ইয়াযীদের সামনে বসে ছিলো। সে বললো, "হে ইয়াযীদ, এ যুবকটি কে?" ইয়াযীদ বললো, "সে হোসেইনের সন্তান আলী।" রাব্বি জিজ্ঞেস করলো, "কোন হোসেইন?" ইয়াযীদ বললো, "আলী বিন আবি তালিবের সন্তান।" রাব্বি জিজ্ঞেস করলো, "কে তার মা"? ইয়াযীদ বললো, "ফাতেমা, মুহাম্মাদের কন্যা।" এ কথা শুনে ঐ প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি বললো, "সুবহানাল্লাহ, সে তোমার রাসূলের নাতি আর তুমি তাকে এত শীঘ্র হত্যা করলে? কত খারাপই না আচরণ করেছো তার সন্তানের সাথে তার মৃত্যুর পর। আল্লাহর শপথ, যদি মূসা বিন ইমরানের ঔরস থেকে কোন নাতি আমাদের মাঝে বেঁচে থাকতো আমরা বিশ্বাস করি আমরা আমাদের রবের সমান তার ইবাদাত করতাম। তোমাদের নবী তোমাদের মাঝ থেকে গতকাল চলে গেছেন। আর আজ তোমরা তার সন্তানের ওপর আঘাত করেছো এবং তাকে হত্যা করেছো। কত খারাপ জাতিই না তোমরা।" এ

কথা শুনে ইয়াযীদ আদেশ দিলো তার কণ্ঠনালীকে তিনবার চেপে ধরতে। রাব্বি উঠে দাঁড়িয়ে বললো, "তুমি যদি চাও আমাকে হত্যা করতে তাহলে করো, যদি চাও মুক্ত করে দাও এবং যদি চাও আমাকে আঘাত করো। আমি তওরাতে পড়েছি, যে নবীর সন্তানকে হত্যা করে সে যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন অভিশপ্ত থাকবে এবং যখন মরবে আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন।"

সাইয়েদ ইবনে তাউস বলেন যে, ইবনে লাহীআহ বর্ণনা করেছে আবুল আসওয়াদ মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান থেকে যে সে বলেছে যে, রা'স আল জালুত আমার কাছে এলো এবং বললো, "দাউদ (আ.) ও আমার মাঝে সত্তর জন পিতামহের দূরত্ব আছে, আর এ কারণে ইহুদীরা আমাকে সম্মান করে, অথচ তোমরা তোমাদের নবীর সন্তানকে হত্যা করলে যখন তাদের মাঝে যুক্তকারী পিতা (বা মাতা) শুধুমাত্র একজন?"

ইয়াযীদের দরবারে রোমের বাদশাহর প্রতিনিধির সাথে ঘটনা

ইমাম আলী যায়নুল আবেদীন (আ.) বর্ণনা করেছেন যে, যখন ইমাম হোসেইন (আ.) মাথা ইয়াযীদের কাছে নিয়ে আসা হলো, সে মদপানের একটি আসর করার জন্য আদেশ দিলো। পবিত্র মাথাটি এনে তার সামনে রাখা হলো এবং সে এর কাছেই মদ পান শুরু করলো। একদিন রোমের বাদশাহর একজন প্রতিনিধি, যে সম্মানিত ও উচ্চপদস্থ রোমীয়দের একজন ছিলো, সেখানে উপস্থিত ছিলো। সে জিজ্ঞেস করলো, "হে আরব বাদশাহ, এটি কার মাথা?" ইয়াযীদ জবাব দিলো, "তোমার দরকার কী?" সে বললো, "যখনই আমি আমাদের বাদশাহর কাছে ফেরত যাই তিনি আমার কাছে সব কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন যা আমি এখানে দেখতে পেয়েছি। তাই, এর সাথে সম্পর্কিত ঘটনাটি তার কাছে বর্ণনা করা আমার জন্যে হবে আনন্দের, যেন তিনিও আপনার আনন্দ ও উল্লাসে আপনার সাথী হতে পারেন।" ইয়াযীদ বললো, "এ মাথাটি হলো হোসেইন বিন আলী বিন আবি তালিব-এর।" রোমীয় ব্যক্তি বললো, "তার মা কে?" ইয়াযীদ উত্তর দিলো, "সে ফাতেমা, আল্লাহর রাসূলের কন্যা।" খৃস্টান ব্যক্তিটি বললো, "আক্ষেপ আপনাদের ও আপনাদের ধার্মিকতার বিষয়ে। আমার ধর্ম আপনার ধর্মের চাইতে উত্তম। আমার পিতা দাউদ (আ.)-এর বংশধর এবং অনেক পূর্বপুরুষ আমাদের মাঝে অবস্থান করছে। তারপরও খৃস্টানরা এর জন্য আমাকে সম্মান করে এবং আমার পায়ের ধুলা সংগ্রহ করে সৌভাগ্যের জন্য একথা বলে যে আমি দাউদ (আ.)-এর বংশধর। অথচ আপনারা আপনাদের নবীর নাতিকে হত্যা করেছেন যখন এদের মাঝে দূরত্ব শুধু একজন মাতা? আপনাদের মাঝে এটি কোন ধরনের ধার্মিকতা?" এরপর আরও বললো, "হে ইয়াযীদ, আপনি কি 'কানীসায়ে হাফির'-এর ঘটনা শুনেছেন?" ইয়াযীদ বললো, "বলো, যেন তা আমি শুনি।" সে তখন ঐ খৃস্টানদের ঘটনা বর্ণনা করলো যারা গাধার খুরগুলোকে সম্মান করতো যেগুলোতে ঈসা (আ.)-এর সাথীরা আরোহণ করেছিলো যা আমরা এখানে বর্ণনা করা থেকে বিরত রইলাম সংক্ষিপ্ত রাখার উদ্দেশ্যে। এরপর সে ইয়াযীদকে তিরস্কার করলো এবং বললো, "এ ছিলো খৃস্টানদের অভিমত সেই গাধার খুর-এর বিষয়ে যা ঈসা (আ.-এর সাথীরা) পরিচালিত করতেন, অথচ আপনি আপনার নবীর নাতিকে

হত্যা করেছেন? সর্বশক্তিমান আল্লাহ যেন আপনাকে কোন প্রাচুর্য না দেন এবং তিনি যেন আপনার ধার্মিকতা গ্রহণ না করেন।" একথা শুনে ইয়াযীদ বললো, "এ খৃস্টান লোকটিকে হত্যা করো, যেন সে আমার রাজ্যে আমাকে অপমান না করে।" খৃস্টান ব্যক্তিটি তা শুনে বললো, "আপনি কি আমাকে হত্যা করতে চান?" ইয়াযীদ হ্যাঁ বললো। রাষ্ট্রদূত বললো, "তাহলে জেনে রাখো, আজ রাতে আমি তোমার নবীকে স্বপ্নে দেখেছি, যিনি আমাকে বলেছেন, 'হে খৃস্টান, তুমি বেহেশতের বাসিন্দাদের একজন।' আমি তার কথায় আশ্চর্য হয়ে গেলাম কিন্তু এখন আমি বলছি: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি কোন ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া এবং মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল।" একথা বলে সে উঠে দাঁড়ালো এবং ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথাটি তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরলো এবং তাতে চুমু দিলো যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে হত্যা করা হলো (আল্লাহর রহমত ও বরকত তার ওপর বর্ষিত হোক)।

একদিন ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন এবং দামেস্কের বাজারে হেঁটে বেড়াতে লাগলেন। মিনহাল বিন আমর তার দিকে এগিয়ে এলো এবং জিজ্ঞেস করলো, "রাতটি আপনি কিভাবে কাটিয়েছেন হে রাসূলুল্লাহর (সা.) সন্তান?" ইমাম জবাব দিলেন, **"আমাদের রাত ছিলো বনি ইসরাইলের মত। যারা ফেরাউনের জনগণের মধ্যে ছিলো, যাদের পুত্র সন্তানদের মাথা কেটে ফেলা হয়েছিলো এবং নারীদের বন্দী করা হয়েছিলো। হে মিনহাল, অন্যদের মধ্যে আরবদের বিশেষ মর্যাদা ছিলো এ কারণে যে মুহাম্মাদ (সা.) ছিলেন একজন আরব এবং আমরা, মুহাম্মাদ (সা.)-এর পরিবার, নিহত হয়েছি এবং এ রাতে ছত্রভঙ্গ হয়েছি, আমাদেরকে ঘৃণা করা হয়েছে, হত্যা করা হয়েছে এবং বিতাড়িত হয়েছি। তাই এ রাতের ওপর হে মিনহাল, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।"**

বর্ণিত হয়েছে যে, ইয়াযীদ আদেশ দিয়েছিলো (ইমাম হোসেইন আ.-এর) মাথাকে তার বাড়ির দরজার ওপর ঝুলিয়ে দিতে এবং তার পবিত্র পরিবারের নারীদেরকে ভেতরে আনার জন্য। যখন নারীদেরকে ইয়াযীদের বাড়িতে ঢোকানো হলো মুয়াবিয়া ও আবু সুফিয়ানের পরিবারের কেউ বাকী ছিলো না যে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর জন্য কাঁদতে কাঁদতে, বিলাপ করতে করতে এবং শোক প্রকাশ করতে করতে তাদের কাছে আসে নি। তাদের সবাই তাদের জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিত্যাগ করেছিলো এবং তিন দিন শোক পালন করেছিলো। এটিও বলা হয়েছে যে দামেস্কে নারীদের জন্য কিছু বাড়ি খালি করা হয়েছিলো এবং প্রত্যেক হাশেমী ও কুরাইশ নারী সেখানে সাত দিন শোক পালন করেছিলেন।

'ইরশাদ' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, একটি আদেশ জারী করা হলো যেন আহলুল বাইতের নারীদের এবং সাথে তাদের ভাই ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)-কে ইয়াযীদের বাড়ির পাশের বাড়িতে রাখা হয়। সেখানে তারা কিছু দিনের জন্য থাকলেন।

'কামিলে বাহাই' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন আহলে বাইতের নারীদের সেখানে ঢোকানো হলো আবু সুফিয়ানের পরিবারের নারীরা তাদের কাছে এলো এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কন্যাদের হাতে ও পায়ে চুমু দিলো এবং তিন দিন ধরে কাঁদলো, শোক পালন করলো। ইয়াযীদের স্ত্রী হিন্দ

ইয়াযীদের দরবারে মাথায় কাপড় ছাড়া দৌড়ে প্রবেশ করলো এবং নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেললো এবং বোরখা ছুঁড়ে ফেললো এবং খালি পায়ে দাঁড়িয়ে বললো, "হে ইয়াযীদ, তুমি কি আদেশ দিয়েছো ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথা বর্শার মাথায় রেখে বাড়ির দরজায় রাখতে?" ইয়াযীদ, যার মাথায় ছিলো মুক্তা, মানিক ও মূল্যবান পাথর খচিত একটি মুকুট, যখন তার স্ত্রীকে এ অবস্থায় দেখলো, সে তার জায়গা থেকে লাফ দিয়ে নেমে তাকে বোরখা দিয়ে ঢাকলো এবং বললো, "হে হিন্দ, আমাকে মাফ করে দাও, রাসূলুল্লাহর নাতির ওপরে শোক পালন করো।"

এও বর্ণিত হয়েছে যে, হিন্দ ছিলো আব্দুল্লাহ বিন আমির বিন কারীযের কন্যা এবং আগে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর স্ত্রী ছিলো। সে ইয়াযীদের সাধারণ সমাবেশে দৌড়ে প্রবেশ করলো এ বলে, "হে ইয়াযীদ, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কন্যা ফাতিমা (আ.)-এর সন্তান হোসেইনের মাথা তুমি আমার বাড়ির দরজায় ঝুলিয়েছো?" ইয়াযীদ উঠে দাঁড়ালো এবং তাকে চাদরে ঢেকে দিয়ে বললো, "হ্যাঁ, হে হিন্দ, রাসূলুল্লাহর কন্যার সন্তানের জন্য বিলাপ করো ও শোক পালন করো, সব কুরাইশ তার জন্য কাঁদো। ইবনে যিয়াদ দ্রুত ছুটেছিলো তাকে হত্যা করার জন্য। আল্লাহ যেন তাকে হত্যা করে।" এরপর ইয়াযীদ তাদেরকে তার বিশেষ বাড়িতে থাকতে দিয়েছিলো এবং সকালের নাশতা ও রাতের খাবার খেতো না ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) তার সাথে না খেলে।

ইবনে আসীরের 'কামিল' ও 'মালহুফ' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, ইয়াযীদ তার সকালের নাশতা ও রাতের খাবার গ্রহণ করতো না যতক্ষণ না সে ইমাম আলী যায়নুল আবেদীন (আ.)-কে নিজের সাথে আমন্ত্রণ না করতো। একদিন ইয়াযীদ তাকে এবং সাথে আমর বিন হাসানকে, যিনি ছিলেন এগারো বছরের বালক, আমন্ত্রণ করলো। ইয়াযীদ বললো, "তুমি কি আমার সন্তান খালিদের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করবে?" আমর জবাব দিলেন, "আমাকে একটি ছুরি দিন এবং তাকেও একটি দিন, যেন আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারি।" ইয়াযীদ তাকে নিজের কোলে তুলে নিলো এবং বললো, আমি আখযামের এ ব্যক্তিত্ব চিনতে পেরেছি, একটি সাপের শিশু একটি সাপ ছাড়া আর কিছু নয়।"[১০]

---

[১০] সিবতে ইবনে জাওযির 'তাযকিরাহ' গ্রন্থে আছে যে, যখন ইমাম হোসেইন (আ.)-এর পরিবারের নারীস্বজনদের ও তার কন্যাদের ইয়াযীদের বাড়িতে প্রবেশ করানো হলো, তারা প্রত্যেকে দাঁড়িয়ে গেলো এবং কান্না ও আহাজারি শুরু করলো এবং ইমাম হোসেইন (আ.)-এর জন্য শোক প্রকাশ করলো। ইয়াযীদ ইমাম আলী যায়নুল আবেদীন (আ.)-কে বললো, "যদি তুমি চাও, আমার সাথে থাকো এবং আমরা তোমাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবো, আর যদি চাও তোমাদেরকে মদীনায় পাঠিয়ে দিবো।" ইমাম (আ.) উত্তর দিলেন, **"আমি মদীনায় যাওয়া ছাড়া কিছু চাইনা।"** শা'আবি বলে যে, যখন ইমাম হোসেইন (আ.)-এর নারীস্বজনরা ইয়াযীদের নারীস্বজনদের সাক্ষাত পেলো, তারা চিৎকার করে উঠলেন, "হায় হোসেইন।" ইয়াযীদ তাদের বিলাপ শুনতে পেলো এবং বললো, "শোকার্ত নারীদের বিলাপ প্রশংসনীয়, কিন্তু বিলাপরত নারীর কাছে মৃত্যু সহজ।" রাবাব বিনতে ইমরুল ক্বায়েসও, যিনি ইমাম হোসেইন (আ.)-এর স্ত্রী ও সাকিনাহ (আ.)-এর মা ছিলেন, সেখানে উপস্থিত ছিলেন নারীদের সাথে। ইমাম হোসেইন (আ.) তাদের দুজনকেই অনেক ভালোবাসতেন এবং তাদের বিষয়ে বলেছিলেন, **"আমার প্রাণের শপথ, আমি সেই বাড়িকে ভালোবাসি যেখানে সাকিনাহ ও রাবাব আছে, আমি তাদের দুজনকেই ভালোবাসি এবং আমার বেশীরভাগ সম্পদ তাদের জন্য ব্যয় করি, আর কোন কারণ নেই তা বন্ধ করার। আমি আমার সারা জীবনে তাদেরকে অবহেলিত হতে দিবো না, যতদিন পর্যন্ত না আমি মাটির নিচে দাফন হই।"** ইয়াযীদ এবং কুরাইশদের সম্মানিত ব্যক্তিরা তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলো, কিন্তু তিনি জবাব দিয়েছিলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরে কাউকে শ্বশুর হিসাবে চাই না।" তিনি ইমাম হোসেইন (আ.)-এর পর এক বছর বেঁচে ছিলেন এবং রাগে মৃত্যুবরণ করেন এবং ইমাম হোসেইন (আ.)-এর (শাহাদাতের) পরে তিনি কখনও ছায়াতে বসেন নি।

(ইবনে আসীর এর) 'কামিল' গ্রন্থে আছে যে, যখন ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথা ইয়াযীদের কাছে পৌছলো, সে ইবনে যিয়াদের প্রতি সন্তুষ্ট হলো। তার ওপর তার আস্থা বৃদ্ধি পেলো এবং সে তাকে প্রচুর উপহার দিলো এবং তার কাজে খুশী ছিলো। অল্প সময়ের ভেতরেই তাকে জানানো হলো যে, জনগণ তাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে। অভিশাপ দিচ্ছে এবং গালাগাল করছে। তাই সে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর হত্যাতে (কষ্টে) দুঃখ প্রকাশ করে বললো, "আমার জন্য এমন কী ক্ষতি হতো যদি আমি তার এ আঘাত নিজের ওপর নিতাম এবং হোসেইনকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসতাম এবং যা সে চায় তাকে দিয়ে দিতাম। যদিও তাতে আমার রাজত্বে ফাটল আনতো। আমি রাসূলুল্লাহর (সা.) মর্যাদাকে সম্মান দিতাম এবং তার অধিকার রক্ষা করতে পারতাম এবং তার পারিবারিক সম্মান বিবেচনা করতাম। আল্লাহ যেন মারজানাহর সন্তানকে অভিশাপ দেন, কারণ হোসেইন তাকে অনুরোধ করেছিলো যে সে আমার হাতে বায়াত হবে এবং অন্য কোন জায়গায় চলে যাবে এবং সেখানে বাস করবে তাকে আল্লাহ মৃত্যু দেয়া পর্যন্ত। কিন্তু সে তার বিরুদ্ধে অনঢ় রইলো এবং তাকে হত্যা করলো, আর একাজ করে আমাকে মুসলমানদের দৃষ্টিতে ঘৃণ্য বানিয়ে দিলো এবং তাদের অন্তরে আমার প্রতি শত্রুতা প্রজ্বলিত করেছে, আর এখন ধার্মিক এবং বদমাশগুলোও আমার প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, হোসেইনকে ভয়ানকভাবে হত্যা করার কারণে। মারজানাহর সন্তানের সাথে আমার কী সম্পর্ক ছিলো, আল্লাহ যেন তাকে অভিশাপ দেন এবং তার সাথে শত্রুতা রাখেন।"

আমি (লেখক) বলি যে, যদি কোন ব্যক্তি ইয়াযীদের চরিত্র ও বক্তব্যগুলো নিয়ে ভাবে তাহলে সে বুঝতে পারবে যে, যখন ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথা এবং সাথে তার পরিবারকে তার জন্য আনা হয়, সে ছিলো ভীষণ আনন্দিত, তারপর সে পবিত্র মাথা নিয়ে যা করেছে এবং তা নিয়ে যা বলেছে তা আমরা একটু আগেই দেখেছি। এরপর সে ইমাম আলী যায়নুল আবেদীন (আ.) ও তার নারী-স্বজনদের একটি কারাগারে আটক রেখেছিলো, যার কোন ছাদ ছিলো না এবং শেষ পর্যন্ত তাদের গালের চামড়া ঝরে পড়েছিলো। কিন্তু যখন জনগণ তাদের চিনতে পারলো এবং তাদের সম্মান সম্পর্কে জানতে পারলো এবং জানতে পারলো যে তারাই ছিলো মজলুম এবং তারা নবীর বংশ, তারা ইয়াযীদের সম্মানের প্রতি কটুক্তি করতে লাগলো। তারা ইয়াযীদকে অভিশাপ ও গালাগালি করতে লাগলো এবং আহলে বাইত (আ.)-এর দিকে ফিরলো। যখন ইয়াযীদ তা দেখলো, সে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর রক্তের দায় থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চাইলো এবং দোষ চাপিয়ে দিলো ইবনে যিয়াদের ঘাড়ে। এরপর সে তাকে এ কারণে অভিশাপ দিলো এবং তার হত্যাতে অনুশোচনা দেখালো এবং ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) ও তার পরিবারের প্রতি মনোভাব পরিবর্তন করলো। এরপর সে তাদেরকে নিজ বাড়িতে থাকতে দিলো নিজ রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য এবং জনগণের অন্তরকে নিজের দিকে প্রতারণার মাধ্যমে আকর্ষিত করার জন্য এবং ইবনে যিয়াদের কর্মকাণ্ডের প্রতি রাগ প্রকাশ করেছিলো আন্তরিক অনুশোচনার কারণে নয়। আর এ কথার প্রমাণ আছে সিবতে ইবনে জাওযির 'তাযকিরাহ' গ্রন্থে যে, ইয়াযীদ ইবনে যিয়াদকে ডেকে পাঠালো এবং তাকে বেশ কিছু পুরস্কার এবং অসংখ্য উপহার দিলো। এরপর সে তাকে নিজের কাছে বসালো এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করলো এবং তাকে নিজের স্ত্রীদের সাথে চলাফেরা করতে দিলো। সে তাকে নিজের সৌভাগ্য সাথী বানিয়েছিলো এবং এক রাতে সে

মাতাল হলো এবং গায়ককে আদেশ দিলো একটি গান গাওয়ার জন্য এবং নিজ থেকেই হঠাৎ বললো, "আমাকে এক গ্লাস মদ দাও যা আমার মনোবল বৃদ্ধি করবে এবং একই জিনিস দাও ইবনে যিয়াদকে, যে আমার গোপন কথার অংশীদার ও বিশ্বস্ত এবং সে আমার জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আনে এবং আমার জন্য যুদ্ধ করে, সে বিদ্রোহী হোসেইনের (আউযুবিল্লাহ) হত্যাকারী এবং আমার শত্রুদেরও এবং ঈর্ষাপরায়ণদেরও।"

ইবনে আসীর তার 'কামিল' গ্রন্থে ইবনে যিয়াদ থেকে বর্ণনা করেছে যে, সিরিয়াতে সে মুসাফির বিন শুরেইহ ইয়াশকারীকে বলেছে যে, "আমি হোসেইনকে শুধু এ কারণে হত্যা করেছি যে ইয়াযীদ আমার কাছে চেয়েছিলো যে, হয় আমি তাকে হত্যা করবো অথবা নিজেকে হত্যা করবো, আর আমি তাকে হত্যা করা বেছে নিলাম।" (আল্লাহর অভিশাপ চিরকালব্যাপী তাদের দুজনের ওপরেই পড়ুক।)

পরিচ্ছেদ - ১৪

আহলে বাইতকে ইয়াযীদের সিরিয়া থেকে মদীনায় প্রেরণ

মদীনায় আহলুল বাইতের প্রবেশ এবং ইমাম হোসেইন (আ.)-এর জন্য তাদের শোক

জেনে রাখা দরকার যে, যখন ইয়াযীদ রাসূল (সা.)-এর কন্যাদের ও সন্তানদের অনুমতি দিয়েছিলো ইমাম হোসেইন (আ.)-এর জন্য কাঁদতে এবং শোক পালন করতে এবং ইমাম আলী বিন হোসেইন (আ.)-এর কাছে প্রতিশ্রুতি দিলো যে তার তিনটি আশা সে পূরণ করবে, তখন তারা সেখানে আট দিন শোক পালন করলেন। অষ্টম দিন ইয়াযীদ তাদের ডাকলো এবং তাদেরকে দামেস্কে থেকে যাওয়ার প্রস্তাব দিলো। কিন্তু তারা তা এ বলে প্রত্যাখ্যান করলেন যে, "আমাদেরকে আমাদের প্রপিতামহের হিযরতের স্থানে (মদীনা) পাঠিয়ে দিন।" ইয়াযীদ নোমান বিন বাশীরকে ডেকে পাঠালো, যিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একজন সাহাবী ছিলেন, এবং তাকে আদেশ দিলো নারীদেরকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত করতে এবং যা তারা চায় তাদেরকে সেসব জিনিস দিতে। তাকে আরও বললো যেন সে তাদের সাথে একজন নির্ভরযোগ্য ও ধার্মিক সিরিয় ব্যক্তিকে এবং কিছু রক্ষী ও সেবককে তাদের সাথে পাঠায়। এরপর সে তাদেরকে কিছু পোশাক ও উপহার দিলো এবং তাদেরকে রসদ ও খাদ্য সরবরাহ করলো।

শেইখ মুফীদ বলেন যে, যখন ইয়াযীদ তাদেরকে প্রস্তুত করতে চাইলো, সে ইমাম আলী যায়নুল আবেদীন (আ.)-কে নিভৃতে ডাকলো এবং বললো, "আল্লাহ যেন মারজানাহর সন্তানকে অভিশাপ দেন, আল্লাহর শপথ, যদি আমি তোমার বাবার মুখোমুখি হতাম, যা সে আমার কাছে চাইতো আমি তাকে তাই দিতাম এবং আমি সব উপায়ে চেষ্টা করতাম তার কাছ থেকে মৃত্যুকে ঠেকিয়ে দিতে। কিন্তু আল্লাহ তা ঘটার জন্য নির্ধারিত করেছিলেন। তুমি আমাকে মদীনা থেকে চিঠি লিখতে পারো, তুমি যা চাইবে আমি তোমাকে তাই দিবো।" এরপর সে তাকে এবং তার পরিবারকে পোশাক উপহার দিলো এবং তাদের সাথে নোমান বিন বাশীরকে দূত হিসাবে পাঠালো।

সে তাকে আদেশ দিলো যেন সে তাদেরকে নিয়ে রাতে পথ চলে এবং তাদের পিছনে থাকে প্রহরী হিসেবে এবং যখন তারা তাঁবু ফেলবে, সে এবং তার সাথীরা যেন তাদেরকে ঘিরে ঘোড়া থেকে নামে এবং তাদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে, কিন্তু তাদের কাছ থেকে একটু যেন দূরে থাকে যেন অযুর সময় এবং প্রাকৃতিক কাজের সময় তাদের জন্য কোন সমস্যা সৃষ্টি না হয়। নোমান বিন বাশীর তাদের পাশে থেকে পথ চললো এবং তাদের সাথে ভদ্র আচরণ করলো এবং তাদের আরামের ব্যবস্থা করলো মদীনায় পৌছা পর্যন্ত, যেভাবে ইয়াযীদ তাদের আদেশ করেছিলো।

ইয়াফে'ঈ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হাফিয আবু আলা হামাদানি বলেছে যে, যখন ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথা ইয়াযীদের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো, সে তা মদীনায় পাঠিয়েদিলো। এরপর সে বনি হাশিমের কিছু দাসকে ডেকে পাঠালো এবং বনি সুফিয়ানের কিছু দাসকেও এবং তাদেরকে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর বেঁচে যাওয়া পরিবারের সদস্যদের সাথে পাঠালো (মদীনায়)। সে তাদের জন্য রসদও প্রস্তুত করেছিলো এবং আদেশ দিয়েছিলো তাদের চাহিদা পূরণ করার জন্য।

'মালহুফ' গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, ইয়াযীদ ইমাম আলী বিন হোসেইন (আ.)-কে বললো যে, "আমাকে তিনটি আশা বলো যা পূরণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।" ইমাম (আ.) বললেন, "প্রথমটি হলো যে আপনি আমাকে আমার অভিভাবক ও আমার পিতা ইমাম হোসেইন (আ.)-এর চেহারাটি দেখাবেন যেন আমি এর দিকে দৃষ্টিপাত করে পুরস্কার অর্জন করতে পারি। দ্বিতীয়টি হলো আপনি আমাদেরকে সেসব ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ফিরিয়ে দিতে পারেন যা আমাদের কাছ থেকে লুট করা হয়েছে এবং তৃতীয়টি হলো যদি আপনি আমাকে হত্যা করতে চান তাহলে একজন ব্যক্তিকে পাঠান যেন সে তাদেরকে (নারীদের) তাদের প্রপিতামহের বাড়িতে পৌঁছে দিতে পারে।" ইয়াযীদ বললো, "বরং তুমি তোমার বাবার চেহারা আর কখনোই দেখতে পাবে না এবং তোমাকে হত্যার বিষয়ে, আমি এ চিন্তাটি ইতোমধ্যেই পরিত্যাগ করেছি, আর তুমি ছাড়া অন্য কেউ নারীদের সাথে মদীনায় যাবে না এবং সেসব ব্যক্তিগত জিনিসপত্রের ব্যাপারে যা তোমাদের কাছ থেকে লুট করা হয়েছিল - আমি তোমাদের এর চেয়ে অনেক বেশী দেবো"। ইমাম (আ.) বরলেন, **"আপনার কাছ থেকে কোন সম্পদ চাই না, তা আপনার প্রচুর থাকুক। আমি আপনার কাছ থেকে শুধু সে জিনিসগুলো চাই যা আমাদের কাছ থেকে লুট করে নেয়া হয়েছে, যেমন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কন্যা ফাতিমা (আ.)-এর হাতে বোনা চাদরটি এবং তার বোরখা, গলার হার এবং জামা।"** সে আদেশ দিলো যেন সেগুলো তাদের ফেরত দেয়া হয় এবং তাদেরকে দুশ' আশরাফিও দেয়া হয় তার নিজস্ব সম্পদ থেকে। ইমাম আলী যায়নুল আবেদীন (আ.) আশরাফিগুলো নিলেন এবং তা নিঃস্বদের মাঝে বিলিয়ে দিলেন। এরপর ইয়াযীদ আদেশ দিলো আহলে বাইতকে মদীনায় পাঠিয়ে দিতে।

কিছু কিছু শাহাদাতের (মাক্বতাল) বইতে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন তারা মদীনায় ফিরে যেতে চাইলেন, ইয়াযীদ আদেশ দিলো তাদের জন্য উটের ওপরে বসার গদীযুক্ত আসন আনতে। সে সেগুলোকে সাজাতে এবং সেগুলোতে সিল্কের পর্দা টাঙ্গাতে আদেশ দিলো, এবং প্রচুর মূল্যবান সম্পদ সেখানে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিলো। এরপর ইয়াযীদ সাইয়েদা উম্মে কুলসুম (আ.)-কে বললো, "এ সম্পদগুলো নাও ক্ষপিপূরণ হিসাবে যে মুসীবত তোমাদের হয়েছে তার জন্য।" উম্মে কুলসুম (আ.) উত্তর দিলেন, **"কী লজ্জাহীন এবং কর্কশ মানুষ তুমি, তুমি আমার ভাই ও পরিবারের সদস্যদের হত্যা করেছো, এরপর এর ক্ষতিপূরণ হিসেবে সম্পদ সাধছো? আল্লাহর শপথ তা কখনোই ঘটবে না।"**

'কামিলে বাহাই' গ্রন্থে আছে যে, ইমাম হোসেইন (আ.)-এর বোন উম্মে কুলসুম (আ.) দামেস্কে ইন্তেকাল করেন। ইবনে বতুতাহ, যিনি ছিলেন আল্লামাহ হিল্লির সন্তান ফখরুল মুহাক্কিক্বীন-এর সমসাময়িক, তার ভ্রমণ ইতিহাস 'তওফাতুন নাযযার ফী গারায়েবুল আমসার'-এ বলেছেন যে, দামেস্ক শহরের পশ্চিম দিকে এক ফারসাখ দূরত্বে যিয়ারাতের একটি স্থান আছে যা উম্মে কুলসুম (আ.)-এর জন্য উৎসর্গিত, তিনি ছিলেন ইমাম আলী বিন আবি তালিব (আ.)-এর কন্যা এবং সাইয়েদা ফাতেমা (আ.)-এর মাধ্যমে। বলা হয় যে তার নাম ছিলো যায়নাব এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে উম্মে কুলসুম উপাধি দিয়ে ছিলেন কারণ তিনি ছিলেন তার খালা, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একজন কন্যা উম্মে কুলসুমের মত দেখতে। এ যিয়ারাতের জায়গাটিতে একটি বড় মসজিদ আছে এবং এর চারিদিকে আছে বেশ কিছু বাড়িঘর যা ওয়াক্বফ করা হয়েছে। আর দামেস্কের জনগণ একে 'সাইয়েদা উম্মে কুলসুমের' কবর হিসাবে বলে।

সাইয়েদ ইবনে তাউস বলেন যে, ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তা কারবালায় ফেরত নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো এবং তার রহমতপ্রাপ্ত দেহের সাথে মিলিত করা হয়েছিলো। শিয়াদের বিশ্বাসও এর প্রমাণ দেয় এবং এর সমর্থনে বেশ কিছু রেওয়ায়েত এসেছে, কিন্তু আমরা এগুলো এখানে উল্লেখ করছি না সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে। পবিত্র মাথার দাফন বিষয়ে বিভিন্ন মত আছে। কেউ কেউ বলেন যে, ইয়াযীদ মাথাটি মদীনার গভর্নর আমর বিন সাঈদ বিন আস-এর কাছে পাঠিয়ে দেয়, যে বলেছিলো, "হায়, সে যদি এটি আমার কাছে না পাঠাতো।" এরপর সে তা (জান্নাতুল) বাক্বী-র কবরস্থানে দাফন করার আদেশ দেয়। অন্যরা বলেন যে মাথাটি ইয়াযীদের কোষাগারে ছিলো যতদিন পর্যন্ত না মানসুর বিন জামহুর দামেস্ক দখল করলো। সে মাথাটি এক লাল রঙের বাক্সে পেয়েছিলো এবং এর ওপর তখনও ওয়াসমাহ্‌র চিহ্ন দেখতে পেয়েছিলো। এরপর সে এটিকে দামেস্কে বাব আল ফারাদীস নামের জায়গায় দাফন করে। আবার অন্যান্য ব্যক্তিরা বলেন যে, সুলাইমান বিন আব্দুল মালিক মাথাটি ইয়াযীদের কোষাগারে পেয়েছিলো, সে সেটিকে মোটা সিল্কের পাঁচটি কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে নিয়েছিলো এবং এরপর তার সাথীদের নিয়ে এর জানাযার নামাজ পড়েছিলো। কিন্তু ইমামিয়া শিয়া পণ্ডিত ব্যক্তিদের ভেতর যা সুপরিচিত তা হলো যে ইমাম আলী যায়নুল আবেদীন (আ.) সেটি তার পবিত্র দেহের সাথে দাফন করেছিলেন অথবা তা বিশ্বাসীদের আমীর ইমাম আলী (আ.)-এর কবরে দাফন করা হয়েছিলো- এটিও বেশ কিছু সংবাদে এসেছে।

ইবনে শাহর আশোব বলেন যে, সাইয়েদ মুরতাযা তার একটি গবেষণা কর্মে বলেছেন যে, ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথা সিরিয়া থেকে কারবালায় ফেরত আনা হয়েছিলো এবং তা দেহের সাথে একত্র করা হয়েছিলো। আর শেইখ তূসী এখান থেকে 'যিয়ারাত আল আরবাঈন' উদ্ধৃত করেছেন।

হাবিবুস সিয়ারের এ ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, ইয়াযীদ সবগুলো মাথা ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)-এর কাছে হস্তান্তর করেছিলো এবং তিনি তা দেহগুলোর সাথে একত্র করেছিলেন

সফর মাসের বিশ তারিখে এবং এরপর মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন এবং বলা হয় যে দাফন সম্পর্কিত এ সংবাদটি সঠিক।

সিবতে ইবনে জাওযী তার 'তাযকিরাহ' গ্রন্থে বলেছেন যে, মাথার দাফনের স্থান হিসাবে পাঁচটি সংবাদ এসেছে: ১. কারবালায়, ২. মদীনায়, মায়ের কবরের কাছে, ৩. দামেস্কে, ৪ (সিরিয়াতে) রিক্কাহর মসজিদে এবং ৫. কায়রোতে (মিশর)। কিন্তু এদের মধ্যে বহুল প্রচলিত হলো যে, তা মদীনায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো একদল গণ্যমান্য ব্যক্তির সাথে এবং সেখান থেকে তা কারবালায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো এবং সেখানে দেহের সাথে দাফন করা হয়েছে। যা হোক যেখানেই বা যে অবস্থাতেই তার মাথা ও দেহ দাফন হয়ে থাক না কেন, তা মানুষের হৃদয়ে ও বিবেকে বাস করছে এবং সবার সত্তায় ও স্মৃতিতে স্থান করে নিয়েছে।

আর আমাদের একজন অভিভাবক তাই বলেছেন, "হোসেইনকে খুঁজতে যেও না পূর্বে অথবা পশ্চিমে, বরং সব ছেড়ে দ্রুত আসো আমার দিকে, কারণ তার রওযা হলো আমার হৃদয়ে।"

'মালহুফ' গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, বর্ণনাকারী বলেছে যে, যখন ইমাম হোসেইন (আ.)-এর পরিবার সিরিয়া ত্যাগ করলেন এবং ইরাকে পৌঁছলেন, তারা তাদের পথপ্রদর্শককে বললেন, "আমাদেরকে কারবালার ভেতর দিয়ে নিয়ে যাও।" এরপর যখন তারা শাহাদাতের স্থানটিতে পৌঁছলেন, তারা দেখলেন জাবির বিন আব্দুল্লাহ আনসারি (আ.) ও সাথে বনি হাশিমের একটি দল এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আত্মীয়রা ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কবর যিয়ারাতে এসেছেন। তারা পরস্পরের সাথে সাক্ষাত করলেন প্রচণ্ড দুঃখ নিয়ে এবং বিলাপ করে এবং নিজেদের চেহারায় আঘাত করতে করতে। এরপর এক হৃদয় বিদারক শোকানুষ্ঠান শুরু হলো এবং আশেপাশের শহরগুলো থেকে নারীরাও তাদের সাথে যোগ দিলেন এবং তারা সবাই সেখানে কয়েক দিনের জন্য শোক পালন করলেন। শেইখ ইবনে নিমাও তার শাহাদাতের বইতে একই রকম বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

সাইয়েদ ইবনে তাউস বলেন যে, বর্ণনাকারী বলেছে যে, এরপর তারা কারবালা থেকে মদীনার দিকে রওয়ানা হলেন। বাশীর বিন জাযলাম বলে যে, যখন আমরা মদীনার কাছে পৌঁছলাম ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) সেখানে নেমে পড়লেন এবং তাঁবু গাড়লেন এবং নারীদেরও বললেন নেমে আসতে। এরপর বললেন, **"হে বাশীর, আল্লাহ যেন তোমার পিতার ওপর রহম করেন, তিনি ছিলেন একজন কবি। তাহলে তুমিও কি শোকগাঁথা আবৃত্তি করো?"** আমি বললাম, "জ্বী, হে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সন্তান, আমিও একজন কবি।" ইমাম (আ.) বললেন, **"তাহলে মদীনায় যাও এবং ঘোষণা করো আবু আব্দুল্লাহ (আ.)-এর শাহাদাতের খবর।"** আমি ঘোড়ায় চড়লাম এবং দ্রুত ঘোড়া ছোটালাম যতক্ষণ না মদীনায় পৌঁছলাম। যখন আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মসজিদে পৌঁছলাম, আমি কাঁদতে শুরু করলাম এবং উচ্চকণ্ঠে বললাম, "হে ইয়াসরিবের জনগণ, এখানে তোমাদের থাকার কোন জায়গা নেই, হোসেইনকে হত্যা করা হয়েছে, তার কারণে আমার অশ্রু বইছে, তার দেহ পড়ে আছে কারবালায় ধুলো ও রক্তে

মাখামাখি হয়ে এবং তার মাথা বর্শার আগায় রেখে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় রাস্তায় রাস্তায় প্রদর্শন করা হয়েছে।"

এরপর বললাম, "এ হলো আলী বিন হোসেইন (আ.), যিনি তোমাদের শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছেছেন, তার সাথে আছে তার ফুফুরা এবং বোনেরা। তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন যেন আমি তার অবতরণের স্থানটির ঘোষণা দেই", এ কথা শুনে বোরখায় ঢাকা সব নারীরা দৌড়ে বেরিয়ে এলো কাঁদতে কাঁদতে। আর আমি জীবনে কখনোও এরকম কান্না দেখি নি, না আমি এমন কিছু জানি যা ছিলো মুসলমানদের জন্য এর চেয়ে কষ্টকর। আমি একটি বালিকাকে কাঁদতে শুনলাম একথা বলে, "তুমি আমার অভিভাবকের শাহাদাতের সংবাদ এনেছো এবং আমাকে শোকাহত করেছো এবং আমার অবস্থা খারাপ করে দিয়েছো, আর এ সংবাদ আমার হৃদয়কে বিপর্যস্ত করে ফেলেছে, তাই হে আমার চোখ দুটো, প্রচুর অশ্রু ঝরাও অনবরত তার ওপরে যার দুঃখের কারণে আল্লাহর আসমান ভেঙ্গে পড়েছে, তার শাহাদাত উচ্চ মর্যাদাকে, ধর্ম ও উষ্ণ আবেগকে ফুটো করে দিয়েছে, তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) ও আলীর সন্তানের জন্য কাঁদো, যদিও তার কবর অনেক অনেক দূরে।"

এরপর বালিকাটি আমার দিকে ফিরে বললো, "হে মৃত্যুর সংবাদবাহক, আবু আবদুল্লাহর জন্য তুমি আমাদের দুঃখকে নতুন করে আরম্ভ করেছো এবং তুমি আমাদের ভেতরের ক্ষতকে ঘষে দিয়েছো যা তখনও শুকায় নি। তোমার রব তোমার ওপর রহমত করুন, তুমি কে?" আমি বললাম, "আমি বাশীর বিন জাযলাম এবং আমার অভিভাবক ইমাম আলী বিন হোসেইন (আ.) আমাকে পাঠিয়েছেন, আর তিনি নিজে এবং সাথে আবু আব্দুল্লাহ আল হোসেইন (আ.)-এর পরিবার অমুক জায়গায় তাঁবু ফেলেছেন।" তখন লোকজন আমাকে ছেড়ে ঐ জায়গার দিকে দৌড়াতে শুরু করলো। এরপর আমি আমার ঘোড়ায় চড়লাম এবং ফেরত এলাম এবং দেখলাম জনগণ সব বড় রাস্তা ও গলি দখল করে ফেলেছে। আমি আমার ঘোড়া থেকে নামলাম এবং মানুষের ঘাড়ের ওপর দিয়ে পা ফেলে ফেলে তাঁবু পর্যন্ত পৌঁছলাম। ইমাম আলী বিন হোসেইন (আ.) ভেতরে ছিলেন এবং তিনি বাইরে বেরিয়ে এলেন একটি রুমাল দিয়ে অশ্রু মুছতে মুছতে। একজন খাদেম তার পেছন পেছন এলো একটি চেয়ার নিয়ে এবং তা মাটিকে রাখলো এবং ইমাম (আ.) এতে বসলেন। তার অশ্রু অনবরত ঝরছিলো এবং পুরুষদের কান্নার কণ্ঠ উঁচু হলো এবং নারীরা বিলাপ করতে লাগলো। এরপর জনগণ চতুর্দিক থেকে তাকে সমবেদনা জানাতে লাগলো এবং ঐ জায়গায় এক ভয়ানক শোরগোল শুরু হলো।

ইমাম আলী যায়নুল আবেদীন (আ.)-এর খোতবা

ইমাম (আ.) তাদেরকে ইশারা করলেন চুপ করার জন্য এবং কান্নার আওয়াজ বন্ধ হলো। তিনি (আ.) বললেন, **"আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, বিচার দিনের বাদশাহ, সব সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা। সেই রবের শপথ যিনি অনুভবের আয়ত্তে আসার বাইরে এবং তিনি এত কাছে যে তিনি (তার বান্দাহদের) গোপন কথাগুলো শোনেন। আমি তার প্রশংসা করি এ মারাত্মক ঘটনা এবং**

যুগের বিপর্যয়গুলোর বিষয়ে এবং দুঃখের কঠিন মাত্রা এবং গভীর দুঃখজনক ঘটনাগুলোর তিক্ত স্বাদের সময়ে এবং বিরাট দুঃখ ও মহাশোকে, হৃদয় বিদারক এবং বিপর্যস্তকারী দুঃখকষ্টের ভেতরে।

হে জনতা, নিশ্চয়ই আল্লাহ, যিনি প্রশংসার যোগ্য, আমাদেরকে পরীক্ষা করেছেন বিরাট দুঃখসমূহের মাধ্যমে যখন ইসলামের ভেতরে এক গভীর ফাটল প্রকাশিত হয়েছে। আবু আব্দুল্লাহ আল হোসেইন (আ.) এবং তার পরিবারকে হত্যা করা হয়েছে, আর তার নারীস্বজনদের এবং অপরিণত বয়সের সন্তানদের বন্দী অবস্থায় তাড়িয়ে নেয়া হয়েছে। তার মাথাকে বর্শার আগায় রেখে শহরগুলোর রাস্তাগুলিতে প্রদর্শন করা হয়েছে, আর এ মহাবিপর্যয়ের কোন তুলনা নেই।

হে জনতা, তোমাদের মধ্যে কারা তার মৃত্যুর পর আনন্দিত হবে এবং তোমাদের মধ্যে কাদের হৃদয় তার জন্য ছারখার হবে না? তোমাদের মধ্যে কার চোখ এর জন্য অশ্রু ফেলবে না এবং তোমাদের মধ্যে কে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করবে নিজের চেহারায় চাপড় না দিয়ে? সাতটি উচ্চ আকাশ তার শাহাদাতে কেঁদেছে এবং নদীগুলো তাদের ঢেউসহ, আকাশগুলো তাদের স্তম্ভগুলোসহ, পৃথিবী তার চারধারসহ, এবং গাছগুলো তাদের শাখাগুলোসহ, সমুদ্র ও এর গভীরের মাছেরা, (আল্লাহর) নিকটবর্তী ফেরেশতারা এবং আকাশের বাসিন্দারাও তার জন্য কান্নায় তাদের কণ্ঠ মিলিয়েছে।

হে জনতা, কোন হৃদয় কি আছে যা তার শাহাদাতের কারণে ছিঁড়ে যাবে না? এবং কোন বিবেক কি আছে যা এর কারণে পুড়ে যাবে না? এবং কোন কান কি আছে যা বধির হয়ে যাবে না যখন তারা দেখে ইসলামের ভেতর এ ফাটল দেখা দিয়েছে?

হে জনতা, আমাদেরকে তাড়িয়ে নেয়া হয়েছে এবং রাস্তায় প্রদর্শন করা হয়েছে শহরগুলোর দূরবর্তী ও নিকটবর্তী জায়গাগুলোতে যেন আমরা ছিলাম তুর্কী অথবা কাবুলি লোকদের সন্তান, কোন অপরাধ করা ছাড়াই অথবা কোন খারাপ কাজ করা ছাড়াই, আর না আমরা তারা যারা ইসলামে ফাটল সৃষ্টি করেছি। কখনোই আমরা তা আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে শুনি নি, এটি নুতন জিনিস ছাড়া আর কিছু নয়। আল্লাহর শপথ, যদি রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের বিষয়ে সদুপদেশ না দিয়ে তাদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দিতেন তাহলেও তারা আমাদের এর চেয়ে বেশী ক্ষতি করতো না, যা তারা ইতোমধ্যেই করেছে।

ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন, কী কঠিন বেদনাদায়ক, মারাত্মক, দুঃখপূর্ণ, হৃদয়বিদারক এবং তিক্ত দুর্যোগ ছিলো যা আমরা দেখেছি এবং সহ্য করেছি। আমরা আল্লাহর কাছে এর বিচারের ভার দিলাম, তিনি মহা ক্ষমতাবান, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।"

বর্ণনাকারী বলে যে, একথা শুনে সওহান বিন সা'সা'আহ বিন সওহান, যে ছিলো পক্ষাঘাতগ্রস্ত, উঠে দাঁড়ালো তার দিকে ফিরে এবং ক্ষমা চাইলো, কারণ তার পা দুটো অবশ হয়ে গিয়েছিলো (যে কারণে সে তাকে সাহায্য করতে পারে নি)। ইমাম (আ.) তার কৈফিয়ত গ্রহণ

করলেন এবং তার প্রতি তার সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন এবং তাকে ধন্যবাদ দিলেন এবং সে সাথে তার পিতার ওপর আল্লাহর রহমত প্রার্থনা করলেন।

জাযায়েরি এবং ইবনে সাববাগ মালিকি বলেন যে, ইয়াযীদ সিরিয়াবাসীদের মাঝ থেকে একজন বিশ্বস্ত লোক পাঠিয়েছিলো আহলে বাইত (আ.)-এর সাথে এবং তাদের বিষয়ে তাকে আদেশ দিয়েছিলো। কিছু অশ্বারোহী লোকও তার সাথে ছিলো মদীনা পৌঁছা পর্যন্ত।

'আখবারুদ দওল' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, কাফেলার দলপতি ছিলো নোমান বিন বাশীর, আর ত্রিশ জন ব্যক্তি তার সাথে এসেছিলো। সে তাদেরকে রাতের বেলা পথে পরিচালিত করলো এবং নিজে তাদের পেছনে ছিলো যেন তাদের ওপর লক্ষ্য রাখতে পারে। যখন তারা থামলেন, সে তার সাথীদের নিয়ে তাদের কাছ থেকে বেশ দূরে তাঁবু গাড়লো। সে তাদেরকে ঘেরাও করে থাকলো তাদেরকে পাহারা দেয়ার জন্য এবং তাদের খোঁজ-খবর নিতে থাকলো এবং একই সাথে ভালো আচরণ করতে থাকলো মদীনায় পৌঁছা পর্যন্ত।

ইমাম আলী (আ.)-এর কন্যা ফাতেমা (আ.) তার বোন সাইয়েদা যায়নাব (আ.)-কে বললেন, "এ লোকটি আমাদের অনেক সাহায্য করেছে, তাই আমরা কি তাকে প্রতিদান দেবো না?" তিনি বললেন, **"আমাদের কাছে তো কিছু নেই তাকে প্রতিদান দেয়ার মত আমাদের অলঙ্কারগুলো ছাড়া। আমাদের উচিত আমাদের হাতের বালা ও বাহুর অলঙ্কার থেকে দুজোড়া তার জন্য পাঠিয়ে দেয়া এবং ক্ষমা চেয়ে নেয়া (তার কষ্টের জন্য)।"**

সে সব ফেরত দিয়ে দিলো এ বলে যে, "আমি যদি তা এ পৃথিবীর জন্য করতাম তাহলে তা আমার জন্য যথেষ্ট হতো। কিন্তু আল্লাহর শপথ যে, আমার নিয়ত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা.) সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছু ছিলো না।"

রাবাব, যিনি ছিলেন ইমাম হোসেইন (আ.)-এর স্ত্রী এবং ইমরুল ক্বায়েসের কন্যা এবং যিনি সাইয়েদা সাকিনাহ (আ.)-এরও মাতা ছিলেন, ইমাম হোসেইন (আ.)-এর সাথে কারবালা গিয়েছিলেন। তাকে সিরিয়া নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো আহলে বাইত (আ.)-এর সাথে এবং এরপরে মদীনায় ফেরত আসেন। কুরাইশদের মাঝে মর্যাদাবানরা তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালো, কিন্তু তিনি বললেন, "আমি রাসূল (সা.)-এর পরে আর কাউকে শ্বশুর হিসাবে চাই না।" তিনি শাহাদাতের পরে এক বছর ধরে তার ঘরের ছাদের নিচে প্রবেশ করলেন না এবং অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং রাগের কারণে মৃত্যুবরণ করলেন। বলা হয় যে তিনি ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কবরের মাথার দিকে একবছর অবস্থান করেছিলেন এবং এরপর মদীনায় ফিরেছিলেন এবং শোকে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

শাহাদাতের কিছু কিছু বইতে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন সাইয়েদা উম্মে কুলসুম (আ.) মদীনায় পৌঁছলেন, তিনি কাঁদলেন এবং বললেন, **"হে আমাদের নানার শহর (মদীনা), আমাদেরকে গ্রহণ করো না, আমরা ফিরেছি দুঃখ ও হতাশা সাথে নিয়ে; সাবধান, যাও এবং রাসূলের কাছে বলো যে**

আমাদেরকে কঠিন কষ্ট দেয়া হয়েছে আমাদের পিতার (প্রতি শত্রুতার) কারণে; আমরা যখন তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলাম, আমাদের সাথে সবাই ছিলো, কিন্তু এখন আমরা ফিরছি আমাদের পুরুষদের ও পুত্রসন্তানদের ছাড়া; আমরা যখন এখান থেকে গিয়েছিলাম তখন আমরা সবাই একত্রে ছিলাম; এখন আমরা ফিরছি ক্ষতি নিয়ে ও ব্যক্তিগত জিনিসপত্র লুট হয়ে যাওয়া অবস্থায়; আমরা আল্লাহর নিরাপত্তায় ছিলাম এবং এখন আমরা ফিরছি আমাদের স্বজনদের বিচ্ছেদ নিয়ে এবং ভয় নিয়ে; আমাদের মাওলা হোসেইন ছিলেন আমাদের নিরাপত্তাদানকারী ও সাহায্যকারী, আর আমরা ফিরেছি তাকে ধুলো মাখা অবস্থায় ফেলে রেখে; আমাদেরকে লুট করা হয়েছে এবং ধ্বংস করা হয়েছে এবং কোন নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দানকারী ও সাহায্যকারী ছিলো না, আমরা আমাদের ভাইয়ের জন্য কাঁদছি; হে নানা, শত্রুরা হোসেইনকে হত্যা করেছে এবং তারা আল্লাহর কাছে আমাদেরকে বিবেচনা করে নি। হে প্রিয় নানা, আমাদের শত্রুরা তাদের আশাগুলো পূরণ করেছে এবং তারা আমাদের মর্যাদা লঙ্ঘন করে স্বস্তি পেয়েছে, তারা আহলে বাইত (আ.)-দের বোরখাবিহীন করেছিলো এবং বল প্রয়োগে তাদেরকে গদীবিহীন উটের ওপর বসিয়েছিলো।" তার এ শোকগাঁথা অনেক বিস্তারিত, তাই আমরা এখানেই শেষ করছি সংক্ষিপ্ত রাখার জন্য।

বর্ণনাকারী বলে যে, সাইয়েদা যায়নাব (আ.) মসজিদের এক জোড়া দরজা আঁকড়ে ধরলেন এবং উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, **"হে নানা, আমি আপনার কাছে আমার ভাই হোসেইনের মৃত্যুর খবর জানাচ্ছি।"** এ কথা বলাতে তার অশ্রু অবিরত ঝরতে লাগলো এবং তিনি বিলাপ ও কান্না থামাতে পারলেন না এবং যতবার তার দৃষ্টি পড়তো ইমাম আলী বিন হোসেইন (আ.)-এর ওপর তার শোক নতুন করে শুরু হতো এবং হৃদয়ের বেদনা বৃদ্ধি পেতো।

আলী বিন হোসেইন (আ.)-এর আহাজারি

সাইয়েদ ইবনে তাউস বলেছেন যে, ইমাম জাফর আস সাদিক্ব (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম আলী যায়নুল আবেদীন (আ.) চল্লিশ বছর কেঁদেছিলেন তার পিতার জন্য। তিনি সব সময় দিনে রোযা রাখতেন এবং পুরো রাত জেগে থাকতেন। আর যখন ইফতার করার সময় হতো তার খাদেম তার সামনে খাবার রাখতো রোযা ভাঙ্গার জন্য এবং বলতো, "হে আমার মালিক, আপনার রোযা ভাঙ্গুন।" ইমাম (আ.) বলতেন, **"রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সন্তানকে হত্যা করা হয়েছে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত অবস্থায়।"** এরপর তিনি তা বার বার বলতেই থাকতেন এবং অনেক কাঁদতেন তার অশ্রুতে খাবার ভিজে যাওয়া পর্যন্ত এবং পানিও, এবং তা চলতেই থাকলো তার জীবনের শেষ পর্যন্ত। তার একজন দাস বলেছে যে, একদিন আমার মালিক ঘরের বাইরে গেলেন, আমিও তাকে অনুসরণ করলাম। আমি দেখলাম তিনি তার কপাল একটি অমসৃণ পাথরের ওপর রাখলেন এবং আমি তার কান্না ও আহাজারি শুনতে পেলাম এবং তার তেলাওয়াতের কণ্ঠও শুনতে পেলাম এক হাজার বার, **"আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই পূর্ণ আত্মনিয়োগ ও বিনয়ের মাধ্যমে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই বিশ্বাসে ও সত্যে।"**

এরপর তিনি সিজদা থেকে তার মাথা তুললেন এবং তার দাড়ি ও চেহারা তার চোখের পানিতে ভিজে গিয়েছিলো। এ দেখে আমি বললাম, "হে আমার মালিক, আপনার দুঃখ শেষ হয় নি এবং আপনার আহাজারি থামে নি?" তিনি উত্তর দিলেন, **"তোমার জন্য আক্ষেপ, ইয়াকুব (আ.) একজন নবী ছিলেন এবং তার বারো জন সন্তান ছিলো। আল্লাহ তার এক সন্তানকে (ইউসুফ-আ.) তার চোখের আড়ালে রেখেছিলেন এবং তার মাথার চুল সাদা হয়ে গিয়েছিলো অত্যধিক দুঃখে এবং তার পিঠ বাঁকা হয়ে গিয়েছিলো দুঃশ্চিন্তায় এবং তার চোখের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিলো অতিরিক্ত কান্নাকাটিতে; আর এ সবকিছু হয়েছে যদিও তার সন্তান জীবিত ছিলো এ পৃথিবীতে। আর আমি আমার পিতা, ভাই এবং পরিবারের আঠারো জন সদস্যকে মাটিতে পড়ে যেতে এবং শহীদ হতে দেখেছি; তাই কিভাবে আমার দুঃখ এবং অশ্রু থামতে পারে?"**

শেইখ আবু জাফর তূসি তার ধারাবাহিক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে খালিদ বিন সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সে বলেছে যে, আমি ইমাম জাফর আস সাদিক্ব (আ.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, "কোন ব্যক্তি কি তার পিতা, ভাই অথবা আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুর কারণে নিজের জামার কলার ছিঁড়তে পারে?" ইমাম (আ.) বললেন, **"এতে কোন সমস্যা নেই। নবী মূসা (আ.) নিজের জামার কলার ছিঁড়েছিলেন তার ভাই হারুন (আ.)-এর মৃত্যুতে। একজন পিতা তার সন্তানের মৃত্যুতে এবং একজন স্বামী তার স্ত্রীর মৃত্যুতে জামার কলার নাও ছিঁড়তে পারেন, কিন্তু একজন স্ত্রী তার স্বামীর মৃত্যুতে পারেন।"** এরপর আরও বললেন, **"ফাতেমা (আ.)-এর পরিবার হোসেইন (আ.)-এর জন্য জামার কলার ছিঁড়েছিলেন এবং চেহারায় হাত দিয়ে চাপড় মেরেছিলেন এবং তিনি এতই মূল্যবান ছিলেন যে তার মৃত্যুতে কলার ছেঁড়া এবং চেহারায় হাত দিয়ে চাপড় মারা উচিত ছিলো।"**

'দায়েমুল ইসলাম' গ্রন্থে ইমাম জাফর আস সাদিক্ব (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (ইমাম যায়নুল আবেদীন) (আ.) প্রত্যেকদিন ও প্রত্যেক রাতে কেঁদেছিলেন এক বছর পর্যন্ত এবং তার শাহাতাদের পর তিন বছর ধরে তিনি আহাজারি করেছিলেন।

বারক্বী বর্ণনা করেছেন যে, যখন ইমাম হোসেইন (আ.)-কে হত্যা করা হলো, বনি হাশিমের নারীরা কালো কাপড় ও শোকের পোশাক পরেছিলেন এবং উত্তাপ বা ঠাণ্ডার বিষয়ে কোন অভিযোগ করেন নি এবং ইমাম আলী বিন হোসেইন (আ.) তাদের শোকের অনুষ্ঠানের খাবারের ব্যবস্থা করেছিলেন।

ইসলামের বিশ্বস্ত কর্তৃপক্ষ শেইখ কুলাইনি (আল্লাহ যেন তার বিশ্রামাগারকে শীতল করেন) বর্ণনা করেছেন ইমাম জাফর আস সাদিক্ব (আ.) থেকে যে, যখন ইমাম হোসেইন (আ.)-কে হত্যা করা হলো, তার একজন স্ত্রী একটি শোক মজলিশের আয়োজন করলেন। তিনি কাঁদলেন, এবং সম্মানিতা নারীরাও এবং তার নারী গৃহকর্মীরাও কেঁদেছিলেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের অশ্রু শুকিয়ে গেলো, কিন্তু তারা দেখলেন তাদের একজন নারী গৃহকর্মী তখনও কাঁদছে। তিনি তাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি করেছো যে তোমার অশ্রু এখনও বইছে?" সে জবাব

দিলো, "যখন আমি ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম আমি সাওউইক্ব খেয়েছিলাম।" বলা হয় যে তখন তিনি খাবার ও সাওউইক্ব প্রস্তুত করার আদেশ দিলেন; তিনি তা খেলেন এবং পান করলেন এবং তা অন্যদের দিলেন এবং বললেন, "আমরা এর মাধ্যমে কল্যাণ লাভ করবো ইমাম হোসেইন (আ.)-এর জন্য শোক পালন করার কারণে।"

বলা হয় যে এক বাটি খাবার এ নারীকে দেয়া হলো যেন সে তা থেকে কল্যাণ লাভ করতে পারে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর ওপর শোক পালন করার সময়। যখন সে তা দেখলো, জিজ্ঞেস করলো, "এটি কী?" তারা বললেন, "অমুক ব্যক্তি তোমার জন্য তা পাঠিয়েছেন যেন তা ইমাম হোসেইন (আ.)-এর জন্য কাঁদার জন্য উপকারী হয়।" সে উত্তর দিলো, "এখানে আমাদের কোন বিয়ের উৎসব নয়, তাই এ নিয়ে আমরা কী করবো?" এরপর যে নারীরা তার সাথে শোকপালনে এসেছিলেন তাদেরকে সে চলে যেতে বললো। তারা বাইরে গেলেন এবং ঘর থেকে বেরিয়েই উধাও হয়ে গেলেন এবং যেন তারা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে উড়তে শুরু করলেন এবং তাদের আর কোন হদীস পাওয়া গেলো না।

ইমাম জাফর আস সাদিক্ব (আ.) বলেন যে, হাশেমী বংশের কোন নারী চোখে কাজল বা চুলে কলপ ব্যবহার করতেন না, না তাদের ঘর থেকে (রান্নার) ধোঁয়া বেরিয়েছে পাঁচ বছর যাবৎ, যতদিন না উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে হত্যা করা হলো।

'তারীখে যাহাবি' গ্রন্থে আছে যে, ৩৫২ হিজরির দশ মুহাররাম তারীখে মুইয আদদৌলা বাগদাদের লোকদের আদেশ দিয়েছিলেন ইমাম হোসেইন (আ.)-এর জন্য শোক পালন করতে। তিনি বাজারগুলো বন্ধ রাখার এবং সেগুলোর ওপর শোকের প্রতীক স্থাপনের আদেশ দিয়েছিলেন। রান্না নিষিদ্ধ করা হলো এবং শিয়া নারীরা বেরিয়ে এসেছিলো আহাজারি করতে করতে এবং তাদের নিজেদের চেহারায় চাপড় মারতে মারতে, আর তা চললো কয়েক বছর ধরে।

ইবনুল ওয়ারদির 'তারীখ' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, ৩৫২ হিজরিতে মুইয আদদৌলা (বাগদাদের) লোকদেরকে আদেশ দিলো ইমাম হোসেইন (আ.)-এর জন্য আহাজারি করতে এবং নিজেদের বুকে আঘাত (মাতম) করতে এবং যেন নারীরা অগোছালো চুলে থাকে এবং শোক পালন করে। সুন্নীরা তা বাধা দিয়ে রাখতে পারলো না, কারণ ক্ষমতাসীন শাসক ছিলেন শিয়াদের পক্ষে।

'মাক্বরিযির আল খুতাত ওয়াল আসার' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবনে যুলাক্ব তার 'সীরাত আল মুইয লিদিনিল্লাহ' গ্রন্থে বলেছেন যে, ৩৬৩ হিজরির দশ মুহাররামে শিয়াদের মধ্য থেকে একটি দল, সাথে তাদের অনুসারীরা এবং মুগারেবাহর একটি কাফেলা ও তাদের পুরুষরা উম্মে কুলসুম (আ.) ও সাইয়েদা নাফীসাহ (আ.)-এর মাযার থেকে ফিরে এলেন ইমাম হোসেইন (আ.)-এর জন্য শোক মিছিলে।

কিছু বইতে উদ্ধৃতি আছে যে, ৪২৩ হিজরিতে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর জন্য বাগদাদে শোকপালন করা হয়েছিলো। তা দেখে সুন্নীরা বিদ্রোহ করেছিলো এবং সংঘর্ষ শুরু হয়েছিলো, সেখানে বেশ কিছু প্রাণ ঝরে গিয়েছিলো এবং বাজারগুলো একঘরে হয়ে পড়েছিলো।

আবু রায়হান (আল বিরুনী) তার 'আসারুল বাকিয়াহ' গ্রন্থে বলেছেন যে, দশ মুহাররাম আরবদের কাছে পবিত্র বিবেচিত ছিলো যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ দিনে ইমাম হোসেইন (আ.)-কে হত্যা করা হলো। এরপর তারা তার ও তার সাথীদের সাথে এমন ব্যবহার করলো যে, কোন জাতিই তাদের নিকৃষ্ট লোকদের সাথে এ আচরণ করে নি যা তারা তাদের সাথে করলো ক্ষুধা ও পিপাসায়, তরবারি, (তাঁবুতে) আগুন, বর্শার আগায় মাথাগুলো তোলা এবং তাদের দেহগুলোর ওপর ঘোড়া ছোটানোর বিষয়ে; তাই তারা (শিয়ারা) এ দিনটিকে অকল্যাণের দিন বিবেচনা করতো, কিন্তু বনি উমাইয়া সেদিন আনন্দ উৎসব করতো এবং নুতন পোশাক পরতো এবং ভোজসভা ও আনন্দ উৎসবের আয়োজন করতো। তারা মিষ্টি প্রস্তুত করতো এবং সুগন্ধি বিতরণ করতো। যতদিন বনি উমাইয়ার রাজত্ব ছিলো এ সংস্কৃতি আম্মাহর (যারা শিয়া নয়, যেমন সূন্নীগণ) মধ্যে চলতে থাকলো। তাদের রাজত্বের সূর্য ডুবে যাওয়ার পরও 'আম্মাহ'-এর মধ্যে এ সংস্কৃতি চলতে থাকলো। আর শিয়ারা, ইমাম হোসেইন (আ.)-এর শাহাদাতের শোকে শোকগাঁথা আবৃত্তি করে এবং আহাজারি করে। আর এ সংস্কৃতি 'শান্তির শহর' বাগদাদে এবং অন্যান্য শহরেও বজায় আছে এবং এ দিনে তারা কারবালার প্রশান্তিপূর্ণ কবরগুলোতে যিয়ারাতে যায়। অন্যদিকে আম্মাহ (যারা শিয়া নয়) এ দিনে নুতন ঘটি বাটি এবং আসবাপত্র কেনা কল্যাণকর মনে করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আবু আব্দুল্লাহ (আ.)-এর শাহাদাতের পর

যেসব ঘটনা প্রকাশ পেয়েছিলো,

আকাশ, জমিন এবং তাদের বাসিন্দাদের কান্না,

ইমামের জন্য আল্লাহর কাছে ফেরেশতাদের বিলাপ,

জিনদের আহাজারি এবং কবিদের শোকগাঁথা।

পরিচ্ছেদ- ১

ইমাম হোসেইন (আ.)-এর জন্য আকাশগুলো ও জমিন এবং তাদের বাসিন্দাদের শোক

শেইখ আবু জাফর তূসী বর্ণনা করেছেন শেইখ মূফীদ থেকে, তিনি আহমাদ বিন ওয়ালিদ থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি সাফফার থেকে, তিনি ইবনে ঈসা থেকে, তিনি ইবনে আবি উমাইর থেকে, তিনি হোসেইন বিন আবি ফাখতা থেকে যে বলেছে যে, আমি আবু সালামাহ সাররাজ ইউনুস বিন ইয়াকুব এবং ফাযল বিন ইয়াসার-এর সাথে ইমাম জাফর আস সাদিক্ব (আ.)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আমি আপনার জন্য কোরবান হই, আমাকে এ লোকগুলোর (বনি উমাইয়া অথবা বনি আব্বাস) কাছে যেতে হবে, আমরা আপনাদের সেখানে স্মরণ করি, তাই আমাদের কী বলা উচিত?" ইমাম (আ.) জবাব দিলেন, **"তিনবার বলোঃ আসসালামু আলাইকা ইয়া আবা আবদিল্লাহ।"** এরপর তিনি আমাদের দিকে ফিরলেন, **"নিশ্চয়ই, যখন আবু আব্দুল্লাহ ইমাম হোসেইন (আ.)-কে হত্যা করা হয়, সাত আকাশ ও সাত জমিন এবং এর বাসিন্দারা এবং এদের মাঝে যা আছে এবং জান্নাতে ও জাহান্নামে যা আলোড়িত হয় প্রকাশ্য অথবা গোপনে, তার জন্য কেঁদেছিলো, তিন ব্যতীত।"** আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আমি আপনার জন্য কোরবান হই, ঐ তিন কী যারা তার জন্য কাঁদে নি?" ইমাম সাদিক্ব (আ.) বললেন, **"বসরা (-এর জনগণ), দামেস্ক (-এর জনগণ) এবং হাকাম বিন আবি আমির (আল আস)-এর পরিবার।"**

শেইখ সাদূক্ব বর্ণনা করেছেন জাবালাহ মাককিয়াহ থেকে যে বলেছে যে, আমি মেইসাম আত তাম্মারকে বলতে শুনেছি যে, "আল্লাহর শপথ, মুহাররামের দশ দিন যাওয়ার পর, এ উম্মত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সন্তানকে হত্যা করবে। আর আল্লাহর শত্রুরা এ দিনকে প্রাচুর্য লাভের দিন হিসাবে বিবেচনা করবে। আর এটি অবশ্যই ঘটতে যাচ্ছে এবং এটি সর্বশক্তিমান আল্লাহর জ্ঞানের ভেতর প্রকাশিত হয়েছে। আমি এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমার মালিক বিশ্বাসীদের আমির আলী (আ.)-কে এবং তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, সবকিছু যেমন, জঙ্গলের পশুরা, সমুদ্রের মাছেরা এবং পাখিরা তার জন্য কাঁদবে। এছাড়া সূর্য, চাঁদ, নক্ষত্রগুলো, আকাশগুলো এবং পৃথিবী, মানুষ ও জিনদের মধ্যে বিশ্বাসীরাও কাঁদবে; এছাড়া কাঁদবে আকাশগুলো ও পৃথিবীর ফেরেশতারা, বেহেশতের দারোয়ান (রিদওয়ান) এবং জাহান্নামের দারোয়ান (মালিক) এবং আরশ বহনকারীরা তার জন্য আহাজারি করবে। আকাশগুলো রক্ত ও বালি বৃষ্টি ফেলবে। এরপর সে (মেইসাম) বললো, "হে জাবালাহ, তাই যখন তুমি দেখবে সূর্য তাজা রক্তের মত লাল হয়ে গেছে, তখন জেনো যে শহীদদের সর্দারকে হত্যা করা হয়েছে।" জাবালাহ বলে যে, একদিন আমি বাড়ির বাইরে এলাম এবং দেখলাম দেয়ালের ওপর সূর্যের রশ্মি লাল রঙের লিনেন-এর মত। আমি কান্না ও বিলাপ শুরু করলাম এবং বললাম, "আল্লাহর শপথ, আমাদের অভিভাবক হোসেইন বিন আলী (আ.)-কে হত্যা করা হয়েছে।"

শেইখ আবুল কাসেম জাফর বিন ক্বাওলাওয়েইহ বর্ণনা করেছেন তার ধারাবাহিক বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে ইমাম জাফর আস সাদিক্ব (আ.) থেকে যে, (খলিফা) হিশাম বিন আব্দুল মালিক একজন দূত পাঠালো এবং আমার পিতাকে (ইমাম মুহাম্মাদ আল বাক্বের আ.-কে) ডেকে পাঠালো। তিনি সিরিয়াতে পৌঁছলেন এবং যখন সেখানে প্রবেশ করলেন, হিশাম জিজ্ঞেস করলো, "হে আবা জাফর, আমরা আপনাকে ডেকেছি যেন একটি বিষয়ে আমরা আপনাকে প্রশ্ন করতে পারি যে বিষয়ে আমি ছাড়া আর কেউ প্রশ্ন করার যোগ্য নয়। না আমি পৃথিবীর ওপর কাউকে পেয়েছি এর উত্তর জানে অথবা যাকে প্রশ্ন করা যায়, শুধু একজন ছাড়া (তাহলো আপনি)।" আমার পিতা বললেন, **"আমির আমাকে যে প্রশ্ন ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করতে পারেন, যদি আমি জানি তা আমি বলবো, যদি আমি না জানি তাও আমি বলবো, আর সততা হলো সবচেয়ে ভালো।"** হিশাম বললো, "আমাকে বলুন সে রাত সম্পর্কে যে রাতে আলী বিন আবি তালিব (আ.)-কে হত্যা করা হয়েছিলো, কীভাবে কোন ব্যক্তি তার শাহাদাতের শহরে উপস্থিত না থেকে তা জানতে পারে এবং এ বিষয়ে জনগণের জন্য কী নিদর্শন হতে পারে? যদি আপনি উত্তর জানেন আমাকে বলুন এবং সাথে এও আমাকে বলুন যে প্রকাশিত এ নিদর্শন কি শুধু আলীর বেলায় ঘটেছে নাকি অন্য কারও বেলায়ও ঘটেছে?" আমার পিতা (আ.) বললেন, **"হে আমির, যখন সে রাত এলো, যে রাতে বিশ্বাসীদের আমির আলী (আ.)-কে হত্যা করা হয়েছিলো, পৃথিবীর কোন পাথরই ছিল না যা ওঠানো হয়েছে আর তার নিচে তাজা রক্ত দেখা যায় নি, এবং তা ঘটেছিলো সকাল হওয়া পর্যন্ত। একই ঘটনা ঘটেছিলো যখন মূসা-আ.)-এর ভাই হারুন (আ.) শহীদ হয়েছিলেন এবং এর পুনারাবৃত্তি ঘটলো ঐ রাতে যখন (মূসা-আ.-এর স্থলাভিষিক্ত উত্তরাধিকারী) ইউশা' বিন নূনকে হত্যা করা হয় এবং সে রাতেও যে রাতে মারইয়াম (আ.)-এর সন্তান ঈসা (আ.) উর্ধ্বগমন করেন। এর পুনরাবৃত্তি ঘটেছিলো সে রাতে যে রাতে শামাউন বিন জাওন আস সাফা (ঈসা আ.-এর স্থলাভিষিক্ত উত্তরাধিকারী)-কে হত্যা করা হয় এবং সে রাতেও যে রাতে হোসেইন বিন আলী (আ.)-কে হত্যা করা হয়।"** একথা শুনে হিশাম ভয়ানক ক্রুদ্ধ হলো এবং তার চেহারার রঙ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো এবং সে আমার পিতাকে আঘাত করতে চাইলো। আমার পিতা (আ.) বললেন, **"হে আমির, জনগণের জন্য বাধ্যতামূলক যে তারা তাদের নেতাকে মেনে চলবে এবং তাকে সৎভাবে পথ দেখাবে। আর আমার জন্য আমির-এর প্রশ্নের উত্তর দেয়ার উদ্দেশ্য ছিলো যে তার আনুগত্য আমার জন্য বাধ্যতামূলক ছিলো তাই আপনার উচিত আমার প্রতি আশাবাদী হওয়া।"** হিশাম বললো, "তুমি তোমার পরিবারের কাছে ফেরত যেতে পারো যখন তোমার ইচ্ছা। কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি বেরিয়ে আসছিলেন হিশাম তাকে বললো, "তাহলে তুমি আমার কাছে অঙ্গীকার করো এবং আল্লাহর নামে শপথ করো যে, আমি যতদিন বেঁচে আছি তুমি একথা কারও কাছে বলবে না।" আর আমার পিতা তার কাছে অঙ্গীকার করলেন।

আমরা (লেখক) বলি যে, নবী হারুন (আ.)-এর শাহাদাত সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা ঐ সব সংবাদের পরিপন্থি যা প্রমাণ করে যে নবী হারুন (আ.) প্রাকৃতিক মৃত্যু বরণ করেন। কারণ ইমাম জাফর আস সাদিক্ব (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী মূসা (আ.) একদিন নবী হারুন (আ.)-কে বললেন, "আমার সাথে সিনাই পর্বতে চলো।" তারা সেখানে গেলেন এবং একটি বাড়ির

কাছে পৌছলেন যার দরজায় ছিলো একটি গাছ। আর দুপ্রস্থ কাপড় সেখানে ঝোলানো ছিলো। মূসা (আ.) হারুন (আ.)-কে বললেন, "ঘরের ভেতরে যাও এবং ঐ দুটো চাদর পরে নাও এবং ঐ পাটাতনে শুয়ে পড়ো।" যেভাবে বলা হলো হারুন (আ.) তাই করলেন এবং যখন তিনি সেখানে শুয়েছিলেন আল্লাহ তার নফস নিয়ে নিলেন। এ রকমভাবেই নির্ভরযোগ্য সংবাদগুলোতে উদ্ধৃত হয়েছে। আর ইমাম বাকির (আ.) হিশাম-এর বিশ্বাস অনুযায়ী কথা বলছিলেন, যে বিশ্বাস করতো নবী হারুন (আ.)-কে হত্যা করা হয়েছিলো। কারণ ইহুদীরা মূসা (আ.)-কে বলেছিলো, "হারুন মারা যায় নি, বরং তুমি তাকে হত্যা করেছো।"

ইমাম হোসেইন (আ.)-এর শাহাদাতের বিষয়ে যুহরির বর্ণনা

ইবনে আবদে রাব্বাহ ইমাম হোসেইন (আ.)-এর শাহাদাত সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে তার ধারাবাহিক বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন যা উমর বিন ক্বায়েস এবং আক্বীল পর্যন্ত পৌছেছে এবং দুজনেই যুহরি থেকে বর্ণনা করেছে যে, সে বলেছে, আমি কুতাইবাকে সাথে নিয়ে, মাসসীসাহ শহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম এবং আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের সাথে দেখা করতে গেলাম। সে বারান্দায় বসা ছিলো এবং লোকজন দুই সারিতে দরজা থেকে তার কাছ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিলো। আর সে যা ইচ্ছা তার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিকে বলছিলো এবং সে আবার তার পাশে দাঁড়ানো ব্যক্তিকে বলছিলো যতক্ষণ না তা দরজা পর্যন্ত পৌছলো। কেউ এ দুই সারির মাঝখানে অনুপ্রবেশ করছিলো না। আর তখন আমরা এলাম এবং দরজায় বসলাম। আব্দুল মালিক তার ডানদিকে বসা একজনের দিকে তাকিয়ে বললো, "তুমি কি জানো বাইতুল মুক্বাদ্দাসে কী ঘটেছিলো সেই রাতে, যে সকালে হোসেইন (আ.)-কে হত্যা করা হয়েছিলো?" প্রত্যেকেই একজন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করলো যতক্ষণ পর্যন্ত না তা দরজা অতিক্রম করে গেলো, কিন্তু কেউই এর উত্তর দিতে পারলো না। আমি বললাম, "এ সম্পর্কে আমার কাছে একটি খবর আছে।" আমার একথা একজন থেকে আরেকজন করে আব্দুল মালিক পর্যন্ত পৌছলো এবং সে আমাকে ডাকলো। আমি গেলাম এবং দুই সারির মাঝখানে আব্দুল মালিকের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম এবং তাকে অভিবাদন জানালাম। সে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কে?" আমি বললাম, "আমি মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বিন আব্দুল্লাহ বিন শিহাব যুহরি, এবং আমি বংশধারা সম্পর্কে বিশেজ্ঞদের একজন।" আব্দুল মালিক খবরটি সম্পর্কে জানতে খুবই আগ্রহী ছিলো এবং জিজ্ঞেস করলো, "আমাকে বলো বাইতুল মুক্বাদ্দাসে কী ঘটেছিলো সে রাতে, যে রাতে হোসেইন (আ.)-কে হত্যা করা হয়?" আমি জবাব দিলাম, "নিশ্চয়ই অমুক অমুক ব্যক্তি (ক্রমধারায় উল্লেখিত হয়েছে) আমার কাছে বর্ণনা করেছে যে, সে রাতে যার সকালে আলী বিন আবি তালিব (আ.) এবং হোসেইন বিন আলী (আ.)-কে হত্যা করা হয়, বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রত্যেক পাথরের নিচে তাজা রক্ত দেখা গিয়েছিলো যেটাই মাটি থেকে তোলা হয়েছিলো।" আব্দুল মালিক বললো, "তুমি সত্য বলেছো। যে তোমার কাছে বর্ণনা করেছে সে আমার কাছেও একইভাবে বর্ণনা করেছে, আর তুমি আর আমি এ বর্ণনার একমাত্র গ্রাহক।" তারপর সে বললো, "তুমি এখানে কেন এসেছো?" আমি জবাব দিলাম, "আমি এখানে এসেছি সীমান্ত অঞ্চল পাহারা দিতে।" সে বললো, "তুমি আমার

দরজায় পাহারায় থাকতে পারো।" আমি তার সাথে থেকে গেলাম এবং সে আমাকে প্রচুর সম্পদ দান করলো। এরপর আমি তার কাছ থেকে অনুমতি নিলাম মদীনা যাওয়ার জন্য এবং সাথে আমার দাস ছিলো। আমি এক ব্যাগ সম্পদ নিয়ে রওয়ানা করলাম। আমি ব্যাগটি হারিয়ে ফেললাম এবং আমার সন্দেহ পড়লো দাসটির ওপর। আমি চেষ্টা করলাম ঘুষ দিয়ে এবং সতর্ক করে কিন্তু সে তা স্বীকার করলো না। আমি তাকে মাটিতে ফেলে দিলাম এবং তার বুকের ওপর বসলাম এবং আমি আমার কনুই তার বুকের ওপর চেপে ধরলাম এবং খুব চাপ প্রয়োগ করলাম। তাকে হত্যা করার কোন ইচ্ছা আমার ছিলো না, কিন্তু সে আমার কনুইয়ের চাপে মারা গেলো এবং আমি অনুতপ্ত হলাম। আমি মদীনায় ফিরলাম এবং সাঈদ বিন মুসাইয়াব, আবু আব্দুল্লাহ রহমান, উরওয়াহ বিন যুবাইর, ক্বাসিম বিন মুহাম্মাদ এবং সালিম বিন আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলাম। তারা জবাব দিলো, "আমরা এর কাফফারা সম্পর্কে জানি না।"

এ সংবাদ পৌঁছলো আলী বিন হোসেইন (আ.) পর্যন্ত এবং তিনি আমাকে ডাকলেন। আমি তার কাছে গেলাম এবং পুরো ঘটনা তাকে বললাম, তিনি বললেন, **" অবশ্যই তুমি তওবা করতে পারো। একাধারে দুমাস রোযা রাখো এবং একজন বিশ্বাসীকে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি দাও এবং ষাট জন নিঃস্বকে খাওয়াও।"** আমি এ কাজগুলো করলাম এবং এরপর চলে গেলাম আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের সাথে দেখা করতে। খবর তার কাছে পৌঁছে গিয়েছিলো যে আমি সম্পদগুলো হারিয়ে ফেলেছি, আমি তার দরজায় কিছু দিন থাকলাম কিন্তু সে আমাকে প্রবেশের অনুমতি দিলো না। আমি তার সন্তানদের শিক্ষকের সাথে বন্ধু হয়ে গেলাম যে তার ছেলেকে (আদব) শিক্ষা দিতো কিভাবে তার বাবার সাথে কথা বলবে। আমি তার শিক্ষককে বললাম, "তুমি আব্দুল মালিকের কাছ থেকে কতটুকু সম্পদ আশা কর? আমি এর সমান সম্পদ তোমাকে দিবো। কিন্তু তোমাকে তার সন্তানকে শিক্ষা দিতে হবে যে যখন সে তার বাবার সামনে যাবে সে আমার জন্য সুপারিশ করবে।" শিক্ষক জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কী চাও?" আমি বললাম, "সে বলবে যে যুহরি আমিরকে অনুরোধ করছে যেন তিনি তার ওপর সন্তুষ্ট থাকেন।" সে তাকে তাই করতে শেখালো, তা শুনে আব্দুল মালিক উচ্চ স্বরে হাসলো এবং বললো, "যুহরি কোথায়?" আমি বললাম আমি দরজাতেই আছি এবং সে আমাকে প্রবেশের অনুমতি দিলো। আমি তার কাছে গেলাম এবং বললাম, "হে আমিরুল মুমিনীন, সাঈদ বিন মুসাইয়াব আবু হুরাইরাহ থেকে বর্ণনা করেছে যিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি (সা.) বলেছেন, **"একজন বিশ্বাসী এক গর্তে দুবার পড়ে না।"**

আমি (লেখক) বলি যে, মাসসিসাহ হলো সিরিয়ার সীমান্তে জীহানের পাশের একটি শহর। তা এন্টিঅখ (প্রাচীন সিরিয়ার একটি শহর, এখন দক্ষিন তুরস্কে) এবং রোমের মাঝামাঝি; সিরিয়ার গ্রামগুলোর মধ্যে এটি ছিলো প্রাচীন মুসলমানদের জন্য একটি আশ্রয়স্থল। আর মাসসিসাহ একটি গ্রামেরও নাম যা 'বাইত লাহীআ'-র কাছে 'দামেস্কের দরজা'-এর গা ঘেঁষে। আর যুহরি প্রথমটির কথা বুঝিয়েছে, কারণ সে পরিচয় করিয়েছে সীমান্ত শহরের কথা বলে। আর আব্দুল মালিক তাকে বলেছিলো, "আমরা দু'জনেই বহিরাগত (গারীব) হাসীসটি সম্পর্কে" সে

বুঝিয়েছিলো যে একমাত্র গ্রাহক, হাদীসে 'গারীব' শব্দের অর্থ 'একজন মানুষ' যে হাদীসটি বর্ণনা করেছে।

শেইখ আবুল ক্বাসিম জাফর বিন ক্বাওলাওয়েইহ কুম্মি যুহরি থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন ইমাম হোসেইন (আ.)-কে হত্যা করা হয়েছিলো বাইতুল মুকাদ্দাসে কোন নুড়িপাথর ছিলো না যার নিচে তাজা রক্ত পাওয়া যায় নি।

হুরেইম আ'ওয়ার বর্ণনা করেছে যে, ইমাম আলী (আ.) বলেছেন, **"আমার পিতা মাতা হোসেইন (আ.)-এর জন্য কোরবান হোক, যাকে হত্যা করা হবে কুফার পেছনে। আল্লাহর শপথ, আমি যেন দেখতে পাচ্ছি পশুদের বিভিন্ন জাতি তার কবরে গলা লম্বা করে দিচ্ছে এবং কাঁদছে ও তার জন্য আহাজারি করছে রাত থেকে সকাল পর্যন্ত। তাই যখন তা ঘটবে তখন প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত অত্যাচার ও অকৃতজ্ঞতা থেকে দূরে থাকা।"**

যুরারাহ বর্ণনা করেছে ইমাম জাফর আস সাদিক্ব (আ.) থেকে যে তিনি বলেছেন, **"হে যুরারাহ, নিশ্চয়ই আকাশগুলো চল্লিশ সকাল রক্ত অশ্রু ফেলেছে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর জন্য। পৃথিবী চল্লিশ সকাল অন্ধকারে পরিণত হয়েছিলো এবং সূর্যগ্রহণ হয়েছিলো ও চল্লিশ সকাল পর্যন্ত লাল হয়ে গিয়েছিলো, আর পর্বতগুলো ভেঙ্গে পড়েছিলো এবং গুড়ো হয়ে গিয়েছিলো এবং সমুদ্র বিস্ফোরিত হয়েছিলো। ফেরেশতারা চল্লিশ সকাল ধরে কেঁদেছিলো ইমাম হোসেইন (আ.)-এর জন্য এবং যতদিন মাথাটি আমাদের কাছে পৌছায় নি, আমাদের নারীস্বজনরা তাদের চুলে কলপ বা তেল দেয় নি, না তারা কাজল ব্যবহার করেছে অথবা চুলে চিরুনী চালিয়েছে। তার পরে আমরা সব সময় শোকাবিভূত ছিলাম। আর আমার পিতামহ (ইমাম যায়নুল আবেদীন-আ.) কাঁদতেন যখনই তিনি তার কথা মনে করতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার অশ্রুতে তার দাড়ি ভিজে যেতো। যে-ই তাকে দেখতো দুঃখবোধ করতো এবং কাঁদতো। তার কবরের মাথার কাছে ফেরেশতারাও কাঁদে এবং তারাও যারা সে পরিবেশে উপস্থিত থাকে এবং আকাশগুলোও তাদের কান্নার কারণে কাঁদে। বলা হয় যে, কোন অশ্রু অথবা চোখ নেই যা আল্লাহর কাছে এত প্রিয় এ চোখগুলোর চাইতে যেগুলো তার জন্য অশ্রু ফেলে। এরপর যে ব্যক্তি তার জন্য কাঁদে, ফাতেমা (আ.) এ বিষয়ে সংবাদ লাভ করেন, আর এটি তার প্রশান্তি লাভের কারণ হয়। আর এ খবর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছেও পৌছায় এবং তা যেন এমন যে সে আমাদের অধিকার পূর্ণ করেছে। কোন মানুষ নেই যে কিয়ামতের দিন কাঁদতে কাঁদতে উঠবে না, শুধু তারা ছাড়া যারা আমার প্রপিতামহের জন্য কাঁদে, আর তারা জাগ্রত হবে আলোকিত আত্মা ও আলোকিত চোখ এবং আনন্দিত চেহারা নিয়ে। লোকজন ভীতির ভেতরে থাকবে, আর এরা থাকবে শান্তিতে। অন্যরা হিসাব দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে, কিন্তু তারা থাকবে হোসেইন (আ.)-এর সাথে, তার সঙ্গীদের সাথে, আরশের নিচে এর ছায়াতে। আর তারা হিসাব দেয়ার অনিষ্টের ভয়ে থাকবে না। তাদেরকে বলা হবে, বেহেশতের দিকে যাও। তারা কোন কথায় কান দিবে না এবং তাদের হৃদয় ইমাম হোসেইন (আ.)-এর সাহচর্য থেকে এবং তার সাথে কথা বলা থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। হুরীরা তাদের কাছে আমন্ত্রণ পাঠাবে যে, তারা এবং তাদের সাথে 'অপরিবর্তনীয় বয়সের' গোলামরা**

তাদেরকে একনজর দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে, কিন্তু তারা মাথা তুলেও তাকাবে না এবং তারা ইমাম হোসেইন (আ.)-এর সাহচর্যের আনন্দ ও রহমতে ডুবে থাকবে। এসময় তার কিছু শত্রুকে তাদের এলামেলো চুল ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, এবং কিছু চিৎকার করে বলবে যে তাদের কোন সুপারিশকারী ও কোন বন্ধু নেই তাদের প্রয়োজনে। তাদের বন্ধুরা বেহেশতে তাদের (উচ্চ) মর্যাদা দেখতে পাবে, কিন্তু তারা তাদের কাছে যেতে পারবে না এবং তাদেরকে কিছু জিজ্ঞেসও করতে পারবে না। বেহেশতের ফেরেশতারা তাদের জন্য সুসংবাদ বয়ে আনবে তাদের সঙ্গীদের (হুর) কাছ থেকে এবং তাদের ধনসম্পদের রক্ষকদের কাছ থেকে যে তাদের জন্য কী আনন্দজনক বিষয়সমূহ অপেক্ষা করছে। তারা উত্তর দিবে যে, ইনশাআল্লাহ আমরা তোমাদের কাছে আসবো। ফেরেশতারা হুরীদের কাছে সংবাদ পৌঁছে দিবে, যাদের আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পাবে তাদের মর্যাদা সম্পর্কে জেনে যা তারা ইমাম হোসেইন (আ.)-এর নৈকট্য পাওয়ার কারণে লাভ করেছে। তখন তারা বললে, "আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমাদেরকে বিরাট বিপর্যয় থেকে এবং কিয়ামতের ভয়ানক মরুভূমি থেকে রক্ষা করেছেন এবং রক্ষা করেছেন আমাদেরকে তা থেকে যার ভয় আমরা করতাম। এরপর তাদের বাহন আনা হবে এবং তারা এগুলোর ওপর বসবে এবং আল্লাহর, যিনি প্রশংসাযোগ্য, প্রশংসা করতে থাকবে এবং দরুদ পড়বে মুহাম্মাদ ও তার বংশধরের ওপরে এবং তাদের গন্তব্যে পৌঁছে যাবে।"

বিশ্বাসীদের আমির আলী (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, **তিনি রাহবাহতে ছিলেন এবং এ আয়াতটি আবৃত্তি করলেন: 'তাই তাদের জন্য আকাশগুলো ও পৃথিবী কাঁদলো না, না তাদের সময় দেয়া হলো।' সাথে সাথে ইমাম হোসেইন (আ.) তার কাছে এলেন মসজিদের একটি দরজা দিয়ে। তাকে দেখে ইমাম আলী (আ.) বললেন, "এ সেই ব্যক্তি, যাকে হত্যা করা হবে এবং আকাশগুলো ও পৃথিবী তার জন্য কাঁদবে।"**

ইমাম জাফর আস সাদিক্ব (আ.) বলেন যে, **"আকাশগুলো ও পৃথিবী ইমাম হোসেইন (আ.)-এর জন্য কেঁদেছিলো ও লালবর্ণ ধারণ করেছিলো। তারা কারো জন্যে কাঁদে নি একমাত্র নবী ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়া (আ.) এবং হোসেইন (আ.) ছাড়া।"** অন্য এক স্থানে তার কাছ থেকেই উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, **"ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়া (আ.)-এর হত্যাকারী ছিলো এক জারজ সন্তান, এবং ইমাম হোসেইন (আ.)-এর হত্যাকারীও। আকাশগুলো ও পৃথিবী কারো জন্যে কাঁদে নি এ দুজনের জন্য ছাড়া।"** বর্ণনাকারী জিজ্ঞেস করলো, "আকাশগুলোর কান্না বলতে কী বোঝায়?" ইমাম বললেন, **"সূর্য উদয় হলো লাল রঙ নিয়ে এবং অস্ত গেলো একইভাবে।"**

দাউদ বিন ফিরক্বাদ বলে যে, আমি ইমাম জাফর আস সাদিক্ব (আ.)-এর বাড়িতে বসা ছিলাম, তখন আমরা একটি কবুতর দেখলাম, যার নাম ছিলো রা'এবী (বা যাগাবী), খুব বেশী ডাকছে। ইমাম (আ.) আমার দিকে তাকালেন দীর্ঘ সময় ধরে এবং বললেন, "তুমি কি জানো এ পাখি কী বলছে?" আমি না বললাম। ইমাম সাদিক্ব (আ.) বললেন, **"এটি ইমাম হোসেইন (আ.)-এর হত্যাকারীদের অভিশাপ দিচ্ছে। তাই এ পাখিগুলোকে তোমাদের বাড়িগুলোতে রাখো।"**

হোসেইন বিন আলী বিন সা'আদ বারবারি, যিনি ছিলেন ইমাম আলী আল রিদা (আ.)-এর মাযারের খাদেম, তার পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম রিদা (আ.) বলেছেন, **"তুমি কি এ পেঁচাটি দেখতে পাচ্ছো? আমার প্রপিতামহ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দিনগুলোতে এটি বাসা বানিয়ে থাকতো বিল্ডিং-এ, প্রাসাদে এবং বাড়িগুলোতে। যখন লোকেরা খেতে বসতো, তারা উড়ে এসে তাদের কাছে বসতো। লোকেরা তাদের জন্য খাবার ছুঁড়ে দিতো এবং তারা পানিও পান করতো এবং উড়ে চলে যেতো। কিন্তু যখন ইমাম হোসেইন (আ.)-কে হত্যা করা হলো তারা জনবসতি থেকে উড়ে চলে গেলো জনমানবহীন জায়গাগুলোতে, পাহাড়ে ও মরুভূমিতে। এরপর তারা বললো, কী খারাপই না এক জাতি তোমরা যে, তোমরা তোমাদের নিজেদের নবীর সন্তানকে হত্যা করেছো! আমরা তোমাদের কাছে আমাদের নিজেদের জীবনের নিরাপত্তা অনুভব করি না।"**

শেইখ সাদূক্ব বর্ণনা করেছেন ইমাম জাফর আস সাদিক্ব (আ.) থেকে, যিনি বর্ণনা করেছেন তার পিতা (ইমাম মুহাম্মাদ আল বাক্বির-আ.) থেকে, যিনি বর্ণনা করেছেন তার পিতা (ইমাম আলী যায়নুল আবেদীন-আ.) থেকে যে, তিনি বলেছেন যে, একদিন ইমাম হোসেইন (আ.) তার ভাই ইমাম হাসান (আ.)-এর দিকে তাকালেন এবং কাঁদতে শুরু করলেন। ইমাম হাসান (আ.) জিজ্ঞেস করলেন, **"হে আবা আবদিল্লাহ, তুমি কেন কাঁদছো?"** ইমাম হোসেইন (আ.) জবাব দিলেন তিনি তার (ইমাম হাসান-আ.) ওপরে যে জুলুম হবে তার জন্য কাঁদছেন। ইমাম হাসান (আ.) বললেন, **"শেষ যে জুলুম আমার ওপরে আসবে তা হলো সেই মারাত্মক বিষ যা আমার মুখে ঢেলে দেয়া হবে এবং এতে আমার মৃত্যু হবে। কিন্তু আমার দিন তোমার মত হবে না হে আবা আবদিল্লাহ, ত্রিশ হাজার লোক, যারা দাবী করবে তারা তোমার নানা মুহাম্মাদ (সা.) ও ইসলামের অনুসারী, একত্র হবে তোমাকে আক্রমণ করার জন্য এবং তোমার রক্ত ঝরাবে এবং মর্যাদা লঙ্ঘন করবে এবং তোমার নারীস্বজনদের এবং শিশু সন্তানদের বন্দী করবে এবং তোমাদের তাঁবুগুলো লুট করবে। সে সময় আল্লাহর ক্রোধ নাযিল হবে বনি উমাইয়ার ওপর এবং আকাশগুলো রক্ত ও বালুবৃষ্টি ঝরাবে এবং সব জিনিস তোমার জন্য আহাজারি করবে। তা এ পর্যায়ে পৌছবে যে জঙ্গলের বন্যপশু এবং নদীগুলোর মাছেরাও তোমার দুঃখ-কষ্টে কাঁদবে।"**

সাইয়েদ মুর্তাযার পঠিত যিয়ারাত, 'হেদায়াতের পতাকা'-তে বলা হয়েছে, "ইসলাম ধুলো মাখা অবস্থায় আপনার সাথে পড়েছিলো, এবং (ইসলামের) নীতি ও আইনগুলো থমকে গিয়েছিলো, দিন অন্ধকারে পরিণত হয়েছিলো এবং সূর্য অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছিলো। চাঁদে সন্ধ্যার অন্ধকার হয়ে গিয়েছিলো এবং বৃষ্টি ও আল্লাহর রহমত থেমে গিয়েছিলো, আকাশগুলো ও পৃথিবী থরথর করে কেঁপেছিলো এবং বাথা-র মাটিও, পরীক্ষার দুঃখ-কষ্টে পৃথিবী ছেয়ে গেলো এবং আদর্শ হয়ে গেলো বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত, রাসূলুল্লাহ (সা.) শোকার্ত হলেন এবং বাতুলও (সাইয়েদা ফাতেমা-আ.), বুদ্ধি ও মেধা উৎপাটিত হলো।"

ইবনে হাজার তার 'সাওয়ায়েকে মুহরিক্বা' গ্রন্থে এবং আবু নাঈম তার 'দালা'ইলুন নুবুওয়াহ' গ্রন্থে আযদ গোত্রের নুসরাহ নামের এক নারী থেকে বর্ণনা করেছেন যে সে বলেছে, "যখন ইমাম

হোসেইন (আ.)-কে হত্যা করা হয় আকাশগুলো রক্ত বৃষ্টি ঝরিয়েছিলো। যখন সকাল হলো আমাদের বালতি ও পাত্রগুলো রক্তে পূর্ণ ছিলো।"

এরকম বর্ণনাই এসেছে অন্য হাদিসগুলোতে এবং শাহাদাতের নিদর্শনগুলোর মধ্যে ছিলো আকাশ দিনের বেলা পিচের মত কালো হয়ে গিয়েছিলো এবং নক্ষত্রগুলো দেখা যাচ্ছিলো। আর এমন কোন পাথর ওল্টানো হয় নি যার নিচে তাজা রক্ত দেখা যায় নি।

আবুশ শেইখ বলেন যে, তাদের শিবিরে সবুজ তৃণলতার বীজগুলো ছাই এ পরিণত হয়েছিলো। এ কাফেলাটি ইয়েমেন থেকে ইরাকের দিকে আসছিলো এবং তারা ইমাম হোসেইন (আ.)-এর শাহাদাতের সময় এসে পৌঁছেছিলো।

ইবনে উআইনাহ বর্ণনা করেছে তার মাতামহ থেকে, যিনি বলেছেন, একজন উট আরোহী, যার বীজগুলো ছাই-এ পরিণত হয়েছিলো, আমার কাছে বর্ণনা করেছে যে, আমরা আমাদের শিবিরে একটি উট জবাই করলাম এবং ইঁদুররা এর গোশতের ভেতর প্রবেশ করলো। আমরা এর গোশত রাঁধলাম কিন্তু তার স্বাদ চিরতার মত তিতা লাগলো। আকাশগুলো তার শাহাদাতে লাল হয়ে গেলো এবং সূর্য অন্ধকার হয়ে গেলো এবং নক্ষত্রগুলো দেখা যেতে লাগলো দুপুর বেলা। জনগণ মনে করলো কিয়ামত এসে গেছে এবং সিরিয়াতে এমন কোন পাথর ওল্টানো হয় নি যার নিচে তাজা রক্ত দেখা যায় নি।

উসমান বিন আবি শাইবাহ বর্ণনা করেছে যে, ইমাম হোসেইন (আ.)-এর শাহাদাতের পর আকাশ এমন হয়ে গেলো যে সাত দিন ধরে দেয়ালগুলো গাঢ় লাল রঙের লিনেন কাপড়ের মত দেখালো এবং মনে হচ্ছিলো নক্ষত্রগুলো পরস্পরের সাথে ধাক্কা খাচ্ছে।

ইবনে জাওযী বর্ণনা করেছেন ইবনে সিরীন থেকে যে, বিশ্বজগত অন্ধকার হয়ে গেলো তিন দিনের জন্য এবং আকাশে লাল রঙ দেখা গেলো।

আবু সাঈদ বলেছে যে, পৃথিবীতে এমন কোন পাথর ওল্টানো হয় নি যার নিচে তাজা রক্ত দেখা যায় নি। আকাশগুলো থেকে রক্তবৃষ্টি ঝরেছে এবং এর দাগ দীর্ঘ দিন পোশাকে ছিলো।

সা'লাবি এবং আবু নাঈম একই রকম বর্ণনা করেছেন এবং এরপর বলেছেন যে, রক্ত বৃষ্টি হয়েছিলো। আর আবু নাঈম আরও অগ্রসর হয়ে বর্ণনা করেছেন যে, যখন সকাল হলো, তাদের বালতিগুলো ও পাত্রগুলো রক্তে পূর্ণ ছিলো।

এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, খোরাসান, সিরিয়া ও কুফার দেয়ালগুলো ও বাড়িগুলোর ওপরে রক্ত বৃষ্টি হয়েছিলো। আর যখন ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথা ইবনে যিয়াদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় তার দেয়াল থেকে রক্ত বেয়ে পড়ছিলো।

সা'লাবি বলেন যে, আকাশগুলো কেঁদেছিলো এবং তাদের কান্না ছিলো যে তা লাল রঙ ধারণ করেছিলো।

অন্যরা বলেন যে, তার শাহাদাতের ছয় মাস পর পর্যন্ত আকাশের দিগন্ত লাল রঙ ধারণ করেছিলো এবং এরপর থেকে লাল রঙ চলছে (আজ পর্যন্ত)।

ইবনে সিরীন বলেন যে, আমাদের কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, সন্ধ্যার লাল রঙ ইমাম হোসেইন (আ.)-এর শাহাদাতের আগে কখনোই দেখা যেতো না।

ইবনে সা'আদ বলেন যে, ইমাম হোসেইন (আ.)-এর শাহাদাতের আগে এ লাল রঙ কখনোই আকাশে দেখা যেতো না।

সিবতে ইবনে জাওযী বলেন যে, যখন আমরা ক্রোধান্বিত হই তখন আমাদের চেহারা লাল হয়ে যায়, কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ কোন চেহারা থাকা থেকে মুক্ত এবং তাই ইমাম হোসেইন (আ.)-এর শাহাদাতের বিষয়ে তাঁর ক্রোধ ছিলো আকাশের রক্তিমাভার কারণ, এটি বোঝানোর জন্য যে তা ছিলো এক বিরাট অপরাধ।

এখানেই 'সাওয়ায়েক্বে মুহরিক্বা'-এর উদ্ধৃতি শেষ হলো। আর হামযিয়ার ক্বাসীদাহ-এর ব্যাখ্যায় একই ধরনের বর্ণনা এসেছে।

সিবতে ইবনে জাওযির 'তাযকিরাহ' গ্রন্থে হিলাল বিন যাকওয়ান থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন ইমাম হোসেইন (আ.)-কে হত্যা করা হলো, আমরা দেয়ালগুলোকে দেখলাম যেন রক্তে মেখে দেয়া হয়েছে প্রায় দু অথবা তিন মাস ধরে, ফজরের নামাযের সময় থেকে সুর্যাস্ত পর্যন্ত। আমরা এক সফরে বের হয়েছিলাম এবং হঠাৎ করে বৃষ্টি হলো, যার দাগ রক্তের মত আমাদের পোশাকে লেগে রইলো।

ইবনে শাহর আশোব তার 'মানাক্বিব' গ্রন্থে ক্বারযাহ বিন উবায়দুল্লাহর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদিন মধ্য দুপুরে বৃষ্টি হলো সাদা কম্বলের ওপর এবং আমরা চেয়ে দেখলাম তা রক্ত। যখন উটগুলোকে নেয়া হলো পানির জায়গায় যেন তারা পান করতে পারে, তাও (পানির নহর) রক্তে পরিণত হয়েছিলো। পরে আমরা খবর পেলাম যে ইমাম হোসেইন (আ.)-কে সেদিন হত্যা করা হয়েছিল।

একই গ্রন্থে আসওয়াদ বিন ক্বায়েস থেকে বর্ণিত হয়েছে, যে বলেছে যে, যখন ইমাম হোসেইন (আ.)-কে হত্যা করা হলো, লাল রঙ আবির্ভূত হলো (আকাশে) পূর্ব দিক থেকে এবং আরেকটি পশ্চিম দিক থেকে। মনে হচ্ছিলো শীঘ্রই এ দুটো পরস্পর যুক্ত হবে এবং তা চলতে থাকলো পরবর্তী ছয় মাস।

সুয়ূতির 'উকুদ আল জুমান' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা (নক্ষত্রবিদ) বলে যে, সূর্যগ্রহণ হয় না কোন মাসের আটাশ ও উনত্রিশতম দিন ছাড়া, এটি অনুমান ছাড়া কিছু নয়, আল্লাহ যেন তাদের হত্যা করেন। সাহীহাইনে (বোখারী ও মুসলিম গ্রন্থে) অনুযায়ী যেদিন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সন্তান ইব্রাহিম ইন্তেকাল করেছিলো সেদিন সূর্য গ্রহণে প্রবেশ করেছিলো। সে দিনটি ছিলো দশ রবিউল আউয়াল। এটি বর্ণিত হয়েছে যুবাইর বিন বুকার থেকে। ইতিহাসে এটি সুপ্রসিদ্ধ যে তা আবার গ্রহণে প্রবেশ করে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর শাহাদাতের দিন, (দশ মুহাররম) আশুরার দিন।

আমাদের শেইখ শহীদ (আল আউয়াল) তার 'যিকরা' গ্রন্থে বলেছেন যে, এটি সুপ্রসিদ্ধ যে আশুরার দিনে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর শাহাদাতের কারণে সূর্য গ্রহণে প্রবেশ করেছিলো, যার প্রমাণ হলো যে দুপুরবেলা নক্ষত্রগুলো দেখা যাচ্ছিলো।

বায়হাক্বি ও অন্যান্যরা একই রকম বর্ণনা করেছেন এবং যেরকম আমরা আগে উদ্ধৃতি দিয়েছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পুত্রসন্তান ইবরাহিমের ইন্তেকালের দিনে সূর্যগ্রহণ হয়েছিলো। আর যুবাইর বিন বুকার তার 'আনসাব' গ্রন্থে বলেছেন যে, তিনি রবিউল আউয়ালের দশম দিন ইন্তেকাল করেছিলেন।

আমাদের উস্তাদগণ বলেন যে, মাহদী (আল্লাহ তার আত্মপ্রকাশকে ত্বরান্বিত করুন)-এর (আত্মপ্রকাশের) নিদর্শনগুলোর একটি হবে যে, সূর্যগ্রহণ হবে রমযান মাসের প্রথমার্ধে।

পরিচ্ছেদ- ২

ইমাম হোসেইন (আ.)-এর শাহাদাতের বিষয়ে আল্লাহর কাছে ফেরেশতাদের অভিযোগ এবং তার জন্য তাদের আহাজারি

শেইখ আবু জাফর তূসি বর্ণনা করেছেন ইমাম জাফর আস সাদিক্ব (আ.) থেকে যে, "যখন ইমাম হোসেইন (আ.)-কে হত্যা করা হয়, ফেরেশতারা আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার কাছে আহাজারি করতে থাকে এবং বলে, "হে আল্লাহ তারা আপনার রাসূলে মুস্তাফা (নির্বাচিত)-এর সন্তানের সাথে কী আচরণ করলো?" আল্লাহ তাদেরকে আল ক্বায়েমের (ইমাম মাহদী-আ.) ছবি দেখালেন এবং বললেন, "আমি এর মাধ্যমে তার ওপর জুলুমকারীদের ওপর প্রতিশোধ নিবো।"

শেইখ সাদূক্ব বর্ণনা করেছেন আবান বিন তাগলিব থেকে যে, ইমাম জাফর আস সাদিক্ব (আ.) বলেছেন, **"চার হাজার ফেরেশতা আকাশ থেকে অবতরণ করে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর সাথে যোগ দিলো তার পাশে থেকে যুদ্ধ করার জন্য, কিন্তু তিনি তাদেরকে যুদ্ধ করতে অনুমতি দিলেন না। তারা ফেরত চলে গেলো এবং (আল্লাহর কাছ থেকে) অনুমতি নিলো। কিন্তু যখন ফেরত এলো ইমাম (আ.) ইতোমধ্যেই শহীদ হয়ে গেছেন। সেই থেকে তারা তার কবরের মাথার দিকে রয়ে গেছে আলুথালু (চুলে) এবং ধুলোমাখা অবস্থায়। তারা তার ওপর কিয়ামত পর্যন্ত কাঁদবে এবং তাদের নেতার নাম মানসূর।"**

আমরা (লেখক) বলি যে, বেশ কিছু হাদীস আছে যা তার কবরের মাথার পাশে চার হাজার ফেরেশতার অবস্থান করাকে সমর্থন করে। আর তাদের কোনটিতে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, যখন ইমাম হোসেইন (আ.)-এর যিয়ারাতকারীরা আসেন, তারা তাদেরকে গ্রহণ করতে এগিয়ে আসে। যদি কোন যিয়ারাতকারী অসুস্থ হয়ে পড়েন তাহলে তারা তাকে দেখতে আসে; এবং যদি কোন যিয়ারাতকারী মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তারা তার জানাযার নামাজ পড়ে এবং তারা তার মৃত্যুর পরে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তারা সর্বক্ষণ অপেক্ষা করছে আল ক্বায়েম (ইমাম মাহদী আ.)-এর উত্থানের জন্য।

শেইখ ইবনে ক্বাওলাওয়েইহ বর্ণনা করেছেন আবদুল মালিক বিন মুক্বাররান থেকে যে, ইমাম জাফর আস সাদিক্ব (আ.) বলেছেন যে, **"যখন তোমরা আবু আবদুল্লাহ (ইমাম হোসেইন)-এর যিয়ারাতে যাবে, তখন তোমাদের সাথে দিন ও রাতের ফেরেশতাদের জন্য ভালো কথা ছাড়া আর কিছু বলো না এবং তাদের (ফেরেশতাদের) সাথে সাক্ষাত করো যারা ইমাম হোসেইন (আ.) চৌকাঠে বাস করছে। তারা তাদের সাথে হাত মিলায় কিন্তু কোন উত্তর দেয় না অতিরিক্ত কান্নার কারণে। তারা সূর্যোদয় অথবা সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করে যেন তারা তাদের সাথে কথা বলতে পারে। এরপর তারা আকাশের খবর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু এ দুই সময়ের মাঝখানে তারা পরস্পর কথা বলে না তাদের কান্না ও দোয়ার কারণে।"**

হুরেইয বর্ণনা করেছে যে, আমি ইমাম আবি আবদিল্লাহ আস সাদিক্ব (আ.)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, "আমি আপনার জন্য কোরবান হই, কী কারণে আপনাদের আহলুল বাইতের (আ.) বয়স কম এবং আপনাদের মৃত্যু শীঘ্র ঘটে, অথচ সব সৃষ্টি আপনাদের ওপর নির্ভরশীল? ইমাম সাদিক্ব (আ.) জবাব দিলেন, **"আমাদের প্রত্যেকের একটি রেজিস্টার খাতা আছে যাতে আমাদের দায়িত্বগুলো বর্ণিত আছে। যখন আমরা এ দায়িত্ব পালন করি তখন তা ঐ রেজিস্টারে লেখা হয়ে যায়; আর আমাদের প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে আমাদের সমাপ্তি নিকটেই। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেই আসেন এবং আমাদেরকে আমাদের মৃত্যুর বিষয়ে জানান এবং আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে কী সংরক্ষিত আছে তা আমাদের কাছে প্রকাশ করা হয়। যখন ইমাম হোসেইন (আ.) নিজের রেজিস্টারটি পড়লেন, এবং সেখানে লেখা ছিলো যা ঘটে গেছে এবং যা এখনও বাকী আছে; আর যেসব দায়িত্ব ছিলো যথাযথ কিন্তু তখনও করা হয় নি সেগুলো সেখানে ছিলো, তিনি বেরিয়ে এলেন কুফাবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। আর যে দায়িত্বগুলো তখনও বাকী ছিলো ফেরেশতারা আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার কাছে অনুমতি চাইলো তাকে সাহায্য করার জন্য। আল্লাহ তাদেরকে অনুমতি দিলেন এবং তারা যুদ্ধের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করলো, কিন্তু ইমাম হোসেইন (আ.) ইতোমধ্যেই শহীদ হয়ে গেছেন। ফেরেশতারা আল্লাহর কাছে উচ্চকণ্ঠে বললো, 'হে আল্লাহ, আপনি আমাদের অনুমতি দিয়েছিলেন তার প্রতিরক্ষার জন্য এবং আমরা এসেছিলাম, কিন্তু আপনি তার আত্মাকে নিয়ে নিলেন?' আল্লাহ তাদের কাছে ওহী পাঠালেন: 'তার গম্বুজের নিচের আশ্রয়ে থেকে যাও যতদিন না সে (মাহদী) উঠে দাঁড়ায়, তখন তোমরা তাকে সাহায্য করো। আর এখন তার জন্য কাঁদো এবং এজন্য যে তোমরা তাকে সাহায্য করার সুযোগ পাও নি। তাকে সাহায্য করার এবং তার জন্য আহাজারির মর্যাদা তোমাদের প্রাপ্য।' তাই ফেরেশতারা তাঁর (আল্লাহর) নৈকট্যের জন্য এবং ইমাম (আ.)-কে সাহায্য করার সুযোগ হারিয়ে কাঁদে এবং যখন তিনি (ইমাম মাহদী আ.) উঠে দাঁড়াবেন তারা তাকে সাহায্য করবে।"**

সাফওয়ান জাম্মাল বর্ণনা করেছেন যে, আমি ইমাম জাফর আস সাদিক্ব (আ.)-এর সাথে ছিলাম মদীনা থেকে মক্কা যাওয়ার পথে। পথে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "হে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সন্তান, কেন আমি আপনাকে মন খারাপ, দুঃখভরা এবং ভগ্ন হৃদয় অবস্থায় দেখছি? ইমাম (আ.) উত্তর দিলেন, **"তুমি যদি শুনতে পেতে আমি যা শুনি, তুমি আমাকে আর প্রশ্ন করতে না।"** আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কী শুনছেন?" ইমাম সাদিক্ব (আ.) বললেন, **"আল্লাহর কাছে ফেরেশতাদের ফরিয়াদ ইমাম আলী (আ.)-এর এবং ইমাম হোসেইন (আ.)-এর হত্যাকারীদের বিষয়ে। এছাড়া জিনদের শোকগাঁথা এবং তাদেরকে ঘিরে ফেরেশতাদের বিলাপ এবং এর কারণে তাদের ভীষণ অস্থিরতা। কে পারে খেতে, পান করতে এবং ঘুমাতে (যখন সে এগুলো শোনে)?"**

'বিহার আল আনওয়ার' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে হাসান বিন সুলাইমান থেকে, সে তার ধারাবাহিক বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে আবি মুয়াবিয়া থেকে, সে আ'আমাশ থেকে, যে বর্ণনা করেছে ইমাম জাফর আস সাদিক্ব (আ.) থেকে, তিনি তার পিতা (ইমাম মুহাম্মাদ বাক্বীর) থেকে, তিনি তার পিতা (ইমাম যায়নুল আবেদীন) থেকে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, **"মে'রাজের রাতে, আমি**

পঞ্চম আকাশে উঠলাম এবং আলী বিন আবি তালিবের (আ.) ছবি দেখলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "প্রিয় জীবরাঈল, এটি কিসের ছবি?" জীবরাঈল জবাব দিলেন, "হে মুহাম্মাদ (সা.), ফেরেশতারা আলী (আ.)-এর চেহারা দেখতে চেয়েছিলো এবং তারা বললো, হে আল্লাহ আদমের সন্তানেরা আলী বিন আবি তালিব (আ.)-এর, যিনি আপনার প্রিয় রাসূলের প্রিয় এবং তার খলিফা, স্থলাভিষিক্ত, উত্তরাধিকারী এবং গোপন কথার অংশীদার, চেহারা দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছে প্রত্যেক সকালে ও সন্ধ্যায়। তাই আমাদেরও পৃথিবীর বাসিন্দাদের মত সৌভাগ্য দিন তার চেহারা দেখার। তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা তার ছবি সৃষ্টি করলেন তাঁর নিজের পবিত্র জ্যোতি থেকে। এরপর থেকে আলী (আ.) তাদের মাঝে প্রত্যেক সকাল ও রাতে তাদের মাঝে আছে, তারা তার দর্শনে আসে এবং প্রত্যেক সকাল ও সন্ধ্যায় তাকে দেখে।"

বর্ণনাকারী বলেন যে, আ'আমাশ আমাকে হাদীসটি বর্ণনা করেছে ইমাম জাফর আস সাদিক্ব (আ.) থেকে, যেভাবে তিনি তার পিতার (ইমাম বাকির) কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন, **"যখন অভিশপ্ত ইবনে মুলজিম তার তরবারি দিয়ে ইমাম আলী (আ.)-এর মাথায় আঘাত করলো, ছবিটি, যা আকাশে উপস্থিত ছিলো, সেটিও আহত হলো এবং যখনই ফেরেশতারা এর দিকে সকাল ও সন্ধ্যায় তাকায় তার হত্যাকারী ইবনে মুলজিমকে অভিশাপ দেয়। আর যখন ইমাম হোসেইন (আ.)-কে হত্যা করা হয়েছিলো, ফেরেশতারা এসেছিলো এবং তাকে বহন করে ইমাম আলী (আ.)-এর ছবির পাশে পঞ্চম আকাশে রেখেছিলো। এরপর যখনই আরও ওপরের আকাশ থেকে ফেরেশতারা পঞ্চম আকাশে অবতরণ করে এবং নিচের আকাশগুলো থেকে ফেরেশতারা পঞ্চম আকাশে আরোহণ করে ইমাম আলী (আ.)-এর ছবি দেখার জন্য এবং তারা যখন তাকে এবং ইমাম হোসেইন (আ.)-কে তাদের রক্তে মাখা অবস্থায় দেখে, তারা অভিশাপ দেয় ইয়াযীদকে, ইবনে যিয়াদকে এবং তার (ইমাম আলী আ. এর) হত্যাকারীকে কিয়ামত পর্যন্ত।"** আ'আমাশ আরো বলেন যে, ইমাম জাফর আস সাদিক্ব (আ.) আমাকে বলেছেন যে, **"এগুলো হলো গোপন এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান, তাই এগুলো সবাইকে বলো না, শুধু এর জন্য যারা যোগ্য তাদের কাছে ছাড়া।"**

পরিচ্ছেদ- ৩

ইমাম হোসেইন (আ.)-এর শাহাদাতের কারণে জিনদের আহাজারি

শেইখ ইবনে ক্বাওলাওয়েইহ কুম্মী বর্ণনা করেছেন মেইসামি থেকে যে, কুফাবাসীদের মাঝ থেকে পাঁচ জন ইমাম হোসেইন (আ.)-কে সাহায্য করার জন্য রওনা দিলো এবং বিশ্রাম নেয়ার জন্য শাহী নামে একটি গ্রামে যাত্রাবিরতি করলো। দুজন মানুষ, একজন বৃদ্ধ ও অন্যজন যুবক কাছে এসে তাদের অভিবাদন জানালো। এরপর বৃদ্ধ ব্যক্তিটি বললো, "আমি একজন পুরুষ জিন, আর এ হলো আমার ভাতিজা যে চাচ্ছে মজলুম ব্যক্তিকে (ইমাম হোসেইন-আ.) সাহায্য করতে।" এরপর আরও বললো, "কিন্তু আমার কাছে একটি বুদ্ধি আছে।" তারা জিজ্ঞেস করলো সেটি কী? বৃদ্ধ জিন বললো, "আমার মতে আমার উচিত দ্রুত ছুটে যাওয়া এবং তোমাদের কাছে (ইমামের) দলটির খবর এনে দেয়া যেন তোমরা নিশ্চিত হয়ে অগ্রসর হতে পারো।" তারা বললো, "এটি তোমার একটি ভালো পরিকল্পনা।" বৃদ্ধ জিন এক দিবস ও এক রাতের জন্য অনুপস্থিত রইলো এবং পরদিন সকালে তারা একটি কণ্ঠ শুনতে পেলো, কিন্তু কেউ দৃশ্যমান ছিলো না, বললো, "আমি তাকে শহীদ অবস্থায় তাফ-এর সমতলে পড়ে থাকা এবং গাল দুটোতে ধুলোমাখা অবস্থায় দেখে তোমাদের কাছে এসেছি। তার চারদিকে কিছু যুবক পড়ে আছে, যাদের গলা থেকে রক্ত টপ টপ করে পড়ছে, যারা অন্ধকারে পথ চলার বাতির মত, আমি আমার উটকে দ্রুত চালিয়েছিলাম যেন তিনি বেহেশতের হুর-এর সাথে মোলাকাতের আগেই আমি তার কাছে পৌঁছতে পারি, আমার রবের দেয়া ভাগ্য আমাকে তা করতে বাধাগ্রস্ত করেছে, তার দেয়া ভাগ্য হলো শেষ কথা, হোসেইন ছিলেন এমন পথ চলার বাতি যার কাছ থেকে আলো সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে, আল্লাহ স্বাক্ষী যে আমি সত্য ছাড়া কিছু বলি নি, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.), তার স্থলাভিষিক্ত উত্তরাধিকারী (আলী আ.) এবং তাইয়ার (জাফর বিন আবি তালিব)-এর প্রাসাদের দরজায় একজন অভ্যর্থনাকারীতে পরিণত হয়েছেন।"

মানুষের মাঝ থেকে একজন যুবক তাকে জবাব দিলো, "আপনি তার কবরে যেতে পারেন এবং সেখানে থাকতে পারেন, কারণ সেখানে আল্লাহর রহমত বর্ষিত হবে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত। আপনি একটি পথ ধরেছেন যে বিষয়ে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং এমন এক পেয়ালা থেকে তৃষ্ণা নিবারণ করেছেন যা কিনারা পর্যন্ত পূর্ণ ছিলো, যেসব যুবক আল্লাহকে পেতে চেয়েছিলো তারা পরিত্যাগ করেছেন তাদের সম্পদ, বাড়ি ও আত্মীয়স্বজনকে।"

সিবতে ইবনে জাওযি তার 'তাযকিরাহ' গ্রন্থে এবং মাদায়েনিও বলেছেন যে, মদীনার এক ব্যক্তি বলেছে যে, যখন আমি ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কাছে পৌঁছানোর জন্য ইরাকের দিকে যাচ্ছিলাম এবং যখন আমি রাবযাহ পৌঁছলাম, আমি একজন মানুষকে বসে থাকতে দেখলাম। সে আমাকে বললো, "হে আল্লাহর বান্দাহ, তুমি কি হোসেইন (আ.)-কে সাহায্য করতে চাও?" আমি হ্যাঁ বললাম। সে বললো, "আমিও তাই চাই, তাই বসে পড়, কারণ আমি আমার সাথীকে

পাঠিয়েছি সংবাদ সংগ্রহের জন্য।" বেশী সময় পার হলো না, তার সাথী ফিরে এলো এবং কাঁদতে শুরু করলো এবং আবৃত্তি করতে লাগলো, আমি তোমাদের কাছে এসেছি... (আগের শোকগাঁথার মতই)

ইবনে শাহর আশোব তার 'মানাক্বিব' গ্রন্থে বলেন যে, ঐ জিন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কবরে এক বছর কেঁদেছে।

একই বইতে বর্ণিত আছে যে, দে'বাল বলেছে যে, আমার পিতা তার পিতামহ থেকে এবং তিনি তার মা সা'দা বিনতে মালিক খুযাই থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম হোসেইন (আ.)-এর জন্য জিনদের শোকগাঁথা শোনা গেছে যা ছিলো এমন, "হে শহীদের সন্তান শহীদ, যার চাচা ছিলেন চাচাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাফর আত তাইয়ার, আশ্চর্য হই ঐ ধারালো তরবারির বিষয়ে যা ওঠানো হয়েছিলো, আপনার চেহারার ওপরে যা ছিলো ধুলোমাখা।"

'মানাক্বিব' ছাড়াও অন্য একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, দে'বাল থেকে বর্ণিত যে, এখানে আমি আমার নিজের শোকগাঁথা উদ্ধৃত করছি: যিয়ারাতে যাও ইরাকের ঐ কবরে যা যিয়ারাত করা হয় এবং তা কবরগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অবাধ্য হও সে গাধার যে গাধা তোমাকে সেখানে যেতে বাধা দেয়। কেন আমি আপনার যিয়ারাতে আসবো না হে হোসেইন, আমার পরিবার ও গোত্র আপনার জন্য কোরবান হোক, জ্ঞানী ব্যক্তিদের হৃদয়ে আপনার জন্য ভালোবাসা সংরক্ষিত আছে এবং তাদের হৃদয় আপনার শত্রুদের ওপর ক্রোধান্বিত হয়ে আছে; হে শহীদের সন্তান শহীদ, যার চাচা ছিলেন চাচাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাফর আত তাইয়ার।"

'নওরোজ'-এর দিনে ইমাম মূসা আল কাযিম (আ.)-এর সমাবেশের ঘটনা

ইবনে শাহর আশোব বর্ণনা করেছেন যে, (খলিফা) মনসূর ইমাম মূসা আল কাযিম (আ.)-কে অনুরোধ করলো নওরোজ-এর দিনে একটি শুভেচ্ছা সমাবেশ আয়োজন করতে এবং যা তার কাছে আনা হবে তা গ্রহণ করতে। ইমাম (আ.) উত্তর দিলেন, "আমার প্রপিতামহ রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে আমার কাছে বর্ণিত সংবাদগুলো আমি পরীক্ষা করে দেখেছি এবং এ দিনটি উৎসব করে পালন করার কোন তথ্য পাই নি। এটি ফারসবাসীদের (ইরানীদের) ঐতিহ্য, আর ইসলাম তা বাতিল করে দিয়েছে; আর আউযুবিল্লাহ, যে আমরা তা জীবিত করবো ইসলাম যা বাতিল করে দিয়েছে।"

মনসূর বললো, "আমরা কুটনৈতিক কারণে আমাদের সেনাবাহিনীতে তা করে থাকি। আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নামে আপনাকে অনুরোধ করছি সমবেত হওয়ার জন্য।" ইমাম কাযিম (আ.) রাজী হলেন এবং একটি সমাবেশের আয়োজন করলেন যেখানে গণ্যমান্য ও ধনী ব্যক্তিরা এবং সামরিক বাহিনীর সদস্যরা এলো তাকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য এবং তার জন্য উপহার নিয়ে এলো। মনসূরের এক দাস ইমাম (আ.)-এর পেছনে দাঁড়ানো ছিলো এবং

উপহারগুলোর দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলো এবং সেগুলো গুনছিলো। লোকজনের পেছনে একজন খুব বৃদ্ধ ব্যক্তি এগিয়ে এলো এবং বললো, "হে আল্লাহর রাসূলের সন্তান, আমি একজন দুর্বল ব্যক্তি এবং আমার কোন সম্পদ নেই। আমি আপনার জন্য আপনার প্রপিতামহ ইমাম হোসেইন (আ.)-এর প্রশংসায় লিখা আমার পিতামহের তিনটি দু'লাইনের কবিতা এনেছি উপহার হিসেবে।" এরপর তিনি তা আবৃত্তি করলেন, "আশ্চর্য হই সে তরবারির বিষয়ে যা আপনার ওপর ওঠানো হয়েছিলো যুদ্ধের দিনে এবং ধুলো উঠেছিলো আপনার ওপরে, এবং আশ্চর্য হই ঐ তীরগুলোর বিষয়ে যা আপনার পবিত্র দেহে বিদ্ধ হয়েছিলো, আর তা সম্মানিতদের কন্যারা দেখছিলো এবং চিৎকার করে ডাকছিলো আপনার নানাকে সাহায্যের জন্য, আর তাদের অশ্রু বইছিলো, তীরগুলো কি বিরত থাকতে চাইছিলো না আপনার দেহে বিদ্ধ হওয়া থেকে আপনার পবিত্রতা ও সুউচ্চ সম্মানের কারণে?" ইমাম কাযিম (আ.) বললেন, **"আমি আপনার উপহার গ্রহণ করছি। বসে পড়ুন। আল্লাহ যেন এতে আপনাকে প্রাচুর্য দেন।"** এরপর তিনি তার মাথা তুলে দাসটিকে বললেন,"অধিনায়ককে জিজ্ঞেস করো এ সম্পদ (উপহার) সম্পর্কে যে, এ নিয়ে কী করা উচিত।" দাস গেলো এবং ফেরত এলো এবং বললো, **"অধিনায়ক বলেছেন এ সব সম্পদ আপনার দায়িত্বে, আপনি যেভাবে ইচ্ছা তা খরচ করুন।"** ইমাম মূসা আল কাযিম (আ.) বৃদ্ধ লোকটির দিকে ফিরলেন এবং বললেন, **"আমি আপনাকে এ সব সম্পদ উপহার দিচ্ছি।"**

সিবতে ইবনে জাওযি তার 'তাযকিরাহ' গ্রন্থে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর জন্য জিনদের শোকগাঁথাগুলো উল্লেখ করেছেন।

যুহরি উম্মু সালামাহ (আ.) থেকে বর্ণনা করেছে যে, তিনি বলেছেন, "আমরা জিনদের শোকগাঁথা কখনো শুনি নি একমাত্র হোসেইনের দশ তারিখের (আশুরার) দিন ছাড়া, আবৃত্তিকারক বলছিলো, "হে চোখগুলো, চেষ্টা করো এবং কাঁদো, কারণ আমার পরে শহীদদের জন্য কে কাঁদবে, ঐ দলটির জন্য যাদেরকে মৃত্যুর মাধ্যমে হিঁচড়ে নেয়া হয়েছে এক জালেমের কাছে, যার গায়ে ছিলো দাসের পোশাক।" তখন আমি অনুভব করলাম হোসেইন (আ.) শহীদ হয়ে গেছেন।

শা'আবি বর্ণনা করেছে যে, কুফার অধিবাসীরা এক ঘোষকের ঘোষণা শুনতে পেলোঃ "আমি তার জন্য কাঁদছি যাকে কারবালায় হত্যা করা হয়েছে, যার দেহ রক্তে মাখা হয়েছে, আমি তার জন্য কাঁদছি যাকে কোন দোষ ছাড়া হত্যা করেছে বিদ্রোহীরা শুধু তার আল্লাহ প্রেমের কারণে, আমি তার জন্য কাঁদছি যার জন্য আকাশগুলো ও পৃথিবীর বাসিন্দারা কাঁদছে, জালেমেরা তার পবিত্রতা লঙ্ঘন করেছে এবং তারা ভেবেছে যা আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন তা তাদের জন্য বৈধ এমনকি কারো দাসীর বিষয়েও। আমার পিতা কোরবান হোক ঐ দেহের জন্য যা পড়েছিলো সব কিছু লুট হয়ে যাওয়া অবস্থায় শুধু ধর্ম ও পরহেযগারি ছাড়া, প্রত্যেক দুঃখের সান্ত্বনা আছে শুধু এ দুঃখ ছাড়া।"

যুহরি বলেছে যে, জিনেরা তার জন্য শোকগাঁথা আবৃত্তি করেছিলো: " জিনদের শ্রেষ্ঠ নারীরা চরম দুঃখে কাঁদে তা দেখার পর। তারা আঘাত করে তাদের চেহারায় যা স্বর্ণমুদ্রার চেয়ে উজ্জ্বল এবং তারা কালো পোষাক পরে রঙীনগুলো পরিত্যাগ করার পর।"

সে আরো বলেছে যে, জিনদের শোকগাঁথা, যা মুখস্ত করা হয়েছে তা এরকম: "তার কপালে রাসূলুল্লাহ (সা.) হাত বুলিয়েছিলেন, তাই তার গাল দুটো আলো বিকিরণ করে, তার পিতামাতা ছিলেন কুরাইশদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তার পিতামহ ছিলেন পিতামহদের মাঝে শ্রেষ্ঠ, তারা আপনাকে হত্যা করেছে হে রাসূলুল্লাহর সন্তান। নিশ্চয়ই তারা জাহান্নামের আগুনে চিরকাল থাকবে।"

ইবনে ক্বাওলাওয়েইহ বর্ণনা করেছেন আবু যিয়াদ ক্বানদি থেকে যে, মরুভূমির পাথর মিস্ত্রীরা ইমাম হোসেইন (আ.)-এর জন্য জিনদের শোকগাঁথা আবৃত্তি করতে শুনেছে, যা এরকম: "তার কপালে হাত বুলিয়েছিলেন রাসূল, তাই তার গাল দুটো আলো বিকিরণ করে, তার পিতামাতা ছিলেন কুরাইশদের মাঝে শ্রেষ্ঠ, তার পিতামহ ছিলেন পিতামহদের মাঝে শ্রেষ্ঠ। তারা আপনাকে হত্যা করেছে হে রাসূলুল্লাহর সন্তান, নিশ্চয়ই তারা জাহান্নামের আগুনে চিরকাল থাকবে।"

আলী বিন হাযূর বর্ণনা করেছে লাইলা থেকে যে সে বলেছে, "আমি জিনদেরকে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর জন্য এভাবে শোকগাঁথা আবৃত্তি করতে শুনেছি: "হে চোখগুলো দুঃখ নিয়ে কাঁদো এবং এ সংবাদ সঠিক, কাঁদো ফাতেমা (আ.)-এর সন্তানের জন্য, যিনি ফোরাতের তীরে গিয়েছিলেন কিন্তু ফিরে আসেন নি, জিনেরা তার জন্য কাঁদে শোকার্তের হৃদয় নিয়ে যখন তারা তার শাহাদাতের সংবাদ পেয়েছে, তারা হোসেইন (আ.) এবং তার সাথীদের দলকে হত্যা করেছে এবং এ খবর গোলযোগ ছড়িয়ে দিয়েছে, আমি আপনার জন্য কাঁদবো শোক ও আহাজারি নিয়ে। আমি আপনার জন্য কাঁদবো প্রত্যেক সকাল ও সন্ধ্যায় যতদিন রক্ত আমার ধমণীতে বইবে এবং গাছগুলো ফল দিবে।"

সেখানে এও বর্ণিত হয়েছে, "ফাতেমা (আ.)-এর সন্তানের জন্য কাঁদো যার শাহাদাত চুলকে সাদা করে দিয়েছিলো, যার শাহাদাতে ভূমিকম্প হয়েছিলো এবং সূর্য কালো আঁধারে ঢেকে গিয়েছে।"

সুয়ূতির 'তারীখুল খুলাফা'-তে বর্ণিত হয়েছে যে, সা'লাব তার 'আমালি' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন আবি জানাব কালবি থেকে যে, সে বলেছে যে, "আমি কারবালায় প্রবেশ করলাম এবং আরবদের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলাম, "আমাকে জানানো হয়েছে যে আপনি জিনদের শোকগাঁথা শুনেছেন?" তিনি বললেন, "যে কোন দাস ও সাধারণ ব্যক্তি তোমাকে বলবে যে তারা তা শুনেছে।" আমি বললাম, "তাহলে আমাকে বলুন আপনি নিজে তাদের কাছ থেকে কী শুনেছেন?" তিনি বললেন, "আমি তাদেরকে বলতে শুনেছি: তার কপালে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন রাসূল, তাই তার গাল দুটো আলো বিকিরণ করতো, তার পিতামাতা ছিলেন কুরাইশদের মাঝে

শ্রেষ্ঠ, তার পিতামহ ছিলেন পিতামহদের মাঝে শ্রেষ্ঠ, তারা আপনাকে হত্যা করেছে হে রাসূলুল্লাহর সন্তান, নিশ্চয়ই তারা জাহান্নামের আগুনে চিরকাল থাকবে।"

এখানে লেখক ইমাম হোসেইন (আ.)-এর ওপরে প্রচুর শোকগাঁথা উল্লেখ করেছেন যার অনুবাদ ইংরেজীতে এবং বাংলায় যথাযথভাবে করা সম্ভব নয়, তাই সেগুলো উল্লেখ করা হলো না।[১১]

[১১] বাংলা অনুবাদক।

তৃতীয় অধ্যায়

ইমাম হোসেইন (আ.)-এর সন্তানদের সংখ্যা, তার পবিত্র কবর যিয়ারাতের ফযীলত এবং তার কবরের ওপর খলিফাদের অত্যাচার

পরিচ্ছেদ- ১

ইমাম হোসেইন (আ.)-এর সন্তান সংখ্যা ও তার স্ত্রীদের বিষয়ে

শেইখ মূফীদ বলেন যে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর ছয় জন সন্তান ছিলেন:

আলী আল আকবার (বড় আলী, অর্থাৎ ইমাম যায়নুল আবেদীন আ.), যার ডাকনাম ছিলো আবুল হাসান এবং তার মাতা ছিলেন শাহেযানান, যিনি ছিলেন খুসরু ইয়াযদজুরদ-এর কন্যা।

আলী আল আসগার (ছোট আলী, কিন্তু আলী আল আকবার হিসাবে পরিচিত) যাকে হত্যা করা হয়েছিলো তার পিতার সাথে এবং তার সম্পর্কে আমরা আগে আলোচনা করেছি। তার মাতা ছিলেন লাইলা বিনতে আবি মুররাহ বিন উরওয়াহ বিন মাসউদ সাক্বাফি।

জাফর, তার কোন সন্তান ছিলো না এবং তার মা ছিলেন বনি কুযা'আহ থেকে। তিনি ইন্তেকাল করেন ইমাম হোসেইন (আ.)-এর জীবদ্দশায়।

আব্দুল্লাহ (আলী আসগার হিসাবে পরিচিত), যাকে শৈশবেই তার পিতার সাথে হত্যা করা হয়। তিনি তার পিতার কোলে শুয়েছিলেন যখন একটি তীর এসে তার গলায় বিঁধে এবং তিনি শহীদ হন, আর এ বিষয়ে আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

সাকিনাহ (আ.), যার মাতা ছিলেন রাবাব বিনতে ইমরুল ক্বায়েস বিন আদি কালবি। তিনি আব্দুল্লাহ বিন হোসেইনেরও মাতা ছিলেন।

ফাতেমা, যার মাতা ছিলেন উম্মে ইসহাক্ব, যিনি তালহা বিন উবায়দুল্লাহর কন্যা ছিলেন।

আলী বিন ঈসা ইরবিলি তার 'কাশফুল গুম্মাহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং এটি 'কামালুদ্দিন' গ্রন্থেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম হোসেইন (আ.)-এর দশ জন সন্তান ছিলো, ছয় জন পুত্র সন্তান এবং চার জন কন্যা সন্তান। তিনি তার তিন পুত্রসন্তানের নাম আলী উল্লেখ করেছেন - তিন জনের নাম (উপরে বর্ণিত) এবং মুহাম্মাদ, আব্দুল্লাহ ও জাফর। আলী আকবার তার পিতার পাশে থেকে যুদ্ধ করেছেন এবং শহীদ হয়েছেন, আর শিশু আলী আসগার শহীদ হয়েছিলেন তীরের আঘাতে এবং আব্দুল্লাহও তার পিতার সাথে শহীদ হন। আর তার কন্যাদের নাম হলো যায়নাব, সাকিনাহ ও ফাতেমা (তিনি চতুর্থ জনের নাম উল্লেখ করেন নি এবং সম্ভবত তা হবে রুকাইয়া, যার কবর দামেস্কে, একটি প্রসিদ্ধ যিয়ারাতের স্থান (লেখক)। এটি খুবই পরিচিত স্থান এবং এও বলা হয় যে তার ছিলো চার পুত্রসন্তান এবং দুকন্যা সন্তান, তবে আগের বর্ণনাটিই বেশী পরিচিত। কিন্তু তার চিরস্থায়ী স্মরণ ও তার বংশীয় কর্তৃপক্ষ মধ্যবর্তী আলী (আল আওসাত) যায়নুল আবেদীন (আ.)-এর মাধ্যমে, অন্য কোন সন্তানের মাধ্যমে নয়।

আমরা (লেখক) বলি যে, কেউ কেউ কয়েক জন সন্তানের ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন এবং অন্যরা আবার তা উল্লেখ করেন নি।

ইবনে কাশশাব বলেন যে, তার ছয় জন পুত্র সন্তান ও তিন জন কন্যা সন্তান ছিলো, যাদের নাম ইরবিলির উদ্ধৃত নামের অনুরূপ।

হাফিয বিন আব্দুল আযীয বিন আখযার জানাবাযি বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম হোসেইন (আ.)-এর ছয় সন্তান ছিলো, চার পুত্রসন্তান ও দু'কন্যা সন্তান। তার কন্যাদের নাম শেইখ মূফীদ বর্ণিত নামের অনুরূপ। কিন্তু তিনি বলেছেন কারবালায় যিনি শহীদ হয়েছেন আলী আকবার (বয়সে সবচেয়ে বড়) এবং বলেছেন যে হোসেইন (আ.)-এর বংশ এগিয়েছে আলী আসগার থেকে, যিনি ছিলেন তার যুগে শ্রেষ্ঠতম যার মাতা ছিলেন একজন দাসী।

যুহরি বলেন আমি কোন হাশেমীকে তার চেয়ে উত্তম দেখি নি।

আমরা (লেখক) বলি যে, হাফিয যায়নুল আবেদীন (আ.)-এর নাম উদ্ধৃত করেন নি, বরং তিনি আলী আকবার ও আলী আসগার-এর নাম বলেছেন। আর সঠিক বিষয় হলো যে তার আলী নামে তিন পুত্র সন্তান ছিলো।

যেভাবে 'কামালুদ্দীন' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে যায়নুল আবেদীন (আ.) ছিলেন মধ্যবর্তী জন। আর কামালুদ্দীন ও হাফিয-এর বর্ণনার মধ্যে সন্তানদের সংখ্যা পার্থক্য হচ্ছে চার।

আমরা (লেখক) বলি যে, হাদীস বিশারদ ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)-এর মাতার নাম নিয়ে মতভেদ আছে।

সিবতে ইবনে জাওযি বলেন যে, তার মাতা ছিলেন একজন দাসী, এবং ইবনে কুতাইবার মতে তিনি ছিলেন সালামাহ, একজন সিন্ধী; এটিও বলা হয় যে, তার নাম ছিলো গাযালাহ। মুবাররাদের 'কামিল' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে আলী বিন হোসেইনের মাতা ছিলেন সালামাহ এবং তিনি ছিলেন ইয়াযদজুরুদ (পারস্য শাসক)-এর সন্তানদের একজন এবং শ্রেষ্ঠ নারীদের একজন।

এও বলা হয়েছে যে তার নাম ছিলো খাওলাহ, অথবা সালাফাহ অথবা বাররাহ।

'ইরশাদ' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, তার নাম ছিলো শাহেযানান, ইয়াযদজুরদ বিন শাহরিয়ার বিন কিসরার কন্যা। বলা হয়েছে যে তার নাম ছিলো শাহারবানু। বিশ্বাসীদের আমির ইমাম আলী (আ.) হুরেইস বিন জাবিরকে পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোর গভর্নর নিয়োগ দেন। তিনি ইয়াযদজুরদ বিন শাহরিয়ার বিন কিসরার দুকন্যাকে ইমাম আলী (আ.)-এর কাছে পাঠিয়ে দেন। তিনি শাহেযানানকে তার ছেলে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর সাথে বিয়ে দেন যিনি যায়নুল আবেদীন (আ.) কে গর্ভে ধারণ করেন। তিনি অপরজনকে মুহাম্মাদ বিন আবু বকরের সাথে বিয়ে দেন,

যিনি ক্বাসিম বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকরকে গর্ভে ধারণ করেন। আর দুজনে ছিলেন মামাতো ভাই।

আমরা (লেখক) বলি যে, আমরা দৃঢ়ভাবে অনুধাবন করি যে তার সঠিক নামটি সালাফাহ, যা ভুলক্রমে সালামাহ হয়েছে অথবা উল্টোটা হয়েছে। তার উপাধি ছিলো শাহেযানান এবং ইমাম আলী (আ.) নামদেন শাহরবানুউহয়াহ। বর্ণিত হয়েছে যে, বিশ্বাসীদের আমির ইমাম আলী (আ.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, **"তোমার নাম কী?"** তিনি জবাব দিলেন, "শাহেযানান, কিসরার কন্যা।" ইমাম আলী (আ.) বললেন, **"শাহেযানান (ফারসীতে নারীদের নেত্রী) বলে মুহাম্মাদ (সা.)-এর উম্মতে কেউ থাকবে না বরং থাকবে সাইয়েদাতুন নিসা (আরবীতে নারীদের নেত্রী)। তুমি শাহারবানুউইয়াহ এবং তোমার বোনের নাম মারওয়ারিদ বিনতে কিসরা"** এবং তিনি এতে রাজী হলেন। অন্যদিকে গাযালাহ বা বারারাহ ছিলো ইমাম হোসেইন (আ.)-এর অন্য এক দাসীর নাম, যিনি তাকে (ইমাম যায়নুল আবেদীন) পালন করেছেন। ইমাম তাকে মা বলে ডাকতেন এবং বর্ণিত হয়েছে যে তার মাতা (শাহারবানু) সন্তান প্রসবের সময় মৃত্যুবরণ করেন এবং তার পিতার অন্য একজন নারীগৃহকর্মী তাকে লালন-পালন করেন। তিনি যখন বড় হয়ে ওঠেন তিনি তাকে ছাড়া আর কাউকে মা বলে জানতেন না। পরবর্তীতে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি ছিলেন তার সেবিকা। লোকজন বলতো তিনি ছিলেন তার মা, আর তাই তিনি তা ভেবেছিলেন।

ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কন্যা সাকিনাহ (আ.) সম্পর্কে

তার নাম ছিলো আমিনাহ এবং বলা হয় যে তার মাতা ছিলেন রাবাব বিনতে ইমরুল ক্বায়েস বিন আদি, যিনি ছিলেন বাকর বিন ওয়ায়েল গোত্রের প্রধান।

জাহিলিয়াতের (অজ্ঞতার) দিনগুলোতে, মালহ-এর যুদ্ধে তিনি ছিলেন খৃস্টান। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন উমর বিন খাত্তাবের খিলাফতকালে। তিনি তখনও নামাজ শেখেন নি যখন উমর তাকে একটি প্রদেশের গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন এবং তিনি তখনও সে রাত দেখেন নি যখন ইমাম আলী (আ.) তার কাছে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর সাথে তার কন্যার বিয়ের প্রস্তাব দেন। তাকে তার সাথে বিয়ে দেয়া হলো এবং তিনি সাকিনাহ ও আব্দুল্লাহকে গর্ভে ধারণ করেন। সাকিনাহ ও তার মাতা সম্পর্কে ইমাম হোসেইন (আ.) আগে বলেছিলেন, **"তোমার জীবনের শপথ, আমি ঐ বাড়িকে ভালোবাসি যেখানে আছে সাকিনাহ ও রাবাব, আমি তাদের দু'জনকে খুবই ভালোবাসি এবং আমার বেশীরভাগ সম্পদ তাদের জন্য খরচ করি এবং তা বন্ধ করার কোন কারণ নেই; আমার সারা জীবনব্যাপী আমি কখনো তাদের অবহেলা করবো না, যতদিন না আমি মাটির নিচে দাফন হই।"**

বর্ণিত আছে যে বিশ্বাসীদের আমির ইমাম আলী (আ.) তার দুছেলে ইমাম হাসান (আ.) ও ইমাম হোসেইন (আ.)-কে ইমরুল ক্বায়েসের কাছে নিয়ে যান এবং বলেন যে, **"হে চাচা, আমি আলী বিন আবি তালিব, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চাচাতো ভাই ও তার কন্যার স্বামী, আর এ দুজন**

হলো তার কন্যার দুসন্তান। আর আমরা চাই যে আমরা আত্মীয়তায় প্রবেশ করি বিয়ের মাধ্যমে।" তিনি বললেন, "হে আলী, আমি আমার কন্যা মাহইয়াহকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই, এবং হে হাসান, আমি আমার কন্যা সালমাকে তোমার সাথে বিয়ে দিবো এবং হে হোসেইন, আমার কন্যা রাবাবকে তোমার সাথে বিয়ে দিবো।"

হিশাম (বিন মুহাম্মাদ কালবি) বলেন যে, রাবাব ছিলেন শ্রেষ্ঠদের ও সবচেয়ে শিক্ষিত নারীদের একজন এবং ইমাম হোসেইন (আ.)-এর শাহাদাতের পর লোকজন তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলো। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরে আর কাউকে শ্বশুর হিসাবে চাই না।"

বর্ণিত আছে যে রাবাব ইমাম হোসেইন (আ.)-এর জন্য এ শোকগাঁথাটি আবৃত্তি করেছিলেন: "জ্যোতির্ময় সে ব্যক্তি ছিলেন নূরের উৎস, পড়ে আছেন দাফনহীন, শহীদ হয়ে কারবালায়। হে রাসূলের সন্তান, আমাদের বিষয়ে যেন আল্লাহ আপনাকে উদারভাবে পুরস্কার দেন এবং আল্লাহ যেন আপনাকে মীযানে অপূর্ণতা থেকে রক্ষা করেন, আপনি আমাদের সাথে দয়া ও ধৈর্যের মাধ্যমে আচরণ করেছেন, এখন এতিম ও নিঃস্বদের জন্য কে রইলো? কে বঞ্চিতদের প্রাচুর্য দিবে এবং তাদেরকে আশ্রয় দিবে? আল্লাহর শপথ, আমি আপনার সাথে ছাড়া আর কারো সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করবো না, যতদিন না আমি মাটির নিচে গোপন হয়ে যাই।"

যে পরিচ্ছেদে উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের দরবারে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর পরিবারের প্রবেশ আলোচনা করেছি সেখানে আমরা বর্ণনা করেছি যে, ইমরুল ক্বায়েসের কন্যা ইমাম হোসেইন (আ.)-এর স্ত্রী রাবাব পবিত্র মাথাটি তুলে নিলেন এবং তা তার কোলে নিয়ে এতে চুমু দিলেন এবং বললেন, "হে হোসেইন, আমি কখনোই হোসেইনকে ভুলবো না, বর্শাগুলো তার দিকে এগিয়েছিলো যার পূর্বপুরুষরা ও পিতা কারবালায় উপস্থিত ছিলো না এবং তাকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো, আল্লাহ যেন কারবালার দুদিকে কোন দিন পানি না দেন।"

জাযায়েরি বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম হোসেইন (আ.) এর সাথে তার স্ত্রী রাবাব ছিলেন, যিনি ছিলেন ইমরুল ক্বায়েসের কন্যা এবং সকিনার মাতা। তারা অন্যান্য নারীস্বজনদের সাথে তাকেও সিরিয়াতে নিয়ে গিয়েছিলো এবং পরে মদীনায় ফিরে এসেছিলেন। কুরাইশের সম্মানিত ব্যক্তিরা তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পর আর কাউকে শ্বশুর হিসাবে চাই না।" তিনি ইমাম হোসেইন (আ.) এর পরে এক বছর বেঁচে ছিলেন এবং কোনদিন তার বাড়ির ছাদের নিচে বসেন নি খুব দুর্বল হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এবং রাগে মৃত্যুবরণ করেন।

এও বলা হয়েছে যে, তিনি ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কবরের মাথার দিকে এক বছর অবস্থান করেন এবং এরপর মদীনায় ফিরে আসেন যেখানে তিনি শোকে মৃত্যুবরণ করেন।

আবুল ফারাজ ইসফাহানি বর্ণনা করেছেন যে, সাকিনাহ খলিফা উসমান (বিন আফফান) এর কন্যার সাথে এক শোক সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। উসমানের কন্যা বলেন, "আমি একজন শহীদের কন্যা।" সকিনাহ চুপ করে রইলেন যতক্ষণ না মুয়াযযিন বললো, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি

যে নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল।" সাকিনাহ তখন তাকে বললেন, "ইনি কি (রাসূলের কথা ইঙ্গিত করে) আমার পিতা নাকি তোমার?" উসমানের কন্যা বললেন, "আমি কোন দিন তোমার সাথে গর্ব করবো না।"

ফায়েক্ব থেকে দামিরি বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম হোসেইন (আ.) এর কন্যা সাকিনাহ তার মা রাবাবের কাছে এলেন কাঁদতে কাঁদতে, তখন তিনি শিশু ছিলেন। তার মা তাকে জিজ্ঞেস করলেন কী হয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন, "একটি বাচ্চা মৌমাছি আমার গায়ে তার ছোট্ট হুল বিঁধিয়ে দিয়েছে।"

সিবতে ইবনে জাওযি বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান সওরি থেকে যে, (ইমাম) আলী বিন হোসেইন (আ.) সিদ্ধান্ত নিলেন হজ্ব অথবা ওমরাহতে যাওয়ার জন্য। তার বোন সাকিনাহ (আ.) যাওয়ার পথের রসদ হিসাবে কাউকে দিয়ে তাকে এক হাজার দিরহাম পাঠালেন। যখন ইমাম হিররাহতে (মদীনার কাছে) পৌঁছলেন তিনি সব সম্পদ নিঃস্বদের মাঝে বিলিয়ে দিলেন।

সাকিনাহ (আ.) ১৭০ হিজরি সনের ৫ রবিউল আওয়াল বৃহস্পতিবার মৃত্যুবরণ করেন, আর তার বোন ফাতিমা (আ.)-ও একই বছর ইন্তেকাল করেন। তার (ফাতিমার) মাতা ছিলেন উম্মে ইসহাক্ব বিনতে তালহা বিন উবায়দুল্লাহ। তিনি আগে ইমাম হাসান (আ.)-এর স্ত্রী ছিলেন এবং তার জন্য তালহা নামে এক সন্তান গর্ভে ধরেছিলেন যিনি শিশু বয়সেই ইন্তেকাল করেছিলেন। ইমাম হাসান (আ.) এর শাহাদাতের পর ইমাম হোসেইন (আ.) তাকে বিয়ে করেন এবং তিনি তার জন্য ফাতেমাকে গর্ভে ধারণ করেন।

আবুল ফারাজ (ইসফাহানি) বলেন যে, উম্মে ইসহাক্বের মাতা ছিলেন জারবা' বিনতে কুসামাহ বিন তাঈ। তাকে জারবা' উপাধি দেয়া হয়েছিলো তার অসাধারণ সৌন্দর্যের জন্য; কারণ সব সুন্দরী নারীদেরকে তার সৌন্দর্যের তুলনায় কুৎসিত মনে হতো। আগে উম্মে ইসহাক্ব ইমাম হাসান (আ.)-এর স্ত্রী ছিলেন এবং যখন তার সমাপ্তি নিকটবর্তী হলো তিনি তার ভাই ইমাম হোসেইন (আ.)-কে বললেন যে, **"আমি এ নারীর উপর সন্তুষ্ট, যখন আমি মৃত্যুবরণ করবো তুমি তাকে তোমার বাড়িতে নিয়ে যেতে পারো। এরপর তুমি তাকে বিয়েও করতে পারো তার ইদ্দত পূরণ হওয়ার পর।"** যখন ইমাম হাসান (আ.) মৃত্যুবরণ করলেন ইমাম হোসেইন (আ.) (ইদ্দত পূরণের পর) তাকে বিয়ে করলেন। তিনি ইমাম হাসান (আ.) এর জন্য তালহা নামে এক পুত্র সন্তান গর্ভে ধরেন যিনি নিঃসন্তান হিসাবে মারা গিয়েছিলেন।

ইবনে হাজারের 'তাক্বরীব' গ্রন্থে আছে যে, ফাতিমা বিনতে ইমাম হোসেইন (আ.) ছিলেন একজন বিশ্বস্ত নারী (হাদীস বর্ণনাকারী হিসাবে)। তিনি হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে চতুর্থ সারির অন্তর্ভুক্ত এবং তিনি তার পরিণত বয়সে ১০০ হিজরির পরে ইন্তেকাল করেন।

শেইখ মুফীদ বলেন যে, হাসান বিন (ইমাম) হাসান তার চাচা ইমাম হোসেইন (আ.)-কে অনুরোধ করেন যেন তিনি তার যে কোন একজন কন্যার সাথে তাকে বিয়ে দেন। ইমাম বললেন, **"আমি আমার কন্যা ফাতিমা, যার চেহারা আমার মা রাসূলুল্লাহ (স.) এর কন্যা ফাতিমা (আ.)-এর মত, তাকে তোমার সাথে বিয়ে দিচ্ছি।"**

পরিচ্ছেদ- ২

ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কবর যিয়ারাতের ফযীলত

ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কবর যিয়ারাত করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে, আর তার কবর যিয়ারাতের জন্য গুরুত্ব দেয়া ধর্মের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত। বর্ণিত হয়েছে যে তার কবর যিয়ারাতে যাওয়া প্রত্যেক বিশ্বাসীদের জন্য অত্যাবশ্যক এবং প্রত্যেক নর ও নারীর জন্য তা ওয়াজিব। আর যে তা পরিত্যাগ করে, প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহ ও রাসূলের আধিকারকে পরিত্যাগ করেছে এবং তা পরিত্যাগ করা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি অকৃতজ্ঞতা এবং তা তার বিশ্বাসের ও ধর্মের ভেতরে একটি ত্রুটি। আর যে তা ইচ্ছে করে এড়িয়ে যায় সে জাহান্নামের বাসিন্দাদের একজন হবে।

ইমাম মুহাম্মাদ আল বাক্বির (আ.) মুহাম্মাদ বিন মুসলিমকে বলেছেন যে, **"আমাদের শিয়াদের (অনুসারী)-কে হোসেইন বিন আলী (আ.)-এর মাযার যিয়ারাতে যেতে বলো, কারণ আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা প্রত্যেক বিশ্বাসীদের জন্য তা বাধ্যতামূলক করেছেন যে ইমাম হোসেইন (আ.)-কে তার ইমাম বলে দাবী করে।"**

ইমাম জাফর আস সাদিক্ব (আ.) বলেন যে, **"যখনই তোমাদের মাঝে কেউ হজ্বে যায় এবং এরপরে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর যিয়ারাতে যায় না সে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হক্বগুলোর (অধিকারগুলোর) একটিকে পরিত্যাগ করলো। কারণ ইমাম হোসেইন (আ.)-এর হক্বকে (অধিকার) আল্লাহ প্রত্যেক বিশ্বাসীর জন্য ওয়াজিব করেছেন।"**

তিনি বলেন যে, "যে ব্যক্তি ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কবরের মাথার কাছে না যেয়ে মৃত্যুবরণ করে, অথচ সে এরপরও নিজেকে শিয়া দাবী করে, প্রকৃতপক্ষে সে আমাদের শিয়া (অনুসারী) নয় এবং যদি সে বেহেশতেও যায়, সে বেহেশতবাসীদের মধ্যে একজন অতিথি হিসাবে থাকবে।"

তিনি (ইমাম সাদিক্ব) আবান বিন তাগলিবকে জিজ্ঞেস করলেন, **"হে আবান, কখন তুমি ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কবর যিয়ারাতে গেছো?"** আবান বললেন, **"আল্লাহর শপথ, হে রাসূলুল্লাহর সন্তান, দীর্ঘ সময় পার হয়েছে যে আমি আমার অঙ্গীকার নবায়ন করি নি।"** ইমাম (আ.) উত্তর দিলেন, **"সুবহানা রাব্বি ওয়া তায়ালা এবং তাঁরই প্রশংসা, শিয়াদের মধ্যে একজন সম্মানিত ব্যক্তি হয়েও তুমি ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কবর যিয়ারাত ত্যাগ করেছো? যে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কবর যিয়ারাত করে আল্লাহ তার প্রতিটি পদক্ষেপ ভালো কাজ হিসাবে লিখে রাখেন এবং প্রত্যেক পদক্ষেপে তার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেন এবং এরপরে তার অতীত ও ভবিষ্যতের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেন।"**

বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, **"ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কবর যিয়ারাত এড়িয়ে যেও না, এমনকি নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও। আর যে ব্যক্তি তার যিয়ারাতে যায় ভীতির মধ্যে (শত্রুর**

কারণে), আল্লাহ তাকে কিয়ামতের বিরাট ভয় থেকে রক্ষা করবেন এবং তাকে ভয় অনুপাতে পুরস্কার দিবেন। আর যে ব্যক্তি তাদের কারণে ভীত হবে আল্লাহ তাকে আরশের ছায়ায় আশ্রয় দিবেন এবং সে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর সাথে থাকবে এবং কিয়ামতের দিনের ভয় থেকে তাকে রক্ষা করা হবে।"

ইমাম জাফর আস সাদিক্ব (আ.) থেকে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, **"ধনীদের উচিত ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কবর বছরে দুবার যিয়ারাত করা এবং দরিদ্রদের উচিত বছরে একবার যিয়ারাত করা।"** তিনি (আ.) বললেন, **"যারা কাছে বাস করে তাদের উচিত মাসে একবার যিয়ারাত করা, আর যারা বহু দূরে বাস করে, প্রতি তিন বছরে একবার।" তার কাছ থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, "এটি ঠিক নয় যে কেউ চার বছরের বেশী সময় ধরে তা এড়িয়ে যাবে।"**

ইমাম আবুল হাসান (আ.) থেকে বর্ণনা করেন যে, **"যে ব্যক্তি ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কবর বছরে তিন বার যিয়ারাত করবে সে দারিদ্র্য থেকে নিরাপদ থাকবে। জোর দেয়া হয়েছে যে তার কবর যিয়ারাতকারী যেন আন্তরিকতা ও গভীর আগ্রহের সাথে তা করে। আর যে তার কবরে যাবে গভীর আগ্রহ নিয়ে, সে হলো (আল্লাহর) নেয়ামতপ্রাপ্ত বান্দাহদের একজন এবং সে হোসেইন বিন আলী (আ.)-এর পতাকাতলে অবস্থান করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর কারণে তার যিয়ারাতে যাবে, আল্লাহ তার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিবেন নবজাতক শিশুর মত এবং ফেরেশতারা তার যাত্রায় সাথে থাকবে।"**

অন্য একটি হাদীসে আছে যে, **"জিবরাঈল, মিকাইল এবং ইসরাফীল তার সাথে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে বাড়িতে ফেরত আসে।"**

হুমরান (বিন আ'আয়ান) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি যখন বাড়িতে ফিরে এলাম, ইমাম বাক্বির (আ.) সাথে উমর বিন আলী বিন আব্দুল্লাহ বিন আলী, আমার সাথে সাক্ষাত করতে এলেন। ইমাম বাক্বীর (আ.) বললেন, **"হে হুমরান, সুসংবাদ গ্রহণ করো যে, যে ব্যক্তি রাসূলের পরিবারের শহীদদের কবর যিয়ারাতে যায় আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য ও তাঁর রাসূলের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করার জন্য, সে গুনাহগুলো থেকে মুক্ত হয়ে যাবে ঠিক সে দিনটির মত যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিলো।"**

ইমাম জাফর আস সাদিক্ব (আ.) বলেছেন যে, যখন কিয়ামতের দিন আসবে একজন ঘোষক উচ্চকণ্ঠে বলবে, "হোসেইনের (আ.) যিয়ারাতকারীরা কোথায়?" একটি বিরাট দল উঠে দাঁড়াবে, তাদের সংখ্যা গোনা সম্ভব হবে না একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পক্ষে ছাড়া। আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, **"তোমরা কেন হোসেইনের কবর যিয়ারাত করেছো?"** তারা উত্তর দিবে, "হে আমাদের রব, আমরা তা করেছি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে বন্ধুত্বের কারণে এবং আলী (আ.) ও ফাতিমা (আ.)-এর জন্য এবং যে শোক তাদের ওপর নেমে এসেছে তার জন্য।" তাদেরকে বলা হবে, **"এখানে মুহাম্মাদ, আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসেইন আছে; যাও, তাদের সাথে মিলিত হও, তোমরা তাদের সাথেই তাদের মর্যাদায় থাকবে, ঐক্যবদ্ধ হও রাসূলুল্লাহর পতাকার নিচে এবং এর ছায়ার নিচে থাকো, আর তা আছে আলীর হাতে যতক্ষণ পর্যন্ত না**

তোমরা বেহেশতে প্রবেশ কর।" তখন তারা পতাকার দিকে আসবে পেছন থেকে, ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে।

বেশ কিছু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কবর যিয়ারাত করলে গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেয়া হবে, বেহেশতে প্রবেশের মাধ্যম হবে এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হবে। এছাড়াও খারাপ প্রকৃতি দূর হয়ে যাবে, মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং আশাগুলো পূরণ করা হবে। যে ব্যক্তি ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কবর যিয়ারাতে যায় তার হক (অধিকার) সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন থেকে আল্লাহ তার অতীত ও ভবিষ্যতের সব গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।

অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, **"সত্তর জন গুনাহগারের জন্য তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। আর তার কবরের মাথার কাছে থেকে এমন কোন আকাঙ্ক্ষা নেই যা আল্লাহ পূরণ করেন না।"**

ইমাম জাফর আস সাদিক্ব (আ.) আব্দুল্লাহ বিন নাজ্জারকে জিজ্ঞেস করলেন যে, **"তুমি কি ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কবর যিয়ারাতে নৌকায় চড়ে যাও?"** সে উত্তরে হ্যাঁ বললো। ইমাম (আ.) বললেন, **"তুমি কি জান না যে যখন তোমার নৌকা উল্টে যায়, তোমাকে বলা হয়: হে তুমি যাকে পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে এবং বেহেশত তোমার ওপর সন্তুষ্ট আছে?"**

ক্বা'য়েদ হান্নাত ইমাম (আ.)-কে বললো, "লোকজন ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কবর যিয়ারাতে আসে নারীদের নিয়ে যারা শোকগাঁথা আবৃত্তি করে এবং সাথে করে খাবার নিয়ে আসে।" ইমাম বললেন, "হ্যাঁ, আমি তা শুনেছি।" এরপর ইমাম (আ.) বললেন, **"হে ক্বা'য়েদ, যে ব্যক্তি ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কবরের মাথার দিকে আসে তার অধিকার সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন থেকে, তার অতীত এবং ভবিষ্যতের সব গুনাহকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।"**

বর্ণিত আছে যে, "ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কবর যিয়ারাতকারীরা চল্লিশ বছর আগে বেহেশতে প্রবেশ করবে অন্যান্যদের চাইতে যারা ব্যস্ত থাকবে হিসাব দেয়াতে এবং নিশ্চল অবস্থায়। অথচ তার যিয়ারাত তার গুনাহগুলোকে তার বাড়ির দরজার সামনে একটি ব্রীজে পরিণত করবে এবং সে এর ওপর দিয়ে চলে যাবে যেভাবে তোমরা ব্রীজের ওপর দিয়ে পার হও একে পেছনে ফেলে।"

বর্ণিত হয়েছে যে, **"কিয়ামতের দিনে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর যিয়ারাতকারীদের বলা হবে যে: তোমার পছন্দ যে কোন ব্যক্তির হাত ধরো এবং তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করাও।"** তখন প্রত্যেক ব্যক্তি আরেকজনের হাত ধরবে এবং তখন এক ব্যক্তি অন্য জনকে বলবে, "তুমি কি আমাকে চিনতে পারছো না? আমি সে ব্যক্তি যে তোমার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিলো অমুক দিন।" সে তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবে কোন বাধা বিপত্তি ছাড়াই।

সুলাইমান বিন খালিক ইমাম জাফর সাদিক্ব (আ.)-কে জিজ্ঞেস করলেন যে, "আমি শুনেছি যে আপনি বলেছেন, আল্লাহ পৃথিবীকে দেখেন প্রত্যেক দিন ও রাতে এক লক্ষ বার। এরপর তিনি ক্ষমা করে দেন যাকে তাঁর ইচ্ছা এবং তিনি শাস্তি দেন যাকে তার ইচ্ছা? এবং তিনি ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কবর যিয়ারাতকারীকে এবং তার পরিবারকে এবং যে ব্যক্তিকে সে

কিয়ামতের দিনে সুপারিশ করে, ক্ষমা করে দিবেন, সে যে-ই হোক? তাহলে কি যে ব্যক্তি জাহান্নামের আগুনের যোগ্য তাকেও ক্ষমা করে দেয়া হবে?" ইমাম (আ.) উত্তর দিলেন, **"হ্যাঁ, এমনকি যদি সে জাহান্নামের আগুনের জন্য যোগ্যও হয়, তবে যদি সে আহলে বাইত (আ.)-এর শত্রু না হয়।"**

বেশ কিছু হাদীসে আছে যে, তার কবর যিয়ারাতের ফযীলত হজ্ব এবং ওমরাহ এবং আল্লাহর পথে জিহাদ এবং দাসদের মুক্ত করে দেয়ার সমান, বরং তা ২০ হজ্বের সমান এবং ২০ হজ্বের চাইতে উত্তম, বরং আল্লাহ তার হিসাবে ৮০ হজ্ব লিখে রাখবেন। আর তার যিয়ারাত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে থেকে হজ্ব করার সমান, বরং যে ব্যক্তি তার যিয়ারাতে যায় তার হক্ব (অধিকার) সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন থেকে, সে তার সমান যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে থেকে একশত বার হজ্ব পালন করেছে। আর যে ব্যক্তি তার যিয়ারাতে যায় খালি পায়ে, প্রত্যেক পদক্ষেপ যা সে নেয় সামনের দিকে অথবা পেছনের দিকে, সে নবী ইসমাঈল (আ.)-এর বংশের মধ্যে থেকে যারা দাস তাদের মুক্ত করার পুরস্কার লাভ করবে।

ইমাম জাফর আস সাদিক্ব (আ.) বলেছেন যে, **"আমি যদি তার কবর যিয়ারাতের ফযীলত তোমাদের কাছে বর্ণনা করি তাহলে তোমরা হজ্ব ছেড়ে দিবে এবং তোমাদের মধ্যে একদল হজ্বে আর যাবে না। আক্ষেপ তোমাদের জন্য, তোমরা কি জানো না আল্লাহ কারবালাকে তাঁর শান্তি ও প্রাচুর্যের জন্য বাছাই করেছিলেন মক্কাকে তাঁর পূণ্যস্থান বানানোর আগে?"** ইমাম (আ.) আরও বললেন, একদিন ইমাম হোসেইন (আ.) তার নানা (সা.)-এর কোলে বসে ছিলেন, এবং তিনি তাকে আদর করছিলেন ও মুচকি হাসছিলেন। তা দেখে আয়শা বললেন, "হে রাসূলুল্লাহ, আপনি এ বাচ্চাকে কতটুকু ভালোবাসেন?" তিনি (সা.) জবাব দিলেন, **"আক্ষেপ তোমার জন্য, কেন তাকে আমি ভালোবাসবো না এবং তার ওপর সন্তুষ্ট থাকবো না? সে আমার হৃদয়ের ফল এবং আমার চোখের নূর। সাবধান, নিশ্চয়ই আমার উম্মত তাকে হত্যা করবে, তাই যে তার মৃত্যুর পরে তার (কবর) যিয়ারাতে যাবে, আল্লাহ আমার একটি হজ্ব তার হিসাবে লিখে দিবেন।"** আয়শা বললেন, "আপনার একটি হজ্ব?" তিনি (সা.) বললেন, **"হ্যাঁ, বরং আমার দুটো হজ্ব।"** আয়শা জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার দুটো হজ্ব?" এবং তিনি বললেন, **"হ্যাঁ"**, এবং আয়শা যতবার প্রশ্ন করলেন তিনি (হজ্ব) পুরস্কার বৃদ্ধি করতে থাকলেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তা নব্বই হজ্বে পৌঁছালো, তার ওমরাহসহ।

ক্বাদ্দাহ বলেন যে, আমি ইমাম জাফর আস সাদিক্ব (আ.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, "যে ব্যক্তি ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কবর যিয়ারাতে যায় তার হক্ব (অধিকার) সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন থেকে এবং সে না দাম্ভিক, না অস্বীকারকারী, সে কী অর্জন করেছে?" ইমাম (আ.) বললেন, **"এক হাজার হজ্ব তার হিসাবে লেখা হবে এবং এক হাজার তাক্বওয়াপূর্ণ ওমরাহও। আর যদি সে একজন অভিশপ্ত ব্যক্তি হয়, তাকে সাফল্যলাভকারী ব্যক্তি হিসাবে লিখে রাখা হবে এবং আল্লাহর রহমতের ভেতরে চিরকাল ডুবে থাকবে।"**

বেশ কিছু হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তার যিয়ারাতে গেলে হায়াত বৃদ্ধি পায়, নিজের সম্পদের নিরাপত্তা লাভ করে; রিযকের প্রাচুর্য, কষ্ট থেকে মুক্তি এবং আশা পূরণ হয়। আর একদম কম

পুরস্কার হলো যে আল্লাহ নিজে তার জীবনের এবং সম্পদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেন যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার পরিবারের কাছে ফেরত আসে এবং কিয়ামতের দিনেও আল্লাহ তাকে নিরাপত্তা দান করবেন।

বর্ণিত হয়েছে যে, যখন ইমাম হোসেইন (আ.)-এর শাহাদাতের খবর শহরগুলোতে পৌঁছলো, এক লক্ষ বন্ধ্যা নারী তার কবরের মাথার কাছে এলো এবং তাদের সবাই (পরে) গর্ভধারণ করেছিলো। এছাড়া আরবরা তাদের নারীদেরকে বলতো, "যদি তোমরা এ মহান ব্যক্তির কবরে না যাও তোমরা পুত্র সন্তান লাভ করবে না।"

ইমাম মুহাম্মাদ বাক্বির (আ.) বলেন যে, **কারবালায় ইমাম হোসেইন (আ.)-কে হত্যা করা হয়েছে মজলুম (অত্যাচারিত) অবস্থায় এবং কঠিন কষ্টের ভেতর, পিপাসার্ত অবস্থায় এবং কোন সাহায্যকারীবিহীন অবস্থায়, আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, এমন কেউ নেই যে বিপদগ্রস্ত, দুঃখকষ্টে জর্জরিত, গুনাহগার, দুঃখী, পিপাসার্ত এবং অসুস্থ অবস্থায় তার কবরের মাথার কাছে আসবে এবং তার আশা ব্যক্ত করবে, ইমাম হোসেইন (আ.)-এর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি, তার আশা পূরণ, তার গুনাহগুলো ক্ষমা, তার হায়াত বৃদ্ধি এবং তার রিযক্ব বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন না। "অতএব শিক্ষা নাও হে যাদের দৃষ্টি আছে।"**

ইবনে আবি ইয়া'ফূর বর্ণনা করেছেন যে, আমি ইমাম জাফর আস সাদিক্ব (আ.)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনাকে এক নজর দেখার আগ্রহ আমাকে বাধ্য করেছে আপনার কাছে আসতে এবং আপনার কাছে বর্ণনা করতে আমি কিসের সম্মুখীন হয়েছি।" ইমাম সাদিক্ব (আ.) বললেন, **"তোমার রবের কাছে অভিযোগ করো না। তোমার জন্য সঠিক হতো যদি তুমি তার কাছে যেতে যিনি তোমার ওপরে আমার চেয়ে বেশী অধিকার রাখেন।"** আর তার শেষ বাক্যটি ছিলো তার আগেরটির চাইতে আমার জন্য কষ্টের, তাই আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কার অধিকার আমার ওপরে আপনার চাইতে বেশী?" ইমাম (আ.) উত্তর দিলেন, **"হোসেইন (আ.), তোমার জন্য তা আরও ভালো হতো যদি তুমি হোসেইন (আ.)-এর কাছে যেতে এবং অনুরোধ করতে এবং তার কাছে থেকে তুমি আল্লাহর কাছে বলতে তুমি কী চাও।"**

বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম জাফর আস সাদিক্ব (আ.) বলেছেন যে, **"যে ব্যক্তি ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কবরে যিয়ারাতে যায় না সে অনেকগুলো প্রাচুর্য থেকে দূরে থাকবে এবং তার হায়াত থেকে এক বছর কমে যাবে।"**

বেশ কিছু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তার কবর যিয়ারাতে যাওয়া একটি ফযীলতপূর্ণ কাজ এবং এর জন্য প্রত্যেক দিরহামের মূল্য এক হাজার দিরহাম।

ইমাম জাফর আস সাদিক্ব (আ.) ইবনে সিনানকে বলেছিলেন যে, **"প্রত্যেক দিরহাম খরচ করে থাকলে দশ লক্ষ দিরহাম লিখা হবে হিসাবে। নবীরা, রাসূলরা, ইমামরা এবং ফেরেশতারা তার কবর যিয়ারাত করতে আসেন। আর আকাশের বাসিন্দারা তার যিয়ারাতকারীদের জন্য প্রচুর দোয়া করে এবং তাদেরকে সুসংবাদ দেয়।"**

এছাড়াও বেশ কিছু হাদীস তার কবর যিয়ারাতের ফযীলত বর্ণনা করে। আরো কিছু হাদীস আমরা উপহারস্বরূপ উল্লেখ করছি।

শেইখ আবুল ক্বাসিম জাফর বিন ক্বাওলাওয়েইহ কুম্মি বর্ণনা করেছেন তার ধারাবাহিক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মুয়াবিয়া বিন ওয়াহাব থেকে যে, সে বলেছে যে, আমি ইমাম জাফর আস সাদিক্ব (আ.)-এর সাথে সাক্ষাত করার জন্য অনুমতি চাইলাম এবং তিনি সম্মতি দিলেন। আমি সেখানে প্রবেশ করলাম এবং দেখলাম তিনি তার বাসায় তার জায়নামাযের ওপর বসে আছেন। আমি বসে পড়লাম এবং তিনি নামাজ শেষ করলেন, এরপর আমি তাকে সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মহান আল্লাহর প্রশংসা করতে শুনলাম এই বলে,

"হে আল্লাহ, আপনি আমাদের নির্বাচিত করেছেন সম্মানের জন্য এবং শাফায়াত দান করেছেন আমাদের মাধ্যমে এবং স্থলাভিষিক্ত কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে দান করেছেন আমাদেরকে এবং আপনি আমাদেরকে দান করেছেন অতীত ও ভবিষ্যতের জ্ঞান এবং মানুষের অন্তরে আমাদের জন্য ভালোবাসা প্রবেশ করিয়েছেন। তাই ক্ষমা করুন আমাকে ও আমার ভাইদেরকে এবং ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কবর যিয়ারাতকারীদেরকেও, যারা তাদের সম্পদ ব্যয় করেছে এবং তাদের দেহকে কষ্টের দিকে ঠেলে দিয়েছে আমাদের প্রতি তাদের সহৃদয়তার ঝোঁকে, আমাদের সাথে বন্ধনের কারণে আপনার কাছে পুরস্কার আশা করে এবং আপনার রাসূল (সা.)-এর অন্তরকে খুশী করার জন্য এবং আমাদের আদেশ পালন করার জন্য এবং আমাদের শত্রুদের অন্তরে ক্রোধ প্রবেশ করানোর জন্য। আর এ কাজের মাধ্যমে তারা আপনার সন্তুষ্টি আশা করে আমাদের কারণে। তাই তাদেরকে পুরস্কার দিন বেহেশতের মাধ্যমে এবং তাদের নিরাপত্তা দিন প্রত্যেক দিন ও রাতে। তারপর তাদের সন্তানদেরকে ভালো উত্তরাধিকারী বানান। এরপর তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখুন এবং তাদেরকে প্রত্যেক উদ্ধত অত্যাচারীর অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন এবং আপনার সৃষ্ট প্রাণীদের প্রত্যেক সুস্থ ও প্রতিবন্ধী থেকেও এবং জিন ও মানুষের মধ্যে প্রত্যেক শয়তানের অনিষ্ট থেকে। এরপর তাদের সবচেয়ে বড় ইচ্ছাটা পূরণ করুন যা তারা আপনার কাছে চায়, তাদের নিজ শহর থেকে বহু দূরে থেকে এবং সে ইচ্ছাগুলোও যেগুলো তারা চায় তাদের সন্তানদের, আত্মীয়দের এবং পরিবারের জন্য। হে আল্লাহ, আমাদের শত্রুরা তাদের যাত্রাতে বাধা দিয়েছে এবং তারা থেমে যায় নি আমাদের প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্য। তাদের চেহারাগুলোর ওপর রহম করুন যাদের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে সূর্যের কারণে এবং সে মাথাগুলোর ওপর রহম করুন যারা আবু আব্দুল্লাহ হোসেইন (আ.)-এর কবরের চারদিকে ঘোরে। সে চোখগুলোর ওপর রহম করুন যেগুলো অশ্রু ঝরায় আমাদের দুঃখে এবং সে হৃদয়গুলোর ওপর যেগুলো অস্থির ও ব্যথিত আমাদের জন্য এবং আমাদের জন্য তাদের বিলাপের ওপর। হে আল্লাহ, আমি এ আত্মাগুলোকে এবং দেহগুলোকে আপনার আশ্রয়ে দিলাম যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি তাদেরকে পৌঁছান কাউসার-এর ঝর্নার মাথায় পিপাসার দিনে।"

তিনি এ দোয়া সিজদায় থেকে পুনরাবৃত্তি করলেন বেশ কয়েকবার এবং এরপর যখন তা শেষ করলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আমি আপনার জন্য কোরবান হই, যদি এ দোয়া ঐ ব্যক্তির জন্য হতো যে কখনোই আল্লাহকে স্বীকৃতি দেয় নি, আল্লাহর শপথ (জাহান্নামের) আগুন তাকে

কখনোই খেয়ে ফেলতে পারতো না। আল্লাহর শপথ, আমি যদি তার কবর যিয়ারাতে যেতাম এবং হজ্বে না গিয়ে থাকতাম।" ইমাম সাদিক্ব (আ.) বললেন, **"তুমি তার খুব কাছেই, তাহলে কী তোমাকে বাধা দিচ্ছে তার যিয়ারাতে যেতে?"** এরপর তিনি (আ.) বললেন, **"হে মুয়াবিয়া, আকাশগুলোর বাসিন্দারা, যারা তার যিয়ারাতকারীদের জন্য দোয়া করে তারা তাদের চাইতে সংখ্যায় বেশী যারা পৃথিবীতে থেকে তাদের জন্য দোয়া করে।"**

'বিহারুল আনওয়ার' গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে, 'মাযারে কাবির' গ্রন্থের লেখক থেকে, যিনি তার ধারাবাহিক বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে আ'আমাশ থেকে বর্ণনা করেছেন, যে বলেছে যে, আমি কুফায় বাসা নিলাম এবং এক প্রতিবেশী ছিলো যার সাথে আমি প্রায়ই বসতাম। সেটি ছিলো জুমআর দিনের আগের রাত, তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাযার যিয়ারাতের বিষয়ে তুমি কী বলো?" সে বললো, "এটি একটি বেদআত (আবিষ্কার) এবং প্রত্যেক বেদ'আত হলো ভুলপথ এবং প্রত্যেক ভুলপথের পরিণতি জাহান্নাম।" তা শুনে ক্রোধে পূর্ণ হয়ে আমি তার কাছ থেকে উঠে গেলাম এবং নিজেকে বললাম যে, "সকালে আমি তার কাছে যাবো এবং তার কাছে হাদীসগুলো বলবো যেগুলো বিশ্বাসীদের আমির আলী (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। সম্ভবত তা তার চোখগুলোকে আলোকিত করবে।" আমি তার কাছে সকালে গেলাম এবং তার দরজায় টোকা দিলাম। দরজার পেছন থেকে কেউ একজন উত্তর দিলো, "তিনি রাত্রের শুরুতেই যিয়ারাতে গেছেন।" আমি তৎক্ষণাৎ তার পিছু নিলাম যতক্ষণ পর্যন্ত না ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাযারে পৌঁছলাম এবং আমি তাকে দেখলাম সিজদায় আছে, তবে সে অতিরিক্ত রুকু ও সিজদার কারণে ক্লান্ত হচ্ছে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "গতকাল তুমি আমাকে বললে যে, যিয়ারাত একটি বেদআত এবং প্রত্যেক বেদআত একটি ভুলপথ এবং প্রত্যেক ভুলপথের পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম। আর আজ তুমি যিয়ারাতে এসেছো?" সে বললো, "হে সুলাইমান, আমাকে তিরস্কার করো না। আমি আহলুল বায়েত (আ.)-এর ইমামতে বিশ্বাসী ছিলাম না গতরাত পর্যন্ত, যখন আমি একটি স্বপ্ন দেখলাম যা আমাকে ভীত করেছে।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "হে শেইখ, কি স্বপ্ন দেখেছো তুমি?" সে বললো, আমি স্বপ্নে একজন মানুষকে দেখলাম, সে না ছিলো খুব খাটো না ছিলো খুব লম্বা, কিন্তু দেখতে ছিলো সুন্দর, আর আমি তার বর্ণনা দিতে অক্ষম। তার সাথে কিছু লোক ছিলো যারা তাকে ঘেরাও করেছিলো এবং তাদের মাঝখানে রেখেছিলো। তার দিকে মুখ করে এক ব্যক্তি মোটা ঝাকড়া লেজের এক ঘোড়ার পিঠে বসেছিলেন যার মাথায় ছিলো চারটি স্তম্ভসম্পন্ন একটি মুকুট। চারটি স্তম্ভেই মূল্যবান পাথর বসানো ছিলো যা তিন দিনের দূরত্বের রাস্তাকে আলোকিত করে রেখেছিলো। আমি প্রশ্ন করলাম তিনি কে? বলা হলো যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি আলী বিন আবি তালিব (আ.)। আমি আরো দূরে দৃষ্টি ফেললাম এবং দেখতে পেলাম হাওদাসহ একটি আলোকিত উট, আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে উড়ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম ওটা কার বাহন, বলা হলো যে, তা সাইয়েদা খাদিজা (আ.) বিনতে খুয়াইলিদ এবং সাইয়েদা ফাতিমা (আ.) বিনতে মুহাম্মাদ (সা.)- এর। তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম যুবকটি কে? বলা হলো যে, তিনি হাসান বিন আলী (আ.)। আমি জিজ্ঞেস করলাম তারা কোথায় যাচ্ছেন? বলা হলো যে, তাদের সবাই মজলুম শহীদ হোসেইন বিন আলী (আ.)-এর যিয়ারাতে যাচ্ছেন, যিনি কারবালার শহীদ। আমি হাওদার কাছে এগিয়ে গেলাম, সে

সময় কিছু লেখা কাগজ আকাশ থেকে পড়তে দেখলাম, তাতে লেখা ছিলো: "জুমআর রাতে হোসেইন (আ.)-এর কবরের যিয়ারাতকারীদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা, তাঁর স্মরণ ওপরে উঠুক।" তখন একজন ঘোষক আমার কাছে ঘোষণা করলো: "জেনে রাখো, আমরা এবং আমাদের শিয়ারা (অনুসারীরা) বেহেশতের উচ্চ মাক্বামে আছি।" আল্লাহর শপথ হে সুলাইমান, আমি এ জায়গা ত্যাগ করবো না যতক্ষণ না আমার আত্মা আমার দেহ ত্যাগ করে।

শেইখ আবুল ক্বাসিম জাফর বিন ক্বাওলাওয়েইহ বর্ণনা করেছেন তার পিতা থেকে, তিনি বর্ণনা করেছেন ইবনে মাহবুব থেকে, তিনি আবু হামযা সুমালির পৌত্র হোসেইন থেকে যে, বনি মারওয়ানের খিলাফতের শেষ দিনগুলোতে, আমি ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কবর যিয়ারাতের জন্য যাত্রা করলাম সিরিয়দের কাছ থেকে নিজেকে লুকিয়ে। আমি কারবালায় পৌঁছলাম এবং মরুভূমির এক কোণায় আশ্রয় নিলাম। মধ্যরাতে আমি কবরের দিকে এগিয়ে গেলাম এবং কিছুদূর যাওয়ার পর এক ব্যক্তি এলেন এবং আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, "তোমার পুরস্কার আল্লাহর কাছে আছে। ফেরত চলে যাও, কারণ তুমি কবরে পৌঁছবে না।" আমি ফেরত চলে এলাম এবং যখন মাত্র ভোর শুরু হয়েছে, আমি কবরের দিকে গেলাম। আমি যখন সেখানে পৌঁছলাম, ঐ ব্যক্তি আবার আমার দিকে এলেন এবং বললেন, "হে আল্লাহর বান্দাহ, তুমি কবরে উপস্থিত হয়ো না।" আমি বললাম, "আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন, কেন আমি সেখানে উপস্থিত হবো না যখন আমি কুফা থেকে এসেছি যিয়ারাতের জন্য? আমাকে বাধা দেবেন না, হয়তো সকাল হয়ে যাবে, আর সিরিয়রা আমাকে এখানে পেলে হত্যা করবে।" তিনি বললেন, "এক মুহূর্ত অপেক্ষা করো। কারণ (নবী) মূসা বিন ইমরান (আ.) আল্লাহর কাছ থেকে অনুমতি চেয়েছেন ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কবর যিয়ারাতের জন্য এবং তিনি তা পেয়েছেন এবং তিনি আকাশ থেকে অবতরণ করেছেন সত্তর হাজার ফেরেশতাসহ। তারা তার (ইমামের) কাছে আছেন রাতের শুরু থেকে এবং সকাল হওয়ার অপেক্ষায় আছেন আকাশে ফেরত যাওয়ার জন্য।" আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন, আপনি কে?" তিনি উত্তর দিলেন, "আমি ফেরেশতাদের একজন যারা ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কবর পাহারা দেয়ার জন্য এবং তার যিয়ারাতকারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছি।" আমি ফেরত এলাম এবং ভাবছিলাম যে তার কথা শুনে আমার বুদ্ধি লোপ পাওয়ার উপক্রম হয়েছে। ভোর হওয়ার পর আমি আবার তার কবরের মাথার দিকে গেলাম। এবার আর আমাকে বাধা দেয়ার জন্য কেউ ছিলো না। আমি আমার সালাম পেশ করলাম এবং তার হত্যাকারীদের অভিশাপ দিলাম এবং এরপর আমি ফজরের নামাজ পড়লাম এবং সিরিয়দের ভয়ে তাড়াতাড়ি ফেরার পথ ধরলাম।

তিনি (ইবনে ক্বাওলাওয়েইহ) বর্ণনা করেছেন তার ধারাবাহিক বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে ইসহাক বিন আম্মার থেকে, যে আমি ইমাম জাফর আস সাদিক্ব (আ.)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, "আমি আপনার জন্য কোরবান হই, হে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সন্তান, আমি আরাফাতের রাতে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাযারে ছিলাম এবং তিন হাজার জ্যোতির্ময় চেহারার ব্যক্তিকে দেখলাম, যারা সুগন্ধ ছড়াচ্ছে এবং সাদা পোশাক পড়ে ভোর পর্যন্ত নামাজ পড়ছে। আর আমি যতই চেষ্টা করলাম কবরের কাছে যেতে এবং দোআগুলো পড়তে আমি পারলাম না মানুষের প্রচণ্ড ভীড়ে।

যখন ভোর হলো, আমি সিজদায় পড়লাম এবং যখন আমি মাথা তুললাম তাদের একজনও আর দৃশ্যমান ছিলো না।" ইমাম সাদিক্ব (আ.) জবাব দিলেন, **"তুমি কি জানো তারা কারা ছিলো?"** আমি না বললাম। ইমাম বললেন, আমার পিতা বর্ণনা করেছেন আমার কাছে তার পিতা থেকে যে, যখন ইমাম হোসেইন (আ.)-কে হত্যা করা হয়, চারহাজার ফেরেশতা এরপাশ দিয়ে গিয়েছিলো এবং আকাশে উড়ে গিয়েছিলো। আল্লাহ তাদেরকে ওহী করলেন: **"হে ফেরেশতাদের দল, তোমরা আমার বন্ধুর সন্তানের পাশ দিয়ে গেছো, যখন তারা তাকে হত্যা করছে, যখন সে খুব কষ্টে ছিলো আর তোমরা তাকে সাহায্য করলে না? তাই পৃথিবীতে ফেরত যাও এবং তার কবরের মাথার দিকে অবস্থান করো এবং অগোছালো চুল নিয়ে এবং ধুলোমাখা অবস্থায় কিয়ামত পর্যন্ত কাঁদো।"** তাই তারা তার কবরে রয়ে গেছে বিশেষ সময়টি না আসা পর্যন্ত।

তিনি (ইবনে ক্বাওলাওয়েইহ) বর্ণনা করেছেন তার ধারাবাহিক বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে মুফাযযাল বিন উমর থেকে, যে বলেছে যে, ইমাম জাফর আস সাদিক্ব (আ.) আমাকে বলেছেন, **"আল্লাহর শপথ, যেন আমি দেখছি ফেরেশতারা বিশ্বাসীদেরকে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কবরের কাছে বাধার সৃষ্টি করছে।"** আমি প্রশ্ন করলাম, "তাদেরকে কি সেখানে দেখা যায়?" তিনি বললেন, **"তার চেয়ে বেশী! আল্লাহর শপথ, তারা বিশ্বাসীদেরকে খেদমত করে, এমনকি তারা তাদের চেহারায় হাত বুলিয়ে দেয়, প্রত্যেক সকালে সন্ধ্যায় আল্লাহ বেহেশত থেকে খাবার পাঠান ইমাম হোসেইন (আ.)-এর যিয়ারাতকারীদের জন্য এবং ফেরেশতারা তাদেরকে সেগুলো পরিবেশন করে এবং কোন ব্যক্তি নেই যার এ পৃথিবীর ইচ্ছাগুলো অথবা আখেরাতের ইচ্ছাগুলো পূরণ করা হয় না।"** আমি বললাম, "আল্লাহর শপথ, এটি দারুন বিষয়!" ইমাম সাদিক্ব (আ.) প্রশ্ন করলেন, **"হে মুফাযযাল, আমি কি তোমার কাছে আরো কিছু বর্ণনা করবো?"** আমি বললাম, "অবশ্যই হে আমার মালিক।" তিনি (আ.) বললেন, **"আমি যেন দেখছি একটি আলোকিত তক্তা যার ওপরে একটি লালবর্ণের রুবি পাথরের গম্বুজ রাখা আছে যা মুক্তা দিয়ে সজ্জিত। ইমাম হোসেইন (আ.)-এর ওপর বসে আছেন, আর নব্বই হাজার সবুজ রঙের গম্বুজ তার চারদিকে আছে। যেন এমন যে বিশ্বাসীরা তার যিয়ারাতে যায় এবং সালাম পেশ করে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদেরকে বলেন: "হে আমার বন্ধুরা, আমার কাছে চাও, কারণ দীর্ঘকাল ধরে তোমরা কঠিন সময় সহ্য করেছো এবং তোমাদের অপমান করা হয়েছে এবং বিশ্বাসের জন্য নির্যাতিত হয়েছো, আর আজকের এ দিনে, এ পৃথিবীর অথবা আখেরাতের যা তোমাদের ইচ্ছা, তা পূরণ করা হবে। আর আল্লাহর শপথ, এ হলো সে মর্যাদা যার কোন তুলনা নেই।"** আল্লামা মাজলিসি বলেন যে, খাবার ও পানীয় তাদের জন্য অবতরণ করে বলতে বারযাখে (বস্তুজগত ও মালাকুতি জগতের মাঝের স্তরে) বোঝাচ্ছে। আর গম্বুজগুলো নির্মাণ হবে (ইমামদের) রাজআত বা পুনর্জীবিত হওয়ার দিনে, কারণ বলা হয়েছে, "এ পৃথিবীর ও আখেরাতের ইচ্ছাগুলো।"

তিনি (ইবনে ক্বাওলাওয়েইহ) বর্ণনা করেছেন তার ধারাবাহিক বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে আব্দুল্লাহ বিন ইমাদ বাসারি থেকে যে, ইমাম জাফর আস সাদিক্ব (আ.) বলেছেন যে, **"একটি মর্যাদা তোমার নিকটেই আছে, এর মত কিছু কাউকে দেয়া হয় নি এবং আমি ধারণা করছি তুমি এর মর্মার্থ সম্পর্কে জানো না। তুমি সত্যিকারভাবে এর রক্ষা কর না, না তুমি এর জন্য উঠে**

দাঁড়াও, কেউ কেউ আছে এর জন্য বিশেষভাবে তৈরী, যাদেরকে এর জন্য বাছাই করে নেয়া হয়েছে এবং তা তাদেরকে তাদের কোন শক্তি বা ক্ষমতার জন্য দান করা হয় নি, শুধুই তা তাদের ওপর আল্লাহর দান। আর আল্লাহ এ প্রশান্তি তাদের ওপর দান করেছেন তাঁর অনুগ্রহ ও দানশীলতার কারণে।" আমি প্রশ্ন করলাম, "আমি আপনার জন্য কোরবান হই, সেটি কী, যে গুণাবলী আপনি বর্ণনা করলেন? এবং কেন আপনি এর নাম বললেন না?" তিনি (আ.) বললেন, **"এটি আমার প্রপিতামহ হোসেইন (আ.)-এর যিয়ারাত ছাড়া আর কিছু নয়, যিনি তার নিজ শহর থেকে অনেক দূরে এবং বিদেশের মাটিতে। তাই যে তার যিয়ারাতে যায় এবং তার জন্য কাঁদে, এবং সে-ও যে তার যিয়ারাত করে নি কিন্তু তার জন্য শোকার্ত অবস্থায় থাকে এবং সে ব্যক্তি যে তার জন্য উপস্থিত থাকতে পারে নি, কিন্তু তার হৃদয় তার জন্য পোড়ে, যে তার ওপর সালাম পাঠায়, যে ব্যক্তি তার পায়ের কাছে অনুর্বর ভূমিতে তার সন্তানের কবর দেখে, যেখানে ছিলো না তার কোন আত্মীয়স্বজন এবং পরিবার, তার অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং মুরতাদরা (ধর্মদ্রোহীরা) একত্র হয়েছিলো এবং তারা তাকে হত্যা করেছিলো এবং তাকে ফেলে গিয়েছিলো বন্য পশুদের জন্য আর তারা ফোরাতের পানির দিকে পথ বন্ধ করে দিয়েছিলো, যা কুকুরদের জন্যও উন্মুক্ত ছিলো। তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অধিকারকে অসম্মান করেছে এবং তার নিজের এবং তার সন্তানদের (আ.) বিষয়ে তার সনদকে তারা বিবেচনায় নেয় নি। এরপর তিনি তার কবরে শুয়েছিলেন নির্যাতিত হয়ে এবং মাটিতে পড়েছিলেন তার পরিবার ও শিয়াদের সাথে এবং তিনি এক অপরিচিত ভূমি এবং ভীতিকর মরুভূমিতে প্রবেশ করেছিলেন। সে ভূমিতে কেউ যায় না শুধু তারা ছাড়া যাদের হৃদয়কে আল্লাহ বিশ্বাস দিয়ে পরীক্ষা করে নিয়েছেন।"** আমি বললাম, "আমি আপনার জন্য কোরবান হই, আমি তার যিয়ারাতে আগে যেতাম যতদিন পর্যন্ত না আমি খলিফার বিষয়গুলোতে জড়িয়ে গেলাম এবং আমাকে দায়িত্ব দেয়া হলো তাদের পাহারা দেয়ার জন্য। আমি তাদের মাঝে বেশ পরিচিত হয়ে গেছি এবং তাই যিয়ারাত ত্যাগ করেছি তাক্বিয়ার (ভীতির কারণে লুকানো) কারণে। কিন্তু আমি এর ফযীলত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।" ইমাম (আ.) বললেন, **"তুমি কি জানো তাদের মর্যাদা কী যারা তার কবর যিয়ারাত করে এবং আমাদের কাছে তাদের জন্য কত বিশাল উপহার আছে?"** আমি না বললাম। ইমাম (আ.) বললেন, **"মর্যাদা হলো যে ফেরেশতারা তাদের উচ্চ প্রশংসা করে, আর আমাদের কাছে যে কল্যাণ আছে তাহলো যে প্রত্যেক সকাল ও সন্ধ্যায় আমরা দোয়া করি যেন তাদের ওপর রহমত নাযিল হয়। আর আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, যে সময় তিনি (ইমাম হোসেইন) শহীদ হয়েছিলেন তখন থেকে তার কবর কোনদিন দোয়াকারীদের উপস্থিতি থেকে খালি ছিলো না, হোক তা ফেরেশতারা, জিনেরা অথবা মানুষ এবং পশুরা। এমন কেউ নেই যে তার যিয়ারাতকারীদের ঈর্ষা করে না এবং স্পর্শ করে না এবং সব জিনিস তার দিকে তাকায় মর্যাদা লাভের আশা নিয়ে, কারণ সে তার কবর দেখেছে।"** ইমাম সাদিক্ব (আ.) এরপরে বললেন, **"আমাকে জানানো হয়েছে যে, শাবান মাসের মধ্যবর্তী সময়ে কুফার একটি অঞ্চল থেকে একটি দল এবং অন্য লোকেরা, সাথে বিলাপরত নারীরা তার কবর যিয়ারত করে। তাদের একজন কোরআন তেলাওয়াত করে এবং অন্য জন ঘটনা বর্ণনা করে, আর আরেক জন কাঁদে এবং আরেক জন শোকগাঁথা আবৃত্তি করে।"** আমি বললাম, "তা সত্য, আমি আপনার জন্য কোরবান হই, আমি আপনার বর্ণনার মতই

তাদেরকে দেখেছি।" তিনি বললেন, **"সব প্রশংসা আল্লাহর যে, তিনি মানুষের মাঝে তাদেরকে রেখেছেন যারা আমাদের কাছে আসে এবং আমাদের মর্যাদা ঘোষণা করে, আমাদের জন্য শোকগাঁথা আবৃত্তি করে এবং মানুষের মাঝে আমাদের শত্রুদের রেখেছেন যারা এ কারণে তাদের তিরস্কার করে, হোক তারা আমাদের আত্মীয়দের মধ্য থেকে অথবা অন্যরা, যেন তাদের ভুলপথে নিতে পারে এবং তারা তাদের এ কাজকে জঘন্য বলে ভাবে।"**

আ'আমাশের 'বাশারাতুল মুসতাফা' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, যিনি বর্ণনা করেছেন আতিয়্যাহ কুফি থেকে যে, সে বলেছে, আমি জাবির বিন আব্দুল্লাহ আনসারির সাথে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কবর যিয়ারাত করতে গিয়েছিলাম। আমরা যখন কারবালায় প্রবেশ করলাম জাবির ফোরাত নদীর দিকে গেলেন এবং গোসল করলেন। এরপর তিনি তার প্যান্ট পড়লেন এবং তার লম্বা জামা কাঁধের ওপর রাখলেন। এরপর সা'আদ (সুগন্ধি)-এর একটি থলে খুললেন এবং তা তার দেহে মাখলেন। এরপর তিনি আল্লাহর প্রশংসা করতে লাগলেন প্রতিটি পদক্ষেপে যতক্ষণ না তার কবরে পৌঁছলেন, এরপর তিনি আমাকে বললেন, "আমাকে কবরের সাথে বেঁধে দাও।" আমি তাকে কবরের সাথে যুক্ত করে দিলাম এবং তিনি অজ্ঞান হয়ে এর ওপর পড়ে গেলেন। আমি তার ওপরে পানি ছিটিয়ে দিলাম এবং তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন এবং তিনবার বললেন, "হে হোসেইন!" তারপর বললেন, "কেন বন্ধু উত্তর দিচ্ছে না তার বন্ধুকে? কিভাবে সে উত্তর দিবে যখন তার গলার রক্ত তার কণ্ঠনালীতে মেখে আছে এবং তার দেহ ও মাথার মধ্যে আছে ব্যবধান? আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ নারীর সন্তান এবং কেন তা হবে না, যখন আপনাকে খাওয়ানো হয়েছে রাসূলদের মাঝে শ্রেষ্ঠজনের হাতে এবং লালিত হয়েছেন মুত্তাকির কোলে এবং বিশ্বাসের বুক থেকে দুধ পান করেছেন এবং প্রথম খাবার খাওয়া শুরু করেছেন ইসলামের সাথে। আপনি পবিত্রতায় থেকে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং বেঁচে ছিলেন পবিত্রতায়। আপনার বিচ্ছেদে বিশ্বাসীদের হৃদয় শোকার্ত এবং আপনার সফল পরিণতি সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। তাই আল্লাহ ও তাঁর বেহেশতের সালাম আপনার ওপরে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি আপনার ভাই (নবী) ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়ার পথে হেঁটেছেন।" এরপর তিনি তার দৃষ্টি ফেললেন কবরের দিকে এবং বললেন, "সালাম ঐ আত্মাদের প্রতি যারা হোসেইন (আ.)-এর কবরের পাশে অবতরণ করেছে এবং তাদের উটগুলোকে সেখানে বসিয়েছে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি নামাজ প্রতিষ্ঠা করেছেন, যাকাত দিয়েছেন এবং নৈতিকতার দিকে আহ্বান করেছেন এবং খারাপকে নিষেধ করেছেন এবং আপনি কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এবং আল্লাহর ইবাদত করেছেন যতক্ষণ পর্যন্ত না মৃত্যু আপনার কাছে এগিয়ে এসেছে। তাঁর শপথ, যিনি মুহাম্মাদ (সা.)-কে সত্যসহ রাসূল করে পাঠিয়েছেন, আমরা আপনার সংগ্রামে অংশীদার।" আতিয়্যাহ বলে যে, একথা শুনে আমি বললাম, "আমরা কীভাবে তাদের সাথে যুক্ত? যখন আমরা কোন উপত্যকা বা পর্বতে অবতরণ করি নি, না আমরা তরবারি তুলেছি। আর শহীদরা তাদের মাথা ও দেহ দিয়েছেন এবং এখন তাদের সন্তানদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন এবং তাদের স্ত্রীরা বিধবা হয়ে গেছেন?" জাবির জবাব দিলেন, "হে আতিয়্যাহ, আমি আমার বন্ধু রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে, যারা যে ব্যক্তিদেরকে ভালোবাসে তারা পুনরুত্থিত হবে তাদের সাথে, আর যারা উম্মতের কাজে

সন্তুষ্ট থাকবে তারা তাদের কাজে অংশীদার থাকবে। তাঁর শপথ, যিনি মুহাম্মাদ (সা.)-কে সত্যসহ রাসূল করে পাঠিয়েছেন, আমার এবং আমার সাথীদের নিয়ত হোসেইন (আ.)-এর মত। এখন আমাকে কুফার বাড়িগুলোর দিকে নিয়ে চলো।" যখন আমরা সামান্য দূরত্ব অতিক্রম করলাম, তিনি বললেন, "হে আতিয়্যাহ, আমি তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি এবং আমার মনে হয় না এ যাত্রার পর তোমার সাথে আমার আর সাক্ষাত হবে, বন্ধুত্ব করো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরিবারের বন্ধুদের সাথে এবং কিভাবেই না আমি তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখি এবং শত্রুতা রাখো রাসূলের বংশের শত্রুদের সাথে যারা তাদের সাথে শত্রুতা রাখে, যদিও তারা ও রোযা রাখে ও রাতে (ইবাদাতে) জেগে থাকে। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরিবারের বন্ধুদের ওপর ক্ষমাশীল হও, কারণ যদি তাদের একটি পা অতিরিক্ত গুনাহ-এর কারণে পিছলে যায়, অন্যটি দৃঢ় থাকবে তাদের ভালোবাসার কারণে। তাদের বন্ধুরা জান্নাতে ফেরত যাবে এবং তাদের শত্রুরা জাহান্নামে।"

পরিচ্ছেদ- ৩

ইমাম হোসেইন (আ.)-এর পবিত্র কবরের ওপর খলিফাদের জুলুম

ইবনে আসীর তার "কামিল" গ্রন্থে ২৩৬ হিজরির ঘটনাসমূহের প্রেক্ষাপটে বলেছেন যে, এ বছরে মুতাওয়াক্কিল আদেশ করেছিলো ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কবর গুঁড়িয়ে দিতে এবং এর চারিদিকে যে বাড়িঘর ও দালান ছিলো সেগুলোও। সে আদেশ দিলো সেখানে বীজ বপন ও সেখানে পানি প্রবাহিত করার জন্য এবং জনগণকে তার কবর যিয়ারাত করতে বাধা দেয়ার জন্য। ঐ এলাকায় ঘোষণা করা হয়েছিলো যে, "যদি আমরা তিন দিন পর তার কবরের কাছে কাউকে পাই, আমরা তাকে মাটির নিচের অন্ধকার ঘরে নিক্ষেপ করবো।" জনগণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেলো এবং যিয়ারাত এড়িয়ে চলতে লাগলো এবং এরপর তা ধ্বংস করা হলো ও লাঙল চালানো হলো। মুতাওয়াক্কিল ইমাম আলী বিন আবি তালিব (আ.) এবং তার পরিবারের বিরুদ্ধে ভীষণ শত্রুতা পোষণ করতো, তাই যেই তার কাছে যেতো এবং সে যদি হতো আলী (আ.) ও তার পরিবারের বন্ধু সে তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতো এবং তাকে হত্যা করতো। উবাদাহ নামে তার এক হিজরা সেবক ছিলো, সে কাপড়ের নিচে তার পেটের ওপরে একটি বালিশ বাঁধতো এবং তার টাক মাথা উন্মুক্ত করে মুতাওয়াক্কিলের কাছে আসতো ও নাচতো, আর ঘোষকরা বলতো, "এ হলো সে ভুড়িওয়ালা ব্যক্তি, মুসলমানদের খলিফা (ইমাম আলী আ. এর কথা বোঝাতো, আউযুবিল্লাহ) আর এসময় মুতাওয়াক্কিল মদ পান করতো এবং হাসতো। একদিন এ নাটক আবার হচ্ছিলো (মুতাওয়াক্কিলের সন্তান) মুনতাসিরের সামনে, যে উদাবাহকে তিরস্কার করলো এবং সে তার ভয়ে চুপ হয়ে গেলো। মুতাওয়াক্কিল তাকে জিজ্ঞেস করলো কী হয়েছে; উদাবাহ উঠে দাঁড়ালো এবং তাকে মুনতাসিরের হুমকির কথা জানালো। মুনতাসির তা শুনে বললো, "হে আমির, এ কুকুরটি যার ব্যাঙ্গাত্মক অনুকরণ করছে এবং জনতা যাকে নিয়ে হাসছে তিনি আর কেউ নন, তিনি আপনার চাচাতো ভাই এবং আপনার গোষ্ঠির একজন মর্যাদাবান ব্যক্তি, আর আপনার গোষ্ঠীর তার কারণেই। আপনি চাইলে তার গোশত খেতে পারেন (তার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা), কিন্তু কমপক্ষে তাকে এ কুকুর বা এর মত কারও শিকার বানাবেন না।" একথা শুনে মুতাওয়াক্কিল তার ঘোষকের দিকে ফিরে বললো, "তোমরা সবাই বলো: এ যুবক তার চাচাতো ভাইয়ের প্রতি যৌন আকর্ষণে উত্তেজিত হয়েছে, যদিও যুবক তখনও আছে তার মায়ের...."। এ কারণে মুনতাসির (তার পিতা) মুতাওয়াক্কিলের রক্ত ঝরানো বৈধ মনে করেছিলো।

আবুল ফারাজ তার 'মাক্বাতিলাত তালেবিঈন' গ্রন্থে বলেছেন যে, মুতাওয়াক্কিল আবি তালিব (আ.)-এর পরিবারের প্রতি ছিলো অত্যন্ত কঠোর এবং তাদের কর্মকাণ্ডের ওপরে গোয়েন্দাবৃত্তি করতো এবং তাদের প্রতি প্রচণ্ড ক্রোধ ও ঈর্ষা পোষণ করতো। সে তাদের প্রতি তাচ্ছিল্য করতো এবং তাদেরকে অপবাদ দিতো। তার উজির উবায়দুল্লাহ বিন ইয়াহইয়া তাকে অনুকরণ করতো ঘৃণায় এবং তার কাছে তাদের দুর্নাম করতো। সে তাদের সাথে এমন আচরণ করতো যে বনি আব্বাসের কোন খলিফা এর আগে তা করে নি। এগুলোর একটি ছিলো যে ইমাম হোসেইন

(আ.)-এর কবরে লাঙল চালিয়েছিলো এবং এর চিহ্নকে ধ্বংস করেছিলো। সে প্রত্যেক রাস্তায় প্রহরী নিযুক্ত করেছিলো গোয়েন্দাবৃত্তি করার জন্য যে কে তার কবর যিয়ারাত করে। এরপর তাদেরকে গ্রেফতার করা হতো এবং তার কাছে নিয়ে আসা হতো। এরপর সে যিয়ারাতকারীদের হত্যা করতো অথবা তাদের ওপর কঠিন নির্যাতন করতো। আহমাদ বিন জা'আদ ওয়াশা' আমার কাছে বর্ণনা করেছে, আর সে ছিলো নিজে এর প্রত্যক্ষ সাক্ষী যে, ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কবরে লাঙল চালানোর কারণ ছিলো যে, এক গায়িকা তার নারীগৃহকর্মীকে মুতাওয়াক্কিলের কাছে পাঠিয়েছিলো, সে খলিফার আসনে আসীন হওয়ার আগে, সে তার জন্য গান গাইবে আর সে মদপান করবে। একদিন সে গায়িকাকে ডেকে পাঠালো কিন্তু সে এক সফরে ছিলো, প্রকৃতপক্ষে সে (গায়িকা) ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কবর যিয়ারাতে গিয়েছিলো। গায়িকা মুতাওয়াক্কিলের সংবাদ পেয়েছিলো এবং তার সেবিকাদের একজনকে তার কাছে পাঠালো, যাকে সে পছন্দ করতো। মুতাওয়াক্কিল তাকে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কোথায় ছিলে?" সে বললো, "আমার কর্ত্রী হজ্বে গিয়েছিলেন এবং তিনি আমাদের সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন।" তখন ছিলো শাবান মাস, মুতাওয়াক্কিল প্রশ্ন করলো, "শাবান মাসে তোমরা কোথায় কোথায় হজ্বে গিয়েছিলে?" সে জবাব দিলো, "হোসাইনের কবরে।" তা শুনে সে ক্রোধের আগুনে জ্বলে উঠলো এবং আদেশ করলো তার কর্ত্রীকে তার কাছে নিয়ে আসতে। গায়িকাকে বন্দী করা হলো এবং তার সব সম্পদ ক্রোক করা হলো। এরপর সে দীজায নামে এক সাথীকে ডেকে পাঠালো, যে ছিলো এক ইহুদী এবং তাকে আদেশ দিলো সে যেন ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কবরে যায় ও লাঙল চালায় এবং এর চিহ্ন মুছে দেয় এবং এর চারদিক ধ্বংস করে দেয়। সে গিয়ে এর চারদিকের সব স্থাপনা ধ্বংস করে দিলো এবং মাযারও। সে এর চারধারে বিশ একর জায়গা ধ্বংস করে দিলো এবং যখন সে কবর পর্যন্ত পৌঁছলো কেউ আর সামনে থাকতে চাইলো না। তখন কিছু ইহুদীকে ডাকা হলো এবং এর চারদিকে পানি প্রবাহিত করলো। সে এর চারদিকে এক মাইল দূর থেকে পাহারা বসালো এবং তখন আর কেউ তার কবর যিয়ারাতে গেলো না, যে গেলো তাকে গ্রেফতার করে তার কাছে নিয়ে যাওয়া হলো।

মুহাম্মাদ বিন হোসেইন আশনানি আমাকে (আবুল ফারাজ) বর্ণনা করেছেন যে, দীর্ঘ সময় পার হয়েছিলো যে ভয়ে আমি ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কবর যিয়ারাতে যাই না । একদিন সিদ্ধান্ত নিলাম যে, যদিও আমাকে জীবনের ঝুঁকি নিতে হবে তবুও আমি যিয়ারাতে যাবো। এক ব্যক্তি যে সুগন্ধি বিক্রেতা ছিলো আমার সাথী হলো এবং আমরা সেখানে প্রবেশ করলাম। আমরা দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকলাম এবং রাতে ভ্রমণ করলাম এবং গাযিরিয়াতে পৌঁছলাম। আমরা রাতে বেরিয়ে এলাম এবং দুজন রক্ষীর মাঝখান দিয়ে এগোলাম যারা আগে-ভাগেই ঘুমিয়ে পড়েছিলো এবং তার কবরে পৌঁছলাম। আমরা তা দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু সতর্কতার সাথে খোঁজা ও অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে সেখানে পৌঁছলাম। কবরের ধাতব ঘেরাওটি ছিলো ভাঙ্গা ও পোড়ানো; এর চারদিকে পানি প্রবাহিত করা হয়েছিলো, আর ইটের ইমারত ভেঙ্গে পড়ে একটি খাদ সৃষ্টি হয়েছিলো। আমরা তা দেখলাম এবং এর উপরে লুটিয়ে পড়লাম এবং এক অপূর্ব সুগন্ধ তা থেকে বেরিয়ে আসছিলো, এর মত কোন সুগন্ধ আমাদের জীবনে কখনো পাই নি। আমি

সুগন্ধি বিক্রেতাকে বললাম, যে আমার সাথেই ছিলো যে, "এটি কিসের সুঘ্রাণ?" সে উত্তর দিলো, "আল্লাহর শপথ, আমি জীবনে কোন সুগন্ধির এরকম সুঘ্রাণ পাই নি।" এরপর আমরা সেখান থেকে চলে এলাম কবরের চারদিকে চিহ্ন রেখে। এরপর যখন মুতাওয়াক্কিলের মৃত্যু হলো আমরা, একদল শিয়ার সাথে কবরে গেলাম এবং চিহ্নগুলো খুঁজলাম এবং সেগুলোকে অপরিবর্তিত দেখতে পেলাম।

মুতাওয়াক্কিল মক্কা ও মদীনার দায়িত্বে ওমর বিন রাজহিকে নিয়োগ দিয়েছিলো, সে আবি তালিব (আ.)-এর বংশধরদের বাধা দিতো অন্যের কাছে বিপদে সাহায্য প্রার্থনা করতে এবং অন্যদের বাধা দিতো তাদের প্রতি দয়ালু হতে। যদি তার কাছে সংবাদ পৌঁছতো যে কেউ তাদের উপকার করেছে, তা যদি সামান্যও হয়, তাকে কঠোর শাস্তি দিতো এবং বড় ধরনের জরিমানা করতো। তা এমন পর্যায়ে পৌঁছলো যে আলী (আ.)-এর বংশের নারীদের একটির বেশী জামা ছিলো না যা তারা নামাযের সময় পড়তো এবং তা অন্যসময় খুলে উদাম পিঠ নিয়ে চাকা ঘোরাতো যতদিন পর্যন্ত না মুতাওয়াক্কিলকে হত্যা করা হলো। এরপর মুনতাসির (তার ছেলে) তাদের প্রতি সদয় হলো এবং তাদের উপকার করলো তাদের জন্য সম্পদ পাঠিয়ে যা তাদের মধ্যে বন্টন করা হলো এবং সে তার পিতার নেয়া সব পন্থার বিরুদ্ধাচারণ করেছিলো এবং তার সব কাজের বিপরীত কাজ করেছিলো এবং তার পিতাকে কটাক্ষ করতো এবং তার কুৎসিত কাজগুলোর বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করতো।

শেইখ তুসি তার 'আমালি' গ্রন্থে তার ধারাবাহিক বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল হামিদ থেকে যে, আমি ইবরাহীম আল দীযাজ (মূর্খ গাধা)-এর বাড়ির পাশেই বাস করতাম এবং তার অসুস্থতার সময়ে তার সাথে দেখা করতে গেলাম। যে অসুস্থতায় সে পরবর্তীতে মারা গিয়েছিলো। আমি তাকে খুব খারাপ অবস্থায় দেখলাম। সে অজ্ঞান অবস্থায় ছিলো এবং একজন চিকিৎসক তার বিছানার পাশে ছিলো। তার সাথে সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব রাখার কারণে এবং আমি তার গোপন কথার অংশীদার হওয়ার কারণে তাকে প্রশ্ন করতে লাগলাম। সে গোপন করলো এবং চিকিৎসকের উপস্থিতির বিষয়ে ইশারা করলো, কিন্তু চিকিৎসক বুঝতে পারছিলো না কী ওষুধ সে প্রস্তাব করবে, অতএব সে উঠে পড়লো এবং চলে গেলো। আমরা যখন একা হলাম, আমি আবার তাকে তার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। সে বললো, আমি তোমাকে ঘটনা বলবো এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবো। মুতাওয়াক্কিল আমাকে আদেশ দিয়েছিলো নাইনাওয়াহতে যেতে এবং হোসেইনের কবরের মাথার দিকে পাহারায় থাকতে। আমাদের ওপর আদেশ ছিলো যেন আমরা এর ওপরে লাঙল চালাই এবং কবরের চিহ্ন মুছে ফেলি। রাতে আমরা সেখানে গেলাম শ্রমিকদের ও তত্ত্বাবধায়কদের সাথে নিয়ে, যারা শাবল ও গাঁইতি বহন করছিলো। আমি আমার দাসদের ও সাথীদের কবর ধ্বংস ও লাঙল চালানোর কাজ শুরু করার আদেশ দিলাম, আর আমি শুয়ে থাকলাম। কারণ ভ্রমণের কারণে ক্লান্ত ছিলাম এবং ঘুম আমাকে পরাস্ত করলো। হঠাৎ চিৎকার হইচই শুনে উঠে বসলাম, আমার দাসেরা আমাকে ডাকছিলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে তোমদের?" তারা বললো, "খুব আশ্চর্য একটি ঘটনা ঘটেছে।" তা আমি জিজ্ঞেস করলাম কী। তারা বললো, "একদল লোক আমাদের কবরের

দিকে পথ রোধ করেছে এবং আমাদের দিকে তীর ছুঁড়ছে।" আমি উঠে দাঁড়ালাম বিষয়টির খোঁজ নেয়ার জন্য এবং তারা যা বর্ণনা করেছিলো তাই দেখলাম এবং তা লাইয়ালিল বীয-এর প্রথম রাত (চাঁদের মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তম দিনকে লায়ালিল বীয বলে)। আমি বললাম, "তোমরাও তাদের দিকে তীর ছোঁড়। তারা তীর ছুঁড়লো, কিন্তু তা ফেরত এলো এবং যে তা ছুঁড়েছিলো তাকেই বিদ্ধ করলো ও হত্যা করলো। তা দেখে আমি আতঙ্কিত ও অস্থির হয়ে পড়লাম এবং জ্বর ও কাঁপুনি আমাকে কবজা করলো। এরপর আমি সে মুহূর্তেই কবরের কাছ থেকে দ্রুত সরে গেলাম, আর একই সাথে সারাক্ষণ ভাবছিলাম যে আমি কবর সম্পর্কে আদেশ পালন করি নি, মুতাওয়াক্কিল অবশ্যই আমাকে হত্যা করবে।" আবু বুরাইরাহ (মুহাম্মাদ বিন আব্দুল হামিদ) বলে যে, আমি তাকে বললাম, "ভয় পেয়ো না, কারণ গতরাতে মুতাওয়াক্কিলকে হত্যা করা হয়েছে মুনতাসিরের সাহায্য নিয়ে।" সে বললো, "আমিও তা শুনেছি, কিন্তু আমার শরীরে একটি রোগ হয়েছে। এর বিষয়ে আমি মনে করছি যে আমি আর বাঁচবো না।" আবু বুরাইরাহ বলে যে, তখন ছিলো দিনের প্রথম অংশ, আর দীজায রাত আর দেখে নি, মারা গেলো।

(মু'আল্লাহ) ইবনে খুনাইস বর্ণনা করেছে মুফাযযাল থেকে যে, মুনতাসির শুনেছিলো যে মুতাওয়াক্কিল সাইয়েদা ফাতেমা (আ.)-কে গালি দেয় (আউযুবিল্লাহ)। সে একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলো যে অভিমত দিয়েছিলো যে, "তাকে হত্যা করা ফরয, কিন্তু প্রত্যেক সন্তান যে তার পিতাকে হত্যা করে, তার হায়াত কমে যায়।" মুনতাসির বললো, "আমার কোন আপত্তি নেই যদি আল্লাহর আনুগত্যের জন্য তাকে হত্যা করার পর আমার হায়াত কমে যায়।" সে তার পিতার মৃত্যুর পর সাত মাস বেঁচেছিলো।

একই গ্রন্থে ক্বাসিম বিন আহমেদ আসাদি থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন মুতাওয়াক্কিলের (জাফর বিন মুতাসিম) কাছে সংবাদ পৌঁছালো যে নাইনাওয়াহর গ্রামগুলো থেকে লোকেরা ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কবর যিয়ারাতে একত্র হয় এবং বিরাট সংখ্যায় তার কবরে জড়ো হচ্ছে, তখন সে তার সেনাবাহিনীর একজন অধিনায়কের নেতৃত্বে একটি বিশাল আশ্বারোহী দলকে পাঠালো ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কবরে লাঙল চালাতে এবং লোকজনকে যিয়ারাতের জন্য জড়ো হওয়ায় বাধা দিতে। অধিনায়ক কারবালায় এলো এবং আদেশ বাস্তবায়ন করলো আর সে বছর ছিলো ২৩৭ হিজরি। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা বিদ্রোহ করলো এবং তাদের ঘেরাও করে ফেললো এবং বললো, "যদি কালকের মধ্যে তোমরা আমাদের সবাইকে হত্যা কর তারপরও যারা আমাদের মধ্য থেকে বাকী আছে তাদেরকে তোমরা যিয়ারাত সম্পাদন থেকে ঠেকাতে পারবে না।" আর তারা এত আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখলো যে তারা মুতাওয়াক্কিলের কাছে চিঠি লিখলো, সে তাদের উত্তরে বললো তারা যেন তাদের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নেয় এবং কুফায় চলে যায় এবং এমন ভাব করে যেন তারা জনগণের বিষয়টি মিটমাট করে দিচ্ছে। এ পরিস্থিতি বজায় থাকে ২৪৭ হিজরি পর্যন্ত। আবারও মুতাওয়াক্কিলের কাছে সংবাদ পৌঁছে যে প্রজ্ঞাবানেরা এবং কুফাবাসীরা কারবালায় যায় ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কবর যিয়ারাতে। তারা বিরাট সংখ্যায় জড়ো হয় এবং একটি বড় বাজারও প্রস্তুত করেছে। মুতাওয়াক্কিল আরেক জন অধিনায়ককে দিয়ে বিশাল এক সেনাবাহিনী পাঠালো এবং তাদেরকে আদেশ করলো ঘোষণা দেয়ার জন্য যে, "যে

হোসেইনের কবর যিয়ারাতে যাবে তার রক্ত ও সম্পদ ধ্বংস হবে।" সে কবরটি খুঁড়তে আদেশ দিলো এবং মাটিতে লাঙল চালাতে বললো। জনগণ যিয়ারাতে যাওয়া থেকে বিরত থাকলো, আর একই সময়ে আবু তালিব (আ.)-এর বংশধরদের তাড়া করে হত্যা করা হলো, কিন্তু সে যা চেয়েছিলো তা পূরণ হলো না।

একই গ্রন্থে উবায়দুল্লাহ বিন রাবিয়াহ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ২৪৭ হিজরিতে আমি হজ্বে গিয়েছিলাম এবং ফেরত আসার সময় আমি ইরাকে গেলাম এবং শাসকের ভয়েও ভীত ছিলাম। আমি বিশ্বাসীদের আমির ইমাম আলী (আ.)-এর কবর যিয়ারাত করলাম এবং এরপর ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কবর যিয়ারাত করতে গেলাম। আমি দেখলাম তারা এতে লাঙল চালিয়েছে এবং এর ওপর পানি প্রবাহিত করেছে এবং কিছু ষাঁড়কে সেখানে কাজে লাগিয়েছে। আমি নিজের চোখে দেখলাম ষাঁড়গুলোকে কবরের কাঠামোর দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আর সেগুলো ডানে-বামে তাকাচ্ছে। সেগুলোকে খুব জোরে আঘাত করা হচ্ছিলো কিন্তু কোন ফল হচ্ছিলো না। ষাঁড়গুলো কোনভাবেই কবরের ওপরে তাদের পাগুলো রাখলো না। তাই আমি তার কবর যিয়ারাত করতে পারলাম না এবং বাগদাদে ফেরত এলাম এ কথা বলে, "আল্লাহর শপথ, যদি বনি উমাইয়া নবীর নাতিকে হত্যা করে থাকে, তাহলে তার চাচাতো ভাইয়েরাও (বনি আব্বাস) তার ওপর অত্যাচার করেছে, তোমার জীবনের শপথ, তার কবরের মর্যাদা লঙ্ঘন করা হয়েছে, একই সময়ে তারা আফসোস করে তোমার হত্যায় তাদের পক্ষে না থাকার কারণে, আর যখন তিনি মৃত্যুবরণ করলেন তারা তার পিছু নিলো।" যখন আমি বাগদাদে পৌছলাম আমি একটি হইচই শুনতে পেলাম। জিজ্ঞেস করলাম সংবাদ কী। আমাকে বলা হলো, পাখিরা এসেছে এবং জাফর মুতাওয়াক্কিলের হত্যার সংবাদ এনেছে।" (আল্লাহর চিরস্থায়ী অভিশাপ তার ওপর পড়ুক।) আমি খুব আশ্চর্য হলাম এবং বললাম, "ইয়া রব, এ রাত হলো সে রাতের বদলা।"

একই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, মুগীরা বিন রাযি বলেছে যে, আমি জারীর বিন আব্দুল হামিদের সাথে ছিলাম। একজন ইরাকী লোক তার কাছে এলো এবং জারীর তার কাছ থেকে ইরাকের জনগণ সম্পর্কে জানতে চাইলো (ইরাক তখন একটি অঞ্চলের নাম ছিলো যা এখন বিরাট একটি দেশ- অনুবাদক)। লোকটি বললো, "রাশীদ (হারুন) ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কবর ধ্বংস করে দিয়েছে এবং (এর কাছের) বদরি গাছটি কেটে ফেলার আদেশ দিয়েছে।" জারীর দুহাত ওপরে তুলে বললো, "আল্লাহু আকবার, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছ থেকে এ বিষয়ে একটি হাদীস আমাদের কাছে পৌছেছে যিনি তিন বার বলেছেন যে, 'আল্লাহর অভিশাপ ঐ ব্যক্তির ওপর পড়ুক যে বদরি গাছটি কাটবে।' এসময় পর্যন্ত আমরা এর ব্যাখা সম্পর্কে জানতাম না, একে কেটে ফেলা অর্থ ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কবর ধ্বংস করা, এতে লোকজন এর খোঁজ হারিয়ে ফেলবে।"

একই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, উমর বিন ফারাজ রাজাহী থেকে যে, মুতাওয়াক্কিল আমাকে পাঠালো হোসেইন (আ.)-এর কবরের মর্যাদা নষ্ট করতে। আমি এলাকায় পৌঁছলাম এবং আদেশ করলাম যেন ষাঁড়গুলোকে কবরের ওপর দৌড়ানো হয়। সেগুলো যখন কবরে পৌঁছলো, সেগুলো এর ওপর দিয়ে দৌড়াতে অস্বীকার করলো, আর আমি আমার লাঠি দিয়ে সেগুলোকে পিটালাম যতক্ষণ না তা আমার হাতে ভেঙ্গে গেলো। আল্লাহর শপথ, তারা কবরের ওপর দিয়ে অতিক্রম করলো না এবং তাদের পাগুলোও এর ওপর ফেললো না।

'মানাক্বিব' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, মুসতারশিদ মাযারের মূল্যবান সম্পদ ও কারবালা শহর লুট করেছিলো এ বলে, "কবরের কোন সম্পদের প্রয়োজন নেই।" সে তা সৈনিকদের ভেতরে বন্টন করে দিয়েছিলো এবং যখন সে জায়গা ত্যাগ করলো তাকে তার সন্তান রাশিদসহ হত্যা করা হলো।"

উপসংহার

তাওয়াবীনদের (অনুতপ্তদের) ঘটনা এবং ইমাম হোসেইন (আ.)-এর রক্তের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মুখতার বিন আবু উবাইদাহ সাক্বাফীর উত্থান

এখানে শুধু আমরা ইবনে আসীরের 'কামিল' গ্রন্থে যা বর্ণিত হয়েছে তা উদ্ধৃত করে সন্তুষ্ট থাকবো।

তাওয়াবীনদের (অনুতপ্তদের) ঘটনা

যখন ইমাম হোসেইন (আ.)-কে হত্যা করা হলো (উবায়দুল্লাহ) ইবনে যিয়াদ নুখাইলাহ থেকে কুফায় ফেরত এলো এবং তিরস্কার ও অনুতাপে শিয়ারা পরস্পরের সাথে তর্ক করলো। তারা তাদের বিরাট গুনাহ অনুধাবন করতে পারলো যে তারা ইমাম হোসেইন (আ.)-কে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলো এবং পরে তাকে সাহায্য করার ও তার আদেশ মেনে চলার বিষয়ে হাত সরিয়ে নিয়েছিলো, আর তাকে হত্যা করা হয়েছে তাদেরই এলাকায়। তারা অনুধাবন করলো যে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তার হত্যাকারীদের হত্যা করবে অথবা নিজেরা নিহত হবে এ গুনাহ ও বেইযযতি ধোয়া যাবে না। তারা কুফার পাঁচ জন গণ্যমান্য শিয়া ব্যক্তির চারদিকে জড়ো হলো, যারা ছিলেন: সুলাইমান বিন সুরাদ খুযাঈ, যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একজন সাহাবী; মুসাইয়াব বিন নাজাবাহ ফাযারি যিনি ছিলেন ইমাম আলী (আ.)-এর সাথীদের একজন; আব্দুল্লাহ বিন সা'আদ বিন নুফাইল আযদি; আব্দুল্লাহ বিন ওয়াল তামিমি যিনি ছিলেন তায়েম বাকর বিন ওয়ায়েল গোত্র থেকে, এবং রুফা'আহ বিন শাদ্দাদ বাজালি যিনি ছিলেন ইমাম আলী (আ.)-এর শ্রেষ্ঠ সাথীদের একজন। তারা সুলাইমান বিন সুরাদ খুযাঈর বাড়িতে জড়ো হলেন এবং মুসাইয়াব বিন নাজাবাহ বক্তব্য শুরু করলো। আল্লাহর প্রশংসা করার পর সে বললো, "আম্মা বা'দ, আল্লাহ আমাদেরকে দীর্ঘ বয়স দিয়ে পরীক্ষা করেছেন এবং বিভিন্ন দুষ্কর্ম থেকে নাজাত দিয়েছেন। আমরা আমাদের রবের কাছে আশা করি যে, আগামীকাল কিয়ামতে আমরা যেন শাস্তির শিকার না হই যখন আমাদের বলা হবে: 'আমরা কি তোমাদের দীর্ঘ দিন বাঁচিয়ে রাখি নি তার জন্য যে গভীরভাবে চিন্তা করে, চিন্তা করার জন্য?' বিশ্বাসীদের ইমাম আলী (আ.) বলেছেন, 'যে বয়স পর্যন্ত আল্লাহ আদমের সন্তান থেকে ক্ষমা প্রার্থনা গ্রহণ করেন, তা হলো ষাট বছর।' আর আমরা সবাই ষাট বছর বয়সে পৌঁছেছি এবং নিজেদের প্রশংসা করছি এবং আল্লাহ আমাদেরকে পেয়েছেন মুনাফিক্ব অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নাতির সাথে সম্পর্কিত পরিস্থিতির বিষয়ে। তার চিঠিগুলো ও সংবাদগুলো আমাদের কাছে আগে পৌঁছেছিলো এবং তিনি তার যুক্তি প্রমাণ শেষ করেছেন আমাদের ওপর এবং আমাদের অনুরোধ করেছিলেন তাকে সাহায্য করার জন্য শুরু থেকে শেষ

পর্যন্ত। আমরা নিজেদের কোরবানি করা থেকে দূরে ছিলাম, আমাদের খুব কাছেই তাকে হত্যা করা পর্যন্ত। না আমরা তাকে আমাদের হাত দিয়ে সাহায্য করেছি না তার পক্ষ নিয়েছি আমাদের জিহ্বার মাধ্যমে। না আমরা তাকে শক্তিশালী করেছি আমাদের সম্পদ দিয়ে, না তার জন্য আমরা আমাদের গোষ্ঠীর পরিবারগুলোর কাছে সাহায্য চেয়েছি। আমাদের রবের সামনে আমাদের কী কৈফিয়ত আছে এবং কী ব্যাখা দিবো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে যে তার প্রিয় সন্তান এবং তার বংশকে হত্যা করা হয়েছে। না, আল্লাহর শপথ, আমাদের কোন কৈফিয়ত নেই, শুধু হয় আমরা তাঁর হত্যাকারীদের হত্যা করবো অথবা তার (ইমাম হোসেইন-আ.) পথে মৃত্যুবরণ করবো। আর আমরা আশা করি যে আল্লাহ হয়তো আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন আমাদের এ আত্মকোরবানীর জন্য এবং আমরা তাঁর শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকবো। হে জনতা, তোমাদের একজনের উচিত এগিয়ে আসা এবং একজন অধিনায়ক থাকা প্রয়োজন যার কাছে তোমরা আশ্রয় নিতে পারবে এবং একটি পতাকারও প্রয়োজন যার তলে তোমরা জড়ো হবে।"

এরপর রুফা'আ বিন শাদ্দাদ বাজালি উঠে দাঁড়ালো এবং বললো, "আম্মা বা'দ, আল্লাহ আপনার মুখে শ্রেষ্ঠ বক্তব্য স্থাপন করেছেন, আর আপনি আপনার বক্তব্য শুরু করেছেন লম্পট ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও একটি বিরাট গুনাহ্‌র তওবা করার প্রজ্ঞাপূর্ণ আহ্বান রেখে। আপনার বক্তব্য যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য। আর একজন অধিনায়কের বিষয়ে আপনি যা বলেছেন যে তার অধীনে লোকেরা আশ্রয় নিবে এবং একটি পতাকার বিষয়ে যার তলে সবাই ঐক্যবদ্ধ হবে তা সত্য এবং আমরা সবাই এতে একমত পোষণ করি। যদি আপনি এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন, আপনি পছন্দনীয়, একজন হিতাকাঙ্ক্ষী এবং এ দলের কাছে খুব প্রিয় এবং যদি আপনি মত দেন এবং আমাদের দলও দেয়, আমরা একমত হবো যে শিয়াদের মাঝে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একজন সাহাবী এবং বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, সুলাইমান বিন সুরাদ খুযাঈকে এ কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হোক, যার সাহসিকতা ও ধার্মিকতা প্রশংসনীয় এবং যার দূরদৃষ্টি নির্ভরযোগ্য।"

আব্দুল্লাহ বিন সা'আদ তার বক্তব্য সমর্থন করলো এবং মুসাইয়াব বললো, "আপনি সত্য বলেছেন, সুলাইমান বিন সুরাদকে আপনাদের অধিনায়ক নিয়োগ দিন।" তখন সুলাইমান উঠে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর প্রশংসা শেষে বললেন, "আম্মা বা'দ, আমি আশঙ্কা করি যে এ দিনের চেয়ে ভালো দিন আর পাবো না যখন রিযিক্ব অল্প অথচ গুনাহ প্রচুর যা সম্মানিত শিয়াদের গ্রাস করে ফেলেছে। আমাদের সবাই চেয়েছিলাম রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সন্তান আমাদের কাছে আসবেন এবং আমরা তাকে সাহায্য করার অঙ্গীকার করেছিলাম। কিন্তু যখন তারা আমাদের কাছে এলেন, আমরা অলসতা ও অপছন্দ দেখালাম এবং অবহেলা করলাম। আমরা একজন আরেকজনের জন্য অপেক্ষা করেছি যতক্ষণ পর্যন্ত না রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সন্তান, তার সন্তান এবং তার দেহের অংশগুলোকে হত্যা করা হয়। তিনি ইনসাফ চেয়েছিলেন কিন্তু তাকে তা দেয়া হয় নি, লম্পট ব্যক্তি তাকে তীরের লক্ষ্য এবং বর্শার মনোযোগ বানালো এবং তারা তার দিকে ঘোড়া ছুটিয়েছে এবং ইনসাফকে এক পাশে সরিয়ে দিয়েছে। সাবধান, এখন উঠে দাঁড়াও, কারণ তোমাদের রব তোমাদের ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের ওপর চোখ বন্ধ

করে দাও, যেন আল্লাহ তোমাদের ওপর সন্তুষ্ট হন। আল্লাহর শপথ, আমার মনে হয় না তিনি কখনো তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন যদি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করো যারা তাকে হত্যা করেছে। মৃত্যুকে ভয় করো না, কারণ যে মৃত্যুকে ভয় পায় সে বেইযযত হয়। তাই বনি ইসরাইলের অনুসারীদের মত হও যখন তাদের নবীরা তাদেরকে বলেছিলেন: তোমরা তোমাদের নফসের ওপর জুলুম করেছো যখন তোমরা বাছুরের ইবাদাত করেছো, তাই তোমাদের সৃষ্টিকর্তার কাছে ফিরে আসো এবং নিজের আমিত্বকে হত্যা করো। তারা অস্বীকার করলো এবং হাঁটু গেড়ে বসলো এবং এরপর বিদ্রোহ করলো। কিন্তু এরপর তারা বুঝতে পারলো যে তাদের নাজাতের কোন পথ নেই এ বিরাট গুনাহ থেকে, নিজেরা নিহত না হওয়া পর্যন্ত। তাই যদি তোমাদের সেদিকে আহ্বান করা হয় যেদিকে তাদের আহ্বান করা হয়েছিলো তখন তোমরা কী করবে? তাই তোমাদের তরবারিগুলোতে ধার দাও এবং তোমাদের বর্শার মাথায় ফলা স্থাপন করো। **"এবং তোমরা নিজেদের প্রস্তুত করো যা পারো তা নিয়ে এবং ঘাঁটিতে ঘোড়া প্রস্তুত করো।"**

খালিদ বিন নুফাইল বললো, "আল্লাহর শপথ, যদি আমি জানি যে আমার গুনাহ থেকে আমার নাজাত এবং আমার রবের সন্তুষ্টি আমার নিহত হওয়ার মধ্যে নিহিত আছে, তাহলে আমি অবশ্যই নিজেকে হত্যা করবো। এখানে সবাই যারা উপস্থিত আছে সাক্ষী থাকুক যে আমার কাছে যা আছে, শুধু আমার বাহু দুটো ছাড়া যার মাধ্যমে আমি আমার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো, আমি তা উৎসর্গ করছি মুসলমানদের জন্য যেন তারা এ লম্পট লোকটির বিরুদ্ধে যুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করতে পারে"। আবু মা'ঈমার বিন হাবাস বিন রাবি'আ কিনানি তার মতকে সমর্থন করলো। এরপর সুলাইমান বললেন, "যথেষ্ট বক্তব্য হয়েছে। যারা এ কাজের জন্য কোন কিছু দান করতে চায় তারা যেন তা আব্দুল্লাহ বিন ওয়াল তাইমির কাছে তা হস্তান্তর করে। এরপর যখন প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ তার কাছে জমা হবে, আমরা এর মাধ্যমে নিঃস্ব শিয়াদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করবো।"

সুলাইমান বিন সুরাদ একটি চিঠি লিখলেন সা'আদ বিন হুযাইফা (বিন ইয়ামান)-এর কাছে এবং তাকে তাদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানালেন এবং তাকে আমন্ত্রণ জানালেন সাহায্যের জন্য। সা'আদ চিঠিটি মাদায়েনের শিয়াদের পড়ে শোনালেন, তারা এতে সম্মতি দিলো এবং সুলাইমান বিন সুরাদের কাছে একটি চিঠিতে ঐক্যমত প্রকাশ করলো এ অভিযানে। সুলাইমান একই ধরনের একটি চিঠি লিখলেন বসরার মুসান্না বিন মাখরাবাহ আবাদিকে। মুসান্না উত্তর দিলো, "আমরা শিয়াদের দল, আল্লাহর প্রশংসা করি আপনাদের এ সিদ্ধান্তে এবং আমরা অঙ্গীকার করছি যে আমরা নির্ধারিত সময়ে আপনাদের সাথে মিলিত হবো।" আর চিঠির শেষে সে কয়েক লাইন কবিতা লিখলো।

তারা তাদের তৎপরতা শুরু করলেন ৬১ হিজরিতে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর শাহাদাতের পর। তারা যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহ করতে লাগলেন এবং জনগণকে হোসেইন (আ.)-এর হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার আহ্বান জানালেন। একের পর এক লোকজন তাদের সাথে যোগ দিতে থাকলো এবং তারা তাদের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন ৬৪ হিজরিতে ইয়াযীদ মারা যাওয়া

পর্যন্ত। এ সংবাদ শুনে সুলাইমানের সাথীরা তার পাশে জমায়েত হলো এবং তাকে জানালো যে, "ইয়াযীদ মারা গেছে এবং রাজ্যের অবস্থা স্থবির হয়ে পড়েছে। যদি আপনি অনুমতি দেন তাহলে আমরা বিদ্রোহ করবো ইবনে যিয়াদের সহকারী আমর বিন হুরেইসের বিরুদ্ধে এবং হোসেইন (আ.)-এর প্রতিশোধই আমাদের উদ্দেশ্য এটি ঘোষণা করে দিবো এবং তার হত্যাকারীদের পিছু ধাওয়া করবো। সেই সাথে জনগণকে আহলুল বাইত (আ.)-এর নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাবো যাদেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।" সুলাইমান বললেন, "তাড়াহুড়ো করো না। আমি তোমাদের প্রস্তাব ভেবে দেখেছি এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে হোসেইন (আ.)-এর হত্যাকারীদের সবাই কুফার গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং সাহসী আরব। তাই যদি তোমরা তাদের ওপর প্রতিশোধ নিতে চাও এবং তারা তোমাদের উদ্দেশ্য জেনে ফেলে, তাদের সবাই অন্য সবার চাইতে কঠোরভাবে তোমাদের ওপর আঘাত করবে। আর আমি তা পরিমাপ করে দেখেছি যে যদি তোমাদের মাঝে অনুগত দলটি বিদ্রোহ করে তবুও তোমরা তোমাদের প্রতিশোধ নিতে পারবে না এবং তোমাদের হৃদয় আরোগ্য লাভ করবে না বরং তোমাদের শত্রুদের শিকারে পরিণত হবে। অতএব তোমরা তোমাদের দূতদের পাঠাতে পারো এবং আমাদের সাহায্য করার জন্য জনগণকে আমন্ত্রণ জানাতে পারো।" পরামর্শ অনুযায়ী তারা তাই করলো এবং ইয়াযীদের মৃত্যুর পর বিপুল সংখ্যায় লোকজন জমা হলো তাদের চারদিকে। কুফাবাসীরাও আমর বিন হুরেইসকে কুফা থেকে বহিষ্কার করলো এবং আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরের হাতে আনুগত্যের শপথ করলো। আর সুলাইমান এবং তার সাথীরা তাদের তৎপরতায় ব্যস্ত থাকলেন।

মুখতার বিন আবি উবাইদাহ কুফাতে প্রবেশ করলো রমযান মাসের মাঝামাঝি সময়ে, ইয়াযীদের মৃত্যুর ছয় মাস পরে। আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদ আনসারি ছিলো কুফার গভর্নর। যাকে নিয়োগ দিয়েছিলো ইবনে আল যুবাইর, আর ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ বিন তালহা তাকে সাহায্য করছিলো এবং নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলো কর সংগ্রহের জন্য। মুখতার উঠে দাঁড়ালো হোসেইন (আ.)-এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য জনগণকে আহ্বান জানাতে এবং তার এ আহ্বানের শ্লোগান ছিলো, "আমাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে একজন বিশ্বস্ত সহকারী হিসেবে মাহদী মুহাম্মাদ বিন হানাফিয়ার পক্ষ থেকে।" কিছু শিয়া তার চারদিকে জমা হলো। সে (মুখতার) বললো, "সুলাইমান বিদ্রোহ করতে চায় এবং তার জীবন দিতে চায়, আর তার সাথীরাও, কিন্তু যুদ্ধের বিষয়ে তার কোন অন্তর্দৃষ্টি নেই।"

আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদকে জানানো হলো প্রতিদিনই কুফাতে লোকজন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে। তাকে বলা হলো যে, "মুখতারকে কারাবন্দী করুন, আর যদি তাকে মুক্ত রাখেন, আপনি ন্যায়বিচার দেখতে পাবেন না।" আব্দুল্লাহ উত্তর দিলো, "যদি তারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আমরাও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো, কিন্তু যদি তারা আমাদের বিরক্ত না করে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের কোন অভিযোগ নেই। তারা হোসেইন (আ.)-এর রক্তের প্রতিশোধ চায় সেজন্য তাদের ওপর আল্লাহর রহমত হোক। তারা শান্তিতে থাকুক। তারা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করতে পারে তাদের বিরুদ্ধে যারা হোসেইন (আ.)-কে হত্যা করেছে, সে ব্যক্তি (উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ) তাদের দিকে আসছে। আর আমি তাদেরকে (তার বিরুদ্ধে) সমর্থন করি। এ ইবনে যিয়াদ, হোসেইন (আ.)-

এর এবং ধার্মিকদের এবং তোমাদের সহকর্মীদের হত্যাকারী। সে তোমাদের দিকে আসছে। মানবাজ সেতু থেকে সংবাদবাহকরা এ সংবাদ এনেছে যে, ভালো হবে যদি তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর এবং নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ না কর এবং পরস্পরকে হত্যা না কর, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের শত্রুদেরকে অসহায় অবস্থায় দেখো এবং তোমাদের লক্ষ্যে পৌছাও। এ ইবনে যিয়াদ হলো আল্লাহর সৃষ্ট প্রাণিকূলের মধ্যে নিকৃষ্ট, সে এবং তার বাবাও, তোমাদের ওপর সাত বছর শাসন করেছে এবং ধার্মিক ও সম্মানিত লোকদের হত্যা করা থেকে তাদের হাতকে বিরত রাখে নি। সে তোমাদের বেইযযত করেছে এবং সে যাকে ইচ্ছা তাকে হত্যা করে। সে এখন তোমাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, অতএব তা মোকাবিলা করো শক্তি, অস্ত্র ও মর্যাদার সাথে। খরচ করো পুরোটাই তার বিরুদ্ধে, নিজেদের জন্য নয়। আর আমি তোমাদের কল্যাণ চাই। আর মারওয়ান ইবনে যিয়াদকে মেসোপটেমিয়াতে (উত্তর পশ্চিমে) পাঠিয়েছিলো এবং তাকে আদেশ দিয়েছিলো যে যখন সে তা দখলে এনে মুক্ত সময় পাবে তখন সে যেন ইরাক আক্রমণ করে।"

যখন আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদ তার বক্তব্য শেষ করলো, ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ বিন তালহা বললো, "হে জনতা, এ ধোঁকাবাজের প্রতারণাপূর্ণ বক্তব্যে উদ্বুদ্ধ হয়ো না। আল্লাহর শপথ, যে আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, আমরা তাকে হত্যা করবো। আর যদি সংবাদ পাই যে, কোন দল আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার নিয়ত রাখে, আমরা পিতাকে শাস্তি দিবো পুত্রের জন্য, শিশুকে তার পিতার জন্য, আত্মীয়কে আত্মীয়ের জন্য, সর্দারকে তার অধীনস্থের জন্য, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সত্য গ্রহণ করে এবং আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে।" এ কথা শুনে মুসাইয়াব বিন নাজাবাহ তার বসার জায়গা থেকে লাফ দিয়ে উঠলো এবং তার বক্তব্যকে থামিয়ে দিয়ে বললো, "হে দেউলিয়ার পুত্র, তুমি আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছো তোমার তরবারি ও শক্তি দিয়ে? আল্লাহর শপথ, তুমি তার চেয়ে নিকৃষ্ট। আমরা তোমাকে শাস্তি দেই না আমাদের সাথে শত্রুতা থাকা সত্ত্বেও। আমরা তোমার বাবাকে ও তোমার দাদাকে হত্যা করেছি। কিন্তু হে অধিনায়ক, আপনি ঠিক বলেছেন।" ইবরাহীম বললো, "আল্লাহর শপথ, আমরা হত্যা করবো, আর এ আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদ দুর্বলতা দেখাচ্ছে।" তখন আব্দুল্লাহ বিন ওয়াল বললো, "কেন তুমি আমাদের ও আমাদের অধিনায়কের মাঝে হস্তক্ষেপ করছো? তুমি আমাদের অধিনায়ক না, বরং তোমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে অর্থের হিসাব রাখার জন্য। যাও এবং অর্থ সংগ্রহ করো, কিন্তু তুমি যদি এ জাতির বিষয় নষ্ট করতে চাও (এটি নুতন কিছু নয়), কারণ তোমার বাবা ও দাদা একই কাজ করেছিলো এবং তারা খারাপ পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিলো।" ইবরাহীম ও তার সাথীরা তাদেরকে গালিগালাজ করতে শুরু করলো এবং তারা পরস্পরের সাথে খারাপভাবে কথা বলতে লাগলো। তখন অধিনায়ক (আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদ) মিম্বর থেকে নেমে পড়লো এবং ইবরাহীম তাকে হুমকি দিলো যে সে ইবনে আল যুবাইরের কাছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে। (পরে) আব্দুল্লাহ তার বাসায় গেলো এবং তার কাছে ক্ষমা চাইলো এবং সে ক্ষমা করলো, আর সুলাইমান এবং তার সাথীরা বের হলো এবং অস্ত্রশস্ত্র কিনতে শুরু করলো এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিলো।

কুফাতে মুখতারের প্রবেশ

শিয়ারা মুখতারকে গালিগালাজ এবং নিন্দা করে আসছিলো একটি ঘটনার বিষয়ে, যখন ইমাম হাসান (আ.)-কে সাবাতে ছুরিকাঘাতে আহত করা হয়েছিলো এবং তাকে মাদায়েনের প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। যখন ইমাম হোসেইন (আ.)-এর সময় এলো এবং তিনি মুসলিম বিন আক্বিল (আ.)-কে কুফায় পাঠালেন, মুখতার তার আতিথেয়তা করলো এবং তার বাড়িতে জায়গা দিলো, যার মালিক হলো মুসলিম বিন মুসাইয়াব (হিশাম বিন মুহাম্মাদ কালবির আমলে)। সে তার (মুসলিম বিন আক্বীল) হাতে বায়াত হলো এবং জনগণকে আহ্বান জানালো তার আনুগত্য করার জন্য। যখন মুসলিম বিদ্রোহ করলো, মুখতার ছিলো তার গ্রামের বাড়ি লাফগাতে। তাকে মুসলিম বিন আক্বিলের অসময়োচিত বিদ্রোহের কথা জানানো হলো যুহরের সময়। তখন সে তার সাথীদের নিয়ে কুফার মসজিদের বাব আল ফীলে পৌঁছলো মাগরিবের পর, যেখানে উবায়দুল্লাহ (বিন যিয়াদ) আমর বিন হুরেইসকে নিয়োগ দিয়েছিলো তার পতাকা তুলতে। আর সে সময় জনগণ মুসলিম বিন আক্বীলকে ইতিমধ্যেই পরিত্যাগ করেছিলো। মুখতার উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করলো এবং তার কোন তৎপরতা ছিলো না এবং আমরকে এ বিষয়ে জানানো হলো। সে তাকে আশ্রয় দেবে বলে আমন্ত্রণ জানালো এবং সে তার সাথেই অবস্থান করলো। যখন ভোর হলো, ওয়ালিদ বিন উতবার সন্তান আম্মারাহ উবায়দুল্লাহকে এ বিষয়ে জানালো। সে তাকে (মুখতার) ডেকে পাঠালো একদল লোকের সাথে এবং বললো, "তুমি একদল লোক এনেছো আক্বীলের সন্তানকে সাহায্য করার জন্য?" মুখতার জবাব দিলো, "বিষয় হলো আমি আমরের নিরাপত্তায় আছি।" এ বিষয়ে আমর সাক্ষ্য দিলো। উবায়দুল্লাহ তার লাঠি দিয়ে মুখতারের চেহারায় আঘাত করলো এবং তার চোখের পাতা উল্টে গেলো, এরপর সে বললো, "যদি আমর সাক্ষ্য না দিতো, আমি তোমাকে হত্যা করতাম।" এরপর সে তাকে কারাগারে পাঠালো ইমাম হোসেইন (আ.)-কে হত্যা করা পর্যন্ত। মুখতার একজনকে পাঠালো আব্দুল্লাহ বিন উমরের কাছে, যে তার বোন সাফিয়ার স্বামী ছিলো। সে ইয়াযীদকে চিঠি লিখলো এবং তার পক্ষে সুপারিশ করলো। ইয়াযীদ ইবনে যিয়াদকে আদেশ দিলো তাকে এক শর্তে ছেড়ে দেয়ার জন্য যে, কুফাতে সে তিন দিনের বেশী থাকবে না। মুখতার হিজাযে চলে গেলো এবং যখন ইবনুল আরক্ব ওয়াক্বিসাহর ঘটনার পরে তার সাথে সাক্ষাত করলো, সে তাকে অভিভাবদন জানালো এবং তার চোখের বিষয়ে জিজ্ঞেস করলো। মুখতার উত্তর দিলো, "জারজটি এখানে আঘাত করেছে তার লাঠি দিয়ে এবং এরকম হয়েছে, যা তুমি দেখছো।" এরপর বললো, "আল্লাহ যেন আমাকে মেরে ফেলেন যদি তার আঙ্গুলগুলো টুকরো টুকরো না করি তার শরীরের অন্যান্য অঙ্গসহ।" মুখতার এরপরে তার কাছে ইবনে আল যুবাইরের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। সে বললো, "সে কা'বার নিচে আশ্রয় নিয়েছে এবং গোপনে বায়াত গ্রহণ করছে এবং যদি সে শক্তি অর্জন করে, বিদ্রোহ করবে।" মুখতার বললো, "আরবদের মাঝে আজ একমাত্র সে-ই আছে এবং সে যদি আমার অভিমতের ওপর নির্ভর করে, আমি তার জন্য জনগণের বিষয়টি ঠিক করে দিবো। দুষ্কর্মের সামুদ্রিক ঝড় নিহিত আছে বিদ্যুৎ চমকানো ও বজ্রের শব্দে এবং এর পেছনে তা

ঘূর্ণী খাচ্ছে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি শুনছো যে আমি একদল মানুষকে সাথে নিয়ে কোন জায়গায় বিদ্রোহ করেছি এবং হোসেইন বিন আলী (আ.)-এর রক্তের প্রতিশোধ নিতে চাই, যিনি ছিলেন মজলুম, মুসলমানদের অভিভাবক এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নাতি, যাকে কারবালায় হত্যা করা হয়েছে, তোমার রবের কসম, আমি তাদের হত্যা করবো (নবী) ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়া (আ.)-এর হত্যাকারীদের সমান সংখ্যায়।" একথা বলে মুখতার চলে গেলো, আর ইবনুল আরক্ব তার কথাগুলো নিয়ে আশ্চর্য হয়ে ভাবলো। ইবনুল আরক্ব বলে যে, আল্লাহর শপথ, আমি আমার নিজের চোখে দেখেছি যা সে বলেছিলো এবং হাজ্জাজ বিন ইউসূফকেও বর্ণনা করেছি, যে শব্দ করে হেসেছিলো এবং বলেছিলো, "সব প্রশংসা তার রবের, কী ধার্মিক ব্যক্তি, যোদ্ধা এবং শত্রু নিশ্চিহ্নকারীই না ছিলো সে।"

মুখতার, ইবনে আল যুবাইরের কাছে গেলো কিন্তু সে তাকে সব খুলে বললো না এবং তার কাছে তার গোপন বিষয়গুলো লুকালো। এরপর মুখতার তার কাছ থেকে বিদায় নিলো এবং তার সাথে এক বছরের জন্য সাক্ষাত করলো না। ইবন আল যুবাইর তার বিষয়ে খোঁজখবর নিলো এবং তাকে বলা হলো যে, "সে তাইফে আছে এবং সে আল্লাহর ক্রোধ সম্পর্কে এবং জালেমদের নিশ্চিহ্ন হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছে।" ইবন আল যুবাইর বললো, "আল্লাহ যেন তাকে হত্যা করেন, সে মিথ্যাবাদীদের এবং ভবিষ্যৎবক্তাদের পেছনে যোগ দিয়েছে। যদি আল্লাহ জালিমদের নিশ্চিহ্ন করতে চান, তাহলে মুখতার নিজেই হলো প্রথম জালিম।" তারা যখন এরকম কথা বলছিলো, মুখতার মসজিদে প্রবেশ করলো এবং কা'বা তাওয়াফ করতে শুরু করলো এবং দু'রাকাত নামাজ পড়লো। এরপর সে মাটিতে বসলো এবং তার সঙ্গীরা তার চারদিকে বসলো এবং তার সাথে কথা বলতে শুরু করলো। ইবন আল যুবাইর তার সাথে দেখা করতে এলো না এবং পরিবর্তে আব্বাস বিন সাহল বিন সা'আরকে পাঠালো তার ওপর গোয়েন্দাবৃত্তি করতে। সে মুখতারের কাছে গেলো এবং জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কি কুরাইশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দল এবং সাক্বীফের সাথীদের কাছ থেকে দূরে সরে ছিলে? এমন কোন গোত্র নেই যার সর্দাররা তার কাছে আসে নি এবং তার হাতে আনুগত্যের শপথ করে নি।" মুখতার উত্তর দিলো, "আমি তার সাথে গত বছর সাক্ষাত করেছি, কিন্তু সে আমাকে খুলে বলে নি। সম্ভবত আমাকে তার কোন প্রয়োজন নেই, আর আমিও তার প্রয়োজন থেকে মুক্ত।" আব্বাস বললো, "আজ রাতে আমার সাথে এসো তার সাথে সাক্ষাত করতে।" সে রাজী হলো এবং ইশার নামাযের পর ইবন আল যুবাইরের কাছে এলো এবং বললো, "আমি তোমার হাতে আনুগত্যের শপথ করবো তিনটি শর্তে: তুমি এমন কিছুই করতে পারবে না যে বিষয়ে আমার মত নেই, তুমি আমাকে তোমার রাজ্যে প্রধান ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করবে এবং যখন তুমি বিদ্রোহ করবে, তুমি আমাকে তোমার শ্রেষ্ঠ কাজগুলোর দায়িত্ব দিবে।"

ইবনে আল যুবাইর বললো, "তোমাকে আনুগত্যের শপথ করতে হবে কোরআন ও সুন্নাহর আদেশের বিষয়ে।" মুখতার বললো, "সেক্ষেত্রে তুমি আমার সবচেয়ে নিচু শ্রেণীর দাসদের অঙ্গীকার নিতে পারো। আল্লাহর শপথ, আমি তোমার হাতে আনুগত্যের অঙ্গীকার করবো না এ

শর্তগুলোতে ছাড়া।" ইবন আল যুবাইর রাজী হলো এবং মুখতার তার হাতে আনুগত্যের শপথ করলো এবং তার সাথে থেকে গেলো।

সে ইবনে আল যুবাইরের পাশে থেকে যুদ্ধ করলো হাসীন বিন নামীরের বিরুদ্ধে এবং শ্রেষ্ঠ পরীক্ষায় পাশ করলো এবং পৌরুষদীপ্তভাবে যুদ্ধ করলো এবং সিরিয়দের বিরুদ্ধে অন্যান্যদের চাইতে মারাত্মক ছিলো।

এরপর যখন ইয়াযীদ মারা গেলো এবং ইরাকের জনগণ ইবনে আল যুবাইরের কাছে আত্মসমর্পণ করলো, মুখতার তার সাথে পাঁচ মাস অবস্থান করলো, কিন্তু ইবনে আল যুবাইর তাকে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ দিলো না। এরপর যখনই কোন কুফাবাসী মক্কায় আসতো, মুখতার তার কাছে কুফার নাগরিকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো। হানি বিন হাব্বুহ ওয়াদা'ঈ তাকে বললো যে, "কুফাবাসীরা পারস্পারিক সমঝোতায় ইবনে আল যুবাইরের আদেশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, কিন্তু সেখানে কুফাবাসীদের একটি দল আছে, যদি তাদের কেউ আদেশ দেয় এবং তাদের ইচ্ছা অর্জনে তাদের জড়ো করে, তাহলে সে দীর্ঘদিনের জন্য ইরাক দখল করতে পারবে, তাদের কারণে।" মুখতার বললো, "আমি আবু ইসহাক্ব, আমি হলাম সে ব্যক্তি যে তাদেরকে সত্যের ওপরে জড়ো করবে এবং তাদের হাতে দোষীকে মাটিতে ছুঁড়ে দিবে এবং প্রত্যেক জালেমকে হত্যা করবে।" একথা বলে সে তৎক্ষণাৎ উটে চড়লো এবং কুফায় পৌছলো। সে হীরা শহরে প্রবেশ করলো শুক্রবার দিন এবং গোসল করলো, পোশাক পরলো এবং সাকুনের মসজিদে ও কিনদাহর মাঠের পাশ দিয়ে গেলো। আর যে দলটির পাশ দিয়েই সে গেলো সে তাদেরকে অভিভাবদন জানালো এবং বললো, "বিজয় ও সফলতার সুসংবাদ গ্রহণ করো। তোমরা যাকে চেয়েছিলে সে এসেছে।" এরপর সে বনি বাদা'য় উবাইদাহ বিন আমর বাদীর সাথে সাক্ষাত করলো, যে ছিলো বনি কিনদাহ গোত্রের। তাকে সে অভিভাদন জানালো এবং বললো, "আমি তোমাকে বিজয় ও নাজাতের সুসংবাদ দিচ্ছি। তুমি আবু আমর এবং শ্রেষ্ঠ বিশ্বাসে বিশ্বাসী। আল্লাহ যেন তোমাকে ক্ষমা করে দেন তোমার এ বিশ্বাসের জন্য এবং ঢেকে দেন তোমার খারাপগুলো।" উবাইদা লোকদের মধ্যে ছিলো বেশী সাহসী ও বেশী জ্ঞানী এবং ইমাম আলী (আ.)-এর একনিষ্ঠ সমর্থকদের একজন, কিন্তু সে মদপান থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারতো না। সে উত্তরে বললো, "আল্লাহ যেন তোমাকে কল্যাণের সংবাদ দেন। এখন তুমি কি আমাকে এ সুসংবাদ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করবে?" মুখতার জবাব দিলো, "হ্যাঁ, আজ রাতে দেখা করো।" এরপর মুখতার আরো এগোল এবং ইসমাঈল বিন কাসীরের সাথে বনি হিনদে সাক্ষাত করলো এবং বললো, "আজ রাতে আমার কাছে আসো তোমার ভাইকে সাথে নিয়ে, তোমাদের জন্য আমার কাছে ভালো সংবাদ আছে।" এরপর সে বনি হামাদান-এ গেলো এবং বললো, "আমি তোমাদের কাছে সে জিনিস এনেছি যা তোমাদের আনন্দিত করবে।" এরপর সে মসজিদে প্রবেশ করলো এবং জনতা তার সম্পর্কে সচেতন হলো। সে নামাযের জন্য একটি স্তম্ভের নিচে বসলো যতক্ষণ না নামাজ শুরু হলো। সে জুম'আর নামাজ পড়লো লোকজনের সাথে এবং নামাযের মধ্যে মগ্ন থাকলো আসর পর্যন্ত। সে তার বাড়িতে ফিরলো এবং শিয়ারা তার সাথে সাক্ষাত করার জন্য আসতে শুরু করলো এবং ইসমাঈল বিন কাসীর তার ভাইকে সাথে নিয়ে এবং উবাইদাহ বিন

আমর তার সাথে সাক্ষাত করলো। সে তাদের কাছে জানতে চাইলো এবং তারা তাকে সুলাইমান বিন সুরাদের আন্দোলন সম্পর্কে জানালো এবং বললো, "সে মিম্বরের একজন লোক।" মুখতার আল্লাহর প্রশংসা করার পর বললো, "মাহদী, যিনি (রাসূলুল্লাহ সা.-এর) উত্তরাধিকারীর সন্তান (মুহাম্মাদ বিন হানাফিয়া) আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন তার বিশ্বস্ত (কর্তৃপক্ষ) প্রতিনিধি, অভিভাবক ও অধিনায়ক করে। তিনি আমাকে আদেশ দিয়েছেন বিদ্রোহী দলটিকে হত্যা করতে এবং আহলুল বাইত (আ.)-এর রক্তের প্রতিশোধ নিতে এবং দুর্বলদেরকে সাহায্য করতে। তোমরা হলে আল্লাহর বান্দাহদের মধ্যে রাজী হওয়ার বিষয়ে প্রথম।" তারা তাদের হাত বাড়িয়ে দিলো এবং আনুগত্যের শপথ করলো। একই ধরনের প্রস্তাব পাঠানো হলো সুলাইমান বিন সুরাদের সাথে থাকা শিয়াদের কাছে এবং তাদেরকে জানানো হলো যে, "যুদ্ধের বিষয়ে সুলাইমানের কোন দক্ষতা নেই এবং তিনি অনভিজ্ঞ। সে চায় তোমাদেরকে বিদ্রোহ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে এবং তোমাদেরকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দিতে নিজেকেসহ। আর আমি পরিকল্পনাসহ পদক্ষেপ নিবো এবং কাজ করবো নূরের আদেশ অনুযায়ী যা আমাকে দান করা হয়েছে। আমি বন্ধুদের সাহায্য করবো এবং শত্রুদের হত্যা করবো এবং এর মাধ্যমে তোমাদের হৃদয়কে খুশী করবো। তাই আমার কথাগুলো শোনি এবং সাড়া দাও এবং ছড়িয়ে পড়ো।" সে একদল শিয়াকে তার চারদিকে জড়ো করলো এ ধরনের প্রচারের মাধ্যমে এবং তারাও তার সাথে সাক্ষাত করতে শুরু করলো। তারা তাকে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে গ্রহণ করলো। আর শিয়াদের মাঝে গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সুলাইমানের চারদিকে জড়ো হলো। তারা আর কাউকে তার সমান মনে করতো না, কিন্তু তিনি ছিলেন মুখতারের জন্য অন্য যে কোন ব্যক্তির চাইতে একটি বোঝা এবং সে সুলাইমানের মিশন শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো। যখন সুলাইমান (উত্তর পশ্চিমে) মেসোপটেমিয়ার দিকে যাত্রা করলেন তখন উমর বিন সা'আদ, শাবাস বিন রাব'ঈ এবং যাইদ বিন আল হারস বিন রুওয়াইম কুফার গভর্নর আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদ হাতামির কাছে এবং তার সঙ্গী ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ বিন তালহার কাছে এলো এবং বললো, "মুখতার তোমার জন্য সুলাইমানের চাইতেও ভয়ঙ্কর। সে (সুলাইমান) তোমার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য (শহর ছেড়ে) চলে গেছে, কিন্তু মুখতার চায় তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এ শহরের ভেতরেই। অতএব তুমি তাকে গ্রেফতার করো এবং কারাগারে নিক্ষেপ করো যতক্ষণ না লোকজনের বিষয়গুলো ঠিক হয়ে যায়।" তারা তার কাছে এলো না জানিয়ে এবং তাকে ঘেরাও করে ফেললো। যখন মুখতার তাদেরকে দেখলো, সে জিজ্ঞেস করলো, "তোমরা কী চাও? আল্লাহর শপথ, তোমরা কখনো বিজয় দেখবে না।"

ইবরাহীম বিন তালহা বিন উবায়দুল্লাহ আব্দুল্লাহকে (বিন ইয়াযীদ) বললো, "আমি কোন ব্যক্তির প্রতি এরকম করতে পারি না যে এখনও আমাদের বিরুদ্ধে তার শত্রুতা প্রকাশ করে নি। আর আমরা তাকে গ্রেফতার করেছি শুধুমাত্র সন্দেহের ভিত্তিতে।" এরপর ইবরাহীম মুখতারের দিকে ফিরে বললো, "এখানে তোমার জন্য কোন পাখির বাসা নেই যে তুমি তোমার পাখা দুটো এবং পালকগুলো প্রসারিত করবে। হে আবু উবাইদের সন্তান, তোমার বিষয়ে আমার কাছে কী

সংবাদ পৌঁছেছে?" মুখতার জবাব দিলেন, "তোমাকে মিথ্যা জানানো হয়েছে। আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই প্রতারণা থেকে, যে রকম প্রতারণা করেছিলো তোমার পিতা ও পিতামহ।"

তখন তাকে কারাগারে শিকল ছাড়া নিয়ে যাওয়া হলো। তবে কেউ কেউ বলেন যে তাকে শিকলে বাঁধা হয়েছিলো। মুখতার কারাগারের ভেতরে বললো, "সমুদ্রগুলোর রবের শপথ, খেজুর গাছগুলোর, নির্জন মরুভূমির, ধার্মিক ফেরেশতাদের, সৎকর্মশীল নির্বাচিত ব্যক্তিদের ক্বসম দিয়ে বলছি, আমি প্রত্যেক উদ্ধতকে হত্যা করবো আমার ধারালো তরবারি দিয়ে, একদল বন্ধুকে সাথে নিয়ে যা রাযালানের মত হবে না, যারা ছিলো প্রতারক এবং খারাপ প্রকৃতির লোক, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি ধর্মের স্তম্ভকে শক্তিশালী করি এবং মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ দূর করি এবং মুমিনদের হৃদয়গুলোকে সন্তুষ্ট করি এবং নবীদের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ করি। এ পৃথিবীর অধঃগতি আমাকে কষ্ট দেয় না, না আমি মৃত্যু থেকে নিজেকে রক্ষা করি।"

কুফাতে মুখতারের বিদ্রোহ ও এর কারণগুলো সম্পর্কে, উপরে যা বলা হয়েছে তার বাইরে, যা বলা হয়েছে তাহলো যে, মুখতার আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরকে বলেছেন, "আমি একদল মানুষকে জানি যে, যদি একজন মানুষ থাকে যে বুদ্ধিমান, প্রজ্ঞাবান, অভিজ্ঞ এবং ধূর্ত, সে তাদেরকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং তাদের মাঝ থেকে একদল সৈনিক সংগ্রহ করবে আপনার জন্য, যেন তাদেরকে নিয়ে আপনি সিরিয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারেন।" ইবনে আল যুবাইর জিজ্ঞেস করলো তারা কারা। মুখতার উত্তর দিলো, "কুফাতে আলীর শিয়ারা (অনুসারীরা)।" ইবনে আল যুবাইর বললো, "তাহলে তোমাকেই ঐ ব্যক্তি হওয়া উচিত।" একথা বলে সে তাকে কুফাতে পাঠালো। সে থাকার জন্য একটি রাস্তায় ঘর নিলো এবং ইমাম হোসেইন (আ.)-এর জন্য কাঁদলো এবং তার দুঃখকষ্টগুলো স্মরণ করলো এবং জনতা ধীরে ধীরে তার চারদিকে জড়ো হতে থাকলো। তারা তাকে কুফাতে তাদের ঘাঁটিতে নিয়ে গেলো এবং একটি বিরাট দল তার চারদিকে জড়ো হলো এবং যখন সে গতি লাভ করলো, সে ইবনে মুতি'কে আক্রমণ করলো।

তাওয়াবীনদের প্রস্থান এবং তাদের শাহাদাত

যখন ৬৫ হিজরিতে সুলাইমান বিন সুরাদ খুযা'ঈ বিদ্রোহ করতে চাইলেন, তিনি তার সঙ্গীদের মধ্যে সর্দারদেরকে ডেকে পাঠালেন এবং তারা তার চারদিকে জমা হলো। যখন রবিউল আউয়াল মাসের চাঁদ দেখা গেলো, তাদের বিদ্রোহের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তারা নুখাইলাহতে জড়ো হলো। সুলাইমান সেখানে আগমন করলেন এবং যখন তাদের সারি পরিদর্শন করলেন তখন দেখলেন তারা সংখ্যায় বেশ কম। তিনি হাকীম বিন মুনক্বিয কিনদি এবং ওয়ালীদ বিন উসাইর কিনানিকে কুফায় পাঠালেন এবং তারা সেখানে উচ্চকণ্ঠে ডাকলো, "হে হোসেইনের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণকারীরা।" আর তিনি ছিলেন এ শ্লোগান তোলায় প্রথম। যখন ভোর হলো, শুধু তারাই তার সাথে ছিলো যারা তার সাথে আগে ছিলো। সুলাইমান যখন খাতা খুলে দেখলেন, তিনি দেখলেন ষোল হাজার ব্যক্তি তার কাছে আনুগত্যের শপথ করেছিলো। তিনি বললেন, "সুবহানাল্লাহ, ষোল হাজারের মধ্যে মাত্র চার হাজার আমাদের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখেছে।" কেউ একজন তাকে

বললো, "মুখতার তাদেরকে এর মধ্যে বাধা দিয়েছে, আর দু'হাজার লোক তার সাথে যোগ দিয়েছে।" সুলাইমান জবাব দিলেন, "তাহলে থাকলো দশ হাজার, তাদের কি কোন ঈমান নেই? আল্লাহকে কি তারা মনে রাখে নি? নাকি তারা তাদের শপথ ও অঙ্গীকার ভেবে দেখে না"? তারা নুখাইলাহতে তিন দিনের জন্য অবস্থান করলো এবং এরপর একজনকে পাঠালো তাদের কাছে যারা তাদের সাথে মতভেদ করেছিলো এবং আরও এক হাজার ব্যক্তি তাদের সাথে যোগ দিলো। মুসাইয়াব বিন নুজাবাহ উঠে দাঁড়ালো এবং বললো, "আল্লাহর রহমত হোক তোমাদের ওপর। অলস মানুষ তোমাদের কোন কাজে লাগবে না এবং তারা তোমাদের পাশে থেকে যুদ্ধ করবে না, তাই আমরা তাদেরকে সাথে নিয়ে উঠে দাঁড়াবো যাদের বিশ্বাস আছে। তাই কারো জন্য অপেক্ষা করো না এবং নিজেদের দায়িত্ব গ্রহণ করো। সুলাইমান বললেন, "অবশ্যই তাই, তুমি বিজ্ঞ পরামর্শ দিয়েছো।" একথা বলে সুলাইমান তার লোকদের মাঝে দাঁড়ালেন এবং বললেন, "যারা এসেছে আর তাদের লক্ষ্য হলো আল্লাহর পথে এবং আখেরাত, সে আমাদের মধ্য থেকে এবং আমরাও তার কাছ থেকে এবং আল্লাহর রহমত হোক তার ওপরে জীবিত অবস্থায় এবং মৃত অবস্থায়। আর যারা আমাদের সাথে এসেছে এ পৃথিবী লাভের লক্ষ্যে, তাদের জানা উচিত যে, আমরা কোন যুদ্ধলব্ধ সম্পদে হাত দিবো না এবং করও আদায় করবো না, শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া। আমাদের কোন স্বর্ণ, রূপা ও অন্যান্য জিনিস নেই, তরবারি ও তীর ছাড়া। তাই যারা এ পৃথিবী চায় তারা যেন আমাদের সাথে না আসে।"

তার সঙ্গীরা চারদিক থেকে উচ্চকণ্ঠে বললো, "আমরা তারা নই যারা এ পৃথিবীর আকাঙ্ক্ষা করে, না আমরা আপনার কাছে এসেছি এর খোঁজে। আমরা আপনার সাথে যোগ দিয়েছি তওবা করতে এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নাতির রক্তের প্রতিশোধ নিতে।" যখন তারা বিপ্লবী উত্থানের সিদ্ধান্ত নিলো, আব্দুল্লাহ বিন সা'আদ বিন নুফাইল উঠে দাঁড়ালো এবং বললো, "আমার একটি পরামর্শ আছে, যদি এটি ভালো হয়, তাহলে তা আল্লাহর অনুগ্রহের দান হিসেবে মনে করো, আর যদি তা না হয়, তাহলে মনে করো তা আমার কাছ থেকে। আমরা এখানে এসেছি ইমাম হোসেইন (আ.)-এর রক্তের প্রতিশোধ নিতে, আর তার হত্যাকারীদের সবাই, যেমন: উমর বিন সা'আদ এবং কুফার চারটি অঞ্চলের এবং গোত্রগুলোর সর্দাররা কুফাতেই আছে। আমরা তাদের রক্তপাত না করে কোথায় যাচ্ছি?" তা শুনে তার সব সঙ্গীরা তার সাথে একমত হলো, কিন্তু সুলাইমান বললেন, "আমি এ মত পোষণ করি না। কারণ আসলে যে তাকে হত্যা করেছে এবং তার বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী জড়ো করেছে এ কথা বলে যে, আমি তোমাকে আশ্রয় দিবো না যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি আমার আদেশের কাছে আত্মসমর্পণ কর, সে লম্পটের পুত্র লম্পট উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ ছাড়া আর কেউ নয়। তাই তার দিকে আগ্রসর হও আল্লাহর কাছ থেকে বরকত নিয়ে, এরপর যদি আল্লাহ আমাদেরকে বিজয় দান করেন, আমরা বিশ্বাস করি তখন অন্যদের পরাজিত করা আমাদের জন্য আরও সহজ হবে। আর আমরা মনে করি কুফাবাসীদের সবাই আমাদের পক্ষ নিবে এবং তাদেরকে তরবারীর শিকার বানাবে যারা ইমাম হোসেইন (আ.)-এর রক্ত ঝরানোতে জড়িত ছিলো এবং তারা প্রতারণা করবে না। আর যদি তোমরা নিহত হও, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছো যাদের রক্ত ঝরানো তোমাদের জন্য বৈধ ছিলো, আর কল্যাণ তাদের জন্য

সংরক্ষিত যারা আল্লাহর কাছে সৎকর্মশীল। যাদের রক্ত ঝরানো বৈধ তারা ছাড়া অন্যের বিরুদ্ধে তোমাদের সংগ্রাম আমাকে খুশী করবে না। যদি তোমরা তোমাদের শহরের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, তাহলে তোমরা সবাই জড়িয়ে পড়বে তোমাদের ভাইদের অথবা পিতাদের অথবা আত্মীয়দের (রক্ত ঝরানোর) সাথে অথবা তাদেরকে হত্যা করতে চাইবে। তাই আল্লাহর কাছ থেকে কল্যাণ চাও এবং সামনে এগোও।"

সংবাদ পৌঁছলো আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদ এবং ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ বিন তালহার কাছে যে ইবনে সুরাদ বিদ্রোহ করেছে। তারা তার কাছে কুফার কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি নিয়ে হাজির হলো, কিন্তু যারা ইমাম হোসেইন (আ.)-এর রক্ত ঝরানোতে জড়িত ছিলো তারা তার সাথে যোগ দিলো না, বরং তারা ভয়ে লুকালো। আর সেদিনগুলোতে উমর বিন সা'আদ রাজ প্রাসাদে আশ্রয় নিলো। আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদ তাকে (সুলাইমান বিন সুরাদকে) বললো, "মুসলমানরা পরস্পরের ভাই এবং তাদের উচিত নয় পরস্পরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ও ধোঁকাবাজি করা। তোমরা আমাদের ভাই এবং একই শহরের বাসিন্দা। আর তোমরা অন্যান্য সব নাগরিকদের চাইতে আমাদের কাছে বেশী প্রিয়। তাই আমাদেরকে তোমাদের জন্য দুঃখিত করো না এবং আমাদের পরিমাণও কমিয়ে দিও না। তাই তুমি থামো, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা আমাদের প্রস্তুত করি এবং যখন আমাদের শত্রুরা আমাদের দিকে আসবে আমরা তার মোকাবিলা করবো হাতে হাত রেখে।" এছাড়াও সে তাদেরকে জাওখী গ্রামের (ওয়াসিত এলাকার) কর দেয়ার প্রস্তাব দিলো। ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদও তার এ প্রস্তাবে সমর্থন দিলো। সুলাইমান উত্তর দিলেন, "তুমি উপদেশ দেয়ার অধিকার পূরণ করেছো এবং শ্রেষ্ঠ মত দিয়েছো যা তুমি চেয়েছো। আমরা আমাদেরকে আল্লাহর কাছে তুলে দিয়েছি এবং আমরা আল্লাহর কাছে চাই যে তিনি আমাদের জন্য কল্যাণ দিন। এখন আমরা অগ্রসর হবো।" আব্দুল্লাহ বললো, "তাহলে অপেক্ষা কর, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা একটি বিরাট সেনাবাহিনী তোমার জন্য জড়ো করি এবং তোমার উচিত একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে তোমার শত্রুর মুখোমুখি হওয়া।" তারা সংবাদ পেয়েছিলো যে উবায়দুল্লাহ সিরিয়া থেকে আসছে এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে। কিন্তু সুলাইমান দেরী করতে অস্বীকৃতি জানালেন এবং ৬৫ হিজরির রবিউস সানি মাসের পঞ্চম দিন জুম'আর দিনে উঠে দাঁড়ালেন। তারা দীরে আ'আওয়ারে পৌঁছলেন এবং তার সাথীদের মাঝ থেকে একটি বড় দল পিছনে রয়ে গেলো। তিনি বললেন, "আমি তাদের পিছনে থেকে যাওয়াকে পছন্দ করছি না, কিন্তু তারা যদি আমাদের সাথে থাকতো, তাহলে তারা কৃপণতার সাথে কাজ করতো। আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্যকে ঘৃণা করেছেন এবং আমাদের সাহায্য করা থেকে তাদেরকে দূরে রেখেছেন, আর আল্লাহ তোমাদেরকে এ ফযীলতের জন্য বাছাই করেছেন।"

তারা অগ্রসর হলো এবং ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কবরে পৌঁছলো এবং তাদের সবাই উচ্চকণ্ঠে আহাজারি করলো এবং খুব কাঁদলো। তারা আল্লাহকে অনুরোধ জানালো তার ওপর রহমত করার জন্য এবং তাকে সাহায্য করা এবং তার পাশে থেকে যুদ্ধ করা থেকে দূরে থাকার জন্য অনুতাপ করলো। তারা সেখানে এক রাত ও একদিন থাকলো এবং তার জন্য শোক পালন করলো এবং তার ও তার সাথীদের কাছে সালাম পাঠালো। আর কবরের কাছে তাদের কথা

ছিলো, "হে আল্লাহ, আপনার রহমত বর্ষণ করুন হোসেইনের ওপর, যিনি শহীদ এবং শহীদের সন্তান, যিনি হেদায়েত প্রাপ্ত ও হেদায়েত প্রাপ্তের সন্তান, যিনি সত্যবাদী এবং সত্যবাদীর সন্তান, হে আল্লাহ, সাক্ষী থাকুন যে আমরা দৃঢ় আছি তাদের ধর্মের ওপর এবং তাদের কার্যপদ্ধতির ওপর এবং আমরা শত্রুতা রাখি তাদের হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে এবং বন্ধুত্ব রাখি তাদের বন্ধুদের সাথে। হে আল্লাহ, আমরা আমাদের রাসূলের নাতিকে পরিত্যাগ করেছিলাম, তাই আমাদের পেছনের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের তওবা কবুল করুন এবং আপনার রহমত বর্ষণ করুন হোসেইন (আ.) ও তার সাথীদের ওপর, যারা শহীদ এবং সিদ্দিক (সত্যবাদী)। আর আপনাকে আমরা সাক্ষী রাখছি যে, আমরা দৃঢ় আছি তাদের ধর্মের ওপর এবং বিশ্বাসের ওপর যার কারণে তাদের হত্যা করা হয়েছে। আর যদি আপনি আমাদের গুনাহগুলোকে উপেক্ষা না করেন এবং আমাদের ওপর রহমত না করেন আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হয়ে যাবো।" তারা তার কবরের দিকে দৃষ্টিপাত করলো, আর তাদের ক্রোধ বৃদ্ধি পেলো। এরপর তারা তার কবরকে বিদায় জানালো এবং স্থানত্যাগ করলো। তারা এর চারদিকে জড়ো হয়েছিলো যেন তা ছিলো হাজরে আসওয়াদ, এরপর তারা চলে গেলো এবং আনবার পৌঁছলো।

যখন তারা আনবার পৌঁছলো, তারা কুফার গভর্নর আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদের কাছ থেকে সংবাদ পেলো যে, "হে আমাদের জনগণ, তোমাদের বন্ধুদের পরিত্যাগ করো না এবং তোমাদের শত্রুদের আদেশ পালন করো না। তোমরা সবাই তোমাদের শহরের ধার্মিক ব্যক্তি এবং যখন তোমাদের শত্রুরা তোমাদের ওপর হাত তুলবে, মনে রেখো যে তোমরা শহরের মর্যাদাবান ব্যক্তি এবং লোভের শিকার হয়ো না। হে আমাদের জনগণ, যদি তারা তোমাদের ওপর হাত তুলে. হয় তারা তোমাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করবে অথবা তোমাদেরকে বাধ্য করবে তাদের বিশ্বাসে ফিরে যেতে, আর তখন নাজাত পাবে না। হে আমাদের জনগণ, তোমাদের হাত এবং আমাদের হাত এক এবং একই, আর আমাদের শত্রুও একই। তাই যদি আমরা আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হই, আমরা বিজয়ী হবো এবং যদি আমরা মতভেদে জড়িয়ে যাই আমাদের গর্ব শেষ হয়ে যাবে। হে জনতা, মনে করো না আমার উপদেশ লোভের জন্য এবং আমার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যেও না, তাই যখন আমার চিঠি তোমাদেরকে পড়ে শোনানো হবে, ফিরে আসো; ওয়াসসালাম।"

তখন সুলাইমান ও তার সাথীরা বললো, "এ একই প্রস্তাব আমাদেরকে দেয়া হয়েছিলো যখন আমরা আমাদের শহরে ছিলাম এবং এখন শত্রুদের যুদ্ধক্ষেত্রের কাছে চলে এসেছি, এ অভিমত আমাদের কাছে পছন্দ নয়।" তখন সুলাইমান তাকে একটি উত্তর লিখলেন, তিনি তাকে ধন্যবাদ দিলেন এবং তার প্রশংসা করলেন এবং লিখলেন, "এ প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা নিজেদেরকে বিক্রয় করে দিয়েছে তাদের রবের কাছে এবং তাদের বিরাট গুনাহ্র জন্য অনুতাপ করেছে। তারা তাদের চেহারাকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়েছে এবং শুধু তাঁরই ওপর নির্ভর করছে এবং আল্লাহ যা তাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন তা নিয়ে তারা রাজী আছে।" যখন এ সংবাদ আব্দুল্লাহর কাছে পৌঁছলো, সে বললো, "এ দলটি নিজেকে মৃত্যুর জন্য উৎসর্গ করেছে। প্রথম যে সংবাদ তোমাদের কাছে

পৌঁছবে তা অন্য কিছু নয় তা হবে তাদের মৃত্যু সংবাদ। আল্লাহর শপথ, তারা তাদের জীবন উৎসর্গ করবে শ্রেষ্ঠত্ব ও ধার্মিকতার সাথে।"

এরপর তারা অগ্রসর হলো ক্বিরক্বিসিয়া পর্যন্ত পূর্ণ প্রস্তুত অবস্থায়, কিন্তু যাফার বিন ক্বায়েস কালাবি (শহরের) গেটগুলো তালা মেরে দিলো এবং তাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য বেরিয়ে এলো না। মুসাইয়াব বিন নাজাবাহকে তার কাছে পাঠানো হলো তাকে অনুরোধ করতে যেন সে তাদের খাদ্যসামগ্রী ও রসদপত্র বিক্রয় করে। মুসাইয়াব ক্বিরকিসিয়ার দরজা পর্যন্ত পৌঁছলো এবং তার পরিচয় প্রকাশ করলো এবং এরপর যাফারের সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলো। যাফারের পুত্র হাযীল তার পিতার কাছে এলো এবং বললো, "একজন প্রশান্ত চেহারার লোক, তার নাম বলছে মুসাইয়াব বিন নাজাবাহ, আপনার সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চায়।" যাফার বললো, "হে আমার সন্তান, তুমি কি জানো না সে' কে? সে হলো পুরো মুযার হামরা গোত্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঘোড় সওয়ার। আর যদি তাদের মধ্যে দশ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি গোনা হয়, তাহলে সে একজন। সে ধার্মিক, পৃথিবী থেকে বিরত ও সাধক ব্যক্তি"। এরপর সে তাকে প্রবেশের অনুমতি দিলো। যখন মুসাইয়াব তার কাছে এলো, সে তাকে তার কাছে বসার জন্য একটি আসন সাধলো এবং তার খোঁজ-খবর নিল। মুসাইয়াব তার কাছে পরিস্থিতি ও তাদের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করলো। যাফার বললো, "আমরা তোমাদের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছি কারণ আমরা জানতাম না তোমরা কেন আমাদের কাছে এসেছো, আমাদের জন্য না অন্য কোন কারণে। আমরা অসহায়ও নই, না আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ভালোবাসি। আমরা সংবাদ পেয়েছি যে তোমরা শান্তিপ্রিয় এবং আচরণে ভালো।" এরপর সে তার পুত্রকে আদেশ দিলো তাদের জন্য শহরে একটি বাজারের আয়োজন করতে এবং মুসাইয়াবকে এক হাজার দিরহাম এবং কিছু ঘোড়া উপহার দিলো। মুসাইয়াব অর্থ ফেরত দিলো কিন্তু ঘোড়াগুলো গ্রহণ করলো এ বলে যে, "আমি মনে করি আমার ঘোড়া তার পায়ের ওপরে দুর্বল হয়ে গেছে এবং তাই আমি আরেকটির প্রয়োজনে আছি।" যাফার প্রচুর পরিমাণে রুটি, ঘোড়ার খাদ্য এবং ময়দা তাদের জন্য পাঠালো, তাই তাদের আর বেশী কিছু কেনার ছিলো না। শুধু তাদের অল্প কয়েক জন চাবুক ও পোশাক কিনলো এবং এরপর আদেশ পেলো পরদিন যাত্রা করার জন্য। যাফার নিজেই বেরিয়ে এলো তাদের বিদায় জানাতে এবং সুলাইমানকে সংবাদ দিল যে, "পাঁচ সেনা অধিনায়ক, যেমন, হাসীন বিন নামীর, শারাহবীল বিন যিল কিলা', আদহাম বিন মাহরায, জাবালাহ বিন আব্দুল্লাহ খাস'আমি এবং উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ রিক্কাহ দিয়ে ইরাকে প্রবেশ করছে। আর তাদের আছে বিশাল এক সেনাবাহিনী মরুভূমির কাঁটা ও গাছের সংখ্যায়। তাই যদি তুমি চাও, তুমি আমাদের শহরে অবস্থান করতে পারো এবং আমরা তোমাদের পক্ষ নিবো এবং যখন শত্রু আমাদের কাছে পৌঁছবে আমরা তাদেরকে একসাথে মোকাবিলা করবো।" সুলাইমান বললেন, "আমাদের শহরের জনগণও এরকইম চেয়েছিলো, কিন্তু আমরা রাজী হই নি।" যাফার বললো, "তাহলে দ্রুত আইনুল ওয়ারদাহর দিকে এগোও তাদের আগে, সেখানে একটি পানির স্রোত আছে। এরপর শহরের দিকে পিঠ ফেরাও এবং গ্রামগুলো থেকে পানি ও খাদ্য সামগ্রী খরচ করো এবং আমাদের দিক থেকে গুছিয়ে থাকো। আল্লাহর শপথ, আমি তোমাদের চাইতে কোন দলকে পছন্দের পাই নি এবং চাই যে তোমরা তাদের আগেই

সেখানে পৌঁছে যাও। এরপর যদি তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের যুদ্ধ করতে হয়, খোলা জায়গায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো না, কারণ তাতে তারা তাদের তীর ও বর্শা ছুঁড়বে তোমাদের দিকে এবং পাল্টা পাল্টি, কারণ তারা সংখ্যায় বেশী তোমাদের চাইতে এবং আমি আশঙ্কা করছি তারা তোমাদেরকে ঘেরাও করে ফেলবে। তাদের মুখোমুখি দাঁড়িও না, কারণ তারা তোমাদেরকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলবে এবং তাদের সামনে সারিবদ্ধ হয়ো না, কারণ তোমাদের পদাতিক বাহিনী নেই, অথচ তাদের পদাতিক বাহিনী আছে এবং অশ্বারোহী সৈন্যদলও, যারা পরস্পরকে সাহায্য করবে। তাই তোমাদের উচিত নিজেদের বিভিন্ন ছোট ও বড় দল বিভক্ত করে নেয়া এবং এরপরে একত্রে তাদের ডান ও বাম দিকের বাহিনীকে আক্রমণ করা এবং একটি দলের সাথে যেন আরেকটি দল থাকে। যদি একটি দল ঘেরাও হয়ে যায়, অন্য দলটি তাদের সাহায্য করবে এবং মুক্ত করবে। এরপর দুটো দলই পরস্পরকে সাহায্য করবে এবং সামনে এবং পিছনে আসবে। কিন্তু যদি সারিবদ্ধ হয়ে তাদের মুখোমুখি হও, পদাতিক বাহিনী তোমাদেরকে আক্রমণ করবে এবং তখন যদি তুমি সারিগুলোকে সাহায্য করতে চেষ্টা করো তা ভেঙ্গে যাবে এবং পরিণতিতে পরাজিত হবে।"

এরপর তারা পরস্পরকে বিদায় জানালো, পরস্পরের জন্য দোয়া করলো এবং তাঁর প্রশংসা করলো এবং সামনে অগ্রসর হলো এবং আয়নুল ওয়ারদাহতে পৌঁছলো। সেখানে তারা তাঁবু ফেললো এর পশ্চিম দিকে এবং বিশ্রাম নিলো পাঁচ দিন ধরে। যখন সিরিয় সেনাবাহিনী আইনুল ওয়ারদাহ থেকে মাত্র এক মনযিল দূরে পৌঁছলো, সুলাইমান উঠলেন এবং তার সাথীদেরকে আখেরাতের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করলেন এবং উৎসাহ দিলেন একই ধরনের কথা বলে এবং বললেন, "আম্মা বাদ, যে শত্রুকে তোমরা দিন ও রাতে ধরতে চেষ্টা করেছো তারা শেষ পর্যন্ত তোমাদের কাছে পৌঁছেছে। তোমরা যখন তাদের সাক্ষাত পাবে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথভাবে যুদ্ধ করবে এবং দৃঢ় থাকবে, কারণ আল্লাহ তাদের পক্ষ নেন যারা সহ্য করে। তোমাদের মাঝে কারো উচিত নয় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালানো শুধুমাত্র যুদ্ধের কৌশলগত ধাপের সাথে মিল রাখা ছাড়া এবং সদর দফতরে ফেরত আসা ছাড়া। যারা পালায় তাদের হত্যা করো না এবং আহতদের মাথা কেটো না এবং বন্দী মুসলমানদের তরবারীতে হত্যা করো না, শুধু তারা যখন তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তখন ছাড়া, এমনকি বন্দী হওয়ার পরও। ইমাম আলী (আ.)-এর মনোভাব এমনই ছিলো তাদের প্রতি যারা ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলো।"

এরপর তিনি বললেন, "যদি আমি নিহত হই, মুসাইয়াব বিন নাজাবাহ তোমাদের অধিনায়ক হবে এবং যদি সেও নিহত হয়, আব্দুল্লাহ বিন সা'আদ বিন নুফাইল তোমাদের আদেশ করবে। তার পরে আসবে আব্দুল্লাহ বিন ওয়াল এবং যদি সেও নিহত হয় রুফা'আহ বিন শাদ্দাদ তোমাদের অধিনায়ক হবে। আল্লাহ যেন তার ওপর রহমত করেন যে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকারে দৃঢ় থাকে।"

এরপর তিনি মুসাইয়াবকে পাঠালেন চারশ অশ্বারোহী দিয়ে এবং তাকে আদেশ দিলেন সিরিয় বাহিনীর সম্মুখ অংশকে তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করতে, যদি তারা তাদের উদ্দেশ্যে সফল হয়, সে যেন

আবার আক্রমণ করে, আর নয়তো ফিরে আসবে। তিনি বললেন, "তোমার কোন সাথীকে পেছনে ফেলে যাবে না এবং সামনেও পাঠাবে না, শুধুমাত্র তখন ছাড়া যখন আর কোন উপায় নেই।"

মুসাইয়াব একরাত ও একদিন ভ্রমণ করলো ভোর হওয়া পর্যন্ত, এরপর সে এক টহল দলকে পাঠালো বিভিন্ন দিকে কাউকে তার কাছে আনার জন্য। তারা তার কাছে এক বেদুইনকে আনলো এবং সে তাকে জিজ্ঞেস করলো শত্রুর সবচেয়ে কাছের বাহিনীটি সম্পর্কে। সে বললো, "তোমাদের সবচেয়ে কাছের বাহিনীটি হলো শারাহবীল বিন যিল কিলা'র, তোমাদের এখান থেকে এক মাইল দূরে আছে, কিন্তু সে হাসীন (বিন নামীর)-এর সাথে দ্বিমত পোষণ করে, সে নিজেকে অধিনায়ক মনে করে কিন্তু শারাহবীল তাকে গ্রহণ করে না এবং তাদের দু'জনেই ইবনে যিয়াদের আদেশের অপেক্ষায় আছে।"

মুসাইয়াব তার সাথীদের নিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেলো এবং সিরিয় সেনাবাহিনীকে অসচেতন অবস্থায় ধরে ফেললো এবং তাদের ওপর আক্রমণ করলো, তারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো এবং মুসাইয়াব ও তার সাথীরা কিছুকে হত্যা করলো এবং অনেককে আহত করলো এবং তাদের বাহনগুলো জব্দ করলো। সিরিয় বাহিনী তাদের শিবির খালি করে দিলো এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো। আর মুসাইয়াবের সাথীরা যুদ্ধলব্ধ যা সম্পদ পেলো জড়ো করলো এবং সুলাইমানের কাছে ফেরত এলো প্রচুর গনিমত নিয়ে। যখন ইবনে যিয়াদকে এ বিষয়ে জানানো হলো, সে হাসীন বিন নামীরকে বারো হাজার সৈন্যের একটি দলকে দিয়ে পাঠালো সুলাইমানের মোকাবিলা করার জন্য। সুলাইমানের সাথীরা তাদের মুখোমুখি হলো রবিউল আউয়াল মাস শেষ হতে চারদিন বাকী থাকতে। আব্দুল্লাহ বিন সা'আদ ডান দিকের বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলো, মুসাইয়াব বিন নাজাবাহ বাম দিকের, আর সুলাইমান তার বাহিনীর মাঝখানে অবস্থান নিলেন। হাসীন ডান দিকের বাহিনীর নেতৃত্ব দেয়ার জন্য জুমালাহ বিন আব্দুল্লাহকে নিয়োগ দিলো এবং বাম দিকের বাহিনীর জন্য রাবি' বিন মাখারিক্ব গানাউইকে নিয়োগ দিলো। যখন তারা পরস্পর নিকটবর্তী হলো, সিরিয়রা তাদেরকে আহ্বান জানালো যেন তারা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের কাছে আত্মসমর্পণ করে। সুলাইমানের সাথীরা জবাব দিলো যে তারা যেন আব্দুল মালিককে গদীচ্যুত করে এবং উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে তাদের কাছে হস্তান্তর করে এবং এর বদলে তারা ইবনে আল যুবাইরের সাথীদেরকে ইরাক থেকে বহিষ্কার করবে এবং এ ছাড়াও তারা যেন খিলাফতকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বংশধরের কাছে হস্তান্তর করে। তারা পরস্পরের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করলো, এসময় সুলাইমানের ডান দিকের বাহিনী হাসীনের বাম দিকের বাহিনীকে আক্রমণ করলো এবং তাদের বাম দিকের বাহিনী হাসীনের ডানদিকের বাহিনীকে আক্রমণ করলো। সুলাইমান নিজে একটি সাধারণ আক্রমণ শুরু করলেন সেনাবাহিনীর মাঝখান থেকে, আর সিরিয়রা ছত্রভঙ্গ হয়ে সরে গেলো তাদের শিবির থেকে রাত পর্যন্ত, আর সুলাইমানের বাহিনীর বিজয় হলো।

উভয় সেনাবাহিনীই রাতের জন্য অবসর নিলো এবং যখন ভোর হলো যিল কিলা'র পুত্রকে (শারাহবীল) ইবনে যিয়াদ পাঠালো আট হাজার শক্তিশালী সৈনিকের একটি বাহিনী দিয়ে সিরিয়দের সাহায্য করার জন্য। সুলাইমানের সাথীরা তাদের মোকাবিলা করলো বীরত্বের সাথে, যার তুলনা এর আগে দেখা যায় নি এবং যখন রাত এলো তারা পরস্পরের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিলো। উভয় শিবিরেই প্রচুর আহত ছিলো, আর সুলাইমান ধর্মপ্রচারকদের নিয়োগ দিলেন তার সাথীদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য যেন তারা (পরদিন) আবার আক্রমণ করে। যখন ভোর হলো ইবনে যিয়াদ আদহাম বিন মাহরায বাহিলিকে দশ হাজার শক্তিশালী সৈনিকের একটি বাহিনী দিয়ে পাঠালো সিরিয় বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য। তারা জুমআর দিন দুপুর পর্যন্ত ভয়ানক যুদ্ধ করলো এবং সিরিয়রা তাদের অতিক্রম করলো এবং তাদেরকে চারদিক থেকে ঘেরাও করে ফেললো।

যখন সুলাইমান তার সাথীদের দুর্দশা অনুভব করলেন, তিনি শাহাতাদের জন্য প্রস্তুত হলেন। তিনি তার ঘোড়া থেকে নেমে উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন, "হে আল্লাহর বান্দাহরা, যে তার রবের সাথে শীঘ্র মোলাকাত চায় এবং চায় যে তার গুনাহগুলো ক্ষমা করা হোক, তার উচিত আমার কাছে আসা।" তিনি তার তরবারির খাপ ভেঙ্গে ফেললেন, আর তার সাথীরা তাকে অনুকরণ করলো এবং তাদের খাপগুলোহ ভেঙ্গে ফেললো এবং তাদের বিরুদ্ধে মাটিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করলো যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের অনেক সংখ্যককে হত্যা ও আহত করলো। যখন হাসীন তাদের ধৈর্য ও বীরত্ব প্রত্যক্ষ করলো, সে পদাতিক বাহিনীকে আদেশ দিলো তাদের দিকে অগ্রসর হতে এবং তাদের দিকে তীর নিক্ষেপ করতে। অশ্বারোহী বাহিনী পদাতিক বাহিনীকে সাথে নিয়ে তাদেরকে ঘেরাও করে ফেললো এবং সুলাইমান শাহাদাত বরণ করলেন (আল্লাহর রহমত ও বরকত তার ওপরে বর্ষিত হোক)। ইয়াযীদ বিন হাসীন তার দিকে একটি তীর নিক্ষেপ করে এবং তিনি পড়ে যান, এরপর তিনি তার জায়গা থেকে আবার লাফ দিয়ে ওঠেন এবং আবার পড়ে যান।

যখন সুলাইমান শহীদ হয়ে গেলেন, সে মুসাইয়াব বিন নাজাবাহ পতাকা তুললো এবং সুলাইমানের জন্য সালাম পেশ করলো। সামনে অগ্রসর হলো এবং কিছু সময়ের জন্য যুদ্ধ করলো, এরপর ফেরত এলো। সে আক্রমণ করলো যতক্ষণ পর্যন্ত না সেও শহীদ হলো এবং অনেককে তরবারি দিয়ে হত্যা করলো (আল্লাহর রহমত ও বরকত তার ওপর বর্ষিত হোক)।

এরপরে, আব্দুল্লাহ বিন সা'আদ বিন নুফাইল পতাকা হাতে নিলো এবং উভয়ের ওপর সালাম ও রহমত পেশ করলো এবং কোরআনের এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলো,

مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا۟ مَا عَٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُۥ
وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا۟ تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾

"বিশ্বাসীদের মধ্য থেকে এমন ব্যক্তিরা আছে যারা আল্লাহর সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকারে সত্যবাদী, তাদের কেউ তাদের অঙ্গীকার পূরণ করেছে আর কেউ অপেক্ষা করছে (পূরণের জন্য) এবং তারা সামান্যও বদলায় নি।" [সূরা আহযাবঃ ২৩]

আদ গোত্র থেকে তার বন্ধুরা তাকে ঘেরাও করে অবস্থান নিলো (তাকে রক্ষা করতে) এবং যুদ্ধের প্রচণ্ডতার মধ্যে তিন জন ঘোড়সওয়ার এসে উপস্থিত হলো সুসংবাদ নিয়ে যে সা'আদ বিন হুযাইফা একশ সত্তর জন লোক নিয়ে তাদের সাহায্য করতে আসছে মাদায়েন থেকে, আর মুসান্না বিন মাখরাবা আবাদিও আসছে তিনশ জন সাথে নিয়ে বসরা থেকে। আব্দুল্লাহ বিন সা'আদ বললো, "আশা করি তারা এসে পৌঁছবে আমরা বেঁচে থাকতেই।" যখন মাদায়েনের দূতদের দৃষ্টি পড়লো তাদের ভাইদের লাশগুলোর ওপর তাদের হৃদয় ভেঙ্গে গেলো এবং তারা নিজেদেরকে গুছিয়ে নিয়ে তাদের পাশে থেকেই যুদ্ধ শুরু করলো এবং একপর্যায়ে আব্দুল্লাহ বিন সা'আদ বিন নুফাইল শহীদ হয়ে গেলো (আল্লাহর রহমত ও বরকত তার ওপর বর্ষিত হোক)। তাকে হত্যা করেছিলো রাবি'আহ বিন মাখারিক্বের ভাতিজা। তার ভাই খালিদ বিন সা'আদ তার ভাইয়ের হত্যাকারীকে আক্রমণ করলো এবং তার তরবারীকে তার ভেতরে ঢুকিয়ে দিলো এবং সে খালিদের দু'হাতের ভেতর লুটিয়ে পড়লো। তার সাথীরা তাকে উদ্ধার করলো এবং খালিদকে আক্রমণ করলো এবং তাকে হত্যা করলো।

এখন পতাকা পড়ে রইলো কোন বাহক ছাড়া এবং কয়েক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ বিন ওয়ালকে ডাকলো, সে একটি দলের সাথে থেকে ভয়ানক যুদ্ধে নিয়োজিত ছিলো এবং সিরিয়রা তাদের ঘেরাও করে ছিলো। তা দেখে রুফা'আহ বিন শাদ্দাদ আক্রমণ করলো এবং সিরিয়দের ছত্রভঙ্গ করে দিলো এবং তাকে তাদের মাঝ থেকে উদ্ধার করলো এবং তার হাতে পতাকা হস্তান্তর করলো। আব্দুল্লাহ কিছু সময়ের জন্য যুদ্ধ করলো এবং এরপর তার সাথীদের বললো, "যে এমন জীবন চায় যার পরে আর কোন মৃত্যু নেই এবং যে চায় বিশ্রাম, যার পরে আর কোন শোক নেই এবং চায় প্রশান্তি, যার পরে আর কোন দুঃখ নেই তার উচিত আল্লাহর নৈকট্যের জন্য সংগ্রাম করা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যারা আল্লাহর হারামকে হালাল করেছে। রাতে তোমরা বেহেশতে থাকবে।" যখন সে ভীষণ যুদ্ধ করছিলো তার সাথীদের নিয়ে তখন আসরের সময় এবং সে অনেক সিরিয়কে তরবারির আঘাতে হত্যা করলো এবং তাদেরকে পিছু হটতে বাধ্য করলো। এরপর সবদিক থেকে সিরিয়রা তাদের দিকে এলো এবং তাদেরকে পিছনে ঠেলে তাদের শিবিরে পাঠালো যেখান থেকে তারা তাদরেকে আক্রমণ করতে পারলো না শুধুমাত্র একদিকে ছাড়া। রাতে আদহাম বিন মাহরায বাহিলিকে নিয়োগ দেয়া হলো তাদের বিরুদ্দে যুদ্ধ করতে এবং সে তাদেরকে আক্রমণ করলো অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনাদের নিয়ে এবং এক পর্যায়ে ইবনে ওয়ালের কাছে পৌঁছে গেলো, যে নিচের আয়াতটি তেলাওয়াত করছিলো,

وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

"ভেবো না যাদেরকে আল্লাহর পথে হত্যা করা হয়েছে তারা মৃত, বরং তারা জীবিত, তাদের রবের কাছে রিযক্ব লাভ করছে।" [সূরা আল ইমরানঃ ১৬৯]

তা শুনে আদহাম ক্রুদ্ধ হলো এবং তাকে আক্রমণ করলো এবং তার দেহ থেকে বাহু বিচ্ছিন্ন করে ফেললো। এরপর সে পিছু হটে বললো, "আমি ধারণা করি যে তুমি ভাবছো বাড়িতে থাকাই ভালো ছিলো।" ইবনে ওয়াল জবাব দিলো, "তুমি তোমার অন্তরে সন্দেহকে পথ করে দিয়েছো। প্রকৃতপক্ষে আমি চাই নি যে তোমার হাতটি বিচ্ছিন্ন হোক আমারটির বদলে। বরং আমি ভালোবাসি যে আমাকে পুরস্কার দেয়া হোক আল্লাহর পথে হাত হারানোর কারণে এবং তোমার গুনাহ বহুগুণ বৃদ্ধি পাক এবং আমার পুরস্কারও।" এ উত্তরে সে আবার ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো এবং তাকে আক্রমণ করলো ও তার বর্শা দিয়ে তাকে হত্যা করলো আর সে সময় সে তার শত্রুর দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে ছিলো এবং এক ইঞ্চিও পেছনে সরে নি (আল্লাহর রহমত ও বরকত তার ওপর বর্ষিত হোক)। আর আব্দুল্লাহ বিন ওয়াল ছিলো একজন পরহেযগার ফক্বিহ।

যখন আব্দুল্লাহ শহীদ হলো, পতাকা দেয়া হলো রুফা'আহ বিন শাদ্দাদের হাতে। সে বললো, "আমাদের উচিত পেছনে সরে আসা, হয়তোবা আল্লাহ আমাদের একত্রিত করবেন জড়িয়ে পড়ার জন্য আমাদের শত্রুদের জন্য এর চেয়ে খারাপ কোন দিনে।" আব্দুল্লাহ আহমার বললো, "কিন্তু যদি আমরা ফিরে যাই আমাদের সবাইকে হত্যা করা হবে, আর শত্রুরা আমাদের কাঁধের ওপরে থাকবে এবং আমরা এক ফারসাখ দূরত্বও অতিক্রম করতে পারবো না আর আমাদের প্রত্যেককেই হত্যা করা হবে, আর যদি কেউ রক্ষাও পায় বেদুঈনরা তাকে ধরবে এবং তাকে শত্রুর কাছে তুলে দিবে নৈকট্য লাভের জন্য, তখন আমাদের হত্যা করা হবে হাত বাঁধা অবস্থায়। সূর্য প্রায় ডোবার পথে, আমরা তাদের প্রতিরোধ করতে থাকবো এবং রাতের অন্ধকারে আমরা আমাদের ঘোড়া ছোটাবো এবং ভোর হওয়ার আগেই চলে যাবো এবং অবসর লাভ করবো। আর প্রত্যেকেই তার সাথীর পাশে ঘোড়া ছোটাবো, আহতদের নিয়ে এবং আমাদের জানা থাকবে আমরা কোথায় যাচ্ছি।" রুফা'আহ জবাব দিলো, "তুমি ভালো পরামর্শ দিয়েছো।" একথা বলে সে পতাকা উঁচু করলো এবং ভীষণ তেজে যুদ্ধ করলো। সিরিয়রা ভেবেছিলো রাত নামার আগেই তাদেরকে শেষ করে দিবে, কিন্তু তা করতে পারলো না, কারণ তারা সাহসের সাথে এবং বীরদের মতো যুদ্ধ করলো।

আব্দুল্লাহ বিন আযীয কিনানি সামনে অগ্রসর হলো এবং সিরিয়দের সাথে যুদ্ধ করলো, এরপর সে সিরিয় গোত্র বনি কিনানাহর লোকদেরকে নিজের দিকে ডাকলো। সে তার বালক সন্তান মুহাম্মাদকে তাদের কাছে হস্তান্তর করলো যেন তারা তাকে নিরাপদে কুফায় পৌঁছে দেয়। তারা তাকে নিরাপত্তার আশ্বাস দিলো কিন্তু সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলো এবং ফিরে এলো এবং যুদ্ধ করলো শহীদ হওয়া পর্যন্ত। এরপরে কুরব বিন ইয়াযীদ হুমায়রি তার একশত সাথী নিয়ে সিরিয়দের বিরুদ্ধে সন্ধ্যার সময় যুদ্ধ করলো, আর যিল কিলা' হুমায়রি তাকে ও তার সাথীদেরকে তার নিরাপত্তায় নিলো এবং তাদেরকে ক্ষমার প্রস্তাব দিলো। সে জবাব দিলো, "আমরা এ পৃথিবীতে শান্তিতে আছি, বরং আমরা বেরিয়েছি আখেরাতের ক্ষমার জন্য।" একথা বলে সে

তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলো নিজেরা শহীদ হওয়া পর্যন্ত। এরপর সাখর বিন হিলাল মাযানি, সাথে বনি মাযিনাহর ত্রিশ জন, সামনে অগ্রসর হলো এবং তারাও শহীদ হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করলো (আল্লাহর রহমত ও বরকত তাদের সবার ওপর বর্ষিত হোক)। রাতে সিরিয়রা তাদের শিবিরে ফিরে গেলো এবং রুফা'আহ তার সাথীদের অবস্থা পরিমাপ করলো যে তাদের ঘোড়াগুলো হয় নিহত হয়েছে অথবা আহত হয়েছে, সে তাদেরকে তাদের আত্মীয়দের কাছে সোপর্দ করলো এবং রাতে রসদ জোগাড় করলো এবং পালিয়ে গেলো।

যখন ভোর হলো হাসীন তাদের অনুসরণ করলো কিন্তু কাউকে পেলো না, না সে কাউকে পাঠালো তাদের পিছু ধাওয়া করতে। তারা অগ্রসর হলো এবং ক্বিরক্বিসিয়াতে পৌঁছলো, সেখানে যাফার (বিন ক্বায়েস) অনুরোধ করলো যেন তারা সেখানে বিরতি নেয়। সে তাদেরকে তার অতিথি হিসাবে তিন দিন রাখলো এবং তাদেরকে যাত্রাপথের জন্য রসদ দিলো এবং তারা কুফার উদ্দেশ্যে স্থান ত্যাগ করলো।

সা'আদ বিন হুযাইফা হাইয়াতে পৌঁছলো মাদায়েনের একটি দল নিয়ে। সেখানে তারা এ সংবাদ পেলো, আর তাই ফিরে গেলো। সে সানদূদাহ পৌঁছলো, সেখানে সে মুসান্নাহ বিন মাখরাবাহ আবাদির সাক্ষাত পেলো এবং তাকেও জানালো, তারা সেখানেই রইলো যতক্ষণ পর্যন্ত না রুফা'আহ তাদের কাছে পৌঁছলো। তারা তাকে সাদরে গ্রহণ করলো এবং কাঁদলো এবং সেখানে বিরতি নিলো একদিন ও এক রাতের জন্য। এরপরে প্রত্যেক দল তাদের নিজ শহরের দিকে চলে গেলো।

যখন রুফা'আহ কুফা পৌঁছলো, মুখতার কারাগারে ছিলো, সেখান থেকে সে তাকে একটি সংবাদ পৌঁছালো এ বলে, "আম্মা বাদ, অভিনন্দন, ফেরত আসা ব্যক্তিদের জন্য যাদেরকে একটি বিরাট পুরস্কার দেয়া হয়েছে আল্লাহর কাছ থেকে, এবং আল্লাহ খুব পছন্দ করেছেন তাদের এ কাজ যে তারা শহীদ হয়েছেন। কা'বার রবের শপথ, প্রতিটি পদক্ষেপ যা তোমরা নিয়েছো এবং প্রতিটি টিলা যার ওপর তোমরা পা ফেলেছো তার পুরস্কার এ পৃথিবীর চেয়ে বড়। সুলাইমান তার অঙ্গীকার পূরণ করেছে এবং আল্লাহ তার রুহকে গ্রহণ করেছেন এবং তাকে নবীদের, সিদ্দীকদের ও শহীদদের রুহদের ভেতরে একটি মর্যাদা দিয়েছেন, কিন্তু তিনি তোমাদের বিজয়ের নেতা ছিলেন না। নিশ্চয়ই আমি নিয়োগপ্রাপ্ত অধিনায়ক এবং নির্ভরযোগ্য সংরক্ষক, অত্যাচারীদের হত্যাকারী, ধর্মের শত্রুদের ওপর যে প্রতিশোধ নিতে চায় এবং রক্তের প্রতিশোধ সন্ধানকারী। অতএব নিজেদের প্রস্তুত করো এবং অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ করো এবং সুসংবাদ গ্রহণ করো আল্লাহর কিতাব ও তার রাসূল (সা.)-এর বিষয়ে এবং আহলুল বায়েতের (আ.) প্রতিশোধ নেয়ার বিষয়ে, দুর্বলদের প্রতিরক্ষায় এবং তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য যারা আল্লাহর হারামকে হালাল মনে করেছে। ওয়াসসালাম।"

সুলাইমান ও তার সাথীদের শাহাদাত ঘটে রবিউল আউয়াল মাসে। যখন আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান সুলাইমানের শাহাদাত ও তার সাথীদের দুর্দশার সংবাদ পেলো, সে মিম্বরে উঠলো এবং

আল্লাহর তাসবিহ ও হামদ করলো এবং বললো, "সুলাইমান বিন সুরাদকে, যে ইরাকের সর্দারদের একজন, বিদ্রোহের সৃষ্টিকর্তা এবং পথভ্রষ্টতার নেতা, হত্যা করা হয়েছে এবং তরবারি মুসাইয়াবের মাথাকে মাটিতে বলের মত গড়িয়েছে। আর পথভ্রষ্টতা ও ধোঁকাবাজির দুই সর্দার আব্দুল্লাহ বিন সা'আদ আযদি এবং আব্দুল্লাহ বিন ওয়াল বাকারিকেও হত্যা করা হয়েছে এবং তাদের পরে সীমালঙ্ঘনকারীদের মধ্যে আর কেউ নেই।" কিন্তু এ বর্ণনার সঠিকতা নিয়ে সন্দেহ আছে, কারণ সে সময়ে তার পিতা মারওয়ান তখনও জীবিত ছিলো।

কুফায় মুখতারের আন্দোলন

৬৬ হিজরির ১৪ই রবিউল আউয়ালে মুখতার কুফাতে বিদ্রোহ করে এবং আব্দুল্লাহ বিন মুতি'কে, সেখান থেকে উৎখাত করে যে ছিলো আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরের নিয়োগপ্রাপ্ত গভর্নর। এটি শুরু হয় যখন সুলাইমান বিন সুরাদ শহীদ হন এবং তার সাথীরা কুফাতে ফেরত আসে; তারা দেখলো যে আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদ হাতামি এবং ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ বিন তালহা মুখতারকে কারাবন্দী করে রেখেছে। মুখতার তাদেরকে কারাগার থেকে একটি চিঠি পাঠালো যেখানে সে তাদেরকে প্রশংসা করলো এবং তাদেরকে সফলতার প্রতিশ্রুতি দিলো এবং সে তাদের কাছে ঘোষণা করলো যে সে মুহাম্মাদ বিন আলী, যিনি ইবনে হানাফিয়্যা নামে সুপরিচিত, মাধ্যমে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত। তার চিঠিটি রুফা'আহ বিন শাদ্দাদ, মুসান্নাহ বিন মাখরাবাহ আবাদি, সা'আদ বিন হুযাইফা বিন ইয়ামান, ইয়াযীদ বিন আনাস, আহমাদ বিন শামিত আহমারি, আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ বাজালি এবং আব্দুল্লাহ বিন কামিল পড়লো। তারা চিঠিটি পড়ে ইবনে কামিলকে মুখতারের কাছে পাঠালো এ সংবাদ দিয়ে যে, "আমরা তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী এবং যদি চাও আমরা আক্রমণ করবো এবং তোমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করবো।" মুখতার তা শুনে উল্লসিত হলো এবং বললো, "আমাকে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই মুক্তি দেয়া হবে।" মুখতার এর আগে সংবাদ পাঠিয়েছিলো (আব্দুল্লাহ) বিন উমরের কাছে যে, "আমাকে কোন দোষ ছাড়া কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়েছে" এবং সে চেয়েছিলো যে ইবনে উমর তার জন্য যেন আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদ ও ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ বিন তালহার কাছে অনুরোধ জানায়। এর পরিপেক্ষিতে সে তাদের কাছে একটি সুপারিশমূলক চিঠি লিখলো। তারা ছাড় দিলো এবং তাকে মুক্তি দিলো। কিন্তু তারা তার কাছ থেকে একটি নিশ্চয়তা এবং একটি অঙ্গীকার নিলো যে যতদিন তারা কুফার সরকারের নিয়ন্ত্রণ হাতে রাখবে, সে যেন তাদের বন্দী করার কোন পথ তৈরী না করে অথবা তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করে। আর যদি সে তা করে তাহলে সে বাধ্য হবে কা'বার কাছে এক হাজার উট কোরবানী দিতে এবং তার সব দাস-দাসীকে মুক্তি দিতে। যখন মুখতারকে মুক্তি দেয়া হলো, সে তার বাড়িতেই রইলো এবং যার সাথেই সে সাক্ষাত করলো বললো, "আল্লাহ যেন তাদেরকে মেরে ফেলেন, তারা কত নির্বোধ যে তারা বিশ্বাস করে যে আমি তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তা রক্ষা করবো। আর প্রতিশ্রুতির বিষয়ে, আমি সবসময় এর চেয়ে ভালো জিনিসের দিকে দৃষ্টি দেই ও এর জন্য কাফফারা দেই এবং এভাবে প্রতিশ্রুতি থেকে মুক্ত হয়ে যাই। আর তাদের বিরুদ্ধে আমার ভূমিকা তাদের কাছ থেকে দূরে থাকার চেয়ে উত্তম। আর উট

জবাই করার বিষয়ে এবং দাসদাসী মুক্ত করার বিষয়ে, এটি আমার কাছে থুতু ফেলার চেয়ে সহজ, আমি তা খুবই ভালোবাসি যদি আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি, আর দাসদের বিষয়ে আমার কোন চাওয়া থাকবে না।"

এরপরে শিয়ারা তার সাথে প্রায়ই সাক্ষাত করতে লাগলো এবং তারা পরস্পর পছন্দ করতে লাগলো। এভাবে তার সাথীদের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়তে লাগলো এবং শক্তি অর্জন করলো ঐ সময় পর্যন্ত যখন ইবনে আল যুবাইর আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদ ও ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ বিন তালহাকে বরখাস্ত করলো এবং আব্দুল্লাহ বিন মুতি'কে কুফার গভর্নরের পদে নিয়োগ দিলো। এরপর যখন ইবরাহীম কুফায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো, বাহির বিন রুসতম হুমায়রি তার সাথে সাক্ষাত করলো এবং বললো, "আজ রাতে যেও না, কারণ চাঁদ মেষরাশিতে আছে।" সে উত্তর দিলো, "আমরাও যাচ্ছি," অর্থাৎ সে যাবে যে কোন বিপদের দিকে তার ইচ্ছানুযায়ী (ভয় না করে)। কিন্তু তার কথা যেন তাকে মুগ্ধ করে ফেললো, যদিও সে ছিলো সাহসী ব্যক্তি। ইবরাহীম মদীনায় ফেরত এলো, সাথে বিরাট অঙ্কের কর, কিন্তু সে বললো যে, পরিস্থিতি খারাপ ছিলো এবং কোন কর সংগ্রহ করা যায় নি এবং ইবনে আল যুবাইর তাকে আর কোন চাপ দিলো না।

ইবনে মুতি' যখন কুফায় প্রবেশ করলো তখন রমযান মাস শেষ হতে পাঁচ দিন বাকী ছিলো। সে আয়াস বিন আবি মাযারিব আজালিকে পুলিশবাহিনীর প্রধান নিয়োগ দিলো এবং তাকে আদেশ করলো যেন জনসাধারণের সাথে প্রীতিকর আচরণ করে এবং সন্দেহজনকদের গ্রেফতার করে। যখন সে কুফায় পৌঁছলো, সে মিম্বরে উঠলো এবং একটি খোতবা দিলো এ বলে, "আম্মা বা'দ, বিশ্বাসীদের আমির (আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে ইঙ্গিত করে) আমাকে পাঠিয়েছেন তোমাদের শহরে ও সীমান্ত এলাকাগুলোতে এবং তিনি আমাকে আদেশ করেছেন তোমাদের কাছ থেকে কর আদায় করতে এবং শহরের বাইরে থেকে তোমাদের অনুমতি ছাড়া কোন কর আদায় না করতে এবং তোমাদের সাথে যেন উমরের শেষ অসিয়ত অনুযায়ী আচরণ করি এবং উসমান বিন আফফানের সুন্নাত অনুযায়ীও। অতএব আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যের ওপর দৃঢ় থাকো, অবাধ্যতা চাষ করো না। আর তোমাদের মধ্যে নির্বোধদের হাত কেটে ফেলো, এবং যদি তা না করো, তাহলে এর জন্য নিজেদের তীব্র নিন্দা করো। আল্লাহর শপথ, আমি প্রত্যেক খারাপ হৃদয়ের অবাধ্যকে প্রচণ্ড শাস্তি দিবো এবং প্রত্যেক বিকৃতমনা এবং ঘৃণিত সন্দেহভাজনের পিঠ সোজা করে দিবো।" একথা শুনে সা'য়েব বিন মালিক আশ'আরি উঠে দাঁড়ালো এবং বললো, "সম্পদের বিষয়ে আমরা ঘোষণা করছি যে, আমরা দ্বিমত পোষণ করি যে এর একটি বিরাট অংশ এখান থেকে নিয়ে যাওয়া হবে, বরং উচিত তা আমাদের মাঝে বন্টন করে দেয়া। আর আমরা চাই না আলী বিন আবি তালিব (আ.) ছাড়া অন্য কারো মনোভাবের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তুমি আমাদের সাথে আচরণ করবে, যা এখনও আমাদের মাঝে আছে আমাদের শহরে। আর আমরা উসমানের কোন মনোভাবের প্রয়োজনে নেই, না সম্পদের বিষয়ে, না আমাদের বিষয়ে; এবং উমর বিন খাত্তাবেরও, তার মনোভাব ছিলো উসমানের চাইতে নরম, কারণ সে কোন কোন সময় জনগণের সাথে ধার্মিকতার সাথে আচরণ করতো।" ইয়াযীদ বিন আনাস বললো, "সা'য়েব সত্য বলেছে।" তখন ইবনে মুতি' বললো, "আমি তোমাদের প্রতি সেভাবেই আচরণ করবো যার

মনোভাব অনুযায়ী তোমরা চাও।" একথা বলে সে মিম্বর থেকে নেমে গেলো। আয়াস তার কাছে এলো এবং বললো, "এ সা'য়েব বিন মালিক মুখতারের সেনা অধিনায়কদের একজন, তাই তাকে পাঠান মুখতারকে নিয়ে আসতে, এবং যখন সে আসবে, তাকে কারাগারে বন্দী করবেন, যতদিন পর্যন্ত জনগণের বিষয়টি ঠিক না হয়ে আসে। তার রসদপত্র জমা করা হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে সে বিদ্রোহ করবে।" ইবনে মুতী' যা'য়েদাহ বিন কুদামাহকে এবং হাসীন বিন আব্দুল্লাহ বারসামিকে পাঠালো মুখতারকে নিয়ে আসতে। তারা তাকে বললো, "অধিনায়কের ডাকে জলদি সাড়া দাও।" মুখতার যখন যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো, তখন যায়েদাহ কোরআনের এ আয়াত আবৃত্তি করলো, **"এবং যখন তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলো, যারা অবিশ্বাস করেছে, যে তারা তোমাকে কারাগারে বন্দী করবে, অথবা তোমাকে হত্যা করবে অথবা তোমাকে দূরে তাড়িয়ে দিবে।"** তা শুনে, মুখতার তার পোশাক ছুঁড়ে ফেললো এবং বললো, "আমাকে একটি ভারী চাদর দিয়ে ঢাকো কারণ আমার জ্বর এসেছে এবং আমার ভেতরে আমি প্রচণ্ড কাঁপুনি অনুভব করছি।" তারা ফিরে গেলো এবং ইবনে মুতি'কে জানালো; সে তখন তার ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিলো।

এরপর মুখতার একজনকে পাঠালো তার সাথীদেরকে ডেকে আনতে এবং তাদেরকে পাশের বাড়িগুলোতে থাকতে দিলো, আর সে চেয়েছিলো মুহাররাম মাসে কুফার শহরে বিপ্লব করবে। হামাদানের উপগোত্রের এক ব্যক্তি আব্দুর রহমান বিন শুরেইহ এলো, যে ভদ্রব্যক্তি ছিলো, এবং সাঈদ বিন মুনক্বিয সাওরি, সা'আর বিন আবি সা'আর হানাফি, আসওয়াদ বিন জারার কিনদি এবং কুদামাহ বিন মালিক জাশামির সাথে দেখা করে বললো, "মুখতার চায় আমাদেরকে বিদ্রোহে টানতে, অথচ আমরা নিশ্চিত নই যে মুহাম্মাদ বিন হানাফিয়্যা তাকে পাঠিয়েছেন, নাকি না। আসো, আমরা গিয়ে, তাকে মুখতার সম্পর্কে অবগত করি; এরপর যদি তিনি আমাদেরকে নির্দেশনা দেন, আমরা তাকে মেনে চলবো এবং তার সঙ্গী হবো, আর যদি তিনি অস্বীকার করেন, তাহলে আমরা তার কাছ থেকে সরে যাবো। আল্লাহর শপথ, আমাদের উচিত নয় পৃথিবীর জন্য ধর্মকে হারিয়ে ফেলা।" তারা একমত হলো এবং ইবনে হানাফিয়্যার কাছে গেলো, আর তিনি তাদের কাছে লোকজনের বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তারা তাকে বিস্তারিত বললো এবং তাদের ভূমিকা সম্পর্কে বললো এবং মুখতার সম্পর্কেও বললো এবং তার কাছে তাকে মেনে চলার অনুমতি চাইলো। যখন তারা তাদের কথা শেষ করলো, ইবনে হানাফিয়্যা তাদেরকে উত্তর দিলেন। আল্লাহর তাসবিহ ও প্রশংসা করার পর এবং আহলুল বাইত (আ.)-এর মর্যাদা বর্ণনা করার পর এবং ইমাম হোসেইন (আ.)-এর শাহাদাতের সময় কষ্টের কথা স্মরণ করে বললেন, "যার বিষয়ে তোমরা জিজ্ঞেস করেছো যে, সে তোমাদেরকে আমাদের রক্তের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে, আল্লাহর শপথ, আমি চাই যে আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের ওপর প্রতিশোধ নিন যে কোন ব্যক্তির হাতে।" তিনি যদি মুখতারের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকতেন তাহলে তিনি তাদেরকে আদেশ দিতেন তাকে না মানার জন্য। তারা ফিরে এলো, আর একদল শিয়া অপেক্ষা করছিলো তাদের জন্য, তাদের নিয়ত সম্পর্কে জানার জন্য, কিন্তু মুহাম্মাদ বিন হানাফিয়্যার কাছে তাদের সাহায্য চাওয়ার বিষয় মুখতারের কাছে অপছন্দনীয় ছিলো, সে ভয় পেয়েছিলো যে হয়তো তারা একটি সংবাদ আনবে যা শিয়াদেরকে তার কাছ থেকে ছত্রভঙ্গ করে দেবে। যখন তারা

কুফায় প্রবেশ করলো, তাদের বাড়িতে যাওয়ার আগে তারা মুখতারের কাছে গেলো। মুখতার তাদের জিজ্ঞেস করলো, "তোমাদের কী হয়েছে যে তোমরা সন্দেহ ও বিশ্বাসঘাতকতায় পড়লে?" তারা জবাব দিলো, "আমাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছে তোমাকে সাহায্য করার জন্য।" মুখতার বললো, "আল্লাহু আকবার, তাহলে শিয়াদেরকে আমার কাছে ডাকো।" যারা কাছে ছিলো তাদের তারা ডেকে আনলো; মুখতার তখন বললো, "একটি দল চেয়েছিলো আমার দাবীর সত্যতা যাচাই করবে, তাই তারা ইমাম মাহদী (পথপ্রাপ্ত অর্থাৎ মুহাম্মাদ বিন হানাফিয়্যার)-এর কাছে গিয়েছিলো এবং তাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছে। তিনি তাদের উত্তর দিয়েছেন যে আমি তার উজীর, সহকারী এবং দূত এবং তিনি তোমাদের আদেশ করেছেন আমাকে মেনে চলার জন্য এবং আমাকে সাহায্য করার জন্য, শত্রুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য আমার আহ্বানের বিষয়ে এবং মুস্তাফা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বংশধরের রক্তের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য।"

আব্দুর রহমান বিন শুরেইহ উঠে দাঁড়ালো এবং তাদেরকে যাত্রার খুঁটিনাটি বললো এবং ঘোষণা করলো যে ইবনে হানাফিয়্যা তাদেরকে আদেশ করেছেন তাকে সাহায্য ও সমর্থন করার জন্য। তারপর সে বললো, "যারা উপস্থিত আছো তারা অনুপস্থিতদের জানিয়ে দিবে, এরপর নিজেদের প্রস্তুত করবে এবং সতর্ক থাকবে।" এরপর যারা তার সাথে গিয়েছিলো তারাও উঠে দাঁড়ালো এবং তার কথার সাক্ষ্য দিলো। শিয়ারা মুখতারের চারদিকে জড়ো হলো, তাদের সাথে ছিলো শা'বি এবং তার পিতা শারাহিল। যখন তারা বিপ্লবের জন্য সিদ্ধান্ত নিলো, তার একজন সাথী তাকে জানালো যে, "কুফার সর্দাররা ইবনে মুতি'র সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য, তাই যদি ইবরাহীম বিন মালিক (বিন আল আশতার) আমাদের পক্ষ নেয় আমরা শত্রুদের ওপর বিজয় লাভ করবো। কারণ সে রাজনীতি সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখে। তার পিতা ছিলেন সম্মানিত এবং একটি গোত্র থেকে, আর তার গোত্র ছিলো সম্মানিত এবং ব্যক্তিদের মাধ্যমে সুসজ্জিত।" মুখতার বললো, "তাহলে তার সাথে সাক্ষাত করো এবং তাকে আমন্ত্রণ জানাও।" অতএব শা'বি-সহ একটি দল, ইবরাহীমের কাছে গেলো এবং তারা তাকে তাদের বিষয়ে অবগত করলো এবং তার সাহায্য চাইলো। তারা তাকে মনে করিয়ে দিলো যে তার পিতা ছিলেন ইমাম আলী (আ.) এবং তার সন্তানদের বন্ধুদের একজন। সে বললো, "আমি তোমাদের সাহায্য করবো ইমাম হোসেইন (আ.)-এর রক্তের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য একটি শর্তে যে তোমরা আমাকে তোমাদের সেনা অধিনায়ক বানাবে।" তারা বললো, "আদেশ দেয়ার বিষয়ে তুমি যোগ্য, কিন্তু বর্তমানে তা সম্ভব নয়, কারণ মুখতারকে পাঠানো হয়েছে এবং নিয়োগ দেয়া হয়েছে এ কাজে। আর মাহদী (মুহাম্মাদ বিন হানাফিয়্যাকে বুঝিয়ে) তা দিয়েছেন শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য, আর আমাদের আদেশ দেয়া হয়েছে তাকে মেনে চলার জন্য।" তা শুনে ইবরাহীম চুপ হয়ে গেলো এবং তাদের কোন উত্তর দিলো না। তারা মুখতারের কাছে ফিরে এসে তা জানালো। মুখতার তিন দিন অপেক্ষা করলো, এরপর ইবরাহীমের কাছে গেলো, সাথে ছিলো তার দশ জনের ওপরে সাথী এবং শাবি' ও তার পিতা। সে তাদেরকে ভালোভাবেই অভ্যর্থনা জানালো এবং মুখতারকে তার পাশে বসালো। মুখতার তাকে বললো, "এ চিঠি মাহদী থেকে, যিনি আমিরুল মুমিনীন আলী (আ.)-এর সন্তান মুহাম্মাদ, যিনি বর্তমানে পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠ মানুষদের

মাঝে একজন এবং যিনি শ্রেষ্ঠ মানুষদেরও সন্তান যারা চলে গেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে পৌঁছে যায় আল্লাহর নবীদের ও রাসূলদের কাছে। আর তিনি চান যে তুমি আমাকে সাহায্য করো এবং সমর্থন দাও।" শা'বি বলে যে, চিঠিটি আমার হাতে ছিলো, যখন মুখতার তার কথা শেষ করলো, সে বললো, "তাকে চিঠিটি দাও।" শা'বি তাকে চিঠিটি দিলো এবং সে তা পড়লো, যার বিষয়বস্তু ছিলো, "মুহাম্মাদ আল মাহদী থেকে, ইবরাহীম বিন মালিক আশতারকে। তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি আল্লাহর প্রশংসা পাঠাচ্ছি, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তোমার কাছে। আম্মা বা'দ, আমি তোমার কাছে পাঠাচ্ছি আমার উজীরকে, সে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এবং যাকে আমি নির্বাচন করেছি আমার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এবং তাকে আদেশ করেছি আহলুল বাইত (আ.)-এর রক্তের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য। অতএব তুমি, সাথে তোমার গোত্র এবং যারা তোমার অনুগত, তোমাদের উচিত তার পাশে থেকে যুদ্ধ করা। তাই যদি তুমি আমাদের মেনে চলো এবং আমাদের আহ্বান গ্রহণ কর, তাহলে নিশ্চয়ই তুমি আমাদের কাছে একটি মর্যাদার স্থান পাবে। তুমি প্রত্যেক ঘোড়সওয়ার, ব্যাটেলিয়ন, প্রত্যেক শহর, মিম্বর ও সীমান্ত, কুফা থেকে আক্বসা পর্যন্ত, সিরিয়ার শহর, যার ওপর বিজয় লাভ করবে তার নিয়ন্ত্রণ লাভ করবে।" যখন ইবরাহীম চিঠি পড়া শেষ করলো, সে বললো, "ইবনে হানাফিয়্যা এর আগে আমাকে চিঠি লিখেছে এবং শুধু তার পিতার নামের সাথে নিজের নাম লিখেছে (নিজেকে মাহদী বলে নি)।" মুখতার জবাব দিলো, "সে ছিলো অন্য সময়, আর আজ ভিন্ন সময়।" ইবরাহীম বললো, "কে জানে যে এ চিঠি তার কাছ থেকে অথবা তা নয়।" মুখতারের সাথীদের একটি দল, যেখানে ছিলো যাইদ (অথবা ইয়াযীদ) বিন আনাস, আহমার বিন শামিত, আব্দুল্লাহ বিন কামিল এবং অন্যরা, শা'বি ছাড়া, উঠে দাঁড়ালো সাক্ষ্য দেয়ার জন্য যে চিঠিটি তার কাছ থেকে এসেছে। যখন ইবরাহীম তাদের সাক্ষ্য শুনলো, সে তার উঁচু বিছানা থেকে উঠলো এবং মুখতারকে নিজের জায়গায় বসালো এবং তার কাছে আনুগত্যের শপথ করলো এবং তারা চলে এলো। ইবরাহীম শা'বির দিকে ফিরলো এবং বললো, "তুমি এবং তোমার পিতা, এ দলটির সাথে সাক্ষ্য দাও নি। তাহলে কি তোমরা তাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করো?" সে জবাব দিলো, "বরং তারা বিজ্ঞ পণ্ডিত, কোরআন তেলাওয়াতকারী, শহরের সর্দার এবং আরবদের মধ্যে সাহসী ব্যক্তি, যারা তাদের মত তারা সত্য ছাড়া কিছু বলে না।" তখন ইবরাহীম তাদের নামগুলো লিখে নিলো এবং নিজের সাথে তা সংরক্ষণ করলো এবং তার গোত্রের লোকদের ও জ্যেষ্ঠদের আমন্ত্রণ জানালো। ইবরাহীম মুখতারের সাথে প্রত্যেক রাতে সাক্ষাত করতে লাগলো এবং তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিয়ে বার বার আলোচনা করতে লাগলো। সিদ্ধান্ত নিলো তারা বিদ্রোহ করবে বৃহস্পতিবার রাতে, ৬৬ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসের চৌদ্দ তারিখে।

সে রাতে ইবরাহীম তার সাথীদের নিয়ে মাগরিবের নামাজ পড়লো এবং এরপর মুখতারের কাছে গেলো যে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত ছিলো। আয়াস বিন মাযারিব এলো আব্দুল্লাহ বিন মুতি'র কাছে এবং বললো, "মুখতার পরিকল্পনা করেছে আজ রাতে তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে আগামীকাল রাত পর্যন্ত, আর আমি আমার ছেলেকে পাঠিয়েছি কিনাসাহর ময়দানে। তাই তুমি যদি তোমার সাথীদের একজনকে অস্ত্রে সুসজ্জিত একটি দলসহ কুফার প্রতিটি ময়দানে পাঠাও

তাহলে মুখতার এবং তার সাথীরা তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে ভয় পাবে।" তাই ইবনে মুতি' এদের পাঠালো ময়দানগুলোর ওপর কর্তৃত্ব দিয়ে। সে আব্দুর রহমান বিন ক্বায়েস হামাদানিকে পাঠালো সাবি'র ময়দানে এবং তাকে বললো সে যেন তার উপগোত্রের নিয়ন্ত্রণ নেয় তবে যেন কোন ঘটনা না ঘটায়। সে কা'আব বিন আবি কা'আব খাস'আমিকে পাঠালো বাশারের ময়দানে, যাহর বিন ক্বায়েস জু'ফিকে কিনদাহতে, আব্দুর রহমান বিন আবি মাখনাফকে সা'য়েদিঈনে। শিম্‌র বিন যিলজওশানকে সালিমে এবং ইয়াযীদ বিন রুয়াইমকে মুরাদে। সে তাদের প্রত্যেককে আদেশ করলো যেন বিদ্রোহীরা তাদের অতিক্রম করে শহরে প্রবেশ করতে না পারে।

সে শাবাস বিন রাব'ঈকে পাঠালো সাবখাহতে এবং তাকে বললো, "যেখানেই তাদের কোন কণ্ঠ শুনতে পাবে, তাদের দিকে যাবে।" সোমবারে রাষ্ট্রের সৈন্যরা এলাকাগুলোর দখল নিলো এবং মঙ্গলবার দিন রাতে ইবরাহীম মুখতারের সাথে যোগ দিতে চাইলো। তাকে জানানো হলো যে ময়দানগুলো সেনাবাহিনীতে পূর্ণ হয়ে গেছে, আর আয়াস বিন মাযারিব রক্ষীদের নিয়ে রাস্তাগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে এবং রাজপ্রাসাদকে তার নিরাপত্তায় নিয়েছে। ইবরাহীমের সাথে ছিলো একশ' জন, যারা তাদের জামার নিচে বর্ম পরেছিলো। তার সাথীরা তাকে একটি ভিন্ন পথে এগোতে বললো, কিন্তু সে বললো, "না, আল্লাহর শপথ, বরং আমি রাস্তার মাঝখান দিয়ে এগোব রাজপ্রাসাদের কাছ দিয়ে শত্রুদের অন্তরে আতঙ্ক জাগানোর জন্য এবং ঘোষণা করবো যে তারা নীচ এবং আমাদের দৃষ্টিতে অল্প।" ইবরাহীম বাব আল ফীলের পাশ দিয়ে গেলো এবং আমর বিন হুরেইসের বাড়িকে ঘেরাও করলো। আয়াস বিন মাযারিব একটি অস্ত্রে সুসজ্জিত সেনাদল নিয়ে তার মুখোমুখি হলো এবং জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কে?" ইবরাহীম জবাব দিলেন, "আমি ইবরাহীম বিন আল আশতার।" এতে আয়াস জিজ্ঞেস করলো, "এটি কিসের দল যাদেরকে তুমি সাথে নিয়ে এসেছো এবং তোমরা কী করতে চাও? আমি তোমার ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিবো না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তোমাকে আমার অধিনায়কের কাছে নিয়ে যাচ্ছি।" ইবরাহীম বললো, "আমার রাস্তা থেকে সরে যাও।" সে বললো, "আমি তা করবো না।" আবু ক্বাতান হামাদানি, যে ইবরাহীমের একজন বন্ধু ছিলো, আয়াসের সাথে ছিলো। ইবরাহীম তাকে উচ্চকণ্ঠে ডাকলো, আর সে, ইবরাহীম তাকে মধ্যস্থতার জন্য অনুরোধ করবে ভেবে তার দিকে গেলো। যখন সে নিকটবর্তী হলো, ইবরাহীম তার বর্শা ছিনিয়ে নিলো এবং তা আয়াসের গলায় ঢুকিয়ে দিলো এবং তাকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলো এবং তার সাথীদের একজনকে বললো তার মাথা ধরতে। আয়াসের সেনাদল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো এবং ইবনে মুতি'র কাছে পৌঁছলো। সে রাশীদ বিন আয়াসকে তার পিতার জায়গায় পুলিশের প্রধান নিয়োগ দিলো এবং তার বদলে সুয়াইদ বিন আব্দুর রহমান মানক্বারিকে কিনাসাহতে পাঠালো।

ইতোমধ্যে ইবরাহীম বিন আল আশতার মুখতারের কাছে পৌঁছলো এবং বললো, "আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আগামীকাল রাতে আক্রমণ করবো, কিন্তু বিশেষ এক পরিস্থিতিতে তা আমাদের আজ রাতেই করতে হবে" এবং সে তাকে আয়াসকে হত্যার বিষয়ে জানালো। মুখতার এ সংবাদে খুশী হলো এবং বললো, "এটি হলো প্রথম বিজয়, ইনশাআল্লাহ।" তখন সে সা'ঈদ বিন মুনক্বিযকে বললো, "জাগো এবং শুকনো কাঠি এবং ডালপালাতে আগুন জ্বালো এবং বার্তা

পাঠাও", এবং সে আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদকে বললো, "জাগো এবং ঘোষণা করো: হে জাতির প্রতিরক্ষাকারীরা।" এরপর সুফিয়ান বিন লায়লা এবং কুদামাহ বিন মালিককে বললো, "তোমরা দুজনে শ্লোগান তোল: হে হোসেইনের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণকারীরা।" এরপর সে নিজে যুদ্ধের পোশাক পরলো। ইবরাহীম বললো, "এ সেনাবাহিনী, যা এলাকাগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে তারা আমাদের সাথীদেরকে আমাদের কাছে পৌঁছতে দিবে না। ভালো হয় যদি আমি আমার গোত্রের কাছে যাই আমার সাথীদের নিয়ে এবং যারা আমাদের মানবে তাদের প্রস্তুত করি এবং তাদের সাথে নিয়ে আমি কুফার ময়দানগুলো ঘেরাও করবো এবং শ্লোগান তুলবো। তখন যারা বিদ্রোহ করতে চাইবে তারা আমাদের সাথে যোগ দিবে। আর যারা তোমার কাছে আসবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিও। কিন্তু যদি তারা তোমাকে আক্রমণ করে, তাহলে তোমার সাথে এমন সংখ্যায় লোক থাকা দরকার যারা তোমার প্রতিরক্ষায় থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তোমার সাথে যোগ দেই।" মুখতার বললো, "যাও তাড়াতাড়ি করো, কিন্তু যদি তুমি অধিনায়ককে আক্রমণ করো, তাদের সাথে যুদ্ধ করো, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো না যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না।"

ইবরাহীম এবং তার সাথীরা চলে গেলো এবং তাদের গোত্রে পৌঁছলো এবং যারা তাদের আহ্বান গ্রহণ করলো তারা তাদের সাথে এলো। সে তাদেরকে কুফার রাস্তায় প্রবেশ করালো সে রাতেই এবং সে ময়দানের পাশ দিয়েই গেলো যেখানে ইবনে মুতি'র সর্দারদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো, সেখানে তারা যাহর বিন ক্বায়েস জু'ফির একদল অশ্বারোহী সৈনিককে দেখতে পেলো যাদের কোন অধিনায়ক ছিলো না। ইবরাহীম তাদেরকে আক্রমণ করলো এবং তাদেরকে কিনদাহর রাস্তা পর্যন্ত হটিয়ে দিলো, এরপর বললো, "ইয়া রব, তুমি জানো যে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বংশধরের জন্য আক্রমণ করতে এসেছি এবং তাদের রক্তের প্রতিশোধ চাই। তাদের ওপরে আমাদের বিজয় দাও।" তারপর সে যারা পালিয়েছিলো তাদেরকে ছেড়ে ফেরত এলো দিয়ে এবং আসীরের ময়দানে পৌঁছলো। একদল মানুষ শ্লোগান তুললো এবং ইবরাহীম সেখানে থামলো। হঠাৎ সুয়াইদ ইবন আব্দুর রহমান মানক্বারি, ইবনে মুতি'র নৈকট্য লাভের লোভে, তাদের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে এলো। যখন ইবরাহীম সংবাদ পেলো সে এসেছে, সে উচ্চকণ্ঠে বললো, "হে আল্লাহর সেনাবাহিনী, সামনে আগাও, কারণ তোমরা বিজয়ের জন্য আরও যোগ্য এ লম্পট লোকদের চাইতে, যারা তোমাদের রাসূলের (সা.) বংশধরের রক্তে ডুবে আছে।" তারা সামনে অগ্রসর হলো এবং তাদের আক্রমণ করলো যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদেরকে মরুভূমিতে ঠেলে দিলো। তারা প্রত্যেকে একে অন্যের কাঁধের ওপর উঠতে লাগলো, পরস্পরকে গালিগালাজ করে। তারা তাদেরকে পিছু ধাওয়া করলো এবং ময়দানে ঢুকিয়ে দিলো। ইবরাহীমের সাথীরা তাকে বললো, "আমাদের কিছু লোকের উচিত তাদের অনুসরণ করা এবং তাদের অন্তরে যে আতঙ্ক প্রবেশ করেছে তা থেকে সুবিধা আদায় করা।" ইবরাহীম বললো, "না, বরং আমাদের উচিত মুখতারের কাছে পৌঁছা এবং তার হৃদয়কে স্বস্তি দেয়া, তার জানা দরকার যে আমরা তার সাথে আছি এবং তার সাথীদেরসহ তাকে সাহসী হওয়া দরকার। হতে পারে যে তাকে ইতোমধ্যেই আক্রমণ করা হয়েছে।" ইবরাহীম মুখতারের বাড়ির দরজায় পৌঁছলো এবং অনেকগুলো কণ্ঠ শুনতে পেলো এবং বুঝতে পারলো যুদ্ধ চলছে। শাবাস বিন রাব'ঈ তাদেরকে আক্রমণ করেছে

সাবযাহর দিক থেকে, আর মুখতার ইয়াযীদ বিন আনাসকে পাঠালো তার মোকাবিলা করতে। হাজ্জার বিন আবজার আজালিও তাকে আক্রমণ করেছিলো, আর মুখতার আহমানর বিন শামিতকে পাঠালো তার মোকাবিলা করতে।

সে মুহূর্তে যুদ্ধের মাঝে, ইবরাহীম রাজ প্রাসাদের দিক থেকে এলো এবং হাজ্জার এবং তার সাথীরা বুঝতে পারলো যে ইবরাহীম তাদের কাছে তাদের পেছন দিক থেকে পৌঁছে গেছে। অতএব তারা দ্রুত রাস্তাগুলোতে ছড়িয়ে গেলো। আর ক্বায়েস বিন তাহফাহ নাহদি, যে ছিলো মুখতারের একজন সাথী, একশ' জনকে সাথে নিয়ে শাবাস বিন রাব'ঈর লোকজনকে আক্রমণ করলো যারা আনাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলো এবং পথ খুলে ফেললো ও আনাস বিন ইয়াযীদ (বা ইয়াযীদ বিন আনাস)-এর কাছে পৌঁছে গেলো। যখন শাবাস তা দেখলো, সে ইবনে মুতি'র কাছে ফেরত গেলো এবং বললো, "আপনার উচিত বিভিন্ন ময়দানে যত সর্দারদের অবস্থান নিতে বলেছেন তাদের সবাইকে একত্র করা এবং সেনাবাহিনীকে এক জায়গায় জমায়েত করা এবং তাদের আক্রমণ করা, কারণ তারা বিজয়ী হয়েছে। আর মুখতার তার পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে এবং বিদ্রোহ করেছে।" যখন মুখতারকে একথা জানানো হলো, সে তার বাড়ির বাইরে এলো তার একদল সাথী নিয়ে এবং দীর হিন্দের পেছনে সাবখাহতে অবস্থান নিলো। আবু উসমান নাহদি বের হলো এবং শাকিব গোত্রের উদ্দেশ্যে, যারা তাদের বাড়িগুলোতে জমায়েত হয়েছিলো এবং নিজেদেরকে লুকিয়ে রেখেছিলো কা'আব খাস'আমির ভয়ে, যে তাদের কাছেই অবস্থান নিয়েছিলো এবং তাদের রাস্তা বন্ধ করে রেখেছিলো, ঘোষণা দিলো, "হে হোসেইনের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণকারীরা, হে জাতির প্রতিরক্ষাকারীরা", এরপর সে বললো, "হে হেদায়েতপ্রাপ্ত গোত্র, মুহাম্মাদ (সা.)-এর সন্তানের নির্ভরযোগ্য উজীর বিদ্রোহ করেছেন এবং দীরে হিনদে অবস্থান নিয়েছেন। তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন যেন আমি তোমাদের আহ্বান জানাই এবং তোমাদের সুসংবাদ দেই, তাই বের হয়ে আসো, আল্লাহ তোমাদের ওপর রহমত করুন।" তারা সবাই ছড়িয়ে পড়ে আওয়াজ তুললো, "হে হোসেইনের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণকারীরা" এবং কা'আবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলো এবং তাদের পথ বের করে নিয়ে মুখতারের কাছে পৌঁছে গেলো ও তার পাশে অবস্থান নিলো। আব্দুল্লাহ বিন ক্বাতাদাহ মুখতারের সাথে যোগ দিলো দু'শ জন সাথী নিয়ে, কা'আব তাদের আক্রমণ করলো, কিন্তু যখন সে বুঝতে পারলো যে তারা তার গোত্রের লোকজন, সে তাদের পথ ছেড়ে দিলো। হামাদানের এক উপগোত্র শিবামও রাতের শেষভাগে বেরিয়ে এলো। যখন এ খবর পৌঁছলো আব্দুর রহমান বিন সাঈদ হামাদানির কাছে, যে ছিলো সর্দারদের একজন, সে তাদের সংবাদ পাঠালো যে, "যদি তোমরা মুখতারকে সাহায্য করতে চাও, তাহলে সাবি'র কবরস্থানের পাশে দিয়ে যেও না।" তারাও মুখতারের সাথে যোগদান করলো। যে বারো হাজার লোক তার হাতে আনুগত্যের শপথ করেছিলো তাদের মধ্যে তিন হাজার আটশ' জন ভোর হওয়ার আগ পর্যন্ত তার চারপাশে জমায়েত হলো। সে তাদেরকে ভোর পর্যন্ত সাজালো এবং সাথীদের নিয়ে ফজরের নামাজ অন্ধকারের ভেতরে আদায় করলো।

ইবনে মুতি' সব এলাকার সর্দারদের মসজিদে জমা হওয়ার জন্য ডেকে পাঠালো এবং রাশিদকে আদেশ দিলো ঘোষণা করার জন্য, "যে ব্যক্তি আজ রাতে মসজিদে আসবে না তার রক্ত

এবং সম্পদ আমাদের জন্য বৈধ হবে।" সবাই জড়ো হলো এবং ইবনে মুতি' শাবাস বিন রাবঈ'কে তিন হাজার সৈনিক দিয়ে মুখতারের বিরুদ্ধে পাঠালো এবং রাশিদ বিন আয়াসকে চার হাজার রক্ষীসহ। শাবাস মুখতারের দিকে অগ্রসর হলো। কিন্তু মুখতার ফজরের নামাযের পর তার আগমনের সংবাদ পেলো এবং একজনকে পাঠালো বিষয়টি অনুসন্ধান করতে। সা'আর বিন আবি সা'আর নামে মুখতারের একজন সাথী ছিলো যে ঐ সময় পর্যন্ত তার সাথে এসে মিলিত হতে পারে নি, সে তখন এসে তার সাথে যোগ দিলো। সে তাকে জানালো যে রাশিদ বিন আয়াসের সাথে পথে তার সংঘর্ষ হয়েছে। মুখতার ইবরাহীম বিন আল আশতারকে পাঁচশ অথবা ছয়শ অশ্বারোহী এবং পাঁচশ পদাতিক সৈন্যসহ পাঠালো রাশিদের মোকাবিলা করতে। সেই সাথে নাঈম বিন হুরাইরাহকেও পাঠালো, যে ছিলো মাসক্বাদাহ বিন হুরাইরাহর ভাই, তিনশ অশ্বারোহী এবং ছয়শ পদাতিক সৈন্যসহ শাবাস বিন রাব'ঈকে মোকাবিলা করার জন্য। সে তাদেরকে রাতের বেলায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এবং শত্রুর শিকারে পরিণত না হওয়ার জন্য আদেশ দিলো কারণ তাদের সংখ্যা ছিলো তাদের চেয়ে বেশী। ইবরাহীম রাশিদের দিকে অগ্রসর হলো এবং মুখতার ইয়াযীদ বিন আনাসকে নয়শ জন লোক দিয়ে মসজিদের দিকে পাঠালো। শাবাস তার দিকে মুখ করে সারিবদ্ধ হলো এবং নাঈম শাবাসের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড যুদ্ধ করলো। নাঈম অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করলো সা'আর বিন আবি সা'রকে এবং নিজে পদাতিক বাহিনীর সাথে অগ্রসর হলো এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলো এবং সূর্য উদয় হয়ে আলো চারদিকে ছড়িয়ে গেলো। শাবাসের সাথীরা নাঈমের সাথীদের আক্রমণ করলো এবং তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো। আর নাঈম নিজে জোর প্রতিরোধ গড়ে তুললো যতক্ষণ পর্যন্ত না শহীদ হয়ে পড়ে গেলো। (আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক তার ওপর)। সা'আর বিন আবি সা'আরও তার কিছু সাথীসহ গ্রেফতার হয়ে গেলো, তারা আরবদেরকে ছেড়ে দিলো এবং অনারবদের হত্যা করলো। শাবাস অগ্রসর হলো এবং মুখতারকে ঘেরাও করে ফেললো, সে নাঈমের মৃত্যুতে দুর্বল হয়ে গিয়েছিলো।

ইবনে মুতি' দুহাজার সৈন্যসহ ইয়াযীদ বিন আল হারস বিন রুয়াইমকে পাঠালো যারা রাস্তাগুলোর প্রবেশ পথ বন্ধ করে দিলো। মুখতার অশ্বারোহী বাহিনীর দায়িত্ব হস্তান্তর করলো ইয়াযীদ বিন আনাসের কাছে এবং নিজে পদাতিক সৈন্যদের সাথে ময়দানের দিকে অগ্রসর হলো। সে সময় শাবাসের অশ্বারোহী বাহিনী তাদের আক্রমণ করলো এবং মুখতারের সাথীরা তাদেরকে প্রতিহত করতে লাগলো। ইয়াযীদ বিন আনাস তাদেরকে বললো, "হে শিয়াদের দল, তারা তোমাদের হত্যা করে আহলুল বাইত (আ.)-এর প্রতি তোমাদের ভালোবাসার কারণে এবং তোমাদের হাত ও পা কেটে ফেলে এবং চোখ অন্ধ করে দেয় এবং তোমাদেরকে খেজুর গাছের কাণ্ডে ঝুলায়, যদিও তোমরা তোমাদের বাড়িতে বসে থাকো তোমাদের শত্রুদের আদেশ মানা অবস্থায়। তাই কী আন্দাজ করছো, যদি আজ তারা তোমাদের ওপর বিজয়ী হয়, আল্লাহর শপথ, চোখের পলকে তারা তোমাদের দু'হাত বাঁধা অবস্থায় হত্যা করবে এবং তোমাদের সন্তানদের, নারী-স্বজনদের এবং সম্পদের সাথে এমন আচরণ করবে যে তা দেখার চাইতে মৃত্যুবরণ করা ভালো হবে। আল্লাহর শপথ, তোমরা তাদের দিক থেকে কোন নাজাত পাবে না শুধু লেগে থাকা,

সহ্য করা এবং সুযোগসন্ধানী বর্শা এবং তরবারির অসাধারণ আঘাত ছাড়া। তাই আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নাও।" একথা শুনে তাদের গতি বৃদ্ধি পেলো, তারা হাঁটু গেড়ে তার আদেশ মেনে নিলো।

ইবরাহীম আশতার রাশিদের কাছে পৌঁছে গেলো, যার সাথে ছিলো চার হাজার যোদ্ধা। সে তার সাথীদের বললো, "তাদের বিরাট সংখ্যা দেখে ভয় পেয়ো না, আল্লাহর শপথ, এমনকি এক ব্যক্তি দশ জন থেকে উত্তম হতে পারে। আর আল্লাহ তাদের সাথে আছেন যারা ধৈর্য ধরে।" এরপর ইবরাহীম তার পতাকাবাহীর দিকে ফিরলো এবং বললো, "পতাকা আরো সামনে নিয়ে যাও এবং তোমার পেছনের সৈন্যদলকে হত্যা করো।" তারা ভীষণ যুদ্ধ করলো। এসময় খুযাইমাহ বিন নসর আবাসি রাশিদের কাছে পৌঁছে গেলো এবং তাকে হত্যা করলো এবং উচ্চকণ্ঠে বললো, "কা'বার রবের শপথ, আমি রাশিদকে হত্যা করেছি।" তা শুনে, তার (রাশিদের) সাথীরা পালালো, আর ইবরাহীম, খুযাইমাহ এবং তাদের সাথীরা রাশিদকে হত্যা করার পর মুখতারের দিকে অগ্রসর হলো। তারা তাকে একটি সংবাদ পাঠালো এবং যখন তারা সুসংবাদ পেলো, তারা তাকবীর দিলো এবং তাদের হৃদয় আরো শক্তিশালী হলো।

ইবনে মুতি' দু'হাজার যোদ্ধাসহ হিসসান বিন ক্বায়েদ বিন বাকর আবাসিকে পাঠালো ইবরাহীম বিন আল আশতারের দিকে সাবখাহতে অবস্থানরত যোদ্ধাদের কাছে পৌঁছতে বাধা দেয়ার জন্য। ইবরাহীম তাদের আক্রমণ করলো এবং তারা যুদ্ধ ছাড়াই পালিয়ে গেল। তবে হিসসান পিছনে রয়ে গেলো এবং তার সাথীদের রক্ষা করতে লাগলো। খুযাইমাহ তাকে আক্রমণ করলো এবং সে তাকে চিনতে পেরে বললো, "হে হিসসান, আমাদের মধ্যে যদি আত্মীয়তা না থাকতো তাহলে তোমাকে হত্যা করতাম। তাই নিজেকে বাঁচাও।" হঠাৎ তার ঘোড়া হোঁচট খেলো এবং সে মাটিতে পড়ে গেলো এবং লোকেরা তাকে ঘেরাও করে ফেললো এবং সে তাদের বিরুদ্ধে কিছুক্ষণের জন্য যুদ্ধ করলো। তখন খুযাইমাহ তাকে বললো, "তুমি নিরাপত্তায় আছো, নিজেকে মৃত্যুর কাছে তুলে দিও না।" সবাই তার ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিলো এবং সে (খুযাইমাহ) ইবরাহীমকে বললো, "সে আমার চাচাতো ভাই, আর আমি তাকে নিরাপত্তার অঙ্গীকার করেছি। ইবরাহীম বললো, "তুমি ভালো কাজ করেছো।" একথা বলে সে তার ঘোড়াটি আনার আদেশ দিলো। তাকে তার ঘোড়ার ওপর বসানো হলো এবং ইবরাহীম তাকে বললো, "যাও তোমার বাড়িতে যাও।"

ইবরাহীম এরপর মুখতারের দিকে রওয়ানা করলো, যাকে শাবাস বিন রা'বঈ ঘেরাও করে ছিলো। ইয়াযীদ বিন আল হারস, যে রাস্তাগুলোর প্রবেশপথে অবস্থান নিয়েছিলো, তার মুখোমুখি হলো তাকে শাবাসের কাছে পৌঁছতে বাধা দেয়ার জন্য। ইবরাহীম তার কিছু সাথীকে খুযাইমাহ বিন নসরের সাথে পাঠালো তাকে মোকাবিলা করার জন্য এবং নিজে অন্যদের সাথে নিয়ে মুখতারের সাহায্যে গেলো। ইবরাহীম শাবাসের সেনাবাহিনীকে পেছন থেকে আক্রমণ করলো। একই সময়ে ইয়াযীদ বিন আনাসও যুদ্ধের জন্য ডাক দিলো। শাবাস ও তার বাহিনী পালালো এবং কুফার বাড়িঘরে ঢুকে গেলো, আর খুযাইমাহ বিন নাসর ইয়াযীদ বিন আল হারসকে পরাজিত করলো এবং তারাও পালিয়ে গেলো গলির প্রবেশ পথগুলোতে এবং ছাদগুলোর আড়ালে

জমায়েত হলো। মুখতার সামনে অগ্রসর হলো এবং যখন তারা রাস্তাগুলোর প্রবেশপথে এলো তারা তার দিকে তীর ছুঁড়তে শুরু করলো এবং সেখান থেকে তারা তাকে কুফায় ঢুকতে বাধা দিলো। সাবখাহতে পরাজিত সেনাবাহিনী ইবনে মুতি'র কাছে এলো এবং সেও রাশিদের নিহত হওয়ার সংবাদ পেয়ে চঞ্চল হয়ে উঠলো।

আমর বিন হাজ্জাজ যুবাইদি তাকে বললো, "হে মানুষ, হাত গুটিয়ে বসে থেকো না। বাইরে লোকজনের কাছে যাও এবং তাদেরকে আমন্ত্রণ জানাও তোমার শত্রুদের মোকাবিলা করতে। অনেকে আছে যারা তোমার পক্ষ নিবে এ বিদ্রোহীরা ছাড়া, যাদেরকে আল্লাহ শেষ পর্যন্ত বেইযযতি করবেন। আমি প্রথম ব্যক্তি তা গ্রহণ করার জন্য; আর আমার সাথে একদল লোক আছে এবং আরেকজন অন্যদের সাথে আছে।" ইবনে মুতি' নিজেই বেরিয়ে এলো এবং লোকজনকে তিরস্কার করলো পালানোর কারণে এবং তাদের আদেশ দিলো মুখতারকে ও তার সাথীদেরকে মোকাবিলা করার জন্য। যখন মুখতার দেখলো ইয়াযীদ আল হারস তাকে কুফায় ঢুকতে দিবে না, সে তার রাস্তা বদলে মাযিনাহ, আহমাস ও বারিক্বের বাড়িগুলোর দিকে এগোলো। তারা যে বাড়িঘরসমূহের মালিক ছিলো সেগুলো শহর থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলো, তারা তার সাথীদের পানি পান করতে দিলো কিন্তু সে নিজে তা পান করলো না, কারণ সে রোযা অবস্থায় ছিলো।

আহমার বিন শামিত ইবনে কামিলকে বললো, "তুমি কি জানো না যে সে রোযা রেখেছে?" সে বললো, হ্যাঁ। সে বললো, "আমার ইচ্ছা সে রোযা ভাঙ্গুক তাতে সে আরও শক্তিশালী হবে।" ইবনে কামিল বললো, "সে তার দায়িত্বের বিষয়ে ত্রুটিহীন এবং বুদ্ধিমান।" আহমার বললো, "তুমি সত্য বলেছো, আসতাগফিরুল্লাহ।" মুখতার বললো, "এ জায়গাটি যুদ্ধের জন্য ভালো।" ইবরাহীম বললো, "আল্লাহ প্রতিপক্ষ শত্রুকে পলায়নে জড়িয়ে ফেলেছেন এবং তাদের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছেন। তাই আমাদেরকে কুফাতে নিয়ে চলো, আল্লাহর শপথ, কেউ নেই যে আমাদের পথ আটকায় রাজপ্রাসাদে যেতে।" মুখতার তখন তার সাথীদের মাঝে যারা বৃদ্ধ ও অসুস্থ ছিলো তাদের রেখে দিলো এবং তার জিনিসপত্রও এবং আবু উসমান নাহদিকে তাদের দেখাশোনার ভার দিলো এবং ইবরাহীমকে তার আগে পাঠিয়ে দিলো। ইবনে মুতি' আমর বিন হাজ্জাজকে দু'হাজার যোদ্ধাসহ পাঠালো মুখতারের মোকাবিলা করার জন্য। মুখতার ইবরাহীমকে সংবাদ পাঠালো যে সে যেন তাদের দিকে হাঁটু গেড়ে বসে। তারা হাঁটু গেড়ে বসলো এবং মুখতার ইয়াযীদ বিন আনাসকে পাঠালো এবং তাকে আদেশ দিলো দাঁড়িয়ে আমর বিন হাজ্জাজের মোকাবিলা করতে। এরপর সে নিজে অগ্রসর হলো ইবরাহীমের পেছনে এবং খালিদ বিন আব্দুল্লাহ মুসাল্লাতে (নামাযের ময়দান) থামলো। যখন ইবরাহীম কিনাসাহর রাস্তা দিয়ে কুফায় প্রবেশ করতে চাইলো শিম্‌র বিন যিলজওশান তার বিরুদ্ধে বেরিয়ে এলো দু'হাজার যোদ্ধা নিয়ে। মুখতার সাঈদ বিন মুনক্বিয হামাদানকে পাঠালো তার মোকাবিলা করতে এবং ইবরাহীমকে সংবাদ পাঠালো সে যেন এগোতে থাকে। ইবরাহীম আরও এগোল এবং শাবাসের রাস্তায় পৌঁছলো। সেখানে নওফাল বিন মাসাহিক্ব অবস্থান নিয়ে ছিলো দু'হাজার অথবা পাঁচ হাজার যোদ্ধা নিয়ে, আর পরের সংখ্যাটি আরও নির্ভরযোগ্য। ইবনে মুতি' আদেশ দিলো ঘোষণার জন্য যে জনগণের উচিত ইবনে

মাসাহিক্বের সাথে যোগ দেয়া এবং সে নিজে কিনাসাহতে অবস্থান নিলো, আর রাজপ্রাসাদের দায়িত্ব দিলো শাবাস বিন রাব'ঈকে।

ইবরাহীম ইবনে মুতি'র কাছে পৌছলো এবং তার সাথীদের ঘোড়া থেকে নামতে আদেশ দিলো এবং বললো, "যখন তারা বলবে, শাবাস এসেছে অথবা আতবা বিন নাহাসের পরিবার এসেছে, অথবা আশ'আসের পরিবার অথবা ইয়াযীদ বিন আল হারস অথবা অমুকের পরিবার এসেছে তখন ভয় পেও না।" এভাবে কুফার সব পরিবারের নাম বললো। এরপর সে বললো, "যদি তারা তরবারির আগুনের স্বাদ পায় তারা ইবনে মুতি'র কাছ থেকে পালিয়ে যাবে, যেভাবে ভেড়া পালায় নেকড়ের কাছ থেকে।" সবাই তার আদেশ মানলো। ইবনে আশতার তার জামার শেষ প্রান্ত তার কোমরের ওপর বেঁধে নিলো এবং সবাই ছড়িয়ে পড়লো একটি পৌরুষদীপ্ত আক্রমণে। তারা একজন আরেকজনের কাঁধের ওপর দিয়ে দৌড় দিলো এবং শহরে ঢোকার রাস্তাগুলোর প্রবেশ পথগুলোতে জড়ো হলো। ইবনে আশতার ইবনে মাসাহিক্বের কাছে পৌছে গেলো এবং তার লাগাম ধরে তার ওপর তরবারি তুললো। ইবনে মাসাহিক্ব বললো, "হে আশতারের সন্তান, আমি আল্লাহর নামে তোমাকে অনুরোধ করছি, আমাদের দুজনের মাঝে কি কোন হিংসা বা রক্তের প্রতিশোধ আছে?" ইবরাহীম তাকে ছেড়ে দিলো এবং বললো, "তাহলে এটি (দয়া) মনে রেখো।" আর সে সব সময় তা মনে রেখেছিলো। এরপর তারা কিনাসাহতে প্রবেশ করলো পলাতকদের ধাওয়া করলো এবং প্রত্যেক বাজার ও মসজিদের নিয়ন্ত্রণ নিলো। আর ইবনে মুতি' এবং কুফার গণ্যমান্যরা, যারা তার সাথে ছিলো রাজপ্রাসাদে ঘেরাও হয়ে পড়লো, আমর বিন হুরেইস ছাড়া, সে তার বাড়িতেই ছিলো এবং মরুভূমিতে চলে গিয়েছিলো সব ছেড়ে। মুখতার নিজে প্রবেশ করলো এবং বাজারের এক কোণায় অবস্থান নিলো এবং ইবরাহীম, ইয়াযীদ বিন আনাস এবং আহমার বিন শামিতকে নিয়োগ দিলো রাজপ্রাসাদ ঘেরাও করতে। তিন দিন কঠোর ঘেরাওয়ে থাকার পর শাবাস ইবনে মুতি'কে বললো, "তোমার ও তোমার সাথীদের জন্য বের হওয়ার একটি পথ খোঁজ। আল্লাহর শপথ, তাদের শক্তি নেই তোমাকে রক্ষা করার অথবা তাদের নিজেদেরকেও রক্ষা করার।" ইবনে মুতি' বললো, "তাহলে তুমি পরামর্শ দাও।" শাবাস বললো, "একটি পথ আছে এবং তা হলো, তোমার নিজের জন্য এবং আমাদের জন্য নিরাপত্তা চাও এবং তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করো এবং তোমার সাথীদের নিয়ে বেরিয়ে যাও এবং নিজেকে ও তোমার সাথীদেরকে হত্যা করো না।" ইবনে মুতি' বললো, "আমি মনে করি এটি লজ্জাজনক যে তাদের কাছে নিরাপত্তা চাইবো যখন আমিরুল মুমিনীন (আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরকে ইঙ্গিত করে) হিজায ও বসরা নিয়ন্ত্রণ করেন।" শাবাস বললো, "তাহলে তোমার উচিত রাজপ্রাসাদ থেকে গোপনে বেরিয়ে কারো বাড়িতে প্রবেশ করা যার ওপর তুমি নির্ভর করতে পারো এবং সেখানেই থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি তোমার অভিভাবকের কাছে পৌছবে।" আব্দুর রহমান বিন সাঈদ, আসমা বিন খারেজাহ, ইবনে মাখনাফ এবং অন্য গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও তার এ প্রস্তাব গ্রহণ করলো। তারা সেখানে রাত পর্যন্ত থাকলো, এরপর ইবেন মুতি' তাদের বললো, "আমি জানি ঐ ঘৃণ্য ও লম্পট ব্যক্তি তোমাদের সাথে কী করেছে, অথচ তোমাদের সব সম্মানিত ও মেধাবী ব্যক্তিরা কথা শুনেছে এবং মান্য করেছে। আমি আমার অভিভাবককে একথা জানাবো

এবং তার কাছে তোমাদের আনুগত্যের কথা ও যুদ্ধের বর্ণনা দিবো যতটুকু আল্লাহ ইচ্ছা করেন।" সবাই তার প্রশংসা করলো এবং সে একা বের হয়ে এলো এবং আবু মূসার বাড়িতে আশ্রয় নিলো। ইবনে আশতার রাজপ্রাসাদের দরজায় পৌঁছলো, এসময় ইবনে মুতি'র সাথীরা দরজা খুলে দিলো তার চলে যাওয়ার পর, এবং বললো, হে আশতারের পুত্র, আমরা কি নিরাপত্তায় আছি?" সে জবাব দিলো, "তোমাদের সবাইকে নিরাপত্তা দেয়া হলো।" এভাবে তারা বেরিয়ে এলো। এরপর তাদের সবাই মুখতারের প্রতি আনুগত্যের শপথ করলো সে সেখানে প্রবেশ করলো এবং রাত কাটালো, আর গণ্যমান্যরা ভোর দেখলো মসজিদে এবং রাজপ্রাসাদের দরজায়।

ভোরে মুখতার বেরিয়ে এলো এবং মিম্বরে উঠলো, আল্লাহর তাসবিহ ও প্রশংসার পর বললো, "আলহামদুল্লিাহ, যিনি তার বন্ধুর কাছে বিজয়ের এবং তাঁর শত্রুদের প্রতি পরাজয়ের অংশের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং এ সুসংবাদকে পৃথিবীর সমাপ্তি পর্যন্ত কাজের মাধ্যম করেছেন এবং তাঁর আদেশকে অনুমোদন দিয়েছেন এবং যারা অভিযোগ করে তারা শেষ পর্যন্ত হতাশ হবে। হে জনতা, আমাদের জন্য একটি পতাকা তোলা হয়েছিলো এবং এর কাল ছিলো নির্ধারিত। আমাদেরকে বলা হয়েছিলো: পতাকা তোল এবং কাজটি সম্পন্ন করো এর নির্ধারিত সময়ে এবং তা লঙ্ঘন করো না। আমরা আহ্বানকারীর আহ্বানের প্রতি সাড়া দিয়েছি এবং ঘোষকের কথাগুলো শুনেছি। আর কত পুরুষ ও নারীরা না আছে যারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তিদের মৃত্যু সংবাদ জানায়। দূর হোক বিদ্রোহীরা, প্রতারক ও অবাধ্যরা, যারা তর্ক করে ও পালিয়ে যায়। আমি তাঁর শপথ করছি যিনি আকাশকে সবার ওপরে ছাদ বানিয়েছেন এবং উপত্যকা ও পৃথিবীর ওপর পথ স্থাপন করেছেন, আলী ইবনে আবি তালিব (আ.) এবং তার বংশধর (আ.)-এর প্রতি আনুগত্যের শপথের পর আর কোন আনুগত্যের শপথকে এত লাভজনক পাবে না।"

এরপর সে মিম্বর থেকে নামলো এবং কুফার সব সম্মানিত ব্যক্তিরা এলো এবং তার হাতে আনুগত্যের শপথ করলো আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের (সা.) সুন্নাতের ওপর আহলুল বাইত (আ.)-এর রক্তের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এবং ধূর্তদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, দুর্বলদের প্রতিরক্ষায়, আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং মুসলমানদের সাথে শান্তির জন্য।

মুনযির বিন হিসসান এবং তার পুত্র হিসসানও মুখতারের কাছে আনুগত্যের শপথ করলো এবং যখন তারা তার সাথে দেখা করে বাইরে এলো, সাঈদ বিন মুনক্বিয সওরি তাদের দেখতে পেলো এবং বললো, "আল্লাহর শপথ, এরা দুজনেই অত্যাচারীদের নেতাদের অন্তর্ভুক্ত।" এরপর সে তাদের দু'জনকেই হত্যা করলো এবং মুনযির যতবারই বললো যে "আমাদের ওপর থেকে তোমার হাত সরিয়ে নাও যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা মুখতার থেকে আদেশ লাভ করি," সে তার কথায় কোন কান দিলো না। যখন মুখতারকে এ ঘটনা জানানো হলো, সে তাদের মনোভাব অপছন্দ করলো। এসময় মুখতার ভালো প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলো জনগণকে এবং সম্মানিতদের মনোযোগ কাড়ছিলো এবং তাদের সাথে দয়াপূর্ণ আচরণ করছিলো। তাকে বলা হলো, "ইবনে মুতি' আবু মূসার বাড়িতে আছে।" কিন্তু সে কোন উত্তর দিলো না এবং রাতে এক লক্ষ দিরহাম পাঠালো তাকে এ সংবাদ দিয়ে যে, "তোমার যাত্রার জন্য এ খরচটি রাখো এবং আমি জানি তুমি

নিজে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার দাও, আর যদি জনবলের প্রয়োজনে থাকি, আমি তোমার কাছে সাহায্য চাইবো।" মুখতার তার সাথে একমত হলো এবং সে তিন হাজার অশ্বারোহী সৈনিক বাছাই করলো এবং রওনা দিলো। মুখতার তাকে খানিকটা এগিয়ে দিলো এবং তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় বললো, "যখন তুমি তোমার শত্রুর কাছে পৌঁছবে, তাদেরকে সময় দিও না এবং আগামীকালের জন্য কোন সুযোগ স্থগিত রেখো না। এরপর প্রতিদিন জানাবে তোমার খবরগুলো সম্পর্কে, এরপর যদি কখনো তোমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়, আমাকে চিঠি লিখো। আমি তোমার কাছে সাহায্য পাঠাবো যদি তোমার সাহায্যের দরকার নাও হয় যেন তোমাদের বাহুগুলো আরও শক্তিশালী হয় এবং তোমাদের শত্রুরা ভয় পায়।" তখন জনগণ তাদের সুস্বাস্থ্যের জন্য দোয়া করলো এবং সেও তাদের জন্য দোয়া করলো এবং বললো, "আমার জন্য শাহাদাতের প্রশান্তি চাও আল্লাহর কাছে। আল্লাহর শপথ, যদি বিজয় আমার কাছ থেকে বিদায় নেয়, আমার উচিত নয় শাহাদাত হারানো।"

এরপর মুখতার আব্দুর রহমান বিন সাঈদকে চিঠি লিখলো, "মসূলের শহরগুলো ইয়াযীদের (বিন আনাস) কাছে হস্তান্তর করো।" ইয়াযীদ মাদায়েনে গেলো এবং জাওখির ভূমির ওপর দিয়ে ভ্রমণ করলো এবং রাযানাতের পাশ দিয়ে মসূলে পৌঁছলো। সে বাকুলিতে অবস্থান নিলো এবং এ সংবাদ ইবনে যিয়াদের কাছে পৌঁছে গেলো। সে বললো, "আমি প্রত্যেক এক হাজারের বিরুদ্ধে দুই হাজার যোদ্ধা পাঠাবো।" এরপর সে রাবিয়া'হ বিন মাখারিক্ব গানাউইকে তিন হাজার যোদ্ধাসহ পাঠালো। রাবি'য়াহ বাকুলিতে প্রবেশ করলো আব্দুল্লাহর একদিন আগে এবং ইয়াযীদের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালো। ইয়াযীদ ছিলো খুবই অসুস্থ। সে তার গাধার পিঠে চড়লো, কিছু লোক তাকে তা করতে সাহায্য করলো। সে তার সৈনিকদের সজ্জিত করলো এবং তাদের যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করলো এবং বললো, "যদি আমি মারা যাই, তোমাদের অধিনায়ক হবে ওয়ারক্বা বিন আযিব আসাদি এবং তার পরে আব্দুল্লাহ বিন যামারাহ আযারি, তার পরে আসবে সা'আর বিন আবি সা'আর হানাফি।" এরপর সে আব্দুল্লাহকে নিয়োগ করলো ডানদিকের বাহিনীকে নেতৃত্ব দিতে এবং সা'আরকে বাম দিকের এবং ওয়ারক্বাকে অশ্বারোহী বাহিনী এবং নিজে একটি বিছানায় শুয়ে ছিলো সেনাবাহিনীর মধ্যবর্তী স্থানে এবং বলছিলো, "যদি ইচ্ছে হয় তোমাদের অধিনায়ককে পরীক্ষা করতে পারো অথবা পরিত্যাগ করতে পারো এবং পালাতে পারো।" সে সেনাবাহিনীকে নির্দেশনা দিচ্ছিলো এবং কোন কোন সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলছিলো এবং জ্ঞান ফিরে পাচ্ছিলো। সেনাবাহিনী আরাফার দিনে ভোরে যুদ্ধ শুরু করলো এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত ভীষণ যুদ্ধ করলো, আর সিরিয়রা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো এবং তাদের শিবির ইয়াযীদের (বিন আনাস) সাথীদের নিয়ন্ত্রণে এলো। তারা সিরিয় বাহিনীর অধিনায়ক রাবি'আহ বিন মাখারিক্বের কাছে পৌঁছে গেলো, যার সাথীরা তাকে পরিত্যাগ করেছিলো। সে পায়ে হেঁটে এলো এবং উচ্চকণ্ঠে বললো, "হে সত্যের বন্ধুরা, আমি মাখারিক্বের পুত্র, তোমরা দাসদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছো যারা পালিয়ে গেছে এবং যারা ইসলাম ত্যাগ করেছে।" তা শুনে একটি দল তার চারদিকে জমা হলো এবং আবার যুদ্ধ শুরু হলো এবং আবার সিরিয়রা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো এবং রাবি'আহ বিন মাখারিক্ব নিহত হলো। আব্দুল্লাহ বিন ওয়ারক্বা আসাদি এবং আব্দুল্লাহ বিন যামারাহ আযারি তাকে হত্যা করেছিলো।

পরাজিতরা কিছু সময়ের জন্য শান্ত হলো এবং আব্দুল্লাহ বিন জুমলাহ তাদের কাছে পৌঁছলো তিন হাজার যোদ্ধা নিয়ে এবং যারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিলো তাদেরকে একত্র করলো, এবং বাকুলিতে অবস্থান নিলো। তারা রাতে টহল দিলো এবং ভোরে, সেদিন ছিলো ঈদুল আযহা, তারা ভীষণ যুদ্ধ করলো। যোহরের সময় তারা থামলো এবং আবার যুদ্ধ শুরু করলো, এক সময় সিরিয়রা পালিয়ে গেলো এবং ইবনে জুমলাহকে তার কিছু সাথীসহ ফেলে চলে গেলো। তারা যুদ্ধ করলো ঐ পর্যন্ত যখন আব্দুল্লাহ বিন ক্বিরাদ খাস'আমি তাকে আক্রমণ করলো এবং তাকে হত্যা করলো এবং কুফার বাহিনী তাদের শিবিরগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিলো। তারা তাদের শিকড় উপড়ে ফেললো এবং হত্যা করলো। তিনশ জনকে গ্রেফতার করলো যাদেরকে ইয়াযীদ (বিন আনাস) হত্যা করতে আদেশ করলো, আর সে নিজেও মৃত্যুর প্রান্তে ছিলো। তাদেরকে হত্যা করা হলো এবং সে নিজেও মৃত্যুবরণ করলো দিনের শেষ প্রান্তে, তার সাথীরা তাকে দাফন করলো এবং তারা উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করলো।

ওয়ারক্বা বিন আযিব আসাদি, যাকে সে (ইয়াযীদ) নিয়োগ দিয়েছিলো তার স্থলাভিষিক্ত হতে, তার জানাজা নামাযের ইমামতি করলো এবং এরপর তার সাথীদের উদ্দেশ্যে বললো, "তোমাদের কী অভিমত? আমার কাছে খবর এসেছে যে ইবনে যিয়াদ নিজে আসছে আশি হাজার যোদ্ধার একটি বাহিনী নিয়ে, আর আমি তোমাদের একজন, তাই তোমাদের মতামত দাও। আমার মতে, যে পরিস্থিতিতে ইয়াযীদ (বিন আনাস) মারা গেছে, আর কেউ কেউ চলে গেছে, আমাদের শক্তি নেই সিরিয়দের মোকাবিলা করার। তাই যদি আমরা নিজ থেকে পিছনে হটি, তারা বলবে যে আমরা সৈন্য অপসারণ করেছি আমাদের অধিনায়কের মৃত্যুর কারণে। আর আমাদের ভয় তাদের অন্তরে তখনও থাকবে। আর যদি আমরা তাদের মোকাবিলা করি, আমরা বিপদে পড়বো। আর আজ যদি তারা আমাদের সম্পূর্ণ পরাজিত করে, তাদের গতকালের পরাজয় আমাদের কোন উপকারে আসবে না।" তারা বললো, "তুমি সঠিক বলেছো।" একথা বলে তারা স্থান ত্যাগ করলো। তাদের সংবাদ মুখতারের কাছে পৌঁছলো এবং কুফাবাসীরা হইচই শুরু করলো এবং বললো, "ইয়াযীদকে (বিন আনাস) হত্যা করা হয়েছে এবং তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয় নি।" তখন মুখতার ইবরাহীমকে ডেকে পাঠালো এবং তাকে সাত হাজার যোদ্ধাসহ পাঠালো এ বলে, "যদি তুমি ইয়াযীদ বিন আনাসের সেনাবাহিনীর সাক্ষাত পাও. তাহলে তুমি তাদের অধিনায়ক হবে, তারপর তাদেরকে তোমার সাথে নিয়ে যাও, ইবনে যিয়াদের ও তার ব্যাটেলিয়নের কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।"

ইবরাহীম হামামুল আউয়ুনকে তার সদর দফতর বানালো এবং আরো অগ্রসর হলো। যখন সে চলে গেলো, কুফার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা মুখতারের বিরুদ্ধচারণ করে শাবাস বিন রাবঈর বাড়িতে জমা হলো এবং বললো, "আল্লাহর শপথ, মুখতার আমাদের অধিনায়ক হয়েছে আমাদের মতামত ছাড়াই এবং আমাদের দাসদের সাহস বাড়িয়ে দিয়েছে, সে তাদেরকে আমাদের ঘোড়াগুলোতে চড়তে দিচ্ছে এবং আমাদের সম্পদের একটি অংশ তাদেরকে দিয়েছে।" শাবাস, যে জাহিলিয়াতের দিনগুলোতে ইসলামের ঘোষণার দিন পর্যন্ত তাদের নেতা ছিলো, বললো, "আমাকে যেতে দাও, আমি গিয়ে তার সাথে দেখা করবো।" সে মুখতারের কাছে এলো এবং

তার কাছে সর্দারদের সব অভিযোগ বর্ণনা করলো। মুখতার তাদের প্রত্যেকটির উত্তর দিলো এ বলে, "আমি এখানে আছি তাদের সম্মতি অনুযায়ী চলতে এবং তারা যা চায় তাই করতে।" দাসদের সম্পর্কে এবং সম্পদে তাদের অধিকার সম্পর্কে, সে বললো, "আমি সেগুলোর ওপর থেকে হাত সরিয়ে নেবো এবং সব সম্পদ তোমার কাছে তুলে দেবো যেন তোমরা বনি উমাইয়া ও ইবনে আল যুবাইরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারো, তবে এক শর্তে যে তুমি শপথ করবে ও অঙ্গীকার করবে যথাযথ নিশ্চয়তা দিয়ে।" শাবাস বললো, "আমি তোমার মতামতগুলো আমার সাথীদের সাথে আলোচনা করবো।" একথা বলে সে তাদের কাছে গেলো, কিন্তু ফিরে এলো না এবং তারা সবাই যুদ্ধ করতে সম্মতি দিলো। এরপর শাবাস বিন রাবঈ, মুহাম্মাদ বিন আল আশআস, আব্দুর রহমান বিন সাঈদ বিন ক্বায়েস এবং শিম্‌র একত্রে কা'আব বিন আবি কা'আব খাস'আমির কাছে এলো এবং তার সাথে এ বিষয়ে কথা বললো এবং সেও তাদের সাথে একমত হলো। এরপর তারা পারস্পারিক সমঝোতার ভিত্তিতে আব্দুর রহমান বিন মাখনাফ আযদির কাছে এলো এবং তাকেও আমন্ত্রণ জানালো। সে উত্তর দিলো, "যদি তোমরা আমার কথা শোন তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো না।" তারা বললো, "কেন নয়?" সে বললো, "আমি আশঙ্কা করছি তোমাদের মাঝে মতভেদ দেখা দেবে, আর তোমাদের মাঝে সাহসী ও শ্রেষ্ঠরা তার পক্ষে আছে, এবং তোমাদের দাস ও কর্মচারীরাও, আর তাদের একটিই শ্লোগান। অথচ তোমাদের দাসরা তোমাদের আরব শত্রুদের চাইতে তোমাদের ঘৃণা করে বেশী। তাই তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে আরবদের সাহস নিয়ে এবং অনারবদের শত্রুতা নিয়ে। তাই যদি তোমরা তাকে সময় দাও, অন্যরা তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে। সিরিয় ও বসরার বাহিনী খুব শীঘ্রই উপস্থিত হবে এবং তারা তাকে তোমাদের মাঝ থেকে সরিয়ে দেবে, আর তোমরা নিজেদের মাঝে যুদ্ধ করলে না।" তারা উত্তর দিলো, "আমরা তোমাকে আল্লাহর নামে অনুরোধ করছি আমাদের বিরোধিতা না করার জন্য এবং আমাদের ঐক্যমতকে তুমি ধ্বংস করো না।" সে বললো, "নিশ্চয়ই আমি তোমাদের একজন, তাই যখনই তোমরা বিদ্রোহ করতে চাইবে, করো।"

ইবরাহীম চলে যাওয়ার সাথে সাথে তারা মুখতারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং কুফার এলাকাগুলো দখল করে নিলো এবং প্রত্যেক সর্দার এক এক গলিতে অবস্থান নিলো। যখন তাদের বিদ্রোহের সংবাদ মুখতারের কাছে পৌঁছলো, সে একজন দ্রুতগামী দূতকে ইবরাহীমের কাছে পাঠালো, যে তার কাছে পৌঁছলো সাবাতে, তৎক্ষণাৎ ফিরে আসার আদেশসহ। এরপর সে একজনকে পাঠালো বিদ্রোহী সর্দারদের কাছে এ কথা জানিয়ে, "আমাকে বলো তোমরা কী চাও? আমি তাই করবো তোমরা যা চাও।" তারা বললো, "আমরা চাই তুমি আমাদের কাছ থেকে দূরে থাকো, কারণ তুমি দাবী কর যে তোমাকে মুহাম্মাদ বিন হানাফিয়্যা পাঠিয়েছে, অথচ এটা জানা যে সে তোমাকে পাঠায় নি।" মুখতার উত্তর দিলো, "তাহলে তোমরা তোমাদের দূতকে তার কাছে পাঠাতে পারো এবং আমিও আমার একজনকে পাঠাবো, তারপর অপেক্ষা করো তার সংবাদ আসা পর্যন্ত।" এ সময় মুখতার চাইলো তাদেরকে কথাবার্তায় ব্যস্ত রাখতে যতক্ষণ ইবরাহীম তার কাছে না পৌঁছায়। এরপর সে তার সাথীদের আদেশ দিলো তাদের ওপর থেকে হাত সরিয়ে

নিতে। এসময় কুফাবাসীরা গলিগুলোর প্রবেশ পথ বন্ধ করে দিলো বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে, সামান্য রসদ ছাড়া, কেউ তাদের কাছে পৌঁছতে পারলো না।

আব্দুল্লাহ বিন সাবি' নিজে ময়দানে অবস্থান নিলো, আর বনি শাকির উপগোত্র তার বিরুদ্ধে ভীষণ যুদ্ধ করলো, তখন আক্বাহ বিন তারিক্ব জাশামি এলো এবং তার পক্ষ নিলো এবং তাদের বিরুদ্ধে তার প্রতিরক্ষা করতে লাগলো। আক্বাহ এলো এবং শিম্‌র ও ক্বায়েস আইলানকে নিয়ে জাবানাহ সালূলে অবস্থান গ্রহণ করলো। এ সময় আব্দুল্লাহ বিন সাবি, ইয়েমেনীদের সাথে নিয়ে সাবি'র (গোত্রের) ময়দানে অবস্থান নিলো। সেদিন রাতে মুখতারের দূত ইবনে আশতারের কাছে পৌঁছলো, ইবরাহীম ফেরত এলো এবং পরের দিন অবতরণ করলো। সে তার ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দিয়ে রাতে রওয়ানা দিলো এবং পরের দিন আসরের সময় কুফায় পৌঁছলো। এরপর সে তার সাথীদের নিয়ে রাত কাটালো মসজিদে। যখন ইয়েমেনীরা সাবি'র ময়দানে সমবেত হলো এবং আসরের নামাযের সময় হলো প্রত্যেক সর্দারই অপছন্দ করলো তাদের মধ্যে কেউ ইমামতি করুক। তা দেখে আব্দুর রহমান বিন মাখনাফ বললো, "এটি হলো প্রথম মতভেদ, তাহলে তোমরা প্রশংসাযোগ্য ব্যক্তি ও ক্বারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রুফাআহ বিন শাদ্দাদকে ইমাম বানাতে পারো।" সে নামাযের ইমামতি করলো যতক্ষণ না যুদ্ধ শুরু হলো।

মুখতার তার সাথীদের সারিবদ্ধ করলো এমন রাস্তায় যেখানে কোন দালান ছিলো না। এরপর সে ইবনে আশতারকে আদেশ দিলো বনি মুযারের লোকদের মোকাবিলা করার জন্য, যাদের অধিনায়ক ছিলো শাবাস বিন রাবঈ এবং মুহাম্মাদ বিন উমাইর আতারুদ, আর তারা অবস্থান নিয়েছিলো কিনাসাহতে। সে (মুখতার) তাকে (ইবরাহীম) ইয়েমেনীদের দিকে পাঠাতে ভয় পেলো, যারা তার গোত্রের লোক ছিলো, পাছে সে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়। মুখতার নিজে ইয়েমেনীদের মোকাবিলা করতে এগিয়ে গেলো যারা সাবি'র রাস্তায় অবস্থান নিয়েছিলো এবং আহমার বিন শামিত বাজালি এবং আব্দুল্লাহ বিন কামিল শাকিরিকে সামনে পাঠালো এবং তাদের আদেশ দিলো তারা যেন একটি নির্দিষ্ট পথ ব্যবহার করে যা সাবি'র ময়দানে পৌঁছেছে। তারপর সে তাদের গোপনে বললো যে শিবাম (গোত্র) তাকে জানিয়েছে যে তারা তাদেরকে পেছন থেকে আক্রমণ করবে এবং তারা আদেশ অনুযায়ী অগ্রসর হলো। যখন ইয়েমেনের লোকদের কাছে তাদের আগমন সংবাদ জানানো হলো তারা দুই বাহিনীতে ভাগ হলো এবং তাদের মুখোমুখি হলো এবং তারা এমন ভয়ানক যুদ্ধ করলো যে, মানুষ এর আগে এমন তীব্র যুদ্ধ দেখে নি। আহমার বিন শামিত ও ইবনে কামিলের সাথীরা পিছু হটলো এবং মুখতারের সাথে যুক্ত হলো। মুখতার তাদের জিজ্ঞেস করলো কী খবর, তারা জবাব দিলো, "আমরা পরাজিত হয়েছি এবং আহমার বিন শামিত তার কিছু অনুসারীদের দল নিয়ে পায়ে হেঁটে এসেছে।" আর ইবনে কামিলের সাথীরা বললো, "আমরা জানি না তার কী হয়েছে।" মুখতার তাদের সাথে নিয়ে ময়দানের দিকে ফিরলো এবং আবু আব্দুল্লাহ জাদালির বাড়ির সামনে পৌঁছলো। সেখানে সে অবস্থান নিলো এবং আব্দুল্লাহ বিন ফুয়াদ খাস'আমিকে চারশ যোদ্ধা দিয়ে পাঠালো ইবনে কামিলকে খুঁজতে এবং তাকে বললো, "যদি তাকে হত্যা করা হয়ে থাকে, তুমি তার জায়গায় অধিনায়কের দায়িত্ব তুলে নিবে এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আর যদি সে জীবিত থাকে,

তাহলে এ দল থেকে তিনশ জনকে তার সাথে রেখে দিবে এবং বাকী একশ জনকে তোমার সাথে নিবে এবং সাবি'র রাস্তার দিকে যাবে এবং তাদেরকে হামামুল ক্বাতনের দিক থেকে আক্রমণ করবে।"

সে গিয়ে দেখলো যে ইবনে কামিল তার একদল সাথী নিয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধের ভেতর আছে। সে তিনশত যোদ্ধাকে তার কাছে রাখলো এবং নিজের সাথে একশ জনকে নিয়ে আব্দুল ক্বায়েসের মসজিদে গেলো এবং এরপর তার সাথীদের বললো, "আমি পছন্দ করি যে মুখতার বিজয়ী হোক, কিন্তু আমি এটিও ঘৃণা করি যে আমার উপগোত্রের সম্মানিত ব্যক্তিরা আমাদের হাতে নিহত হবে। আল্লাহর শপথ, তারা আমার হাতে নিহত হবে এর চাইতে আমি মৃত্যুকে বেশী ভালোবাসি। তাই এখানে তোমরা অবস্থান নাও, কারণ আমি শুনেছি যে শিবাম গোত্র তাদেরকে পেছন থেকে আক্রমণ করবে। সম্ভবত তারা তা করবে এবং আমরা হয়তো তা থেকে রেহাই পাবো।" তারা তার কথায় রাজী হলো এবং রাতটি কাটালো আব্দুল ক্বায়েসের মসজিদের কাছে। মুখতার এরপরে মালিক বিন আমর নাহদিকে পাঠালো যে, যার একজন সাহসী লোক ছিলো, আব্দুল্লাহ বিন শারিক্ব নাহদির সাথে চারশ যোদ্ধাসহ আহমার বিন শামিতকে সাহায্য করার জন্য। তারা তার কাছে ঐ সময় পৌঁছলো যখন শত্রুরা ইতোমধ্যেই তার মাথার কাছে পৌঁছে গিয়েছিলো এবং তাকে ঘিরে ফেলেছিলো। আর যখন এ দলটি সেখানে পৌঁছলো যুদ্ধের মাত্রা আরো তীব্র হলো। ইবনে আশতার তার সেনাবাহিনীসহ পৌঁছলো এবং মুযার গোত্রের মুখোমুখি হলো এবং শাবাস বিন রাব'ঈ এবং তার সাথীদের সাক্ষাত পেলো এবং বললো, "তোমাদের জন্য আক্ষেপ, যুদ্ধ থেকে বিরত থাকো এবং পিছন ফিরে যাও।" তারা তার কথায় কান দিলো না এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলো এবং এক পর্যায়ে তাদের পালাতে হলো। হিসসান বিন ক্বায়েদ আবাসি আহত হলো এবং তাকে তার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো, সেখানে সে মারা গেলো, আর সে ছিলো শাবাস বিন রাব'ঈর সাথী। মুখতারের কাছে সংবাদ পাঠানো হলো যে মুযার গোত্র পালিয়েছে। আর সে এ সুসংবাদটি আহমার বিন শামিত এবং ইবনে কামিলকে জানালো এবং তাদের সম্মুখ সারি আরো শক্তিশালী হলো। শিবাম গোত্রের লোকেরা জমায়েত হলো এবং আবুল ক্বালূসকে নিয়োগ দিলো তাদের অধিনায়ক হিসাবে যেন ইয়েমেনী লোকদের পিছন থেকে আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু তারা একে অপরকে বললো, "আমরা যদি মুযার এবং রাবিআহ (গোত্র)-কে আক্রমণ করতে পারতাম, কারণ তা আরও যথার্থ হতো।" আবুল ক্বালূস উত্তর দিলো না, তারা তাকে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কি বলো?" সে জবাব দিলো, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন, "তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো কাফেরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী।" তারা তার সাথে ইয়েমেনীদের দিকে অগ্রসর হলো এবং যখন তারা সাবি'র ময়দানের প্রবেশ পথে পৌঁছলো, আ'আসার শাকিরির সাথে তাদের সংঘর্ষ হলো এবং তারা তাকে হত্যা করলো এ চিৎকার দিয়ে যে, "হে হোসেইনের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণকারীরা!" যখন ইয়াযীদ বিন উমাইর বিন যি মারান হামাদানি তাদের এ ডাক শুনলো, সে চিৎকার দিলো, "হে উসমানের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণকারীরা।" একথা শুনে রুফা'আহ বিন শাদ্দাদ বললো, উসমানের সাথে আমাদের কী সম্পর্ক? আমি তাদের পাশে থেকে যুদ্ধ করবো না যারা উসমানের রক্তের প্রতিশোধ চায়।" তার গোত্রের একদল ব্যক্তি তার কাছে

আপত্তি জানিয়ে বললো, "তুমি আমাদে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে এসেছো, আর এখন যখন আমরা দেখছি তারা তাদের ভেতরে তরবারি ঢুকিয়ে দিচ্ছে, তুমি আমাদের বলছো পিছু হটতে এবং তাদের পরিত্যাগ করতে?" সে তাদের দিকে ফিরলো এবং এ কবিতাটি আবৃত্তি করলো, "আমি শাদ্দাদের পুত্র এবং আলীর ধর্মের ওপর আছি, আমি উসমানকে পছন্দ করি না, না পছন্দ করি কোন প্রতারককে, আজ আমি প্রবেশ করবো তীব্র যুদ্ধের ভেতরে এবং ভীষণ আক্রমণ করবো।" সে যুদ্ধ করলো নিজে নিহত হওয়া পর্যন্ত। রুফা'আহ আগে মুখতারের পক্ষ নিয়েছিলো, কিন্তু যখন সে তার (কাজকে) প্রতারণা মনে করলো সে তাকে অসচেতন অবস্থায় হত্যা করতে চাইলো। যেদিন সে কুফাবাসীদের সাথে যোগ দিয়েছিলো এবং ইয়াযীদ বিন উমাইর উচ্চকণ্ঠে বললো, "হে উসমানের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণকারীরা", সে নিজেকে তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলো এবং মুখতারের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করলো এবং এক পর্যায়ে নিহত হলো।

ইয়াযীদ বিন উমাইর বিন যি মারান এবং নোমান বিন সাহবান জারমিকেও, যে একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলো, হত্যা করা হলো। ফুরাত বিন যাহর বিন ক্বায়েসও নিহত হলো এবং আবু যাহর আহত হলো। আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ বিন ক্বায়েস এবং উমর বিন মাখনাফও নিহত হলো। আব্দুর রহমান বিন মাখনাফ যুদ্ধ করলো যতক্ষণ পর্যন্ত না আহত হলো এবং তাকে অচৈতন্য অবস্থায় তার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো, এসময় আযদের লোকেরা তাকে ঘিরে থেকে যুদ্ধ করলো এবং ইয়েমেনীরা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হলো। তারা পাঁচশ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলো ওয়াদি'আইনের বাড়িগুলো থেকে এবং দু'হাত বাঁধা অবস্থায় তাদেরকে মুখতারের কাছে আনা হলো। মুখতার বললো, "তাদের বিষয়ে অনুসন্ধান করো, এরপর জানাও তাদের মধ্যে কারা ইমাম হোসেইন (আ.)-এর হত্যায় জড়িত ছিলো।" এরপর সে তাদের মধ্য থেকে দুশ আটচল্লিশ জনের মৃত্যুদন্ড (ইমাম হোসেইন আ.-এর হত্যায় যারা জড়িত ছিলো) কার্যকর করলো। তার সাথীরা (বন্দীদের মাঝ থেকে) নিজেদের শত্রুদের হত্যা করা শুরু করলো এবং মুখতার তা দেখে আদেশ দিলো যে বন্দীদের মধ্যে যারা বেঁচে আছে তাদেরকে মুক্ত করে দিতে। মুখতার তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলো যে তারা তার শত্রুদের পক্ষ নিবে না এবং তার সাথীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করবে না অথবা ষড়যন্ত্রও করবে না। মুখতারের ঘোষক ঘোষণা দিলো, "যারা নিজেদের বাড়িতে দরজা আটকে অবস্থান করবে তারা শান্তিতে থাকবে, শুধু তারা ছাড়া যারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বংশধরদের রক্ত ঝরানোতে অংশগ্রহণ করেছে।"

আমর বিন হাজ্জাজ যুবাইদি, যে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর রক্ত ঝরানোতে পক্ষ নিয়েছিলো, তার উটে চড়লো এবং ওয়াক্বিসাহর রাস্তা দিয়ে পালালো, আর কারও কাছে এ পর্যন্ত তার কোন সংবাদ ছিলো না। বলা হয় যে মুখতারের সাথীরা তাকে পেয়েছিলো, সে মাটিতে পড়ে ছিলো পিপাসার কারণে এবং তারা তাকে হত্যা করেছিলো (আল্লাহর চিরস্থায়ী অভিশাপ তার ওপর পড়ুক) এবং তার মাথাকে মুখতারের কাছে এনেছিলো।

যখন ফুরাত বিন যাহর বিন ক্বায়েসকে হত্যা করা হলো, খালিফাহ বিন আব্দুল্লাহর কন্যা আয়শা, যিনি ইমাম হোসেইন (আ.)-এর স্ত্রীদের একজন ছিলেন, মুখতারের কাছে একটি সংবাদ পাঠালেন তার দাফনের অনুমতি চেয়ে। তিনি অনুমতি দিলেন এবং তাকে দাফন করা হলো।

মুখতার তার কর্মচারী যারবিকে পাঠালো শিম্‌র বিন যিলজাওশানের পেছনে, যে তার সাথীদের সাথে ছিলো। যখন তারা তার কাছাকাছি গেলো, শিম্‌র তার সাথীদের বললো, "তোমরা পেছনে সরে যাও, কারণ এ দাস আমার প্রতি ঘৃণা রাখে।" তারা তার কাছ থেকে দূরে সরে গেলো এবং যারবি দৌড়ে গেলো শিমরের দিকে, সে তাকে প্রতিআক্রমণ করলো এবং তাকে হত্যা করলো। শিম্‌র তার সাথীদের নিয়ে দৌড়ে কুফার বাইরে চলে গেলো এবং সাদনাতে পৌঁছলো রাতে এবং কালতানিয়্যাহ নামে একটি গ্রামের দিকে গেলো, যা একটি নদীর তীরে এবং একটি টিলার গোড়ায় ছিলো। তারা গ্রাম থেকে একজন অনারব ব্যক্তিকে ধরে আনলো এবং তাকে শিম্‌রের কাছে নিয়ে এলো। শিম্‌র তাকে বেত্রাঘাতে জর্জরিত করলো এবং বললো, "তুমি আমার চিঠি নিয়ে যাবে মুসআব বিন যুবাইরের কাছে।"

লোকটি তার গ্রামে গেলো যেখানে আবু উমরোহ, মুখতারের একজন সাথী, মুখতার ও বসরার লোকজনের মাঝে অবস্থান নিয়ে পাহারায় ছিলো। অনারব ব্যক্তিটি তারই গ্রামের আরেক অনারব ব্যক্তির দেখা পেলো এবং তার অবস্থা সম্পর্কে এবং শিমরের আচরণ সম্পর্কে অভিযোগ করলো। সে মুহূর্তে আবু উমরোহ-এর একজন সাথী আব্দুর রহমান বিন আবি কানূদকে ডাকলো যে তাদের দেখেছে এবং তাদের হাতে মুসআব বিন যুবাইরকে লেখা শিমরের চিঠিটি দেখেছে। সে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলো শিম্‌র কোথায়। সে তাদেরকে পথ দেখিয়ে দিলো এবং তাদের মাঝে তিন ফারসাখের কম দূরত্ব ছিলো। শিম্‌রের সাথীরা তাকে আগে সতর্ক করেছিলো যে সেখানে থাকা নিরাপদ নয়। সে উত্তর দিয়েছিলো, "তোমরা এ মিথ্যাবাদীকে এত ভয় পাও? আল্লাহর শপথ, আমি এ জায়গায় তিন দিন বিশ্রাম নিবো।" কিন্তু তাদের অন্তর ছিলো ভয়ে পূর্ণ এবং যখন তারা ঘুমালো তারা বেশ কিছু ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ পেলো। তারা বললো, "এগুলো ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ।" তারা তাদের কাছে চলে এলো এবং তার সাথীরা উঠে দাঁড়ানোর আগেই অশ্বারোহী বাহিনী পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে এলো এবং তাকবীর ধ্বনি দিলো এবং তাঁবুগুলো ঘেরাও করে ফেললো। তার সাথীরা হতবুদ্ধি হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেলো এবং তাদের ঘোড়াগুলো ফেলে রেখে গেলো। শিম্‌র একটি চাদরে নিজেকে জড়িয়ে নিলো যার নিচে কুষ্ঠ রোগের চিহ্ন দেখা যাচ্ছিলো। সে তার হাতে একটি বর্শা নিলো এবং তা দিয়ে তাদের দিকে আঘাত করলো, তারা তাকে কাপড় পড়ার সময় বা অস্ত্রশস্ত্র নেয়ার সময়ও দিলো না। তার সাথীরা, যারা তার কাছ থেকে দূরে অবস্থান নিয়েছিলো তারা একটি তাকবীরের শব্দ শুনতে পেলো এবং কেউ চিৎকার করে বললো, "হিংস্র শয়তানটাকে হত্যা করা হয়েছে।" ইবনে আবি কানূদ, যে তার চিঠি আনারব ব্যক্তির হাতে দেখতে পেয়েছিলো, তাকে হত্যা করলো এবং তার লাশের টুকরোগুলোকে কুকুরগুলোর সামনে ছড়িয়ে দিলো (আল্লাহর চিরস্থায়ী অভিশাপ পড়ুক তার ওপরে এবং যেন জাহান্নামের সবচেয়ে গভীর গর্তে সে থাকে)।

এরপর মুখতার রাজপ্রাসাদে ফেরত এলো সাবি'র ময়দান থেকে এবং সুরাক্বাহ বিন মিরদাস বারক্বিকে গ্রেফতার করে তার কাছে আনা হলো। সুরাক্বাহ চিৎকার করে বললো, "আমাকে আজ ক্ষমা করে দিন হে কল্যাণ বন্টনকারী, হে অধ্যাবসায় ও সম্মানে, হজ্বে, সবসময় দয়া ও সিজদার জন্য প্রচেষ্টায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।" মুখতার তাকে কারাগারে পাঠালো এবং পরের দিন তাকে ডেকে পাঠালো। সে মুখতারের সামনে দাঁড়িয়ে বললো, "আল্লাহ যেন অধিনায়কের কাজগুলো ঠিক করে দেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, আমি ফেরেশতাদের দেখেছি, বড় মাথার দ্রুতগামী ঘোড়াসমূহের পিঠে, আকাশগুলো ও পৃথিবীর মাঝে, আপনাকে সাহায্য করছে।" মুখতার বললো, "তাহলে মিম্বরে ওঠো এবং জনগণের কাছে ঘোষণা করো তুমি কী দেখেছো।" তখন সে মিম্বরে উঠলো এবং সংবাদ দিলো এবং নেমে পড়লো। মুখতার তাকে আড়ালে নিয়ে বললো, "আমি জানি তুমি কিছুই দেখো নি এবং তুমি চেয়েছো যে আমি তোমাকে হত্যা থেকে বাঁচাই। তাই যেখানে ইচ্ছা যাও, তোমার স্বাধীনতা আছে, কিন্তু তোমার লোকদের আমার বিরুদ্ধে উস্কে দিও না।" সে কুফা ত্যাগ করলো এবং বসরায় পৌঁছলো, এরপর মুস'আবের সাথে যোগ দিলো।

সেদিন আব্দুর রহমান বিন সাঈদ (বিন) ক্বায়েস হামদানিকে হত্যা করা হলো। সে সময় সা'আর বিন আবি সা'আর, আবু যুবাইর শিবামি এবং আরেক ব্যক্তি তাকে হত্যা করার কৃতিত্ব দাবী করে। আর শিবাম হলো হামাদানের একটি শাখা গোত্র। আব্দুর রহমানের পুত্র আবু যুবাইর শিবামিকে বললো, "তুমি কি আমার পিতা আব্দুর রহমানকে হত্যা করেছো, যে ছিলো তোমার নিজ উপগোত্রের প্রধান?" সে বললো, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে, সে আল্লাহর শত্রুদের ভালোবাসে না, হোক তারা তার পিতা অথবা ভাই।" এ যুদ্ধে আটশ আশি ব্যক্তি নিহত হয়েছিলো। আর এর বেশীরভাগই ছিলো ইয়েমেনী। এ সংগ্রামের দিনটি ছিলো ৬ যিলহাজ্ব, ৬৬ হিজরি।

এরপর নেতৃস্থানীয়রা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেলো ও বসরায় পৌঁছলো। এসময় মুখতার মনোযোগ দিলো ইমাম হোসেইন (আ.)-এর হত্যাকারীদের হত্যা করার জন্য। সে বললো, "আমাদের ধর্ম এমন নয় যে আমরা বেঁচে থাকবো এবং ইমাম হোসেইন (আ.)-এর হত্যাকারীদের জীবিত রাখবো। সেক্ষেত্রে আমরা মুহাম্মাদ (সা.)-এর সন্তানের কত খারাপ সাথীই না হবো। আর আমি হয়ে যাবো 'মিথ্যাবাদী' যেমনটি আমাকে বলা হয়। আমি তাদের বিষয়ে আল্লাহর সাহায্য চাই। তাই আমাকে তাদের প্রত্যেকের সম্পর্কে জানাও এবং তাদের ধাওয়া করো এবং হত্যা করো। আর খাওয়া ও পানি পান করা আমার কাছে ঘৃণার যতক্ষণ না আমি এ পৃথিবীকে তাদের কাছ থেকে পবিত্র করি।"

তারা তাকে আব্দুল্লাহ বিন উসাইদ জাহনি, মালিক বিন বাশির বাদি এবং হামল বিন মালিক মুহারিবি সম্পর্কে জানালো। মুখতার একজনকে পাঠালো এবং তাদেরকে ক্বাদিসিয়াহ থেকে ডেকে পাঠালো। যখন তার দৃষ্টি তাদের ওপর পড়লো, সে বললো, "হে আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শত্রুরা, হোসেইন বিন আলী কোথায়? হোসেইনের ঋণ শোধ করো, তোমরা তাদেরকে হত্যা

করেছো যাদের ওপর সালাম পেশ করার জন্য তোমাদের আদেশ দেয়া হয়েছিলো?" তারা উত্তর দিলো, "আল্লাহর রহমত হোক আপনার ওপর, আমাদের বাধ্য করা হয়েছিলো ওখানে যেতে, অতএব আমাদেরকে কৃতজ্ঞ করুন এবং জীবিত ছেড়ে দিন।" সে বললো, "কেন তোমরা হোসেইনকে, নবীর নাতিকে দয়া দেখাও নি এবং জীবিত ছেড়ে দাও নি, না দিয়েছো পান করার জন্য পানি?" বাদি (মালিক বিন বাশির) ইমাম হোসেইন (আ.)-এর লম্বা পোশাকটি ছিনিয়ে নিয়েছিলো। মুখতার আদেশ দিলো তার দু'হাত এবং দু'পা আলাদা করে ফেলতে। তাকে শুইয়ে দেয়া হয়েছিলো এবং সে বৃত্তের মত বাঁকা হয়ে গেলো এবং মারা গেলো, বাকী দুজনকেও একইভাবে হত্যা করা হলো।

এরপর মুখতার যিয়াদ বিন মালিক যাবা'ই, ইমরান বিন খালিদ কুশাইরি, আব্দুর রহমান বিন আবি খাশকার বাজালি এবং আব্দুল্লাহ বিন ক্বায়েস খাওলানিকে ডেকে পাঠালো। তাদেরকে তার কাছে আনা হলো এবং যখন তাদের ওপর তার দৃষ্টি পড়লো, সে বললো, "হে ধার্মিক ব্যক্তিদের হত্যাকারীরা। হে বেহেশতের বাসিন্দাদের নেতার হত্যাকারীরা, আজ আল্লাহ তোমাদের ওপর প্রতিশোধ নেবেন। সেদিন ছিলো একটি অকল্যাণের দিন যেদিন তোমরা কলপের চারাগাছে আক্রমণ করেছিলে।" তারা ইমাম হোসেইন (আ.)-এর কলপের চারাগাছ লুট করেছিলো। মুখতার তাদেরকে হত্যা করার আদেশ দিলো।

আব্দুল্লাহ এবং আব্দুর রহমান সালখাবের দু সন্তানকে তার কাছে আনা হলো, সাথে আনা হলো আ'মাশ হামাদানির চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহাব বিন আমর হামাদানিকে। মুখতার তাদেরকেও হত্যার আদেশ দিলো। এরপর তারা আনলো উসমান বিন খালিদ বিন উসাইদ দাহমানি জাহনি এবং আবু আসমা বিন বিশর বিন শুমাইত ক্বানেসিকে, যারা পরস্পরকে সাহায্য করেছিলো আব্দুর রহমান বিন আক্বীলকে হত্যা ও পরনের পোষাক খুলে ফেলতে। সে তাদের মাথা কেটে ফেলার আদেশ দিলো এবং তাদেরকে তীব্র আগুনের ভেতর নিক্ষেপ করা হলো।

এরপর সে খাওলি বিন ইয়াযীদ আসবাহিকে ডাকালো, যে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথাটি কুফায় এনেছিলো। যখন তারা তার খোঁজে গেলো, সে শৌচাগারে লুকালো, আর মুখতারের সাথীরা তার বাড়িতে প্রবেশ করলো তাকে খোঁজার জন্য। তার স্ত্রী, আইউফ বিনতে মালিক, যে তার শত্রুতে পরিণত হয়েছিলো সে সময় থেকে যে রাতে সে ইমাম হোসেইন (আ.)-এর মাথাটি এনেছিলো, বাইরে বেরিয়ে এলো এবং জিজ্ঞেস করলো, "তোমরা কী চাও?" তারা জিজ্ঞেস করলো, "তোমার স্বামী কোথায়?" সে বললো, "আমি জানি না", এ কথা বলে সে শৌচাগারের দিকে ইশারা করলো। তারা সেখানে গেলো এবং তাকে ধরলো, সে সময় সে তার মাথায় একটি চামড়া পরেছিলো। তারা তাকে বাইরে আনলো এবং তার পরিবারের সামনে হত্যা করলো এবং তাকে আগুনে পুড়িয়ে ফেললো (আল্লাহর চিরস্থায়ী অভিশাপ পড়ুক তার ওপরে)।

উমর বিন সা'আদ এবং ইমাম হোসেইন (আ.)-এর অন্যান্য হত্যাকারীদের বিনাশ

একদিন মুখতার তার সাথীদের বললো, "আগামীকাল আমি এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করবো যার পা বড়, চোখ কোটরে ডোবা এবং ভুরু মোটা, যার হত্যা বিশ্বাসীদের এবং (আল্লাহর) নিকটবর্তী ফেরেশতাদের খুশী করবে।"

হাইসাম বিন আল-আসওয়াদ নাখাই, যে তার পাশে ছিলো, বুঝতে পারলো যে সে উমর বিন সা'আদের কথা বুঝিয়েছে। সে তার বাড়িতে ফেরত গেলো এবং তার পুত্র ইরবানকে উমরের কাছে পাঠালো এবং তাকে জানালো। উমর উত্তর দিলো, "আল্লাহ তোমার পিতাকে উদারভাবে পুরস্কার দিন, কিভাবে মুখতার আমাকে হত্যা করতে পারে আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং শপথ করে?" আব্দুল্লাহ বিন জাদাজ বিন হুবাইরাহ ইমাম আলী (আ.)-এর আত্মীয় ছিলো এবং মুখতারের কাছে অন্য সবার চাইতে প্রিয় ছিলো। উমর বিন সা'আদ তার হস্তক্ষেপ চাইলো এবং তার মাধ্যমে নিজের জন্য একটি নিরাপত্তার জন্য চিঠি বের করলো। চিঠিতে মুখতার (ইচ্ছাকৃত ভাবে) উল্লেখ করলো কোন ঘটনা (হাদাস) তার দিক থেকে ঘটবে না, আর এর মাধ্যমে সে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার কথা বুঝিয়েছিলো (কারণ হাদাস বলতে তাও বুঝায়)। যখন ইরবান ফেরত গেলো, উমর তার বাড়ি থেকে বেড়িয়ে হাম্মামাহতে গেলো এবং তার একজন কর্মচারীর কাছে নিরাপত্তা চুক্তিটির ব্যাখ্যা শুনতে চাইলো। ঐ ব্যক্তি বললো, "শপথের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে যে কোন অপবিত্রতা (হাদাস) তোমার পক্ষ থেকে যেন না ঘটানো হয় এবং এর চেয়ে বড় অপবিত্রতা (হাদাস) আর কী হতে পারে যে আপনি আপনার বাড়ি ছেড়ে এখানে এসেছেন?" তা শুনে উমর দ্রুত তার বাড়িতে গেলো, ঐ সময় মুখতারকে জানানো হলো যে উমর বিন সা'আদ তার বাড়ি ত্যাগ করেছে। সে বললো, "কখনোই নয়, তার গলায় একটি শিকল বাঁধা আছে যা তাকে ফেরত আনবে।"

পরদিন সকালে মুখতার আবু উমরোহকে পাঠালো তাকে ধরে আনতে। সে উমরের কাছে এলো এবং বললো, "অধিনায়কের ডাকে সাড়া দাও।" উমর উঠলো, কিন্তু তার পা তার জামায় জড়িয়ে গেলো এবং সে মেঝেতে পড়ে গেলো। আবু উমরোহ তার তরবারি দিয়ে তাকে একটি আঘাত করলো এবং হত্যা করলো (আল্লাহর চিরস্থায়ী অভিশাপ উমরের ওপরে) এবং তার মাথাটি নিয়ে এলো মুখতারের কাছে। মুখতার তার (উমরের) পুত্র হাফাসকে, যে তার পাশে বসেছিলো, বললো, "তুমি এ মাথাটিকে চিনতে পারছো?" সে বললো, "অবশ্যই, তার পর জীবনের আর কোন মূল্য নেই।" মুখতার তাকেও হত্যা করার আদেশ দিলো এবং বললো, "ওটি ছিলো হোসেইন (আ.)-এর বদলা এবং এটি হলো আলী বিন হোসেইন (আ.)-এর বদলা। আল্লাহর শপথ, আমি যদি কুরাইশের চার ভাগের এক ভাগকেও হত্যা করি, তাদের একটি আঙ্গুলের ঋণও শোধ হবে না।"

উমরকে হত্যা করার উদ্দীপনার কারণ ছিলো যে ইয়াযীদ বিন শারাহিল আনসারি মুহাম্মাদ বিন হানাফিয়্যার কাছে গিয়ে তাকে অভিবাদন জানিয়েছিলো এবং যখন তাদের কথাবার্তা মুখতার পর্যন্ত পৌঁছলো, ইবনে হানাফিয়্যা বলেছিলেন, "সে মনে করে সে আমাদের শিয়া, যখন ইমাম হোসেইন (আ.)-এর হত্যাকারীরা তার দিকে মুখ করে চেয়ারে বসে এবং সে তাদের সাথে কথা বলে?" যখন ইয়াযীদ কুফায় ফিরলো, সে মুখতারকে এ বিষয়ে জানালো। এজন্য সে উমর বিন সা'আদকে হত্যা করলো এবং তার মাথা পাঠিয়ে দিলো মুহাম্মাদ বিন হানাফিয়্যার কাছে এবং তাকে লিখলো যে, "আমি যেখানেই তাদের পাবো, তাদেরকে হত্যা করবো, আর আমি বাকীগুলোর খোঁজে আছি যারা ইমাম হোসেইন (আ.)-এর হত্যায় অংশগ্রহণ করেছিলো।"

আব্দুল্লাহ বিন শারিক বলে যে, "আমি ঝালরওয়ালা পোশাক এবং কালো টুপি পড়া লোকদের ঘোড়ার পিঠে দেখেছি যে, যখন উমর তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, সে নিহত হওয়ার আগে, তারা বললো, সে হোসেইনের একজন হত্যাকারী।"

ইবনে সিরীন বলে যে, ইমাম আলী (আ.) একবার উমর বিন সা'আদকে বলেছিলেন, **"এক সময় তুমি একটি জায়গায় পৌঁছবে এবং জান্নাত ও জাহান্নাম বাছাই করার সুযোগ পাবে, আর তুমি জাহান্নাম বেছে নিবে।"**

এরপর মুখতার একজনকে পাঠালো হাকিম বিন তুফাইল তাঈকে ধরে আনার জন্য যে আব্বাস বিন আলী (আ.)-এর গায়ের পোশাক লুট করেছিলো এবং একটি তীর ছুঁড়েছিলো ইমাম হোসেইন (আ.)-এর দিকে এবং বলতো, "আমার তীর তার জামা ভেদ করেছিলো, কিন্তু তার কোন ক্ষতি করে নি।" মুখতারের সাথীরা যখন তাকে গ্রেফতার করলো, তখন সে একজনকে পাঠালো আদি বিন হাতিমের কাছে, যেন তার পক্ষে সুপারিশ করে। আদি তাদের সাথে কথা বললো যারা তাকে গ্রেফতার করেছে। তারা উত্তর দিলো, "মুখতারের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে", তাই সে তার সাথে দেখা করতে গেলো। এর আগে মুখতার তার গোত্রের কিছু ব্যক্তির বিষয়ে তার সুপারিশ গ্রহণ করেছিলো যাদেরকে সাবি'র ময়দান থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিলো। শিয়ারা বললো, "সম্ভবত (মুখতার) তার জন্য সুপারিশ গ্রহণ করতে পারে।" একথা বলে তারা তার দিকে তীর ছুঁড়লো, সে যে তীরগুলো ছুঁড়েছিলো ইমাম হোসেইন (আ.)-এর দিকে এবং তার শরীরকে সজারুর দেহের মত (কাটাযুক্ত) করে দিয়েছিলো তার বদলা হিসাবে। আদি মুখতারের কাছে গেলো। সে তাকে পাশে বসালো, এবং সে তার (হাকিমের) বিষয়ে সুপারিশ করলো। মুখতার বললেন, "এটা কি এমন যে আমি ইমাম হোসেইন (আ.)-এর হত্যাকারীদের মুক্তি দিবো?" আদি বললো, "তাকে মিথ্যাভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছে।" মুখতার বললো, "যদি তা সত্য হয় আমরা তাকে তোমার কাছে ছেড়ে দিবো।" ইবনে কামিল সেখানে প্রবেশ করলো এবং মুখতারকে তার হত্যা সম্পর্কে জানালো। মুখতার বললো, "কেন তাড়াহুড়ো করলে তাকে হত্যা করার জন্য এবং আমার কাছে আনলে না?" যদিও সে তার হত্যাতে অন্তরে খুশী ছিলো। ইবনে কামিল বললো, "শিয়ারা তাকে জোর করে গ্রেফতার করেছে এবং হত্যা করেছে।" আদি ইবনে কামিলকে বললো, "আসলে তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি আলাপ করেছিলে যে হয়তো তোমার চেয়ে উত্তম কোন ব্যক্তি

তার বিষয়ে আমার সুপারিশ গ্রহণ করতে পারে। অতএব তুমি তাকে হত্যা করেছো।" ইবনে কামিল আদিকে গালাগালি করতে শুরু করলো, এসময় মুখতার তাকে থামালো।

এরপর মুখতার একজনকে পাঠালো আলী আকবার (আ.)-এর হত্যাকারী মুনক্বিয বিন মুররাহকে ধরে আনার জন্য, যে ছিলো আব্দুল ক্বায়েস গোত্রের এবং সে ছিলো সাহসী। যখন তারা তার বাড়ি ঘেরাও করলো, তখন সে তার ঘোড়ার চড়ে এবং হাতে একটি বর্শা নিয়ে তাদের আক্রমণ করলো। তারা তার হাতে একটি তরবারির আঘাত করলো কিন্তু সে তাদের মাঝখান থেকে পালিয়ে গেলো এবং নিজেকে রক্ষা করলো এবং মুসআব বিন যুবাইয়ের সাথে যোগ দিলো। কিন্তু তার হাত অসুস্থ হয়ে গেলো এবং অব্যবহারযোগ্য হয়ে পড়লো।

এরপর মুখতার একজনকে পাঠালো যাইদ বিন রিক্কাদ হাব্বানির পেছনে, যে বলতো, "আমি একজন নিহতের দিকে তীর ছুঁড়েছিলাম এবং তা তার হাতকে কপালে আটকে দিয়েছিলো। আর সে আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম বিন আক্বীল ছাড়া অন্য কেউ ছিলো না। সে তার হাত মুক্ত করতে পারলো না এবং বললো, 'হে আল্লাহ তারা আমাদের মূল্যকে কম মনে করে এবং আমাদেরকে ঘৃণিত মনে করে। তাই তাদেরকে হত্যা করুন যারা আমাদেরকে হত্যা করে।' তখন আরেকটি তীর তার জামা ভেদ করে এবং যখন আমি তার মাথার কাছে এলাম, সে ইতোমধ্যেই মারা গেছে। তখন আমি তার হৃৎপিণ্ড থেকে তীরটি টান দিয়ে বের করলাম যা তাকে হত্যা করেছিলো, আমি তার কপালে যে তীরটি ঢুকেছিলো তা টেনে বের করতে চেষ্টা করলাম এবং তা বাঁকালাম, এর হাতল বের হয়ে এলো কিন্তু তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ আটকে থাকলো।" যখন মুখতারের সাথীরা তাকে ঘেরাও করলো, সে তাদেরকে তরবারি হাতে আক্রমণ করলো। ইবনে কামিল বললো, "তাকে বর্শা অথবা তরবারি দিয়ে আক্রমণ করো না, বরং তার দিকে তীর ও পাথর ছোঁড়।" তারা তাকে তীর ও পাথর ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দিলো এবং এরপর তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে ফেললো (আল্লাহর চিরস্থায়ী অভিশাপ পড়ুক তার ওপর)।

এরপর মুখতার একজনকে পাঠালো সিনান বিন আনাসকে ধরে আনার জন্য, সে দাবী করেছিলো সে ইমাম হোসেইন (আ.)-কে হত্যা করেছে। কিন্তু তাকে জানানো হলো সিনান বসরায় পালিয়েছে, অতএব সে তার বাড়ি ধ্বংস করার আদেশ দিলো। এরপর সে আব্দুল্লাহ বিন উক্ববাহ গানাউইকে ডেকে পাঠালো, সেও (উত্তর পশ্চিমে) মেসোপটেমিয়াতে পালিয়ে গিয়েছিলো, তখন তারও বাড়ি ধ্বংস করে দেয়া হলো। সে কারবালাতে একটি শিশুকে হত্যা করেছিলো।

এরপর বনি আসাদ গোত্রের হুরমুলা বিন কাহিল আসাদিকে ডেকে আনতে আদেশ দিলো, সে আহলুল বাইত (আ.)-এর একজনকে (আলী আসগার) হত্যা করেছিলো, কিন্তু তাকে ধরা গেলো না।

এরপর সে বনি খাস'আসের আব্দুল্লাহ বিন উরওয়াহ খাস'আমিকে ধরে আনার জন্য একজনকে পাঠালো, যে বলতো, "আমি হোসেইনের সাথীদের দিকে বারোটি তীর ছুঁড়েছিলাম।"

কিন্তু তাকেও গ্রেফতার করা গেলো না এবং সে মুস'আব বিন যুবাইরের সাথে যোগ দিয়েছিলো, আর তার বাড়িও ধ্বংস করে দেয়া হলো।

এরপর তারা ধাওয়া করলো আমর বিন সাবাহ সাদা'ইকে, যে বলতো, "আমি নিহতদের আহত করেছিলাম, কিন্তু কাউকে হত্যা করি নি।" তারা তাকে গ্রেফতার করলো এবং রাতে তাকে মুখতারের কাছে আনলো, সে তাকে বর্শা দিয়ে হত্যা করার আদেশ করলো যতক্ষণ পর্যন্ত না সে মারা যায়।

মুহাম্মাদ বিন আল আশ'আসকে ধাওয়া করা হলো, যে ক্বাদিসিয়ার দক্ষিণে তার গ্রামের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলো, কিন্তু তারা তাকে ধরতে পারলো না, কারণ সে মুস'আবের কাছে পালিয়েছিলো। মুখতার তার বাড়ি ধ্বংস করে দিলো এবং ঐ কাদামাটি ও ইট দিয়ে হুজর বিন আদির বাড়ি মেরামত করে দিলো যা যিয়াদ ধ্বংস করে দিয়েছিলো।

উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য ইবরাহীম বিন মালিক আশতারের যাত্রা

এভাবে যিলহজ্ব মাস শেষ হতে আট দিন বাকী রইলো, তখন ইবরাহীম বিন আল আশতার ইবনে যিয়াদের সাথে যুদ্ধের জন্য রওনা দিলো। সে রওনা দিলো সাবি'র ঘটনার দুদিন পর। মুখতার তার সাথীদের মাঝ থেকে সাহসী, সুঠাম এবং প্রজ্ঞাবান, অভিজ্ঞ এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের তার সাথে পাঠালো। সে নিজে বিদায় জানাবার সময় তাকে এগিয়ে দিলো আব্দুর রহমান বিন উম্মুল হাকামের ইবাদাতখানা পর্যন্ত। সেখানে তারা মুখতারের সাথীদের সাথে মিলিত হলো, তারা ছিলো চেয়ারের সাথী, তারা একটি লাল রঙের খচ্চরের ওপর চেয়ার বসিয়েছিলো এবং সেখানে তারা দোআ করতো তার বিজয়ের জন্য। যখন মুখতারের দৃষ্টি তাদের ওপর পড়লো, সে বললো, "সে রবের শপথ যিনি কল্যাণ প্রেরণ করেন একটির পর একটি। তারা দলে দলে নিহত হবে এবং জুলুমকারীরা হাজার হাজার নিহত হবে।" এরপর সে ইবরাহীমকে বিদায় জানালো এবং বললো, "এ তিনটি জিনিস আমার কাছ থেকে মনে রাখো: আল্লাহকে ভয় করো প্রকাশ্যে ও গোপনে, সামনে যাওয়ার জন্য দ্রুত ছোট, যখন তুমি শত্রুর কাছে পৌঁছবে তাদের সময় দিও না এবং তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ো।" ইবরাহীম স্থানত্যাগ করলো এবং যখন চেয়ারের সাথীদের কাছে পৌঁছলো তারা এর চারদিকে জড়ো হয়ে আকাশের দিকে হাত তুলে দোআ করছিলো। ইবরাহীম বললো, "হে আল্লাহ, আমাদের নির্বোধ লোকদের কাজে জড়িয়ে দিবেন না। যার হাতে আমার জীবন তার শপথ, এটি হলো বনি ইসরাইলের সুন্নত, যারা বাছুরের চারদিকে জড়ো হয়েছিলো।" চেয়ারের সাথীরা ফেরত চলে এলো এবং ইবরাহীম তার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গেলো।

উবায়দুল্লাহ্ বিন যিয়াদের বিনাশ

ইবরাহীম বিন আল আশতার দ্রুত কুফা ত্যাগ করলো ইবনে যিয়াদের কাছে পৌঁছানোর জন্য সে ইরাকের ভূমিতে প্রবেশের আগেই। ইবনে যিয়াদ, সাথে বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে সিরিয়া থেকে এসেছিলো এবং মসূল দখল করেছিলো। সে তোফায়েল বিন লাক্বিত নাখা'ঈকে, যে ছিলো একজন সাহসী ব্যক্তি, নিয়োগ দিলো তার বাহিনীর সামনের ভাগের অধিনায়ক হিসেবে। এরপর যখন তারা ইবনে যিয়াদের নিকটবর্তী হলো, সে তার বাহিনীকে সাজালো এবং সারিবদ্ধ করলো। সে আরও অগ্রসর হলো এবং খোঁজ নেয়ার জন্য তোফায়েলকে আরও সামনে পাঠালো এবং নিজে মসূলের নদী খাযিরে পৌঁছলো। বারমিসা নামের এক গ্রামে সে অবস্থান গ্রহণ করলো। ইবনে যিয়াদও এলো তার সামনা সামনি এবং তার কাছেই অবস্থান নিলো খাযির নদীর তীরে।

উমাইর বিন হাব্বাব সালামি, ইবনে যিয়াদের একজন সাথী, গোপনে ইবনে আশতারের কাছে একটি সংবাদ পাঠালো যে, "আমার সাথে বিশেষভাবে দেখা করো।" পুরো ক্বায়েস গোত্র আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করতো মারজে রাহিতের ঘটনার পর। আর আব্দুল মালিকের সেনাবাহিনী ছিলো কালব গোত্রেরই। উমাইর এবং ইবনে আশতার একজন আরেকজনের সাথে সাক্ষাত করলো এবং উমাইর বললো, "আমি ইবনে যিয়াদের বাম দিকের বাহিনীর অধিনায়ক, আর আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমি বাম দিকের বাহিনীকে পরিত্যাগ করবো এবং পালিয়ে যাবো।" ইবনে আশতার তাকে জিজ্ঞেস করলো, "তোমার কী মত? আমি কি পরিখা খনন করবো এবং দু'দিন অপেক্ষা করবো?" উমাইর বললো, "সাবধান, শত্রু এটা ছাড়া আর কিছু চায় না। প্রত্যেক দেরী তাদের জন্য সৌভাগ্য হবে, যারা সংখ্যায় তোমাদের মত। ক্ষুদ্র বাহিনী অপেক্ষারত অবস্থায় শক্তি রাখে না বেশী সংখ্যক শত্রুকে প্রতিহত করার জন্য। আক্রমণ করো তাদের কোন সময় না দিয়ে, যতক্ষণ তাদের অন্তরে ভয় আছে। আর যদি তারা তোমার বাহিনীর সাথে মিশে যায় এবং দিনের পর দিন যুদ্ধ করে এবং এর ফলে তাদের সাথে পরিচিত হয়ে যায়, তখন তারা দুঃসাহসী হয়ে উঠবে।" ইবরাহীম বললো, "এখন আমি বুঝতে পারছি যে তুমি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী এবং মুখতারও আমাকে একই উপদেশ দিয়েছে।" উমাইর বললো, "তাহলে তাকে মানো, কারণ সে যুদ্ধ কৌশলে দক্ষ, আর তার চাইতে এ বিষয়ে বেশী অভিজ্ঞ কেউ নেই এবং আজ সকালেই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।"

উমাইর ফেরত গেলো তার সেনাবাহিনীতে এবং ইবনে আশতার তার দাঁতে দাঁত পিষলো, আর ঘুম তার চোখে প্রবেশ করলো না। যখন ভোর হলো, সে তার বাহিনীকে প্রস্তুত করলো এবং বিভিন্ন দলকে সাজালো ও অধিনায়ক নিয়োগ দিলো। সে সুলাইমান বিন ইয়াযীদ আযদিকে তার ডান দিকের বাহিনীর জন্য নিয়োগ দিলো এবং আলী বিন মালিক জাশামিকে বাম দিকের বাহিনীর দায়িত্ব দিলো, সে ছিলো আহওয়াসের ভাই। সে অশ্বারোহী বাহিনীর দায়িত্ব দিলো তার দুধ ভাই আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহকে, আর তার অশ্বারোহী বাহিনী ছিলো সংখ্যায় কম। সে তোফায়েল বিন লাক্বিতকে দায়িত্ব দিলো পদাতিক বাহিনীর এবং তার পতাকা দিলো মাযাহিম বিন

মালিককে। সকাল হওয়ার আগে অন্ধকারে সে নামাজ পড়লো এবং তার সাথীদের সাজালো। সে দায়িত্বপ্রাপ্তদের তাদের জায়গায় পাঠালো এবং নিজে পায়ে হেঁটে এলো তার বাহিনীকে উৎসাহ দিয়ে। সে তাদেরকে বিজয়ের সংবাদ দিলো এবং শত্রুর ওপরে যে বিরাট টিলাটি ঝুঁকে ছিলো তার ওপরে নিয়ে গেলো আনন্দের মাঝে। তাকে জানানো হলো যে কেউ তাদের জায়গা থেকে নড়ে নি। সে আব্দুল্লাহ বিন যুহাইর সালওয়ানিকে পাঠালো এ বিষয়ে অনুসন্ধান করতে। সে ফেরত এলো এবং বললো, "তাদের প্রত্যেকেই ভয় ও আলস্যে আছে। তাদের একজন আমার সাথে সাক্ষাত করেছে এবং তারা বলেছে, 'হে আবু তুরাবের সন্তানের শিয়া, হে মিথ্যাবাদী মুখতারের শিয়া', আমি উত্তর দিয়েছি যে আমাদের কাছে যা আছে তা গালাগালের চাইতে গুরুত্বপূর্ণ।" তখন ইবরাহীম ঘোড়ায় চড়লো এবং পতাকাগুলোর কাছে এলো এবং স্মরণ করলো যে ইবনে যিয়াদ ইমাম হোসেইন (আ.) তার সাথীদের ও পরিবারকে হত্যা করেছে এবং সে আরও স্মরণ করলো (তার নারী স্বজনদের) বন্দীত্ব এবং পানি বন্ধ করে দেয়াকে। এরপর সে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করলো তাদেরকে হত্যা করতে।

শত্রু সেনাবাহিনী মুখোমুখি হলো। ইবনে যিয়াদ হাসীন বিন নামীরকে সিরিয়দের ডানদিকের বাহিনীর অধিনায়ক এবং উমাইর বিন হাব্বাব সালামিকে বাম দিকের বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ দিলো। অশ্বারোহী বাহিনীর দায়িত্ব দিলো শারহাবিল বিন যিল কিলা'কে। যখন তারা কাছাকাছি হলো, হাসীন ইবরাহীমের বাম দিকের বাহিনীকে আক্রমণ করলো সিরিয়দের ডান দিকের বাহিনীর মাধ্যমে। আলী বিন মালিক জাশামি তাকে প্রতিরোধ করলো এবং এক সময় নিহত হলো। এরপর কুররাহ বিন আলী পতাকা নিলো এবং সেও একদল সাহসী মানুষ নিয়ে চাপ প্রয়োগ করলো এবং একসময় সেও নিহত হলো। এ সময় বাম দিকের বাহিনী পালাতে শুরু করলো। এরপর আব্দুল্লাহ বিন ওয়ারক্বা' বিন জানদাহ সালুলি, যে হাবাশি বিন জানাদাহর ভাতিজা ছিলো, যিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একজন সাহাবী ছিলেন, পতাকা হাতে নিলেন এবং পালাতে থাকা সৈন্যদের দায়িত্ব নিলেন এবং উচ্চকণ্ঠে বললেন, "হে আল্লাহর সেনাবাহিনী, আমার চারদিকে আসো।" তখন তিনি বেশীরভাগকে তার চারদিকে জড়ো করলেন এবং বললেন, "তোমাদের অধিনায়ক নিজে ইবনে যিয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, আসো আমরা তার কাছে যাই।" তারা ইবরাহীমের কাছে এলো এবং দেখলো সে নিজের মাথা থেকে শিরস্ত্রান খুলে নিয়েছে এবং উচ্চকণ্ঠে বলছে, "হে আল্লাহর সেনাবাহিনী, আমার কাছে আসো, আমি আশতারের পুত্র, শ্রেষ্ঠ পলাতক সে যে আবার আক্রমণ করে, আর যে আবার আক্রমণ করা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয় সে খারাপ কাজ করে।" তখন তার সাথীরা তার কাছে ফিরে এলো।

ইবরাহীমের ডানদিকের বাহিনী উমাইর বিন যিয়াদ (অথবা হাব্বাব)-কে আক্রমণ করলো এ ভেবে যে উমাইর যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাবে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী। কিন্তু উমাইর তাদের কঠিনভাবে প্রতিরোধ করলো এবং পালানোকে অপমানকর মনে করলো। ইবরাহীম যখন তা দেখলো, সে বললো, "আমরা তাদের সেনাবাহিনীর বিস্তৃত মধ্যভাগকে আক্রমণ করবো একদল নিয়ে এবং যদি আমরা তাদের বিতাড়িত করতে পারি তাদের জায়গা থেকে এবং পালাতে বাধ্য করি, যাদেরকে তোমাদের ডান ও বাম দিকে দেখছো, তারাও ভীত পাখির মত উড়ে যাবে।" তার

বাহিনী আক্রমণ করলো এক দিকে একত্রে এবং পরস্পর যুদ্ধ করলো বর্শা, তরবারি এবং লাঠি দিয়ে কিছু সময়ের জন্য। লোহার আওয়াজ ছিলো ধোপার কাপড় বাড়ি দেয়ার শব্দের মত। ইবরাহীম তার পতাকা বাহককে বললো, "শত্রুর সারির ভেতরে পতাকা নিয়ে ঢুকে পড়ো।" সে বললো, "সামনে এগোবার কোন পথ নেই।" ইবরাহীম জবাব দিলো, "অবশ্যই আছে" এবং যখন সে এক কদম সামনে এগোল ইবরাহীম তার তরবারি দিয়ে প্রচণ্ড আক্রমণ করলো এবং যে কেউ তার সামনে এলো তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলো এবং পদাতিক সৈন্যদের বিধস্ত করে দিলো যেন তারা ছিলো একদল গরু। তার সাথীরাও তাকে অনুসরণ করলো। এসময় প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। ইবনে যিয়াদের বাহিনী পালাতে শুরু করলো এবং দু'দিকের বাহিনী থেকেই অনেক লোক মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

বলা হয় পলাতকদের মধ্যে প্রথম ছিলো উমাইর বিন হাব্বাব, তার প্রথমে যুদ্ধ করা ছিলো একটি ভান। যখন শত্রুরা পালিয়ে গেলো, ইবরাহীম বললো, "আমি এক ব্যক্তিকে পতাকার নিচে হত্যা করেছি যে খাযির নদীর তীরে একা পড়ে আছে। যাও তাকে খুঁজে বের করো। কারণ আমি মেশকের সুগন্ধ পেয়েছি তার (পোষাক) থেকে। তার দু'হাত পূর্ব দিকে এবং দু'পা পশ্চিম দিকে পড়েছিলো। তারা তাকে খুঁজে পেলো এবং সে (উবায়দুল্লাহ) ইবনে যিয়াদ ছাড়া অন্য কেউ ছিলো না, যাকে ইবরাহীম দু'ভাগ করে ফেলেছিলো তার তরবারি দিয়ে, ঠিক যেভাবে সে বর্ণনা করেছিলো। তারা তার মাথা নিলো এবং তার দেহ পুড়িয়ে ফেললো (আল্লাহর চিরস্থায়ী অভিশাপ তার ওপর এবং তার সাথীদের ওপর এবং সে যেন জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরের গর্তে থাকে)।

শারিক বিন জুদাইর তাগলুবি আক্রমণ করলো হাসীন বিন নামীর সাকুনিকে এবং সে তাকে ইবনে যিয়াদ ভেবেছিলো। তারা একে অপরের সাথে ধস্তাধস্তি শুরু করলো এবং তাগলুবি চিৎকার করে উঠলো, "আমাকে হত্যা করো এ জারজের সাথে।" তখন তারা হাসীনকে হত্যা করলো।

এটাও বলা হয় যে শারিক ইবনে যিয়াদকে হত্যা করেছিলো। শারিক ইমাম আলী (আ.)-এর সাথী ছিলো সিফফীনের যুদ্ধে এবং তার দৃষ্টি শক্তি দুর্বল হয়ে গিয়েছিলো। যখন ইমাম আলী (আ.) শহীদ হয়ে গেলেন, সে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে চলে গিয়েছিলো এবং সেখানে নির্জনে বসবাস শুরু করেছিলো। যখন ইমাম হোসেইন (আ.)-কে হত্যা করা হয়, সে আল্লাহর কাছে একটি শপথ করে যে তার রক্তের প্রতিশোধ খোঁজা হবে, সে ইবনে যিয়াদকে হত্যা করবে অথবা নিজে নিহত হবে। যখন মুখতার উঠে দাঁড়ালো ইমাম হোসেইন (আ.)-এর রক্তের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য, সে তার দিকে মনোযোগ দিলো এবং ইবরাহীমের সাথে জাবহাহ্‌তে গেলো। যখন সিরিয় সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করা হলো, সে সারি থেকে বেরিয়ে এলো তার সাথীদেরসহ, যারা রাবিয়াহ গোত্রের ছিলো, যতক্ষণ পর্যন্ত না ইবনে যিয়াদের কাছে পৌঁছলো। তখন ধুলা উঠলো এবং কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছিলো না, শারিক ও ইবনে যিয়াদ দু'জনেই নিহত হলো। কিন্তু প্রথম বর্ণনাটি আরও নির্ভরযোগ্য। শারিক ছিলো সেই ব্যক্তি যে লিখেছিলো, "আমি প্রত্যেক জীবনকে ব্যর্থ মনে করি, শুধু ঘোড়ার ছায়ায় বর্শাগুলো ছাড়া।"

শারাহবীল বিন যিল কিলা' হুমায়রিকেও হত্যা করা হয়েছিলো এবং সুফিয়া বিন হাসিদ আযদি, ওয়ারক্বা বিন আযিব আসাদি এবং আব্দুল্লাহ বিন যুহাইর সালামি প্রত্যেকেই তাকে হত্যা করার দাবী করেছিলো।

উয়াইনাহ বিন আল আসমা ইবনে যিয়াদের সাথে ছিলো এবং যখন ইবনে যিয়াদের সেনাবাহিনী পরাজিত হলো এবং পালালো, সে নিজের সাথে তার বোন হিন্দাকে, যে আসমার কন্যা ও ইবনে যিয়াদের স্ত্রী ছিলো, সাথে নিলো এবং যুদ্ধ কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলো, "যদি তুমি রশি ছিঁড়ে থাক, তুমিও বীরের মত মাটিতে লুটিয়ে পড়েছো।"

যখন যুদ্ধ থেকে ইবনে যিয়াদের সেনাবাহিনী পালালো, ইবরাহীমের সাথীরা তাদের পিছু ধাওয়া করলো এবং তাদেরকে নদীতে নিক্ষেপ করলো, আর যারা ডুবে মরেছিলো তাদের বেশীর ভাগই ছিলো ইমাম হোসেইন (আ.)-এর হত্যাকারী। এরপর তারা তাদের শিবিরের দখল নিলো এবং তাদের সব রসদ গণিমত হিসাবে গ্রহণ করলো।

ইবরাহীম মুখতারকে সুসংবাদ পাঠালো এবং সে মাদায়েনে অবস্থান করার সময় তা পেলো। ইবরাহীম তার কর্মকর্তাদেরকে মসূলের শহরগুলোতে পাঠালো যেগুলো তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিলো, সে তার দুধভাই আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহকে নাসিবাইনের গভর্নর নিয়োগ দিলো এবং সানজার এবং দারাদ এবং আরাযি দ্বীপ থেকে এর চারিদিকের এলাকার ওপর ক্ষমতা দিলো। সে যাফার বিন হুরেইসকে ক্বিরক্বিসিয়ার গভর্নর নিয়োগ দিলো এবং হাতিম বিন নোমান বাহিলিকে হারান, রিহা, সামিমাত এবং এর জেলাগুলোর গভর্নর নিয়োগ দিলো। এছাড়াও সে উমাইর বিন হাব্বাব সালামিকে কাফারে তাওসা এবং তাওরে আসাবদাইনের গভর্নর নিয়োগ দিলো এবং ইবরাহীম নিজে মসূলে অবস্থান নিলো। এরপর সে মুখতারের কাছে উবায়দুল্লাহর মাথা পাঠালো, সাথে তার অধিনায়কের মাথাগুলো, এবং সেগুলো প্রাসাদে ছড়িয়ে রাখলো। একটি ছোট্ট সাপকে দেখা গেলো মাথাগুলোর মাঝখানে বুকে ভর করে চলছে এবং উবায়দুল্লাহর মুখ দিয়ে ঢুকলো এবং নাকের ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে এলো। এরপর এটি নাকের অন্য ছিদ্রটি দিয়ে প্রবেশ করলো এবং মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো এবং বেশ কয়েকবার তার পুনারাবৃত্তি করলো। তিরমিযি তার জামে'তে এরকমই বর্ণনা করেছেন।

মুগীরাহ বলে যে, ইসলামে প্রথম নকল মুদ্রা বের করে উবায়দুল্লাহ (বিন যিয়াদ)।

উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের এক কুলি রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলো তার সাথে, ইমাম হোসেইন (আ.)-এর শাহাদাতের সময়। হঠাৎ ইবনে যিয়াদের চেহারায় আগুন জ্বলে ওঠে এবং সে তার জামার হাতা দিয়ে তা ডলে নিভায় এবং কুলিকে বলে, "সাবধান এটি কারো কাছে বর্ণনা করবি না।"

মুগীরা বলে যে, ইমাম হোসেইন (আ.)-এর শাহাদাতের পর, উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের মা মারজানাহ, তাকে বলেছিলো, "হে অপবিত্র লম্পট, তুই রাসূলুল্লাহর নাতিকে হত্যা করলি? তুই কখনো জান্নাত দেখবি না।"

এখানেই শেষ হলো ইবনে আসীরের 'কামিল' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি।

বিহারুল আনওয়ারে উদ্ধৃত হয়েছে সাওয়াবুল আ'মাল থেকে, উমাইর তামিমি থেকে ধারাবাহিক বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে যে, যখন উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ ও তার সাথীদের মাথা আনা হলো, আমি তাদের সাথে গেলাম এবং জনতা বললো, "এসেছে এসেছে।" হঠাৎ একটি সাপ এলো এবং তা মাথাগুলোর মধ্য দিয়ে গড়িয়ে চলছিলো। সেটি উবায়দুল্লাহর নাকের ছিদ্র দিয়ে ঢুকলো এবং বের হয়ে এলো এবং এরপর নাকের অন্য ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করলো।

'কামিলুয যিয়ারাত'-এ বর্ণিত হয়েছে ধারাবাহিক বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে আব্দুর রহমান গানাউই থেকে যে, শীঘ্রই ইয়াযীদ কষ্টে পড়লো এবং ইমাম হোসেইন (আ.)-এর শাহাদাতের পর কোন সুবিধা পেলো না এবং সে হঠাৎ মৃত্যু বরণ করলো। সে রাতে ঘুমিয়েছিলো মাতাল অবস্থায় এবং সকালে তার লাশ আলকাতরার মত কালো হয়ে গিয়েছিলো। সে আফসোসের শিকারে পরিণত হয়েছিলো। আর যারা ইমাম হোসেইন (আ.)-কে হত্যা করার বিষয়ে তাকে মান্য করেছিলো এবং তার (ইমামের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলো, তাদের মধ্যে এমন কেউ ছিলো না যে পাগল হয়ে যায় নি অথবা কুষ্ঠরোগ অথবা পক্ষাঘাতগস্ত হয় নি এবং এটি তার বংশে চলতে থাকে উত্তরাধিকার হিসাবে।

ইউসুফ ক্বিরমানির 'আখবারুদ দাওল' গ্রন্থে আছে যে, ইয়াযীদের জন্ম হয়েছিলো ২৫ অথবা ২৬ হিজরিতে। সে ছিলো শক্তিশালী, মোটা এবং প্রচুর লোমযুক্ত। তার মা ছিলো মায়সূন, বাজদুল কালবির কন্যা, ... এক পর্যায়ে তিনি বলেন যে, নওফাল বিন ফুরাত বলে যে, আমি উমর বিন আব্দুল আযীযের কাছে উপস্থিত ছিলাম, তখন এক ব্যক্তি ইয়াযীদের নাম বললো, সাথে বিশ্বাসীদের আমির, উপাধিটি ব্যবহার করলো। তা শুনে উমর বললো, তুমি তাকে 'বিশ্বাসীদের আমির' বলছো?" একথা বলে তিনি আদেশ দিলেন তাকে ২০টি বেত্রাঘাত করতে।

রুইয়ানি তার 'মুসনাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন আবু দারদা থেকে যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, **"প্রথম যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত পরিবর্তন করবে সে হলো বনি উমাইয়াহ থেকে, তার নাম ইয়াযীদ।"**

ইয়াযীদ মৃত্যুবরণ করে হাওয়ানে, রবিউল আউয়াল মাসে ৬৪ হিজরিতে, কণ্ঠ ও ফুসফুসের প্রদাহের রোগের কারণে। তার লাশ দামেস্কে আনা হয়, সেখানে তার ভাই খালিদ, কেউ বলে যে তার পুত্র মুয়াবিয়া, তার লাশের জানাযা পড়েছিলো। তাকে দাফন করা হয় বাব আল-সাগীরের

কবরস্থানে; আর তার কবরকে বর্তমানে ময়লা ফেলার জায়গা বানানো হয়েছে। সে বেঁচেছিলো সাত্রিশ বছর এবং তার খিলাফত ছিলো তিন বছর নয় মাস।

আর এভাবে 'নাফাসূল মাহমুম ফী মাক্বতাল আল হোসেইন আল মাজলূম' লিখা শেষ হয় শুক্রবার, আসরের সময়, জমাদিউস সানিতে ১৩৩৫ হিজরীতে সাইয়েদা ফাতিমা যাহরার (আ.) জন্ম বার্ষিকীতে, সালাম তার ওপরে, তার পিতা (সা.)-এর ওপরে, তার স্বামী (আ.)-এর ওপরে এবং তার সন্তান (আ.)-দের ওপর। (লিখিত হয়েছে) অপরাধী লেখক আব্বাসের হাতে, ইমাম আলী রেযা (আ.)-এর গম্মুজের দিকে ফিরে, হাজার শুভেচ্ছা ও সালাম অতিসম্মানিতের ওপর এবং সব প্রশংসা আল্লাহর, শুরুতেও এবং শেষেও, আর শান্তি বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ ও তার পবিত্র, ধার্মিক এবং নিষ্পাপ পরিবার (আ.)-এর ওপর।